ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উর্দু সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান

Contribution of Syed Suliman Nadvi
on
Urdu Literature

গবেষক
মোঃ বাহারুল ইসলাম
রেজিস্ট্রেশন নং: ২১
সেশন: ২০১২–২০১৩

উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উর্দু সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান

(Contribution of Syed Suliman Nadvi on Urdu Literature)

গবেষক
মোঃ বাহারুল ইসলাম
রেজিষ্ট্রেশন নং: ২১
সেশন: ২০১২–২০১৩

তত্ত্বাবধায়ক
ড. রশিদ আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক, উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

তারিখ: ৩১ মে ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী র.

(২২ নভেম্বর ১৮৮৪ – ২২ নভেম্বর ১৯৫৩)

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব মোঃ বাহারুল ইসলাম আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে "উর্দু সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান" শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণা করেছেন। আমি তাঁর গবেষণা থিসিসটি আদ্যোপান্ত পড়ে এর প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছি।

আমার জানা মতে এ গবেষণা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি গ্রহণের জন্য দেয়া হয়নি এবং কোন প্রতিষ্ঠানে এ গবেষণাটি বা এর অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হয়নি। আমি এ থিসিসটি পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপযোগী বলে মনে করি।

(ড. রশিদ আহমদ)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
সহযোগী অধ্যাপক
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

এই মর্মে আমি ঘোষণা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধীনে ২০১২-২০১৩ সেশনে ২১ নং রেজিস্ট্রেশনে পিএইচ.ডি গবেষক হিসেবে ভর্তি হয়ে "উর্দু সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করছি। আমি আরো ঘোষণা করছি, এই গবেষণাটি আমার মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ গবেষণা থিসিস অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি গ্রহণের জন্য দেয়া হয়নি। এ থিসিস বা এর অংশ বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশিত হয়নি।

(মোঃ বাহারুল ইসলাম)
পিএইচ.ডি গবেষক,
রেজিষ্ট্রেশন নং: ২১
সেশন: ২০১২-২০১৩
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান ও মহামহিম পরম করুনাময় আল্লাহ্‌র প্রতি যিনি মানুষকে জ্ঞানদান করেছেন। অসংখ্য দুরুদ ও সালাত প্রেরণ করছি নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সা.-এর উপর, তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবী ও সকল মুমিন নরনারীর উপর। আমি আল্লাহর দরবারে আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, উর্দু সাহিত্যে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান কিছুটা তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে।

আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে বিভিন্ন সুধীজনের আন্তরিক সহযোগিতা, জ্ঞানগর্ব পরামর্শ ও সঠিক দিক নির্দেশনা পেয়েছি। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা স্বল্প পরিসরে কোনভাবেই সম্ভব নয়। তবুও আমার এ গবেষণায় যাদের অবদান রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিশেষ করে যিনি আমার এ গবেষণা কাজ শুরু করিয়ে দিয়েছেন, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ গোলাম রববানী স্যারকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার গবেষণা কর্মের খোজ-খবর নিয়েছেন। বিষয় নির্বাচন, শিরোনাম নির্ধারণ, অধ্যায় বিন্যাস থেকে শুরু করে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন পর্যন্ত সকল বিষয়ে সুপরামর্শ ও সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি শুধু আমার এই গবেষণার জন্য সেই ভারত থেকে সায়্যিদ সুলায়মান সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ খুঁজে এনে দিয়েছেন। তাঁর আন্তরিক সহায়তা, সদয় সহযোগিতা, সুপরামর্শ ও অনেক অনুপ্রেরণায় আমার এ গবেষণাটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয়েছে। আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক সহযোগী অধ্যাপক ড. রশিদ আহমদ স্যার আমার এ গবেষণাটি সফলভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমাকে নানাভাবে সহায়তা, সুপরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার এ গবেষণাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্য ও যত্নসহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়েছেন। প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী সংশোধন করার জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন করে দিয়ে পিএইচ.ডি-এর জন্য উপস্থাপনের যোগ্য করে তুলে

দিয়েছেন। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশনায় এ গবেষণাটি সফল, তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ হয়েছে। তাই স্যারের এ অসীম অবদানের জন্য স্যারকে জানাই আমার অন্তরের গভীর থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করছি।

আমার জন্য যারা অনেক দু'আ করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, তাগিদ দিয়েছেন, তাদের সবাইকে স্মরণ করছি। আমি গভীরভাবে স্মরণ করছি– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের স্বনামধন্য চেয়ারম্যান ও আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোঃ ইস্রাফীল স্যারকে। স্যার বিভিন্ন সময়ে এই গবেষণার ক্ষেত্রে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন ও উৎসাহিত করেছেন। মানসম্পন্ন লেখার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। গবেষণা কর্মটি যথাসময়ে রচনার জন্য বহুবার তাগাদা প্রদান করেছেন। তাই স্যারের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিভাগের শ্রদ্ধাভাজন সকল শিক্ষকের প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রফেসর ড. আবুল কালাম সরকার স্যার ও আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. এবিএম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারের প্রতি। আমার প্রতি তাঁদের প্রত্যেকের আন্তরিকতা, স্নেহ, মায়া-মমতা ভুলবার নয়। তাঁদের প্রত্যেকের দোয়া, প্রেরণা ও সহযোগিতার জন্য তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমি আরো ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বাল্যবন্ধু দারুল উলুম বরুড়ার সম্মানিত মুহাদ্দিস মাওলানা রফিকুল ইসলাম কাসেমীকে। তিনি ভারত থেকে আমার এ গবেষণা কাজের জন্য গ্রন্থ এনে দিয়েছেন। লেখা কম্পোজ ও তথ্য সংগ্রহের কাজে আমাকে অনেক সহযোগিতা করে সঠিক বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। গবেষণা কর্মটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য সাহস যুগিয়েছেন। এ জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য উঁচু মাকাম কামনা করছি।

আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান জনাব মাস্টার মোঃ মফিজুল ইসলাম মুন্সী ও শ্রদ্ধেয় আম্মাজান জনাব আমেনা বেগমকে। তাঁরা সব সময় আমার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য এবং আমার গবেষণা কর্মটি যথাসময়ে সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করেছেন। এ গবেষণা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। শেষদিকে সন্তানের পিএইচডি-র কাজের সমাপ্তি দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। আমি তাঁদের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করছি। আমার সহধর্মিনী কাজী ফারহানা ইসলাম আমাকে এই গবেষণার জন্য সময় ও সুযোগ করে দিয়ে এ কাজকে সহজ ও তরান্বিত

করেছে। সেই সাথে উৎসাহ ও পরামর্শ তো ছিলই। তার প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালবাসা রইল। মহান আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব মোঃ আবুল কালাম আযাদ ও জনাব মাওলানা মোঃ মনিরুল ইসলামের প্রতি। অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে তাঁরা আমাকে অনেক প্রেরণা দিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। স্মরণ করছি আমার স্নেহের ছোট ভাই মোঃ আবু নোমান, ছোট বোন মর্জিনা আক্তার ও মাহিনুর আক্তারকে। অভিসন্দর্ভটি রচনায় কাজের অগ্রগতি ও সার্বিক সহযোগিতায় তারা আমাকে যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে যাদের ত্যাগ, স্নেহ, মায়া মমতায় আমাকে আজকের এই অবস্থানে উন্নীত করেছে, তাদের সকলের প্রতি আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা রইল। তাদের সকলের ইহকাল এবং পরকালের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি। আর আল্লাহর নিকট এ গবেষণাটির ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা ও উপকারিতা কামনা করছি। আমীন।

মোঃ বাহারুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা	১১
প্রথম অধ্যায় : সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী র.-এর জীবনকথা	
জন্ম	১৭
বংশ পরিচয়	১৭
শিক্ষা জীবন	১৯
দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামায় সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী	২০
আল্লামা শিবলী নু'মানীর শিষ্যত্ব লাভ	২১
বিবাহ ও সন্তান সন্ততি	২২
বর্নাঢ্য কর্মজীবন	২৩
দারুল মুসান্নিফীনের দায়িত্ব গ্রহণ	২৬
ভুপালের বিচারক ও জামিয়ার আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন	২৮
রাজনীতিতে পদার্পণ	২৯
দেশ-বিদেশ ভ্রমণ	৩০
সাহিত্যে অবদান	৩৪
সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত ও সংকলিত গ্রন্থাবলী	৩৫
বাইয়াত গ্রহণ ও খিলাফত লাভ	৪৪
হজ্জব্রত পালন	৪৫
পাকিস্তানে স্থায়ী বসবাস	৪৫
পরলোক গমন	৪৬
সর্বস্তরে মৃত্যুশোক	৪৬
সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট্য সাহিত্যিকের অভিমত	৪৮
দ্বিতীয় অধ্যায় : ইতিহাস চর্চায় সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী	
ইতিহাস রচনায় সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর দৃষ্টিভঙ্গি	৫৪
ইতিহাসের ভুল সংশোধন	৫৭
ইংরেজদের ভুল ইতিহাস রচনার মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ	৫৮
ইস্কান্দারিয়া শহরের গ্রন্থাগার ধ্বংসের অপবাদ মোচন	৫৯
ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার প্রসার সম্পর্কে ভুল তথ্য সংশোধন	৫৯
তাজমহল ও লাল কিল্লার নির্মাতা সম্পর্কে ভুল ধারণা নিরসন	৬০
পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন আনয়ন	৬১
মুসলিম ইতিহাসবিদদের পরামর্শ	৬২

Dhaka University Institutional Repository

কিছু হিন্দু লেখকের ইংরেজদের অনুকরণ ৬৩
বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর সম্পর্কে ভুল তথ্য অপনোদন ৬৪
রাসূলুল্লাহ সা. এর সমালোচনার প্রতিবাদ ৬৫
ভুল ইতিহাস রচনার ফলাফল ও উত্তরণের উপায় ৬৬
দারুল মুছান্নিফীন ও ইতিহাস চর্চা ৬৭
gvnbvgvn gvAwid ও ইতিহাস চর্চা ৬৭
ইসলামের ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন ৬৮
ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন ৬৯
সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী ৭৫
সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী ৮৫
সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব ৯২

তৃতীয় অধ্যায় : জীবনী সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান
উর্দু জীবনী সাহিত্য ৯৬
জীবনী সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান ৯৮
nvqv‡Z Bgvg gwjK i. ৯৮
mxiv‡Z Av‡qkv iv. ১০৫
mxivZbex mv. ১১২
mxivZbex mv. (১ম খণ্ড) ১১৬
mxivZbex mv. (২য় খণ্ড) ১১৭
mxivZbex mv. (৩য় খণ্ড) ১১৯
mxivZbex mv. (৪র্থ খণ্ড) ১২১
mxivZbex mv. (৫ম খণ্ড) ১২৩
mxivZbex mv. (৬ষ্ঠ খণ্ড) ১২৫
mxivZbex mv. (৭ম খণ্ড) ১২৬
Lvq¨vg ১২৯
nvqv‡Z wkejx ১৩৫
Bqv‡‘ id‡ZMv ১৪০

চতুর্থ অধ্যায় : সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর পত্র ও প্রবন্ধ সাহিত্য
পত্র সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ১৫০
পত্র সংকলনগ্রন্থ evix‡‘ wdwi½ ১৬০
প্রবন্ধ সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

gvnbvgvn gvLhvb ১৬৫
gvnbvgvn Avjxmo ১৬৬
gvnbvgvn Avb-bv‘Iqv ১৬৬
gvnbvgvn Avb-bv‘Iqv (নতুন এডিশন) ১৭৪
†mn‡ivhvn DwKj ১৭৫
gvnbvgvn Zvgvïb ১৭৬
nvdZvnIqvi Avj-‡njvj ১৭৬
nvdZvnIqvi Avj-evjvM ১৭৯
gvnbvgvn gvÔAwid ১৮০
gvnbvgvn wbhvgj gvkv‡qL ১৯৫
gvnbvgvn Qe‡n Dgx‘ ১৯৬
gvnbvgvn Avjxmo g¨vMvwRb ১৯৭
gvnbvgvn Avj-RwgAv g½xi ১৯৭
gvnbvgvn Lvqv¯Ívb ১৯৭
gvnbvgvn wbMvi ১৯৮
†ivhbvgvn nvg‘i‘ ১৯৮
gvnbvgvn bww‘g ১৯৮
gvnbvgvn gmZvK‡ej ১৯৯

উপসংহার ২০৬
গ্রন্থপঞ্জি ২১১
সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর স্মৃতি বিজড়িত কয়েকটি প্রামাণ্য চিত্র ২১৪

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। অসংখ্য-অগণিত হামদ ও শোকর মহান আল্লাহর দরবারে; যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-আশরাফুল মাখলুকাত করে পাঠিয়েছেন। যার দয়া ছাড়া সৃষ্টির সকল কিছু অক্ষম; সেই মহামহিমই দিয়েছেন উদ্ভাবনী শক্তি এবং তার জন্যই সম্ভব হয়েছে আমাদের সমূহ গবেষণা ও উন্মোচন। অফুরন্ত দুরুদ ও সালাম পেশ করছি আমাদের প্রিয় নবী সায়্যিদুল মুরসালিন সা.-এর পবিত্র রূহে, যার রূহানী ফয়েজ ও বরকতে অধমের দ্বারা এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমি আল্লাহর দরবারে আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, উর্দু সাহিত্যে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান কিছুটা তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে।

মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সেরা দার্শনিক ও উর্দু সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন সমসাময়িক বিশ্বে একজন খ্যাতিমান ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন। তিনি ছিলেন আল্লামা শিবলী নু'মানীর আদর্শ ও চিন্তা চেতনার বলিষ্ঠ উত্তরাধিকারী। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আত্ম-উপলব্ধি উজ্জীবিতকরণে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি অজস্র আদর্শিক ও বিপ্লবী লেখনীর মাধ্যমে মুসলমানদের উত্তরণের জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। স্বীয় ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে এ দেশের মুসলমানদেরকে কুসংস্কারের বেড়াজাল ও চিন্তা চেতনার অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করে হিদায়াতের আলোকোজ্জ্বল পথে টেনে আনা এবং তাদের মাঝে আদর্শিক চেতনার নতুন প্রাণ সঞ্চার করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং অধঃপতনের অতল গর্ভে পড়ে যাওয়া ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার নিশ্চিতকরণে তাঁর প্রয়াস ছিল অতুলনীয়।

উর্দু সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের সেবায় আত্মোৎসর্গকারী মহান পুরুষ আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা জেলার আযিমাবাদের প্রসিদ্ধ গ্রাম দিসনার সম্ভ্রান্ত সায়্যিদ পরিবারে ২২ নভেম্বর ১৮৮৪ খ্রি. মোতাবেক ২৬ সফর ১৩০২ হিজরী রোজ শুক্রবার জন্মগ্রহন করেন। তিনি শিক্ষাজীবন সমাপান্তে আত্মনিয়োগ করেন বর্নাঢ্য কর্মজীবন ও লেখালেখির কাজে। দ্বীন, শিক্ষা ও সাহিত্যাঙ্গনে একই সময়ে তিনি কেবল

দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন না বরং প্রধান নীতি নির্ধারক, দিক নির্দেশক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ১৯০৭ সালে Avb-bv‘ Iqv পত্রিকার সহ-সম্পাদক এর দায়িত্ব গ্রহন করেন এবং ১৯০৮ সালে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার আধুনিক আরবী ও তুলনামুলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। ১৯১৩ সালে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বিখ্যাত উর্দু সাপ্তাহিক Avj-wnjvj-এর মত যুগান্তকারী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ‘মাশহাদে আকবর’-এর মত অবিস্মরণীয় প্রবন্ধসহ শত শত প্রবন্ধ রচনা করে একজন প্রখ্যাত প্রবন্ধকার হিসেবে বিশ্বের নজর কাড়েন। পাশাপাশি ১৯১৪ সাল থেকে মোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত পুনা শহরে অবস্থিত বিখ্যাত দাক্কান কলেজের প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি একাধারে ৩২ বছর ামিবলী নু‘মানীর হাতে গড়া দারুল মুসান্নিফীনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুনিপুন পরিচালনায় দারুল মুসান্নিফীন একটি বিখ্যাত ইসলামী প্রকাশনার কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। একই সাথে তিনি ১৯১৬ সাল থেকে দারুল মুসান্নিফীনের মুখপাত্র রূপে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ মাসিক gwÛAwidএর মত উচ্চাঙ্গের মননশীল পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে মনোনীত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। এসময়ে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করে তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই উর্দু সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন তৈরি করে নেন।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত বিদ্যাপিঠ দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মনোনীত হন। তিনি একাধিকবার খিলাফত ও জমিয়াতুল উলামার বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন। এমনিভাবে ১৯১৫ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত “আঞ্জুমানে তারাক্কীয়ে উর্দু”-এর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত “আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গালা”-এর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং সমগ্র ভারতীয় কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির অন্যতম সদস্য। তিনি ছিলেন খিলাফত আন্দোলনের প্রধান মুখপাত্র। তিনি খিলাফত প্রতিনিধি দলের দলনেতা হিসেবে বিলেত, ফ্রান্স, ইটালি, তুরস্ক, হিজায-সৌদি আরব, আফগানিস্তানসহ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সকল জনপদে আমন্ত্রিত হয়ে সে সব দেশ ভ্রমণ করেন। এভাবে তিনি দেশে বিদেশে ভ্রমণের ধারা অব্যাহত রেখে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী শিক্ষা সংস্থার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য আজীবন কাজ করে যান।

Dhaka University Institutional Repository

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। বিগত বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম অর্ধ শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখে গেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত ও মুসলিম মনীষীদের জীবনমালা। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামী মুল্যবোধের প্রয়োগ ও বিকাশের লক্ষ্যে তিনি একাধিক গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ রচনা করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। শিক্ষা ও জ্ঞান বিষয়ক তাঁর বিভিন্ন রচনাবলী উচ্চতর সাহিত্যমানের দাবী রাখে। তিনি স্বীয় ক্ষুরধার আদর্শিক ও বিপ্লবী লেখনীর মাধ্যমে ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য আজীবন চেষ্টা করে যান। সীরাত ও জীবনী, ইতিহাস ও দর্শন, ভূগোল ও সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর সাহিত্য চর্চার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অনন্য দিক হলো জীবনীসাহিত্য রচনা। সাত খণ্ডে রচিত রাসূল সা. এর অনুপম চরিত গ্রন্থ mxivZbex mv. তাঁর এমনি একটি অমূল্য সীরাত ও জীবনীগ্রন্থ। নবীপত্নী হযরত আয়িশা রা.-এর জীবনীগ্রন্থ mxiv‡Z Awqkv, প্রখ্যাত ইমাম হযরত মালেক র.-এর জীবনীগ্রন্থ nvqv‡Z gv‡jK, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খায়্যামের জীবনীগ্রন্থ Lvq¨vg, স্বীয় উস্তাদ আল্লামা শিবলী নু'মানীর উপর জীবনীগ্রন্থ nvqv‡Z wkejx এবং ভারতবর্ষের ১৩৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে রচিতগ্রন্থ Bqv‡' id‡ZMv তাঁর জীবনীসাহিত্যমূলক রচনার ক্ষেত্রে প্রভুত সুনাম অর্জন করেছে।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, তিনি ছিলেন অনেক উঁচু মাপের একজন গভীরদৃষ্টি সম্পন্ন ইতিহাসবিদ। ইতিহাস বিষয়ে তাঁর অবদান সমসাময়িক ইতিহাসবিদদের থেকে অনেক বেশি। তিনি ইতিহাস বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে দুখণ্ডে রচিত তাঁর সুবিখ্যাত মুল্যবান গ্রন্থ Zvix‡L Avi'j KiAvb অন্যতম। গ্রন্থটিতে তিনি কুরআনের ঐতিহাসিক ঘটনাসমৃদ্ধ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা, আরবের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইসলাম পূর্বে আরবের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কথা তুলে ধরেন। এমনিভাবে তাঁর Avie Iqv wn›' Kx ZvÛAvjøKvZ নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে তিনি আরব ও হিন্দুস্তানের প্রারম্ভিক সম্পর্কের ইতিহাস, আরব ও হিন্দুস্তানের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, হিন্দুস্তানের সাথে আরবের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যবহুল আলোচনা করেন। তাঁর আরেকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ হলো Avi‡ev Kx Rvnvhivbx। তিনি এ গ্রন্থটিতে আরবদের জাহায পরিচালনার সূচনালগ্ন থেকে হিজরী দশম শতাব্দী পর্যন্ত তাঁদের জাহায

পরিচালনার পুরো ইতিহাস, যুগযুগ ধরে এর উন্নতি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিশুদ্ধ প্রমাণসহ তুলে ধরেন। আর মহানবী সা. এর অমর জীবন চরিতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আটটি উচ্চ গবেষণামূলক লিখিত ভাষণ Lrev‡Z gv‘ ivm, গ্রন্থাকারে পরবর্তীতে প্রকাশ হয়।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন উর্দু সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা লেখক, সুসাহিত্যিক ও বিশ্ব বরেণ্য প্রবন্ধকার। তিনি জীবনের শুরুলগ্ন (১৯০২) থেকে প্রবন্ধ লেখা শুরু করে, জীবনের শেষ মুহূর্ত (১৯৫৩) পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রেখেছেন। দীর্ঘ ৫০ বছরে রচিত প্রবন্ধসমুহের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, ইসলামী রীতি-নীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষার উন্নয়ন, ধর্মের উন্নতি, রাজনৈতিক সচেতনতা দর্শন এবং উর্দু ভাষা ও সাহিত্য-সহ বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন। এমন কোনো বিষয় বাকি নেই, যে বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেননি। তাঁর প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত তাত্ত্বিক, জ্ঞানমূলক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ। তাঁর এসব প্রবন্ধ মাসিক gvÛAwid, Avb-bv‘ Iqv, Avj-†njvj, Avj-evjvM-সহ নামী-দামী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আর তাঁর এসব প্রবন্ধ নিয়ে পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় bK‡k mjvqgvb, gvhvgx‡b mjvqgvb, gvKvjv‡Z mjvqgvb, Bqv‡‘ id‡ZMv নামে বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থ। আর এভাবে তিনি জীবনভর সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে লেখালেখির জগৎকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন এবং উর্দু সাহিত্য জগতে একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক হিসেবে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যই এক বিরাট নেয়ামত স্বরূপ।

এ মহান ব্যক্তির প্রতি আমার অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা আমি যখন বাংলাদেশ কওমী মাদরাসায় লেখাপড়া করি তখন থেকেই। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স করার পর পিএইচ.ডি করার জন্য চিন্তা করতেই মনে হয়েছে; এ মহান ব্যক্তিকে নিয়ে কাজ করা যায়। যদিও এ মহান ব্যক্তি সম্পর্কে উর্দু ভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ব্যাপক গবেষণা হয়েছে, কিন্তু সে তুলনায় বাংলা ভাষায় ও বাংলাদেশে অতিসামান্যই কাজ হয়েছে, যা চোখে পড়ার মত নয়। তাই এ মহান কর্মবীর সম্পর্কে দেশ ও জাতিকে অবগত করানো এবং নিজেও তাঁর সম্পর্কে ভাল ও পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করার জন্য তাঁকে নিয়ে গবেষণা করার চিন্তা আসে। বিষয়টি নিয়ে আমার সন্মানিত শিক্ষকমন্ডলির সাথে আলাপ করি। বিশেষ করে উর্দু বিভাগের তৎকালীন স্বনামধন্য চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ

গোলাম রববানী স্যার ও সহযোগী অধ্যাপক ড. রশিদ আহমদ স্যারের সাথে। তাঁদের পরামর্শ ও সম্মতিতে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়। আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে থাকতে সম্মত হলেন ড. রশিদ আহমদ স্যার। অতপর "উর্দু সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান" শীর্ষক পিএইচ.ডি গবেষণার কাজ শুরু করি।

আমার এ গবেষণা থিসিসের আলোচ্য বিষয়বস্তুকে আমি মোট চার অধ্যায়ে ভাগ করেছি।

১ম অধ্যায়: সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী র.-এর জীবনকথা

২য় অধ্যায়: ইতিহাস চর্চায় সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী

৩য় অধ্যায়: জীবনী সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান

৪র্থ অধ্যায়: সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর পত্র ও প্রবন্ধ সাহিত্য

এছাড়াও এতে রয়েছে ভূমিকা, উপসংহার এবং সবশেষে রয়েছে গ্রন্থপঞ্জি।

আমি তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণা করি। প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে তাঁর জীবন, কর্ম, শিক্ষা, উর্দু সাহিত্যে ও ইসলামী সাহিত্যে অবদানের প্রায় সব দিকই তুলে ধরার চেষ্টা করি। আমি আমার গবেষণার মাধ্যমে তাঁকে, উর্দু সাহিত্যে তাঁর সাধনা ও ইসলাম বিস্তারে তাঁর অবদানকে বাংলাদেশের পাঠক ও সুধী সমাজে চির স্মরণীয় করে রাখতে প্রয়াস চালাই। আমার জানা মতে, আমার এ গবেষণায় কোন বাহুল্য আলোচনা স্থান পায়নি। আলোচনা যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত রেখেছি। আমি আশা করি আমার গবেষণার মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজ এ মহান মনীষীর পরিচিতি, সাহিত্য সেবা ও ইসলাম বিস্তারে তাঁর অবদান সম্পর্কে আরো ব্যাপক ভাবে জানতে পারবে। আমার বিশ্বাস এর দ্বারা সাধারণ পাঠক, সুধীজন ও উর্দু সাহিত্য প্রেমিক প্রতিটি মানুষই উপকৃত হবে এবং বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজ আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। আর এভাবে আমার এ শ্রম সার্থক হবে। ইনশাআল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ ভেবে ভালো লাগছে যে, মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে এ গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতার সাথে কাজ করা হয়েছে। যথাসম্ভব ভুল এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহর নিকট এ গবেষণাটির ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা ও উপকারিতা কামনা করছি।

(মোঃ বাহারুল ইসলাম)

তাং ২৯.০৫.২০১৭ ইং

Dhaka University Institutional Repository

উর্দু সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান

Contribution of
Syed Suliman Nadvi
On
Urdu Literature

Dhaka University Institutional Repository

KZÁZv ¯xKvi

সকল প্রশংসা মহান ও মহামহিম পরম করুনাময় আল্লাহ্‌র প্রতি যিনি মানুষকে জ্ঞানদান করেছেন। অসংখ্য দুরুদ ও সালাত প্রেরণ করছি নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সা.-এর উপর, তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবী ও সকল মুমিন নরনারীর উপর। আমি আল্লাহর দরবারে আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, উর্দু সাহিত্যে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান কিছুটা তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে।

আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে বিভিন্ন সুধীজনের আন্তরিক সহযোগিতা, জ্ঞানগর্ব পরামর্শ ও সঠিক দিক নির্দেশনা পেয়েছি। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা স্বল্প পরিসরে কোনভাবেই সম্ভব নয়। তবুও আমার এ গবেষণায় যাদের অবদান রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিশেষ করে যিনি আমার এ গবেষণা কাজ শুরু করিয়ে দিয়েছেন, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ গোলাম রববানী স্যারকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার গবেষণা কর্মের খোজ-খবর নিয়েছেন। বিষয় নির্বাচন, শিরোনাম নির্ধারণ, অধ্যায় বিন্যাস থেকে শুরু করে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন পর্যন্ত সকল বিষয়ে সুপরামর্শ ও সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি শুধু আমার এই গবেষণার জন্য সেই ভারত থেকে সায়্যিদ সুলায়মান সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ খুঁজে এনে দিয়েছেন। তাঁর আন্তরিক সহায়তা, সদয় সহযোগিতা, সুপরামর্শ ও অনেক অনুপ্রেরণায় আমার এ গবেষণাটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয়েছে। আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক সহযোগী অধ্যাপক ড. রশিদ আহমদ স্যার আমার এ গবেষণাটি সফলভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমাকে নানাভাবে সহায়তা, সুপরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার এ গবেষণাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্য ও যত্নসহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়েছেন। প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী সংশোধন করার জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন করে দিয়ে পিএইচ.ডি-এর জন্য উপস্থাপনের যোগ্য করে তুলে দিয়েছেন। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশনায় এ গবেষণাটি সফল, তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ

হয়েছে। তাই স্যারের এ অসীম অবদানের জন্য স্যারকে জানাই আমার অন্তরের গভীর থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করছি।

আমার জন্য যারা অনেক দু'আ করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, তাগিদ দিয়েছেন, তাদের সবাইকে স্মরণ করছি। আমি গভীরভাবে স্মরণ করছি– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের স্বনামধন্য চেয়ারম্যান ও আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোঃ ইস্রাফীল স্যারকে। স্যার বিভিন্ন সময়ে এই গবেষণার ক্ষেত্রে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন ও উৎসাহিত করেছেন। মানসম্পন্ন লেখার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। গবেষণা কর্মটি যথাসময়ে রচনার জন্য বহুবার তাগাদা প্রদান করেছেন। তাই স্যারের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিভাগের শ্রদ্ধাভাজন সকল শিক্ষকের প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রফেসর ড. আবুল কালাম সরকার স্যার ও আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. এবিএম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারের প্রতি। আমার প্রতি তাঁদের প্রত্যেকের আন্তরিকতা, স্নেহ, মায়া-মমতা ভুলবার নয়। তাঁদের প্রত্যেকের দোয়া, প্রেরণা ও সহযোগিতার জন্য তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমি আরো ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বাল্যবন্ধু দারুল উলুম বরুড়ার সম্মানিত মুহাদ্দিস মাওলানা রফিকুল ইসলাম কাসেমীকে। তিনি ভারত থেকে আমার এ গবেষণা কাজের জন্য গ্রন্থ এনে দিয়েছেন। লেখা কম্পোজ ও তথ্য সংগ্রহের কাজে আমাকে অনেক সহযোগিতা করে সঠিক বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। গবেষণা কর্মটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য সাহস যুগিয়েছেন। এ জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য উঁচু মাকাম কামনা করছি।

আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান জনাব মাস্টার মোঃ মফিজুল ইসলাম মুন্সী ও শ্রদ্ধেয় আম্মাজান জনাব আমেনা বেগমকে। তাঁরা সব সময় আমার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য এবং আমার গবেষণা কর্মটি যথাসময়ে সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করেছেন। এ গবেষণা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। শেষদিকে সন্তানের পিএইচডি-র কাজের সমাপ্তি দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। আমি তাঁদের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করছি। আমার সহধর্মিনী কাজী ফারহানা ইসলাম আমাকে এই গবেষণার জন্য সময় ও সুযোগ করে দিয়ে এ কাজকে সহজ ও তরান্বিত করেছে। সেই সাথে উৎসাহ ও পরামর্শ তো ছিলই। তার প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালবাসা রইল। মহান আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব মোঃ আবুল কালাম আযাদ ও জনাব মাওলানা মোঃ মনিরুল ইসলামের প্রতি। অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে তাঁরা আমাকে অনেক প্রেরণা দিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। স্মরণ করছি আমার স্নেহের ছোট ভাই মোঃ আবু নোমান, ছোট বোন মর্জিনা আক্তার ও মাহিনুর আক্তারকে। অভিসন্দর্ভটি রচনায় কাজের অগ্রগতি ও সার্বিক সহযোগিতায় তারা আমাকে যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে যাদের ত্যাগ, স্নেহ, মায়া মমতায় আমাকে আজকের এই অবস্থানে উন্নীত করেছে, তাদের সকলের প্রতি আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা রইল। তাদের সকলের ইহকাল এবং পরকালের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি। আর আল্লাহর নিকট এ গবেষণাটির ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা ও উপকারিতা কামনা করছি। আমীন।

†gvt evnviæj Bmjvg

Dhaka University Institutional Repository

mPxcÎ

fwgKv ১১

c_g Aa¨vq : mwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex i.-Gi RxebK_v

জন্ম ১৭
বংশ পরিচয় ১৭
শিক্ষা জীবন ১৯
দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামায় সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ২০
আল্লামা শিবলী নু‘মানীর শিষ্যত্ব লাভ ২১
বিবাহ ও সন্তান সন্ততি ২২
বর্নাঢ্য কর্মজীবন ২৩
দারুল মুসান্নিফীনের দায়িত্ব গ্রহণ ২৬
ভুপালের বিচারক ও জামিয়ার আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন ২৮
রাজনীতিতে পদার্পণ ২৯
দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ৩০
সাহিত্যে অবদান ৩৪
সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত ও সংকলিত গ্রন্থাবলী ৩৫
বাইয়াত গ্রহণ ও খিলাফত লাভ ৪৪
হজ্জব্রত পালন ৪৫
পাকিস্তানে স্থায়ী বসবাস ৪৫
পরলোক গমন ৪৬
সর্বস্তরে মৃত্যুশোক ৪৬
সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট্য সাহিত্যিকের অভিমত 48

wØZxq Aa¨vq : BwZnvm PPvq mwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex

ইতিহাস রচনায় সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর দৃষ্টিভঙ্গি ৫৪
ইতিহাসের ভুল সংশোধন ৫৭
ইংরেজদের ভুল ইতিহাস রচনার মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ ৫৮
ইস্কান্দারিয়া শহরের গ্রন্থাগার ধ্বংসের অপবাদ মোচন ৫৯
ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার প্রসার সম্পর্কে ভুল তথ্য সংশোধন ৫৯
তাজমহল ও লাল কিল্লার নির্মাতা সম্পর্কে ভুল ধারণা নিরসন ৬০

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন আনয়ন	৬১
মুসলিম ইতিহাসবিদদের পরামর্শ	৬২
কিছু হিন্দু লেখকের ইংরেজদের অনুকরণ	৬৩
বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর সম্পর্কে ভুল তথ্য অপনোদন	৬৪
রাসূলুল্লাহ সা. এর সমালোচনার প্রতিবাদ	৬৫
ভুল ইতিহাস রচনার ফলাফল ও উত্তরণের উপায়	৬৬
দারুল মুছান্নিফীন ও ইতিহাস চর্চা	৬৭
gvnbvgvn gvAwid ও ইতিহাস চর্চা	৬৭
ইসলামের ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন	৬৮
ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন	৬৯
সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী	৭৫
সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী	৮৫
সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব	৯২

ZZxq Aa¨vq : Rxebx mvwn‡Z¨ mvwq¨‘ mjvqgvb bv‘exi Ae‘vb

উর্দু জীবনী সাহিত্য	৯৬
জীবনী সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান	৯৮
nvqv‡Z Bgvg gvwjK i.	৯৮
mxiv‡Z Av‡qkv iv.	১০৫
mxivZbex mv.	১১২
mxivZbex mv. (১ম খণ্ড)	১১৬
mxivZbex mv. (২য় খণ্ড)	১১৭
mxivZbex mv. (৩য় খণ্ড)	১১৯
mxivZbex mv. (৪র্থ খণ্ড)	১২১
mxivZbex mv. (৫ম খণ্ড)	১২৩
mxivZbex mv. (৬ষ্ঠ খণ্ড)	১২৫
mxivZbex mv. (৭ম খণ্ড)	১২৬
Lvq¨vg	১২৯
nvqv‡Z wkejx	১৩৫
Bqv‡‘ id‡ZMv	১৪০

PZ_ Aa¨vq : mwq¨‘ mjvqgvb bv‘exi cÎ I ceÜ mwnZ¨

পত্র সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী	১৫০
পত্র সংকলনগ্রন্থ evix‡‘ wdwi½	১৬০
প্রবন্ধ সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী	১৬৪
gvnbvgvn gvLhvb	১৬৫
gvnbvgvn Avjx Mo	১৬৬
gvnbvgvn Avb-bv‘Iqv	১৬৬
gvnbvgvn Avb-bv‘Iqv (নতুন এডিশন)	১৭৪
†mn‡ivhvn DwKj	১৭৫
gvnbvgvn Zvgv Ïb	১৭৬
nvdZvnIqvi Avj-‡njvj	১৭৬
nvdZvnIqvi Avj-evjvM	১৭৯
gvnbvgvn gvÔAwid	১৮০
gvnbvgvn wbhvgj gvkv‡qL	১৯৫
gvnbvgvn Qe‡n Dgx‘	১৯৬
gvnbvgvn Avjx Mo g¨vMvwRb	১৯৭
gvnbvgvn Avj-RvwgAv g½xi	১৯৭
gvnbvgvn Lvqv¯Ívb	১৯৭
gvnbvgvn wbMvi	১৯৮
†ivhbvgvn nvg‘i‘	১৯৮
gvnbvgvn bvw‘g	১৯৮
gvnbvgvn gmZvK‡ej	১৯৯
Dcmsnvi	২০৬
MšcwÄ	২১১
mwq¨‘ mjvqgvb bv‘exi ¯§wZ weRwoZ K‡qKwU cvgvY¨ wPÎ	২১৪

Dhaka University Institutional Repository

fwgKv

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। অসংখ্য-অগণিত হামদ ও শোকর মহান আল্লাহর দরবারে; যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-আশরাফুল মাখলুকাত করে পাঠিয়েছেন। যার দয়া ছাড়া সৃষ্টির সকল কিছু অক্ষম; সেই মহামহিমই দিয়েছেন উদ্ভাবনী শক্তি এবং তার জন্যই সম্ভব হয়েছে আমাদের সমূহ গবেষণা ও উন্মোচন। অফুরন্ত দুরুদ ও সালাম পেশ করছি আমাদের প্রিয় নবী সায়্যিদুল মুরসালিন সা.-এর পবিত্র রূহে, যার রূহানী ফয়েজ ও বরকতে অধমের দ্বারা এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমি আল্লাহর দরবারে আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, উর্দু সাহিত্যে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান কিছুটা তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে।

মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সেরা দার্শনিক ও উর্দু সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন সমসাময়িক বিশ্বে একজন খ্যাতিমান ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন। তিনি ছিলেন আল্লামা শিবলী নু'মানীর আদর্শ ও চিন্তা চেতনার বলিষ্ঠ উত্তরাধিকারী। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আত্ম-উপলব্ধি উজ্জীবিতকরণে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি অজস্র আদর্শিক ও বিপ্লবী লেখনীর মাধ্যমে মুসলমানদের উত্তরণের জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। স্বীয় ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে এ দেশের মুসলমানদেরকে কুসংস্কারের বেড়াজাল ও চিন্তা চেতনার অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করে হিদায়াতের আলোকোজ্জ্বল পথে টেনে আনা এবং তাদের মাঝে আদর্শিক চেতনার নতুন প্রাণ সঞ্চার করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং অধঃপতনের অতল গর্ভে পড়ে যাওয়া ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার নিশ্চিতকরণে তাঁর প্রয়াস ছিল অতুলনীয়।

উর্দু সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের সেবায় আত্মোৎসর্গকারী মহান পুরুষ আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা জেলার আযিমাবাদের প্রসিদ্ধ গ্রাম দিসনার সম্ভ্রান্ত সায়্যিদ পরিবারে ২২ নভেম্বর ১৮৮৪ খ্রি. মোতাবেক ২৬ সফর ১৩০২ হিজরী রোজ শুক্রবার জন্মগ্রহন করেন। তিনি শিক্ষাজীবন সমাপান্তে আত্মনিয়োগ করেন বর্নাঢ্য কর্মজীবন ও

লেখালেখির কাজে। দ্বীন, শিক্ষা ও সাহিত্যাঙ্গনে একই সময়ে তিনি কেবল দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন না বরং প্রধান নীতি নির্ধারক, দিক নির্দেশক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ১৯০৭ সালে Avb-bv‘ Iqv পত্রিকার সহ-সম্পাদক এর দায়িত্ব গ্রহন করেন এবং ১৯০৮ সালে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার আধুনিক আরবী ও তুলনামুলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। ১৯১৩ সালে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বিখ্যাত উর্দু সাপ্তাহিক Avj-wnjvj-এর মত যুগান্তকারী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ‘মাশহাদে আকবর’-এর মত অবিস্মরণীয় প্রবন্ধসহ শত শত প্রবন্ধ রচনা করে একজন প্রখ্যাত প্রবন্ধকার হিসেবে বিশ্বের নজর কাড়েন। পাশাপাশি ১৯১৪ সাল থেকে মোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত পুনা শহরে অবস্থিত বিখ্যাত দাক্কান কলেজের প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি একাধারে ৩২ বছর ।শিবলী নু‘মানীর হাতে গড়া দারুল মুসান্নিফীনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুনিপুন পরিচালনায় দারুল মুসান্নিফীন একটি বিখ্যাত ইসলামী প্রকাশনার কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। একই সাথে তিনি ১৯১৬ সাল থেকে দারুল মুসান্নিফীনের মুখপাত্র রূপে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ মাসিক gwÛAwidএর মত উচ্চাঙ্গের মননশীল পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে মনোনীত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। এসময়ে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করে তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই উর্দু সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন তৈরি করে নেন।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত বিদ্যাপিঠ দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মনোনীত হন। তিনি একাধিকবার খিলাফত ও জমিয়াতুল উলামার বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন। এমনিভাবে ১৯১৫ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত “আঞ্জুমানে তারাক্কীয়ে উর্দু”-এর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত “আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গালা”-এর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং সমগ্র ভারতীয় কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির অন্যতম সদস্য। তিনি ছিলেন খিলাফত আন্দোলনের প্রধান মুখপাত্র। তিনি খিলাফত প্রতিনিধি দলের দলনেতা হিসেবে বিলেত, ফ্রান্স, ইটালি, তুরস্ক, হিজায-সৌদি আরব, আফগানিস্তানসহ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সকল জনপদে আমন্ত্রিত হয়ে সে সব দেশ ভ্রমণ করেন। এভাবে তিনি দেশে বিদেশে ভ্রমণের ধারা অব্যাহত রেখে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী শিক্ষা সংস্থার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য আজীবন কাজ করে যান।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। বিগত বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম অর্ধ শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখে গেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত ও মুসলিম মনীষীদের জীবনমালা। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামী মুল্যবোধের প্রয়োগ ও বিকাশের লক্ষ্যে তিনি একাধিক গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ রচনা করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। শিক্ষা ও জ্ঞান বিষয়ক তাঁর বিভিন্ন রচনাবলী উচ্চতর সাহিত্যমানের দাবী রাখে। তিনি স্বীয় ক্ষুরধার আদর্শিক ও বিপ্লবী লেখনীর মাধ্যমে ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য আজীবন চেষ্টা করে যান। সীরাত ও জীবনী, ইতিহাস ও দর্শন, ভূগোল ও সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর সাহিত্য চর্চার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অনন্য দিক হলো জীবনীসাহিত্য রচনা। সাত খণ্ডে রচিত রাসূল সা. এর অনুপম চরিত গ্রন্থ mxivZbex mv. তাঁর এমনি একটি অমূল্য সীরাত ও জীবনীগ্রন্থ। নবীপত্নী হযরত আয়িশা রা.-এর জীবনীগ্রন্থ mxiv‡Z Awqkv, প্রখ্যাত ইমাম হযরত মালেক র.-এর জীবনীগ্রন্থ nvqv‡Z gv‡jK, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খায়্যামের জীবনীগ্রন্থ Lvq¨vg, স্বীয় উস্তাদ আল্লামা শিবলী নু'মানীর উপর জীবনীগ্রন্থ nvqv‡Z wkejx এবং ভারতবর্ষের ১৩৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে রচিতগ্রন্থ Bqv‡' id‡ZMv তাঁর জীবনীসাহিত্যমূলক রচনার ক্ষেত্রে প্রভুত সুনাম অর্জন করেছে।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, তিনি ছিলেন অনেক উঁচু মাপের একজন গভীরদৃষ্টি সম্পন্ন ইতিহাসবিদ। ইতিহাস বিষয়ে তাঁর অবদান সমসাময়িক ইতিহাসবিদদের থেকে অনেক বেশি। তিনি ইতিহাস বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে দুখণ্ডে রচিত তাঁর সুবিখ্যাত মুল্যবান গ্রন্থ Zvix‡L Avi'j KiAvb অন্যতম। গ্রন্থটিতে তিনি কুরআনের ঐতিহাসিক ঘটনাসমৃদ্ধ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা, আরবের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইসলাম পূর্বে আরবের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কথা তুলে ধরেন। এমনিভাবে তাঁর Avie Iqv wn›' Kx ZvÔAvjøKvZ নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে তিনি আরব ও হিন্দুস্তানের প্রারম্ভিক সম্পর্কের ইতিহাস, আরব ও হিন্দুস্তানের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, হিন্দুস্তানের সাথে আরবের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যবহুল আলোচনা করেন। তাঁর আরেকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ হলো Avi‡ev Kx Rvnvhivbx। তিনি এ গ্রন্থটিতে

আরবদের জাহায পরিচালনার সূচনালগ্ন থেকে হিজরী দশম শতাব্দী পর্যন্ত তাঁদের জাহায পরিচালনার পুরো ইতিহাস, যুগযুগ ধরে এর উন্নতি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিশুদ্ধ প্রমাণসহ তুলে ধরেন। আর মহানবী সা. এর অমর জীবন চরিতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আটটি উচ্চ গবেষণামূলক লিখিত ভাষণ Lrev‡Z gv‘ ivm, গ্রন্থাকারে পরবর্তীতে প্রকাশ হয়।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন উর্দু সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা লেখক, সুসাহিত্যিক ও বিশ্ব বরেণ্য প্রবন্ধকার। তিনি জীবনের শুরুলগ্ন (১৯০২) থেকে প্রবন্ধ লেখা শুরু করে, জীবনের শেষ মুহূর্ত (১৯৫৩) পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রেখেছেন। দীর্ঘ ৫০ বছরে রচিত প্রবন্ধসমুহের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, ইসলামী রীতি-নীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষার উন্নয়ন, ধর্মের উন্নতি, রাজনৈতিক সচেতনতা দর্শন এবং উর্দু ভাষা ও সাহিত্য-সহ বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন। এমন কোনো বিষয় বাকি নেই, যে বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেননি। তাঁর প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত তাত্ত্বিক, জ্ঞানমূলক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ। তাঁর এসব প্রবন্ধ মাসিক gvÔAwid, Avb-bv‘ Iqv, Avj-†njvj, Avj-evjvM-সহ নামী-দামী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আর তাঁর এসব প্রবন্ধ নিয়ে পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় bK‡k mjvqgvb, gvhvgx‡b mjvqgvb, gvKvjv‡Z mjvqgvb, Bqv‡‘ id‡ZMv নামে বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থ। আর এভাবে তিনি জীবনভর সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে লেখালেখির জগৎকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন এবং উর্দু সাহিত্য জগতে একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক হিসেবে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যই এক বিরাট নেয়ামত স্বরূপ।

এ মহান ব্যক্তির প্রতি আমার অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা আমি যখন বাংলাদেশ কওমী মাদরাসায় লেখাপড়া করি তখন থেকেই। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স করার পর পিএইচ.ডি করার জন্য চিন্তা করতেই মনে হয়েছে; এ মহান ব্যক্তিকে নিয়ে কাজ করা যায়। যদিও এ মহান ব্যক্তি সম্পর্কে উর্দু ভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ব্যাপক গবেষণা হয়েছে, কিন্তু সে তুলনায় বাংলা ভাষায় ও বাংলাদেশে অতিসামান্যই কাজ হয়েছে, যা চোখে পড়ার মত নয়। তাই এ মহান কর্মবীর সম্পর্কে দেশ ও জাতিকে অবগত করানো এবং নিজেও তাঁর সম্পর্কে ভাল ও পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করার জন্য তাঁকে নিয়ে গবেষণা করার চিন্তা আসে। বিষয়টি নিয়ে আমার সন্মানিত শিক্ষকমন্ডলির সাথে আলাপ

করি। বিশেষ করে উর্দু বিভাগের তৎকালীন স্বনামধন্য চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ গোলাম রববানী স্যার ও সহযোগী অধ্যাপক ড. রশিদ আহমদ স্যারের সাথে। তাঁদের পরামর্শ ও সম্মতিতে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়। আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে থাকতে সম্মত হলেন ড. রশিদ আহমদ স্যার। অতপর ÒD‘ mwn‡Z¨ mwq¨‘ mjvqgvb bv‘exi Ae‘vbÓ শীর্ষক পিএইচ.ডি গবেষণার কাজ শুরু করি।

আমার এ গবেষণা থিসিসের আলোচ্য বিষয়বস্তুকে আমি মোট চার অধ্যায়ে ভাগ করেছি।

১ম অধ্যায়: সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী র.-এর জীবনকথা

২য় অধ্যায়: ইতিহাস চর্চায় সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী

৩য় অধ্যায়: জীবনী সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান

৪র্থ অধ্যায়: সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর পত্র ও প্রবন্ধ সাহিত্য

এছাড়াও এতে রয়েছে ভূমিকা, উপসংহার এবং সবশেষে রয়েছে গ্রন্থপঞ্জি।

আমি তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণা করি। প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে তাঁর জীবন, কর্ম, শিক্ষা, উর্দু সাহিত্যে ও ইসলামী সাহিত্যে অবদানের প্রায় সব দিকই তুলে ধরার চেষ্টা করি। আমি আমার গবেষণার মাধ্যমে তাঁকে, উর্দু সাহিত্যে তাঁর সাধনা ও ইসলাম বিস্তারে তাঁর অবদানকে বাংলাদেশের পাঠক ও সুধী সমাজে চির স্মরণীয় করে রাখতে প্রয়াস চালাই। আমার জানা মতে, আমার এ গবেষণায় কোন বাহুল্য আলোচনা স্থান পায়নি। আলোচনা যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত রেখেছি। আমি আশা করি আমার গবেষণার মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজ এ মহান মনীষীর পরিচিতি, সাহিত্য সেবা ও ইসলাম বিস্তারে তাঁর অবদান সম্পর্কে আরো ব্যাপক ভাবে জানতে পারবে। আমার বিশ্বাস এর দ্বারা সাধারণ পাঠক, সুধীজন ও উর্দু সাহিত্য প্রেমিক প্রতিটি মানুষই উপকৃত হবে এবং বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজ আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। আর এভাবে আমার এ শ্রম সার্থক হবে। ইনশাআল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ ভেবে ভালো লাগছে যে, মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে এ গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতার সাথে কাজ করা হয়েছে। যথাসম্ভব ভুল এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহর নিকট এ গবেষণাটির ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা ও উপকারিতা কামনা করছি।

(†gvt evnviæj Bmjvg)

Dhaka University Institutional Repository

তাং ২৯.০৫.২০১৭ ইং

D‘ mwn‡Z¨ mwq¨‘ mjvqgvb
bv‘exi Ae‘vb

Contribution of
Syed Suliman Nadvi
On
Urdu Literature

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী র.-এর জীবনকথা

জন্ম

ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম আযিমাবাদ। এ আযিমাবাদের এক প্রসিদ্ধ গ্রাম "দিসনা" (دِسنہ) যা বিহার থেকে আট মাইল ও পাটনা থেকে ষোল মাইল দূরে অবস্থিত। এ অঞ্চলে অনেক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকজনের বসতি রয়েছে, যাঁদের মধ্যে অনেক মহান ব্যক্তিবর্গের আভির্ভাব ঘটে। এখানে সায়্যিদ বংশ তথা হযরত ফাতেমা রা.-এর বংশধরের একটি পরিবার অনেক পূর্বকাল থেকে বসবাস করে আসছে। শিহাব উদ্দীন গৌরীর হাত ধরে পরিবারটি হিন্দুস্তানে আসে এবং এই গ্রামে বসবাস শুরু করে। আযিমাবাদের প্রসিদ্ধ গ্রাম দিসনার এই সম্ভ্রান্ত সায়্যিদ পরিবারেই উর্দু সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের সেবায় আত্মোৎসর্গকারী মহান পুরুষ আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ২২ নভেম্বর ১৮৮৪ খ্রি. মোতাবেক ২৬ সফর ১৩০২ হিজরী রোজ শুক্রবার জন্মগ্রহন করেন।[১]

বংশ পরিচয়

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী জন্মগতভাবেই দাদা ও নানা উভয় দিক থেকেই সায়্যিদ বংশীয় মর্যাদার অধিকারী। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে এই পরিবারের ছিল গভীর সম্পর্ক। তাঁদের ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতা, তাকওয়া ও পরহেযগারীর স্বচ্ছতা ছিল সর্বজনবিদিত। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর আসল নাম আনীসুল হাসান (انیس الحسن)। তবে তিনি আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী (علامہ سید سلیمان ندوی) নামে উর্দু সাহিত্য ও ইসলামী শিক্ষা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর বংশীয় পরিক্রমা সাঁইত্রিশটি ধাপ পেরিয়ে হযরত ইমাম হোসাইন রা. পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর বংশ পরিক্রমা এইরূপ:

"সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী বিন সায়্যিদ আবুল হাসান বিন মীর মুহাম্মদী বিন মীর আযমত আলী বিন মীর ওয়াজীহুদ্দীন বিন মীর সায়্যিদ উসমান বিন সায়্যিদ হাসান শহীদ বিন সায়্যিদ শামসুদ্দীন বিন মীর সায়্যিদ খলীল আরব সানী বিন সায়্যিদ মালিক বিন সায়্যিদ মীর বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ বিন সায়্যিদ শামস মুহাম্মদ বিন সায়্যিদ মুঈন মুহাম্মদ বিন সায়্যিদ মীর মুহাম্মদ বিন সায়্যিদ আরব আউয়াল বিন সায়্যিদ বুরহানুদ্দীন বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ মীরান বিন সায়্যিদ আহমদ বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ বিন সায়্যিদ ইউসুফ বিন সায়্যিদ

ইসহাক বিন ইমাম জা'ফর ছাদিক বিন ইমাম বাকির বিন ইমাম যয়নুল আবেদীন বিন ইমাম হোসাইন রা. বিন ফাতেমা রা. বিনতে নবী আকরাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.।"[২]

তাঁর দাদা সায়্যিদ মুহাম্মদ শের ওরফে হাকীম মীর মুহাম্মদী এবং নানা হাকীম সায়্যিদ হায়দার হাসান উভয়েই পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁরা ভারতের বিহার ও এর আশপাশে অত্যন্ত নামীদামী চিকিৎসক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর দাদা দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত থেকে ১৩০৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অত্যন্ত উঁচু মাপের একজন সূফী ছিলেন এবং দরগাহে মুনীর শরীফের পীর হযরত শাহ নুর মুহাম্মদ র.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

তাঁর সম্মানিত পিতা মৌলভী সায়্যিদ হাকীম আবুল হাসান সাহেব ছিলেন সকলের সমীহের পাত্র, ছিলেন অত্যন্ত রুচিবান ও পরহেযগার মানুষ। পেশায় ছিলেন একজন বিজ্ঞ হাকীম তথা চিকিৎসক। একজন ভাল চিকিৎসক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল এলাকার সর্বত্র। তিনি ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা জেলার ইসলামপুর এলাকায় চিকিৎসা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন উঁচু স্তরের বিজ্ঞ আলিম ও আধ্যাত্মিক তরীকার লোক। তিনি নকশবন্দী সিলসিলার শায়খ হযরত শাহ বেলায়েত আলী নকশবন্দী র.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। বাইয়াত গ্রহণের কিছুদিন পর পীর সাহেব ইন্তেকাল করলে, তিনি পাটনা জেলার ফুলবাড়ি এলাকার হযরত শাহ আলী হাবীব সাহেব র.-এর দরবারে গিয়ে বাকি দীক্ষা গ্রহণ করেন।

হাকীম সায়্যিদ আবুল হাসান সাহেবের দুই পুত্র ছিলেন। বড় পুত্র সায়্যিদ আবু হাবীব ও ছোট পুত্র সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী। অর্থাৎ সায়্যিদ আবু হাবীব ছিলেন সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর বড় ভাই। সায়্যিদ আবু হাবীব পাটনা জেলার ফুলবাড়ি শরীফে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন এবং শাহ আবু আহমদ সাহেব ভূপালীর মুরীদ ছিলেন। তিনি ১৯২৭ সালে ইন্তেকাল করেন। প্রসিদ্ধ লেখক ও প্রখ্যাত গ্রন্থাকার মাওলানা সায়্যিদ আবু যুফার নাদবী সাহেব হলেন সায়্যিদ আবু হাবীবের ছেলে। অর্থাৎ সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ভাতিজা। এভাবে সায়্যিদ সাহেবের বংশে জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষা চর্চার ধারাবাহিকতা চলে আসছিল যুগ যুগ ধরে।[৩]

শিক্ষা জীবন

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর পিতা-মাতা উভয়ই ছিলেন ধর্মভীরু ও বিদ্যানুরাগী। তাঁদের তত্ত্বাবধানে তাঁর জ্ঞানচর্চার হাতেখড়ি হয়। তিনি প্রথমে গ্রামের মকতবে স্থানীয় আলিম খলীফা আনওয়ার আলী র. ও মৌলভী মাকসুদ আলী র.-এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। তাঁদের নিকট উর্দু ও ফারসী ভাষায় লিখিত প্রাথমিক শিক্ষার বইগুলো সমাপ্ত করেন। তাঁর অগ্রজ সায়্যিদ আবু হাবীবও ছিলেন প্রাথমিক কিছু কিতাবের শিক্ষাগুরু। প্রিয় অনুজকে তিনি আরবী গ্রামারের প্রথম কিতাব gxhvb-gbkvBe (ميزان-منشعب), he‘vn (زبدہ), dQ‡j AvKeix (فصول اکبری), ki‡n †gvjøv Rvgx (شرح ملاّ جامی) ও Qi‡d gxi (صرف میر) শিক্ষা দিয়েছিলেন। পাশাপাশি মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ রচিত ZvKweqvZj Cgvb (تقویۃ الایمان) গ্রন্থটি বিশেষ পদ্ধতিতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পড়িয়েছিলেন। তিনি লেখকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং লেখার সারবত্তা ও মর্মবস্তু এমনভাবে খুলে খুলে তুলে ধরেছিলেন যে, সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর কচি মনে কুরআন ও সুন্নাহ এবং সহীহ ইসলামী আকীদার চিত্র বদ্ধমূল হয়ে যায়। আর এই বিষয়টিই তাঁর কর্ম ও চেতনাকে বেগবান করে আজীবন।[৪]

১৮৯৮ সালে বড় ভাই সায়্যিদ আবু হাবীব হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা চলে গেলে সায়্যিদ সুলায়মানের দিসনায় প্রাথমিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। পরে তিনি পিতার কর্মস্থল ইসলামপুরে চলে যান। সেখানে ১৮৯৮ সালে পাটনার ফুলবাড়ি শরীফের খানকায়ে মুজীবীতে এক বৎসর অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেন। এখানে একজন উচ্চমানের আলিম ছিলেন মাওলানা শাহ মুহিউদ্দিন সাহেব (মৃত্যু- ২২ এপ্রিল ১৯৪৭)। কিছুকাল তাঁরই শিষ্যত্ব লাভেও ধন্য হন সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী। এ শিক্ষকের নিকট তিনি ইসলামী ফিক্‌হ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ wn‘vqvn (هدایہ) কিতাবসহ বেশকিছু আরবী কিতাব অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি মাওলানা আব্দুর রহমান কাকুবী সাহেব নামক আরেক শিক্ষকের নিকট ki‡n Zvnhxe (شرح تہذیب) কিতাব অধ্যয়ন করেন। এভাবে তাঁদের নিকট বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন।

এ সময়ে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রভাবে হযরত শাহ ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী র.-এর এক খলীফা মাওলানা শাহ মুনাওয়ার আলী সাহেব নাদওয়াতুল উলামার অনুরূপ পাটন জেলার দারভাঙ্গা এলাকায় মাদ্রাসায়ে ইমদাদিয়া নামক একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অনেক বন্ধুবান্ধব এ

মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতেন। তাঁদের নিকট মাদ্রাসার লেখাপড়ার অনেক সুনাম শুনতে পেয়ে সায়্যিদ সুলায়মান ১৮৯৯ সালে দারভাঙ্গায় গিয়ে মাদ্রাসায়ে ইমদাদিয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই তিনি মাধ্যমিক শিক্ষার গণ্ডি সমাপ্ত করেন। সেখানে তিনি বিশেষ করে মৌলভী মুরতাযা হোসাইন সাহেব দেওবন্দীর নিকট বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করে তাঁর শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হন। এ মাদ্রাসায় ছাত্রদের বক্তৃতা ও লেখালেখির ময়দানে কৃতিত্ব অর্জনের জন্য একটি বিভাগ ছিল। প্রতি সপ্তাহে এর অধীনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হতো। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীও এ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি উক্ত সভায় তিনি 'তা'লীমে নিসওয়া' (تعليم نسواں) তথা 'নারী শিক্ষা' এবং 'ওয়াক্‌ত' (وقت) তথা 'সময়' শিরোনামে তৎসময়কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি বিষয়ে স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তাঁর এ অসাধারণ প্রবন্ধের গুরুত্ব অনুধাবন করে 'তা'লীমে নিসওয়া' প্রবন্ধটি পাটনা থেকে প্রকাশিত A‡jcÂ (الپنچ) পত্রিকায় ছাপা হয়।[৫]

দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামায় সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। তিনি ছিলেন জ্ঞান পিপাসু এক মহান সাধক। নিরলস জ্ঞান সাধনাকে তিনি জীবনের ব্রত ও উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অধ্যয়নের আগ্রহ ছিল তীব্র। সর্বদা বই-পুস্তক নিয়ে জ্ঞান সাধনা করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। আর সে লক্ষ্যে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ভারতের লক্ষ্ণৌতে গমন করেন। লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামায় ভর্তি হয়ে নিবিষ্ট মনে পড়াশুনা শুরু করেন। তাঁর অসাধারণ ধীশক্তি, প্রতিভা ও বিদ্যোৎসাহ দেখে তাঁর উস্তাদগণ চমৎকৃত হয়ে তাঁকে সযত্নে শিক্ষা দান করেন। সেখানে তিনি উস্তাদদের বিশেষ তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরও ব্যাপক পড়াশুনার মাধ্যমে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, উসূল, দর্শন, আরবী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। সেখানে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত একাধারে সাত বছর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে তিনি শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি টানেন। এ সময়ে তিনি উর্দু, ফার্সী, আরবী প্রভৃতি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর লিখনী দক্ষতা ছিল চমকপ্রদ, হস্তাক্ষরও ছিল অতি সুন্দর। তিনি ছিলেন দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার স্বনামখ্যাত ছাত্র, পরে হয়েছেন পুরো জাতির জন্য এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।[৬]

আল্লামা শিবলী নু'মানীর শিষ্যত্ব লাভ

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী অসংখ্য বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তন্মধ্যে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ শিক্ষা কেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান তাপস ও বিশিষ্ট্য ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা শিবলী নু'মানী ছিলেন অন্যতম। ১৯০৫ সালে শিবলী নু'মানী দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষা সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন তিনি সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অনন্যসাধারণ মেধা, প্রতিভা, যোগ্যতা ও শিক্ষার উন্নত মান দেখে মুগ্ধ হন এবং নিজে তাঁর ইলমী তারবিয়্যাত তথা জ্ঞানগত পরিচর্যা শুরু করেন। শিবলী নু'মানীর নিবিড় তত্ত্বাবধানে চলতে থাকে ছাত্র সুলায়মানের জ্ঞানসাধনা। সেথেকে শিবলী নু'মানী দ্বারা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী বিশেষ প্রভাবিত হন।

ইতিমধ্যে শিবলী নু'মানীর কাছে মিশর, সিরিয়া-সহ মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলো থেকে বিভিন্ন আরবী পত্র-পত্রিকা, আরবী গ্রন্থাবলী ও আধুনিক আরবী রচনাবলী আসতে থাকে। শিবলী নু'মানীর তত্ত্বাবধানে এগুলো অধ্যয়ন করে তিনি আধুনিক আরবী সাহিত্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী আরবীতে এতটাই উন্নতি সাধন করেছিলেন যে, খোদ আরবরাও তাঁর আরবী শুনে মুগ্ধ হতেন। তাছাড়া হাদীস শাস্ত্র, তাফসীর শাস্ত্র, আসমাউর্ রিজাল শাস্ত্র, ইতিহাস শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র, ইলমে সারফ (আরবী রূপান্তর শাস্ত্র), ইলমে নাহব (আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র)-সহ জ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ।[৭]

জ্ঞানের জগতে তাঁর যোগ্যতা ও প্রখরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ১৯০৭ সালে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার বাৎসরিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এর ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। উক্ত সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি 'বাৎসরিক দস্তারবন্দী অনুষ্ঠান' নামে পরিচিত। এ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন খাজা গোলামুস্ সাকলাইন, যিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান পণ্ডিত। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালীর জামাতা মুহসিনুল মুল্ক-সহ তৎকালীন সময়ের অন্যান্য বড় বড় আলিম ও শিক্ষাবিদগণ। সকলের উপস্থিতিতে আল্লামা শিবলী নু'মানীর নির্দেশে তাঁর মেধাবী ছাত্র সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী আধুনিক দর্শন বিদ্যার উপর আরবী ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। তাঁর এ আধুনিক আরবী ভাষার বক্তৃতাটি ছিল ভাষাগত দিক থেকে অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ, অর্থগত দিক থেকে মাহাত্ম্যপূর্ণ, উপস্থাপনার দিক থেকে অতিউৎকৃষ্ট ও মনোমুগ্ধকর। তাঁর এ বক্তৃতা শুনে অনুষ্ঠানের প্রেসিডেন্টসহ উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে যান। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর এ আরবী বক্তৃতা শুনে এক পর্যায়ে আল্লামা শিবলী নু'মানী নিজের মাথার পাগড়ী খুলে তাঁর সুযোগ্য শিষ্যের মাথায় পরিয়ে দেন।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ ও সন্তান সন্ততি

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীকে প্রয়োজনের তাগিদে এবং বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তিনটি বিবাহ করতে হয়। প্রথম বিবাহ তিনি পিতার অনুরোধে ১৯০৪ সালে যৌবনের সূচনালগ্নে স্বীয় চাচাতো বোনের সাথে করেন। এ স্ত্রী থেকে আবু সুহাইল নামে এক ছেলে এবং সায়্যিদাহ নামে এক মেয়ে জন্মলাভ করে। সায়্যিদ সুলায়মানের বিবাহের তের বছর পর ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর স্ত্রী ইন্তিকাল করলে তাঁর জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসে। স্ত্রী বিয়োগে শোকের মূর্ছনায় তিনি আর বিবাহ করতে চাননি। কিন্তু সম্মানিত পিতা ও চাচার আদেশ ও অনুরোধে অবশেষে ১৯২০ সালে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের আড়াই বছরের মাথায় তাঁর জীবনে আবার মৃত্যুশোক নেমে আসে। মৃত্যুবরণ করেন তাঁর এ দ্বিতীয় স্ত্রীও। এ স্ত্রী থেকে কোনো সন্তান জন্ম লাভ করেনি।

পরিশেষে সংসারের প্রয়োজন মিটানোর তাগিদে এবং সকলের অনুরোধে বাধ্য হয়ে মুযাফফরপুরের এক অল্প বয়স্কা বিধবার সাথে তৃতীয় বিবাহে আবদ্ধ হন। এ স্ত্রীর সাথে তিনি আমরণ সংসার করেছিলেন। এ স্ত্রী থেকে আবু সালমান নামে এক ছেলে এবং শামীমা, শাকিলা, শামছিয়া ও তারা নামে চার মেয়ে জন্মলাভ করে। এ চার মেয়ের বিবাহ সায়্যিদ সাহেবের জীবদ্দশায়ই সম্পন্ন হয়। বড় মেয়ের বিবাহ করাচীর প্রখ্যাত উকিল সায়্যিদ আবু আছেম সাহেবের সাথে, দ্বিতীয় মেয়ের বিবাহ এলাহাবাদের ডেপুটি কালেক্টর সায়্যিদ হোসাইন সাহেবের সাথে, তৃতীয় মেয়ের বিবাহ বিহারের প্রসিদ্ধ ডাক্তার আতাউল্লাহ সাহেবের সাথে এবং চতুর্থ মেয়ের বিবাহ বিহারের এক প্রখ্যাত আলিম সায়্যিদ মুহিউদ্দীন সাহেবের সাথে হয়। তাঁরা সকলেই সায়্যিদ সাহেবের জীবদ্দশায় পাকিস্তানে বসবাস করতেন। তাঁর ছোট ছেলে আবু সালমান আরবীর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি সিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। শেষজীবনে তিনি আমেরিকায় বসবাস করেন।[৯]

বর্নাঢ্য কর্মজীবন

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এক ব্যস্তময় কর্মজীবন অতিক্রান্ত করেন। তিনি ১৯০৫ সালে নাদওয়াতুল উলামার ছাত্র থাকাবস্থায় দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা থেকে

নিয়মিত প্রকাশিত অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভমূলক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা Avb-bv‘ Iqv (الندوہ)-এর স্টাফ হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে স্বীয় কর্মময় জীবনের সূচনা করেন। এরপর ১৯০৭ সালে শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পরপরই তিনি Avb-bv‘ Iqv পত্রিকার সাব-এডিটর তথা সহ-সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ১৯১২ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত মেধা ও দক্ষতার সাথে এ গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেন। এসময় এ পত্রিকায় তাঁর লিখিত অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে করে চতুর্দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।[১০]

এদিকে শিবলী নু‘মানী সায়্যিদ সুলায়মানের মত এমন মেধাবী, নৈপুণ্য সম্পন্ন ও যোগ্য ব্যক্তিকে নিজের কাছ থেকে দূরে রাখতে চাচ্ছিলেন না। তাই তিনি ছাত্রের শিক্ষাজীবনের পরপরই Avb-bv‘ Iqv পত্রিকার সাব-এডিটরের পাশাপাশি ১৯০৮ সালে তাঁকে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার আধুনিক আরবী সাহিত্য ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ের লেকচারার হিসেবে নিয়োগদান করেন। এর এক বছর পরই তিনি স্বীয় যোগ্যতা ও দক্ষতার গুণে অত্র প্রতিষ্ঠানে নায়েবে আদীব (نائب ادیب) তথা সহকারী সাহিত্য শিক্ষক হিসেবে প্রমোশন পান। তিনি ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত নাদওয়াতুল উলামার বিভিন্ন দায়িত্ব অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে পালন করে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন। এসময় আল্লামা শিবলী নু‘মানীর সাহচর্যে থেকে তিনি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হন।[১১]

তিনি Avb-bv‘ Iqv পত্রিকার সাব-এডিটর ও দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার ইলমী কার্য সম্পাদন করেন। যেমন– ১৯১০ সালে শিবলী নু‘মানী চির স্মরণীয় সীরাত গ্রন্থ mxivZbex mv. (سیرۃ النبیؐ) রচনার কাজ শুরু করলে সায়্যিদ সুলায়মান তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করেন। mxivZbex mv.-এর মাত্র দুটি খণ্ডের রচনা কার্য শেষ করেই আল্লামা শিবলী নু‘মানী ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে ইন্তিকাল করেন। উস্তাদের ঐকান্তিক আশা পূরণার্থে সায়্যিদ সুলায়মান mxivZbex mv.-এর উক্ত দুখণ্ড প্রকাশ করেন এবং অবশিষ্ট পাঁচ খণ্ড নিজে রচনা করে প্রকাশ করেন। ১৯১১ সালে শিবলী নু‘মানী ইতিহাসের ভুল সংশোনের জন্য নাদওয়াতুল উলামায় ‘তাছহীহে আগলাতে তারীখী’ (تصحیح اغلاط تاریخی) তথা ‘ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন’ নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করলে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী উক্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১২ সালে শিবলী নু‘মানী ইসলাম প্রচার-প্রসারের জন্য নাদওয়াতুল উলামায় ‘ইশায়াত ওয়া হিফাযাতে ইসলাম’ (اشاعات و حفاظات اسلام) নামে একটি আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োজিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। পরে অবশ্য ১৯১৩

সালে নাদওয়াতুল উলামায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে শিবলী নু'মানী কিছু দিনের জন্য নাদওয়াতুল উলামার দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেন। সায়্যিদ সুলায়মানও এসময় নাদওয়া ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন।[১২]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী নাদওয়াতুল উলামায় ছাত্র থাকাকালে আরেকজন ব্যক্তির আগমন ঘটেছিল। তিনি হলেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। তিনি ছিলেন ইসলামী ও উর্দু সাহিত্য জগতের এক অন্যতম দিকপাল। কলকাতা থেকে আগত এ মহান ব্যক্তি ছিলেন আল্লামা শিবলী নু'মানীর অত্যন্ত ঘনিষ্ট ও প্রিয়পাত্র। তিনি ও সায়্যিদ সুলায়মান একসাথে শিবলী নু'মানীর শিষ্যত্ব লাভ করেন। সে সূত্রে তাঁরা দুজন ছিলেন পূর্ব থেকেই পরিচিত ও উভয়ের মাঝে ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ যখন ১৯১২ সালের জুলাই মাস থেকে নিজের সুপ্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা Avj-wnjvj (الہلال) কলকাতা থেকে প্রকাশ করা শুরু করেন, তখন থেকেই সায়্যিদ সুলায়মানকে এ পত্রিকায় কাজ করার জন্য আহবান করেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বারবার আবেদনের ফলে তিনি ১৯১৩ সালের মে মাসে উক্ত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু সেখানে তিনি বেশি দিন থাকেননি। ডিসেম্বর ১৯১৩ পর্যন্ত মাত্র সাত মাস দায়িত্ব পালন করে ইস্তফা দেন। এ সময় তিনি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের লিখনশৈলী রপ্ত করার চেষ্টা করেন।[১৩]

তিনি এ সময়ে Avj-†njvj পত্রিকায় নিজের রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাদেরকে উজ্জীবীত করণের ক্ষেত্রে এ পত্রিকাটি তিনি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। এ পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে ইংরেজদের ভীত কাঁপিয়ে দেন। যেমন– ইংরেজ সরকারের একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে রচিত 'মাশহাদে আকবর' (مشہد اکبر) নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ এ পত্রিকায় ছাপা হলে মুসলিম ভারতে ব্যাপক সাড়া পড়ে। ঘটনাটি ছিল ১৯১৩ সালের ১২ই আগস্ট। এদিন ইংরেজ সরকারের নির্দেশে ভারতের কানপুর মসজিদের অযুখানা ভেঙ্গে ফেললে, এর প্রতিবাদে সেখানে মুসলামানদের এক জনসমাবেশ ও মিছিল হয়। এতে ইংরেজ সরকার বাহিনীর গুলিতে ছোট ছোট শিশু-সহ বেশ কয়েকজন মুসলিম শহীদ হন এবং অনেকে আহত হন। সেই প্রেক্ষিতে এর একদিন পর ১৯১৩ সালের ১৩ই আগস্ট প্রকাশিত তাঁর 'মাশহাদে আকবর' তথা শ্রেষ্ঠ শাহাদাত শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলিম ভারতের ক্ষোভ দাবানলের রূপ পরিগ্রহ করে। মুসলিম ভারত বিক্ষোভে ফেটে পড়লে ব্রিটিশ সরকার Avj-†njvj পত্রিকার এ সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এমনিভাবে 'আল্ হুররিয়্যাতু ফিল ইসলাম' (الحرية فى الاسلام), 'তাযকেরায়ে নুযূলে কুরআন' (تذكرۂ نزول قرآن), 'কাছাছে বনী ইসরাইল' (قصص بنى اسرائيل), 'হাবশা কী তারীখ কা এক ওয়ারাক' (حبشہ کی تاریخ کا ایک ورق), 'উলূমে কুরআন' (علوم قرآن) শীর্ষক প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী রচনা করে এ পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে সুধী মহলে অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন।[১৪]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে স্বীয় উস্তাদ আল্লামা শিবলী নু'মানীর নির্দেশে মোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত পুনা শহরে অবস্থিত বিখ্যাত দাক্কান কলেজে প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এ কলেজে তিনি দেড় বছর অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। বিষয়টি তিনি মৌলভী সায়্যিদ আব্দুল হাকীম সাহেব দিসনবীকে ১৯১৪ সালের ৩ জানুয়ারী লেখা এক পত্র মারফত জানান এভাবে–

> مکرمی!میں کہاں سے کہاں پہنچا، لکھنؤ آنے کی اطلاع دے چکا ہوں، ایک ہفتہ لکھنؤ رہ کر حضرت مولانا شبلی کی زیارت کر کے آگرہ پہنچا، آگرہ کی نمائش گاہ کو دیکھتا ہوا کل پونہ پہنچا، مولانا کی کوشش سے میں یہاں دکن کالج میں اسسٹنٹ پروفسر ہو گیا ہوں۔ میرا ارادہ قبول منصب کا نہ تھا، مولانا کا سخت اصرار ہوا، آخر میں مجھے مجبور ہونا پڑا۔[১৫]

অনুবাদ: জনাব! আমি কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছেছি। আমি লক্ষ্ণৌ আসার খবরটি পূর্বেই আপনাকে দিয়েছি। এক সপ্তাহ লক্ষ্ণৌতে অবস্থান করে আল্লামা শিবলী নু'মানীর সাথে সাক্ষাত করে আগ্রায় পৌঁছেছি। আগ্রার মনোরম দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে গতকাল পুনা শহরে এসে পৌঁছেছি। মাওলানা শিবলী নু'মানীর নির্দেশে এখানে দাক্কান কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেছি। তবে এখানে আমার যোগদান করার ইচ্ছা ছিল না; মাওলানা শিবলীর জোর তাগিদে অবশেষে আমাকে বাধ্য হতে হয়েছে।

দারুল মুসান্নিফীনের দায়িত্ব গ্রহণ

১৮ নভেম্বর ১৯১৪ ছিল আল্লামা শিবলী নু'মানীর জীবনের অন্তিম দিন। ইতিপূর্বে তিনি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে লেখক-পাঠক সমাবেশ হিসেবে লক্ষ্ণৌর আযমগড়ে দারুল মুসান্নিফীন (دارالمصنفین) তথা লেখকসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে তিনি এর পরিপূর্ণ রূপ ও কার্যাবলী সম্পাদন করে যেতে পারেননি। মৃত্যু সন্নিকটে জেনে উদ্বিগ্ন ছিলেন। হঠাৎ সৌভাগ্যক্রমে প্রিয় ছাত্র সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর আগমন ঘটে। তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত আল্লামা শিবলী নু'মানী এ প্রিয় ছাত্রকে দারুল মুসান্নিফীনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তাঁর অসম্পূর্ণ mxivZbex mv. গ্রন্থখানি সম্পন্ন করে প্রকাশ করার দায়িত্ব দেন। সৌভাগ্যবান ছাত্র সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী উস্তাদের এ অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। উস্তাদের মৃত্যুর পর দারুল মুসান্নিফীনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চলমান প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিবলী নু'মানীর মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে ইখওয়ানুস্সফা নামক একটি সাধারণ সভার আহবান করেন। এতে দারুল মুসান্নিফীনের প্রধান হিসেবে মাওলানা হামীদ উদ্দীন ফারাহী, পরিচালক হিসেবে মাওলানা মাসুদ আলী নাদবী এবং শিক্ষা সচিব হিসেবে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী নির্বাচিত হন। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯১৫ সালের জুন মাসে লক্ষ্ণৌতে 'দারুল মুসান্নিফীন একাডেমী' (دارالمصنفین ایکاڈمی) নামে এর নিয়মিত রেজিষ্ট্রির অনুমতি পান। এর পর থেকে যথারীতি এর কার্যক্রম চলতে থাকে। অবশেষে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ গুরু দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য পুনার দাক্কান কলেজ ছেড়ে ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে আযমগড় চলে আসেন। তিনি আযমগড়কেই জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন।[১৬]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী দারুল মুসান্নিফীনের শিক্ষা সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মেধা ও দক্ষতার পরিচয় দেন। স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে সুপরামর্শ দিয়ে দারুল মুসান্নিফীনকে এগিয়ে নিয়ে যান। ড. সায়্যিদ এজায হোসাইনের মতে–

> شبلی کے بعد جس خوبی سے دارالمصنفین کی ترقی اور دنیائے ادب میں نمایاں حیثیت سلیمان ندوی نے قائم رکھی ہے وہ ہر طرح ان کو شبلی کا صحیح جانشین ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔ شبلی کی طرح ان کو بھی تاریخ سے خاص شغف تھا ، جن کی وجہ سے وہ اسلام کے سیاسی اور ادبی کارناموں پر اس خوبی سے روشنی ڈالتے ہیں کہ گمنامی اور غلط فہمی کی تاریک گھاٹیوں سے واقعات نکل کر حقیقت کی سطح پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔[১৭]

> অনুবাদ: শিবলী নু'মানীর পরে দারুল মুসান্নিফীনের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে এবং সাহিত্যজগতে পরিচিতি লাভের ক্ষেত্রে সুলায়মান নাদবী যে অবদান রেখেছেন, তা সর্বদিক থেকে শিবলী নু'মানীর একজন সঠিক উত্তরসূরী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তিনিও শিবলী নু'মানীর মত ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। যার ফলে তিনি ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের উপর এত সুন্দর করে আলোকপাত করেছেন যে, স্মৃতিপট থেকে অদৃশ্য বিষয় এবং ভুল বুঝাবুঝির অন্ধকার ঘাটি থেকে সঠিক বিষয়টি বের হয়ে এসে সত্যের আলোকে আলোকিত হয়ে যায়।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত একটানা ৩১ বছর যাবত এ প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। মূলতঃ তাঁর সুনিপুণ পরিচালনায় দারুল মুসান্নিফীন ইসলামী প্রকাশনার কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালে এ প্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মীয় ও সাহিত্য নির্ভর প্রচুর বই প্রকাশিত হয়। এ সময় দারুল মুসান্নিফীনের পরিচালনা সদস্য মাওলানা হামীদুদ্দীন, মাওলানা আব্দুল বারী, মাওলানা আব্দুল মাজীদ দরিয়াবাদী, প্রফেসর নওয়াব আলী ও মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী প্রমুখ তাঁকে সহযোগিতা করেন। এখান থেকেই জুলাই ১৯১৬ সালে সায়্যিদ সুলায়মানের তত্ত্বাবধানে মাসিক পত্রিকা gvÔAvwid (معارف)-এর যাত্রা শুরু হয়।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে gvÔAvwid পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে বিশ্ব দরবারে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচিত প্রবন্ধাবলী সম্বলিত এই পত্রিকাটি বর্তমানেও স্বকীয়তা ও সমৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগিয়ে চলছে এবং দারুল মুসান্নিফীনের মুখপাত্র হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। gvÔAvwid-এর মানদণ্ড সব সময়ই উন্নত ছিল এবং এখনও আল্লাহর অনুগ্রহে সমান উন্নত। সায়্যিদ সুলায়মানের পর এ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পিত হয় মাওলানা মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবীর উপর।[১৮]

মূলত বিভিন্ন গ্রন্থ-প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে দারুল মুসান্নিফীনের পথ চলা শুরু হয়। অতঃপর প্রকাশনা বিভাগ চালু করা এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনের তাগিদে ছাপাখানা তৈরি, প্রবন্ধ পরিচিতি বিভাগ, গ্রন্থ সংকলন বিভাগ, মাসিক পত্রিকা gvÔAvwid প্রকাশনা-সহ নানা শাখা

বর্ধিত করা হয়। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। তিনি তাঁর কর্মময় জীবন দারুল মুসান্নিফীনের উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে উৎসর্গ করেন। তাঁর সুনিপুণ পরিচালনার মাধ্যমেই দারুল মুসান্নিফীন বিশ্বব্যাপী নন্দিত ও প্রশংসনীয় হয়ে আছে।

ভুপালের বিচারক ও জামিয়ার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন

১৯৪৬ সালে ভুপালের নওয়াব ছিলেন নওয়াব হামীদুল্লাহ খান। তিনি সেখানকার আরবী শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর তত্ত্বাবধান, উন্নয়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য জগৎবিখ্যাত শিক্ষাবিদ আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীকে চয়ন করেন এবং তাঁকে ভুপালে এ কাজে যোগদানের জন্য আহবান জানান। তবে সায়্যিদ সুলায়মান দারুল মুসান্নিফীন ছেড়ে যাওয়াটা বরাবরই অপছন্দ করে আসছিলেন। যেমনটা তিনি বিভিন্ন সময়ে মুসলিম ইউনিভার্সিটি, উসমানিয়া ইউনিভার্সিটি ও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন পদে যোগদানের আহবান পাওয়া সত্ত্বেও যোগদানে অস্বীকার করে আসছিলেন। কিন্তু নওয়াব সাহেবের আহবানের বারবার তাগিদ অব্যাহত থাকে। অবশেষে তিনি অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরে জুন ১৯৪৬ সালে ভুপালের বিচারক ও জামিয়ার আমীর তথা ভুপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ভুপাল চলে আসেন। সেখানে তিনি জুন ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মোট চার বছর এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এসময়ে সেখানে তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আরবী বিদ্যাপীঠগুলোকে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে পরিশুদ্ধ আরবী শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের ক্ষেত্রে জোড় প্রচেষ্টা চালান। সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে একটি বিশুদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা উপহার দেন। ওয়াজ-নসীহত এবং কুরআন-হাদীসের দর্‌স চালু করেন। এতে বিভিন্ন স্থান থেকে আলিম-উলামা, ছাত্র-শিক্ষক এবং সাধারণ লোকজন অংশগ্রহণ করে বিশেষ উপকৃত হন।[১৯]

রাজনীতিতে পদার্পন

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সর্বপ্রথম ১৯১৯ সালে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে পদার্পন করেন। তবে তাঁর রাজনীতিতে সংশ্লিষ্টতা ছিল পরোক্ষ ধরণের। অর্থাৎ তিনি গদী লাভের রাজনীতি না করে ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাজনীতি করেছিলেন। তাই ইসলামী আদর্শের খেলাফ কোন আইন বা কর্মকাণ্ড দেশে প্রচলন হলে, তিনি এর প্রতিবাদের ক্ষেত্রে অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মূলতঃ ১৯১৯ সালে মাওলানা আব্দুর বারী ফিরিঙ্গীর রাজনৈতিক

আন্দোলনের সাথে জড়িত হন। এ বছরই তিনি ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গাল' (انجمن علمائے بنگال)-এর বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, মুসলমানদের গুরুত্ব ও বর্তমানে তাদের অবস্থা, তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর একটি চিত্র তুলে ধরেন এবং তাদেরকে মূল্যবান পরামর্শ দেন।[২০]

১৯১৯ সালের গোড়ার দিকের কথা। একদিকে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ পর্যায়ে এবং বলকান রাষ্ট্রসমূহ ও ত্রিপলীর মাঝে যুদ্ধ বিরতি চলছে, অপরদিকে তখন তুরস্কের মুসলিম সুলতানী শাসকদের উপর চলছে পশ্চিমা মিত্রশক্তির আগ্রাসী হামলা এবং ভারতীয় মুসলিমদের উপর চলছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর শোষণ নির্যাতন। যেহেতু তুরস্ক ছিল মুসলিম ভারতের ধর্মীয় নেতৃত্বের তথা খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র, সেহেতু উপমহাদেশের মুসলমানরা ভাবলেন, তুরস্কের শক্তি ও স্বাধীনতা ছাড়া খিলাফত টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। অপরদিকে ভারতীয় মুসলমানদের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর শোষণ নির্যাতনও বন্ধ করা যাবে না। তাই ভারত উপমহাদেশ থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করে স্বদেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সুমহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ ভারতে একটি খিলাফত কমিটি গঠন করতে মনস্থ করেন। তদানুসারে ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে লক্ষ্ণৌর ফিরিঙ্গীমহলের মাওলানা আবদুল বারী ফিরিঙ্গী (১৮৭৮-১৯২৬), দিল্লীর হাকীম আজমল খাঁ (১৮৬৩-১৯২৮) ও মোম্বাইয়ের অর্থশালী ব্যবসায়ী শেঠ মিঞা মুহাম্মদ জান ছোটানীর উদ্যোগে লক্ষ্ণৌতে 'কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি' গঠিত হয়, যা খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত। মাওলানা শওকত আলী ও শেঠ ছোটানী ছিলেন যথাক্রমে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির সেক্রেটারি ও সভাপতি।[২১] আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ভারতীয় মুসলমানদের অধিকারকে নিশ্চিত করা ও বৃটিশ বিতারণে উলামায়ে কিরামের তৎপরতাকে বলিষ্ঠ করার মানসে ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে এই খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনিই ছিলেন উক্ত আন্দোলনের প্রধান মুখপাত্র। তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে জোরালো লিখনী শক্তির মাধ্যমে এদেশ শোষণকারী ইংরেজদের ভীত কাঁপিয়ে দেয়ার জোর প্রচেষ্টা চালান। ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলেন। স্বীয় ক্ষুরধার লিখনী শক্তির মাধ্যমে ও বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদের উন্নতির জন্য আজীবন আন্দোলন করে যান। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলে মুসলমানদের অধিকার আদায়ের জোর দাবি জানান।[২২]

দেশ-বিদেশ ভ্রমন

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ব্যস্তময় জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করেন। তিনি ১৯২০ সালের গোড়ার দিকে তুরস্কের মুসলমানদের অধিকার পুনরুদ্ধারের বিষয়ে এবং ভারতীয় মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ের সমস্যার সমাধানকল্পে বক্তব্য ও পরামর্শ তুলে ধরার জন্য মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর ও মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গীর বিশেষ অনুরোধে খিলাফত প্রতিনিধি দলের সাথে ইউরোপ গমনের সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহরের নেতৃত্বে গঠিত ভারতীয় খিলাফত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্যরূপে তিনি বিলেত গমন করেন। সেখানে তিনি তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. লয়েল জর্জের সাথে সাক্ষাত করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। উক্ত প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যগণ হলেন– মাওলানা সায়্যিদ হোসাইন, মুশির হোসাইন কাদওয়ায়ী, আব্দুর রহমান সিদ্দিকী ও মাওলানা শোয়াইব কুরাইশী। তিনি বিলেত অবস্থানকালে ড. আর্নল্ড, মি. ইজি ব্রাউন ও মি. মারগোলিয়াসের মতো প্রাচ্যবিদের সমালোচনার জবাবে খিলাফত সমস্যা সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ সাময়িকী d‡iBb G¨‡dqvm©-এ প্রকাশিত হয়। এসময় তিনি বিলেত থেকে ফ্রান্স ও ইতালিও ভ্রমন করেন। এসব দেশে ভ্রমনকালে তিনি মুসলমানদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন বক্তৃতা দেন ও প্রবন্ধ রচনা করেন। অবশেষে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে ইউরোপ ভ্রমন শেষে দেশে ফিরেন।[২৩]

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৬ সালে মক্কার বাদশাহ শরীফ হোসাইন ইবনে আলী (১৮৫৬-১৯৩১) ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্ররোচনা ও সহায়তায় আরব জাতীয়তাবাদের ধুঁয়া তোলেন এবং তুর্কি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যে হিজায চার'শ বছর ধরে তুরস্ক সাম্রাজ্যাধীন ছিল, শরীফ হোসাইন তাকে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এক শরীফ হোসাইনের কারণে সিরিয়া, মিশর, ইরাক, আর্মেনিয়া, ফিলিস্তিন, আরব, পূর্ব জর্ডান প্রভৃতি দেশ তুরস্কের হাতছাড়া হয়ে যায়। তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত এ দেশ সমূহের উপর ব্রিটিশ ও ফরাসীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪] পরবর্তীতে ১৯২৪ সালে যখন সুলতান আব্দুল আযীয আল সউদ হিজাযের বাদশাহ শরীফ হোসাইনকে যুদ্ধে পরাস্থ করে হিজায দখলে নেন, তখন ভারতবর্ষের মুসলমানদের মাঝে এ বিষয়টি বড় দুর্ভাবনা ও হতাশা সৃষ্টি করে এবং প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য আগ্রহ বেড়ে যায়। অবশেষে প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য এবং খিলাফত বিষয়ক সঠিক পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট্য খিলাফত কমিটির প্রতিনিধি দল ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে হিজায গমন করেন। উক্ত খিলাফত প্রতিনিধি দলের অন্য দুইজন সদস্য হলেন– মাওলানা আব্দুল মাজীদ বাদায়ূনী ও মাওলানা আব্দুল কাদির

কাছুরী। তাঁরা সেখানে ১০ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানকার নেতৃবৃন্দকে ইসলামী খিলাফত বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ দেন।[২৫]

১৯২৬ সালে যখন সউদি আরবের বাদশাহ আব্দুল আযীয আল সউদ মক্কা শরীফে একটি বিশ্ব-মুসলিম সম্মেলন আহবান করেন, তখন উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ভারতীয় খিলাফত কমিটিকেও হিজায গমনের আমন্ত্রন জানান। উক্ত সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। তখন আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট্য একটি প্রতিনিধি দল দ্বিতীয় বারের মত হিজায গমন করেন। প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যগণ হলেন– মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলান মুহাম্মদ ইরফান, মাওলানা যফর আলী খান এবং জনাব শোয়াইব কুরাইশী। আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী উক্ত সম্মেলনের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এ প্রতিনিধি দল উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অত্যন্ত নির্ভিকতা ও স্পষ্টতার সাথে দ্বীনে-ইসলামের সততঃ আকীদার কথা এবং ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার আদায়ের বিষয়টি মক্কা-মদীনা পর্যন্ত পৌঁছে দেন। উপস্থাপন করেন খিলাফতে ইসলামের সঠিক দিক নির্দেশনা ও সুপরামর্শ। সায়্যিদ সুলায়মান সেখানে দুই মাস অবস্থান শেষে দেশে ফিরেন।[২৬]

উর্দু সাহিত্যের মহান সাধক আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী 'Indian muslim educational organization' তথা ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এক সম্মেলনে ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ ভারতের মাদরাস ভ্রমন করেন। সেখানে তিনি ঐতিহাসিক লালী হলে মহানবী সা.-এর জীবন চরিতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আটটি উচ্চ গবেষণামূলক লিখিত ভাষণ প্রদান করেন, যা পরবর্তীতে ১৯২৬ সালে Lrev‡Z gv‘ iwm (خطبات مدراس) নামে দারুল মুসান্নিফীন, আযমগড় থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৪৪ সালে 'ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রিকাল কংগ্রেস'-এর সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে পুনরায় মাদরাস ভ্রমন করেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি ইতিহাসবিদদের জন্য দিক নির্দেশনা মূলক এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, যা হেদায়েতের আলোক বর্তিকা হিসেবে কাজ করে। এসময়ে তিনি মাদরাসের অন্যান্য স্থান যেমন দিশাওরাম ও ওমরাবাদ ভ্রমন করে ধর্মীয় বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।[২৭]

এমনিভাবে তিনি খিলাফত আন্দোলনের বার্ষিক কনফারেন্সের সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিহারে এবং ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লী ভ্রমন করেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি 'তাহরীকে খিলাফত' (تحریک خلافت) বা খিলাফত

আন্দোলন বিষয়ক বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, যা পরবর্তীতে gv©Awid পত্রিকায় ছাপা হয়। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' (جمیعتِ علمائے ہند) তথা 'হিন্দ উলামা পরিষদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম একজন ছিলেন।

তিনি ১৯২৬ সালের মার্চে 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'-এর বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতা ভ্রমন করেন। এমনিভাবে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত তাহরীকে খিলাফত ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এর বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করেন।[২৮]

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে 'হিন্দুস্থানী একাডেমী' (ہندوستانی ایکاڈمی)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি এলাহাবাদ ভ্রমন করেন। সেখানে তিনি পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর উপস্থিতিতে ইন্দো-আরব সম্পর্ক বিষয়ক কয়েকটি স্মরণীয় ভাষণ প্রদান করেন, যা পরবর্তীতে পুস্তকাকারে উর্দু ও ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু সায়্যিদ সুলায়মানের এ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার ভূয়সী প্রসংশা করেন।

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে আফগানিস্তানের বাদশাহ নাদির শাহ খান তাঁর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কারিকুলাম বিষয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ জানার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন শিক্ষাবিদকে আমন্ত্রন জানান। আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন অন্যতম। তাই শিক্ষা বিষয়ে আফগান সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য আল্লামা ড. ইকবাল ও মুসলিম ইউনিভার্সিটির ভাইস চেন্সেলর স্যার রাস মাসউদ-সহ সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল সফর করেন। সেখানে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী আফগানিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, উন্নত শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি ও নিয়ম-শৃঙখলা বিষয়ে বিভিন্ন কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী দেশে ফিরে তাঁর আফগানিস্তান সফর বৃত্তান্ত প্রবন্ধাকারে gv©Awid পত্রিকায় প্রকাশ করেন, যা পরবর্তীতে mvq‡i AvdMvwb¯Ívb (سَیر افغانستان) নামে গ্রন্থাকারে দারুল মুসান্নিফীন থেকে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়।[২৯]

১৯৪০ সালের জানুয়ারীতে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী দক্ষিণ ভারতের সারহাদ, পুনা ও পাঞ্জাব রাজ্য ভ্রমন করেন। এসব স্থানে ভ্রমন করে তিনি মুসলিম জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি ও শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভমূলক বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে তুলে ধরেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে তিনি ভারতের পেশোয়ার ও ভাওলপুর ভ্রমন করেন এবং ইসলামিয়া কলেজ-সহ বিভিন্ন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।

এমনিভাবে ১৯৪৪ সালে তিনি 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'-এর বার্ষিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে মোম্বাই সফর করেন এবং উক্ত সম্মেলনে সূরায়ে ফাতেহার অত্যন্ত বিশ্লেষণধর্মী তাফসীর করেন। এ সফরে তিনি মোম্বাই শহরের আঞ্জুমানে ইসলাম হলে 'উর্দু যবান' (اردو زبان), ছাবু সিদ্দিক হলে 'হিন্দুস্থান মেঁ উলূমে আরাবিয়া কী খিদমাত' (ہندوستان میں علوم عربیہ کی خدمات) এবং অন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে 'তাওবাহ ওয়া ইনাবাত' (توبہ و انابت) শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। মোম্বাই থেকে তিনি নাদওয়াতুল উলামার বিশেষ প্রয়োজনে হায়দারাবাদ ভ্রমন করেন। সেখান থেকে জনাব মহাত্মা গান্ধীর আহবানে ওয়ারদাহা (واردھا) সফর করেন। সেখানে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে স্বীয় বক্তৃতায় তিনি 'মুলকী যবান' (ملکی زبان) তথা রাষ্ট্রীয় ভাষার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার উপর এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। সেখান থেকে তিনি জামিয়া হোসাইনিয়ার বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রান্দির শহর ভ্রমন করেন। তিনি উক্ত সম্মেলনে আরবীতে রচিত 'আল জুহুদ ওয়াল জিহাদ ফী ইলমিল মা'আশ ওয়াল মা'আদ' (الجحد و الجهاد فی علم المعاش والمعاد) শীর্ষক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন। সেখানে তিনি আরেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসায়ে আশরাফিয়াতে 'খাশীয়াতে ইলাহী' (خشیت الہی) বা খোদা ভীতি শীর্ষক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন।[৩০]

ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে তারাক্কিয়ে উর্দু পাকিস্তান'-এর বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির আমন্ত্রনপত্র পেয়ে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ইসলামাবাদ ভ্রমন করেন। ড. মাহমুদ হোসাইন খান এ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। এতে সায়্যিদ সুলায়মান 'হিন্দুস্তান কে নৌ মুসলিম হুকুমরান' (ہندوستان کے نو مسلم حکمراں) শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। জানুয়ারী ১৯৫১ সালে তিনি 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' তথা ইসলামী উলামা পরিষদ এর বার্ষিক সম্মেলনে সিলেট ভ্রমন করেন এবং উক্ত সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করেন।

মার্চ ১৯৫২ সালে তিনি 'অল পাকিস্তান হিস্ট্রিকাল সোসাইটি'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে লাহোর ভ্রমন করেন। সেখানে তিনি উক্ত অনুষ্ঠানের

সভাপতিত্ব করেন। এছাড়াও সেখানে তিনি লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করেন। মার্চ **১৯৫৩** সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'অল পাকিস্তান হিস্ট্রিকাল কনফারেন্স'-এর বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা থেকে ফতেহপুর ভ্রমন করে কিছুদিন পর লক্ষ্ণৌ ফিরে আসেন। লক্ষ্ণৌতে নাদওয়াতুল উলামার বার্ষিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এপ্রিল **১৯৫৩** সালে পাকিস্তানের করাচী চলে আসেন।[৩১]

এভাবে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী বিভিন্ন সময়ে দেশে বিদেশে ভ্রমনের ধারা অব্যাহত রেখে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী শিক্ষা সংস্থার উন্নতি ও অগ্রগতি এবং মুসলিম জাতির অধিকার আদায়ের জন্য আজীবন কাজ করেন। দেশে বিদেশে ঘুরে ঘুরে পরাধীন মুসলিম জাতিকে স্বাধীনতার পথে আহবান জানান। আবেগমথিত ভাষায় হৃদয় ছুয়ে যাওয়া ও জীবন বদলে দেয়ার মত অসংখ্য ভাষণ প্রদান করেন।

সাহিত্যে অবদান

উর্দু সাহিত্য জগতের অন্যতম দিকপাল আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন শিক্ষা দীক্ষায় উঁচু মাপের একজন বিজ্ঞ আলিম। ছিলেন একজন স্বনামধন্য লেখক, বিদগ্ধ গবেষক, অত্যন্ত উঁচু মানের সাহিত্যিক, বিরল ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি ছাত্র যমানা থেকেই লেখালেখির প্রতি আসক্ত ছিলেন। জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যজগতে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এ মহান ব্যক্তির জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাঁর লিখনীতে প্রকাশ পায়। তিনি ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভারতবর্ষের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, ইসলামী রাজনীতি, কুরআন, হাদীস, ফিক্হ-সহ সমসাময়ীক বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন হাজার হাজার পাতা। অসংখ প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করেছেন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলো 'ওয়াক্ত' শিরোনামে **১৯০৩** সালে gvLhvb (مخزن) পত্রিকায় ছাপা হতো।

প্রথম জীবনে তাঁর লেখা 'ইলম ও ইসলাম' (علم و اسلام) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ স্বীয় জন্মস্থান দিসনায় অনুষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে ইসলাহ' (انجمن اصلاح) নামে একটি অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধটি সুধিমহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এমনিভাবে AvIqvacvÂ (اودھ پنچ), Avb-bv'Iqv (الندوہ), Avj-†njvj (الہلال), Avj-evjvM (البلاغ), gvÔAwid (معارف), gvb_jx AvjxMo (منتھلی علی گڑھ), wbMvi (نگار), gmZvK‡ej (مستقبل)-সহ দেশ বরেণ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত

হয়। প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাড়াও তিনি রচনা করেছেন বিভিন্ন বিষয়ক অনেক গ্রন্থাবলী, যা সীমাহীন গুরুত্বের দাবিদার।

সায়্যিদ সুলায়মানের পুরো জীবন জ্ঞান ও সাহিত্য সাধনায় নিবেদিত ছিল। তিনি জ্ঞান সাধনা ও সাহিত্য চর্চাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার জন্য নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছেন। শিক্ষা ও সাহিত্যে তাঁর এ অসামান্য অবদানের জন্য আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে ১৯৪০ সালে তাঁকে সম্মানসূচক ডিগ্রি 'ডক্টরেট অফ লিটারেচার' প্রদান করা হয়।[৩২]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত ও সংকলিত গ্রন্থাবলী

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী বিভিন্ন বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করে বিশ্ব সাহিত্য দরবারে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী সাহিত্য বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং অনেক গ্রন্থ সংকলন করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত ও সংকলিত গ্রন্থগুলো সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. 'iæmj Av've (دروس الادب)

সায়্যিদ সুলায়মানের প্রথম দিকের লেখা এ গ্রন্থটি মূলত সহজে আরবী ভাষায় কথোপকথনের যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য লিখিত একটি চমৎকার গ্রন্থ। তিনি যখন ১৯০৮ সালে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার আধুনিক আরবী সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, তখন এ গ্রন্থটি লিখেছিলেন। গ্রন্থটি বিভিন্ন শিক্ষা মহলে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং এখনও অনেক মাদরাসায় পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গৃহীত হয়ে আছে। গ্রন্থটি ১৯১০ সালে মাতবুআয়ে শাহী, লক্ষ্ণৌ থেকে প্রথম প্রকাশ করা হয়।[৩৩]

২. jMv‡Z Rv'x'vn (لغت جديده)

সায়্যিদ সুলায়মানের ছাত্র যমানা ও শিক্ষকতা যমানায় উর্দুতে আধুনিক আরবী শব্দাবলীর কোন অভিধান (আরবী-উর্দু অভিধান) ছিল না। যার ফলে মিশর, সিরিয়া-সহ মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলো থেকে আগত বিভিন্ন আরবী পত্র-পত্রিকা, আরবী গ্রন্থাবলী ও আধুনিক আরবী রচনাবলী বুঝতে অনেক সমস্যা হতো। পরে ১৯১০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নাদওয়াতুল উলামার বার্ষিক সভায় আরবী থেকে উর্দু একটি অভিধান প্রনয়ণ করার সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিধান লেখার দায়ভার এসে পড়ে সায়্যিদ সুলায়মানের উপর। তিনি এ অভিধান লেখা শুরু করেন। দুই বছর পর ১৯১২ সালে এ অভিধান লেখার কাজ

সম্পন্ন করেন। পরে ১৯১৩ সালে অভিধানটি মাতবুআয়ে শাহী, লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশ করা হয়। এতে আধুনিক আরবী শব্দাবলীর অর্থ ও ব্যবহার রূপ তুলে ধরা হয়।[৩৪]

৩. evnv‘i LvIqvZx‡b Bmjvg (بہادر خواتین اسلام)

এটি মূলত সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর লিখিত একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ। এতে তিনি ইসলামে নারীর অবদান ও বীরত্বের কথা তুলে ধরেন। প্রবন্ধটি তিনি প্রথমে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার প্রসিদ্ধ Avb-bv‘Iqv পত্রিকায় ‘মুসলমান আওরাতোঁ কী বাহাদুরী’ (مسلمان عورتوں کی بہادری) শিরোনামে জানুয়ারী ১৯০৮ ও জুন ১৯০৯ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে দারুল মুসান্নিফীনের সূচনালগ্নে ১৯১৬ সালে evnv‘i LvIqvZx‡b Bmjvg নামকরণ করে গ্রন্থাকারে দারুল মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশ করেন।[৩৫]

৪. gvKvZx‡e wkejx (مکاتیب شبلی)

এটি মূলত সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী কর্তৃক সংকলিত স্বীয় উস্তাদ আল্লামা শিবলী নু‘মানীর পত্রাবলীর সংকলন গ্রন্থ। আল্লামা শিবলী নু‘মানীর বিভিন্ন জনকে দেয়া পত্রাবলী সায়্যিদ সুলায়মান একত্রিত করা শুরু করেন ১৯০৯ সালে। তখন তিনি দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামায় শিক্ষকতা করেন। এসব পত্র একত্রিত করে দুই খণ্ডে বিন্যাস করে সংকলিত গ্রন্থের নামকরণ করেন gvKvZx‡e wkejx। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত শিবলী নু‘মানীর লেখা ২৫০টি পত্রের সংকলন হলো প্রথম খণ্ড এবং ২০০টি পত্রের সংকলন হলো দ্বিতীয় খণ্ড। দুই খণ্ডে বিন্যস্ত এ গ্রন্থটি মে ১৯১৬ সালে মাতবুআয়ে শাহী, লক্ষ্ণৌ থেকে ছাপা হয়।[৩৬]

৫. nvqv‡Z Bgvg gwjK i. (حیات امام مالکؒ)

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ গ্রন্থে হযরত ইমাম মালিক র.-এর জীবনী ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদানসমূহ তুলে ধরেন। হযরত ইমাম মালিক র.-এর জীবনীর উপর আলাদা কোন গ্রন্থ রচনা করা সায়্যিদ সুলায়মানের উদ্দেশ্য ছিল না। প্রথমে তিনি দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার ছাত্র থাকাকালে ১৯০৭ সালে মাসিক Avb-bv‘Iqv পত্রিকায় ‘হায়াতে ইমাম মালিক র.’ (حیات امام مالکؒ) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। প্রবন্ধটি Avb-bv‘Iqv পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। পরবর্তীতে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এর মাঝে আরো কিছু লেখা সংযোজন করে দারুল মুসান্নিফীনের প্রারম্ভকালে আগস্ট ১৯১৭ সালে একটি আলাদা গ্রন্থ হিসেবে প্রথম প্রকাশ করা হয়। জীবনীসাহিত্য হিসেবে গ্রন্থটি অনন্য ও অসাধারণ।[৩৭]

৬. Zvix‡L Avi ‘ j KiAvb (تاريخ ارض القرآن)

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত এটি একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থটিতে প্রাচীন আরবের ইতিহাস ও ভৌগোলিক ইতিহাস এবং কুরআনে বর্ণিত স্থানসমূহের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করত সেগুলোর বাসিন্দাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা তুলে ধরেন। উর্দুতে এ বিষয়ে রচিত এ গ্রন্থই প্রথম। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে রচিত। ১ম খণ্ডটি নভেম্বর ১৯১৭ সালে এবং ২য় খণ্ডটি জুলাই ১৯১৮ সালে দারুল মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশিত হয়।

৭. wimvjvn Avnjm mbv‡Z Iqvj RvgvÛAvZ (رسالہ اہل السنۃ والجماعۃ)

এটি মূলত সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ। ১৯১৭ সালের gvÛAwwid পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় সঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত সম্পর্কে রচিত তাঁর ৯টি প্রবন্ধাবলীর সংকলিত রূপ হলো এ গ্রন্থটি। সঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত সম্পর্কে জানতে ও চিনতে এটি একটি যথাযথ গ্রন্থ। গ্রন্থটি অনেক তথ্যবহুল হওয়ায় এর গভীরতা অনেক বেশি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন দলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। গ্রন্থটি পরবর্তীতে মাতবুআয়ে মুসলিম প্রিন্টিং প্রেস, আযমগড় থেকে ১৯১৮ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয়।[৩৮]

৮. mxivZbex mv. (سیرۃ النبیؐ)

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.-এর জীবন চরিতমূলক বিখ্যাত এ গ্রন্থটি সাত খণ্ডে রচিত। mxivZbex mv.-এর প্রথম দুই খণ্ড আল্লামা শিবলী নু‘মানী কর্তৃক রচিত। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ দুই খণ্ড প্রকাশ করেন যথাক্রমে– ১৯১৮ ও ১৯২০ সালে। অবশিষ্ট পাঁচ খণ্ড তিনি নিজে রচনা করে প্রকাশ করেন যথাক্রমে– ৩য় খণ্ড ১৯২৪ সালে, ৪র্থ খণ্ড ১৯৩২ সালে, ৫ম খণ্ড ১৯৩৫ সালে ও ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯৩৮ সালে। আর ৭ম খণ্ডটি তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৫৫ সালে প্রকাশ করা হয়। এ গ্রন্থটি সায়্যিদ সুলায়মানের অনন্যসাধারণ কীর্তি।

৯. mxiv‡Z Av‡qkv iv. (سیرت عائشہؓ)

এটি সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত নবী-পরিবারের এক অসামান্য খিদমত। গ্রন্থটিতে তিনি বিভিন্ন হাদীসের আলোকে হযরত আয়েশা রা.-এর জীবনী তুলে ধরেন। হযরত আয়েশা রা.-এর জীবনে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনাবলী বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর চরিত্র মাধুরী,

চাল-চলন, অভ্যাস ও ইজতেহাদী তথা উদ্ভাবিত জ্ঞানভাণ্ডার-সহ জীবনের সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেন। নবীপত্নি হযরত আয়েশা রা.-এর জীবনীমূলক এ গ্রন্থটি মূলত তিনি রচনা শুরু করেন তাঁর ছাত্র জীবনের শেষ বছরে, এপ্রিল ১৯০৬ সালে। তখন তিনি Avb-bv‘Iqv পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। সম্মানিত উস্তাদ আল্লামা শিবলী নু‘মানীর উৎসাহে ও পরামর্শে তিনি এ কাজ শুরু করেন। বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে তিনি এ গ্রন্থটি সমাপ্ত করতে অনেক সময় লাগে। অবশেষে ১৯২০ সালে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয় এবং প্রথমবারের মত দারুল মুসান্নিফীন, আযমগড় থেকে প্রকাশিত হয়। উর্দু জীবনীসাহিত্যে সুলায়মান নাদবী রচিত mxiv‡Z Av‡qkv iv. নামক এ গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

১০. wLjvdZ AvIi wn›‘¯Ívb (خلافت اور ہندوستان)

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী gvÛAwid পত্রিকার জুন ১৯২১ সংখ্যায় ‘খিলাফতে ইসলামিয়াহ আওর হিন্দুস্তান’ (خلافتِ اسلامیہ اور ہندوستان) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। তিনি পরবর্তীতে এটি মজলিসে খিলাফতের অনুরোধে আরো তথ্য সমৃদ্ধ করে wLjvdZ AvIi wn›‘¯Ívb নামকরণ করে গ্রন্থাকারে মাতবুআয়ে মা‘আরিফ, আযমগড় থেকে আগস্ট ১৯২১ সালে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে খিলাফতে রাশেদাহ, বনু উমাইয়াহ, বনু আব্বাসিয়া ও দৌলতে উসমানিয়ার সময়কালে হিন্দুস্তানের মুসলিম শাসকদের সাথে আরব খিলাফত শাসকদের যে সম্পর্ক ছিল, তিনি তা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে বর্ণনা করেন।[৩৯]

১১. wLjvd‡Z Dmgwbqv AvIi ‘wbqv‡q Bmjvg (خلافتِ عثمانیہ اور دنیائے اسلام)

সায়্যিদ সুলায়ামান নাদবী ১৯২১ সালে ‘খিলাফতে উসমানিয়া আওর দুনিয়ায়ে ইসলাম’ শিরোনামে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেন। প্রন্ধটি মাসিক gvÛAwid পত্রিকায় নভেম্বর ১৯২১ থেকে এপ্রিল ১৯২২ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এটি গ্রন্থাকারে দারুল মুসান্নিফীন থেকে ১৯২৩ সালে প্রকাশ করা হয়। ১২৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য এ গ্রন্থটিতে মূলত ঐ সময়কার খিলাফত আন্দোলনের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। বিশেষ করে ইসলামী জগতে শরয়ী হুকুমত পরিচালনার ক্ষেত্রে খিলাফতে উসমানিয়াকে একটি রুল মডেল হিসেবে উত্থাপন করা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটি অধ্যয়নে ইতিহাস সম্পর্কে সায়্যিদ সুলায়মানের গভীর দৃষ্টি ও উন্নত ধীশক্তির উত্তম নমুনা পাওয়া যায়। এটি এমন একটি ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ, যা যুগে যুগে মুসলমানদের শিক্ষা ও জ্ঞানের জন্য দৃষ্টান্ত ও নিদর্শন হয়ে থাকবে।[৪০]

১২. wimvjvn ekiv (رسالہ بُشریٰ)

এ গ্রন্থটি সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত একটি ছোট পুস্তিকা। পুস্তিকাটি তিনি দারুল মুসান্নিফীন থেকে ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশ করেন। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী মাত্র ৪৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য এই গ্রন্থটির ভূমিকার পরেই আনেন পয়গামে আমান তথা শান্তির ধর্ম ইসলামের কথা। আলোচনা করেন খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর উত্থাপিত অভিযোগ ও প্রশ্নের ধরণ। অত্যন্ত বিচার বিশ্লেষণ ও তথ্যনির্ভরতার সাথে তিনি খ্রিস্টানদের প্রশ্নের প্রতিউত্তর করেন। প্রতিউত্তর স্বরূপ আলোচনায় আনেন আমলের দাওয়াত সম্পর্কে। এমনিভাবে পুরনো ধর্মসমূহ, পুরনো গ্রন্থসমূহ, ইসলামের হাকীকত, ঈমানের হাকীকত, মধ্যমপন্থী তরীকা, রহমান ও রহীম (رحمٰن و رحیم) শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা, আল্লাহর সর্বশেষ পয়গাম, সর্বসাধারণের ক্ষমার সুসংবাদ, রাহমাতুল্লিল আলামীনের সুসংবাদ, আল্লাহর প্রেমের তালাশ ইত্যাদি সম্পর্কে অত্যন্ত সুচারুরূপে আলোচনা তুলে ধরেন। সবশেষে সকলকে আল্লাহর রহমতপূর্ণ সর্বশেষ ধর্ম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার উদাত্ত আহবান জানান।[৪১]

১৩. Kwjøqv‡Z wkejx (کلیات شبلی)

এটি মূলত সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী কর্তৃক সংকলিত আল্লামা শিবলী নু'মানীর উর্দু কবিতা সমূহের সংকলনগ্রন্থ। এতে আল্লামা শিবলী নু'মানীর বিভিন্ন সময়ের উর্দু মাসনবী (مثنوی), কাসীদা (قصیدہ), মুসাদ্দাস (مسدس) এবং চারিত্রিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কবিতাসমূহ পূর্ণাঙ্গরূপে একত্রিত করে পাঠকের সামনে গ্রন্থাকারে উপস্থাপন করেছেন আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী। এ সংকলনটিতে ধর্মীয়, চারিত্রিক ও রাজনৈতিক কবিতাগুলোকে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি অনেক কবিতার শুরুতে বিভিন্ন নোট লিখে দিয়েছেন যাতে উক্ত কবিতার সারমর্ম বুঝতে কোন কষ্ট না হয়। গ্রন্থটি ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে দারুল মুসান্নিফীন, আযমগড় থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৪২]

১৪. LZev‡Z gv'ivm (خطبات مدراس)

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ১৯২৫ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে 'ইসলামী তা'লীমী আঞ্জুমান' (اسلامی تعلیمی انجمن)-এর অনুরোধে দক্ষিণ ভারতের মাদরাসে সীরাত বিষয়ক আটটি বক্তৃতা দেন। নবী আকরাম সা.-এর পবিত্র জীবন ও কর্ম এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে তিনি এ বক্তৃতা দেন। তাঁর এ বক্তৃতামালার অমূল্য সংকলন হলো LZev‡Z gv'ivm। গ্রন্থটি ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশ করা হয়। মাত্র দেড়শ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে সীরাত সম্পর্কে নতুন আঙ্গিকের প্রতিটি কথা ও বক্তব্য হৃদয় ও অনুভূতিকে ছুঁয়ে যায়।

১৫. Avie Iqv wn›‘ †K ZvÔqvjøKvZ (عرب و ہند کے تعلقات)

এ গ্রন্থটি সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ। গ্রন্থটি মূলত তাঁর বক্তৃতামালার সংকলন। এ সব বক্তব্য তিনি ১৯২৯ সালের ২২ ও ২৩শে মার্চ 'হিন্দুস্তানী একাডেমী এলাহাবাদ'-এ উপস্থাপন করেন। সে সব বক্তৃতায় তিনি আরব ও হিন্দুস্তানের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা, হিন্দুস্তানের সাথে আরবের বন্ধুত্ব, আরব ও হিন্দুস্তানের প্রারম্ভিক সম্পর্কের ইতিহাস এবং হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করেন। তাঁর এ সব বক্তৃতা পরবর্তীতে ১৯৩০ সালে হিন্দুস্তানী একাডেমী কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে এবং সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীকে এ জন্য পুরস্কৃত করে।[৪৩]

১৬. Lvq¨vg (خیام)

প্রখ্যাত কবি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওমর খায়্যাম সম্পর্কে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর গবেষণাধর্মী জীবনীগ্রন্থ হলো Lvq¨vg (خیام)। এটি মূলত সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী একটি প্রবন্ধ হিসেবে লিখেন। ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কন্‌ফারেন্স'-এর বার্ষিক সভায় 'ওমর খায়্যাম' (عمر خیام) শিরোনামে তিনি এ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি জ্ঞানী-গুণী ও সুধীমহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়। পরবর্তীতে এতে 'রুবায়িয়্যাত' (رباعيات) (কবিতার একটি প্রকার) সম্পর্কে একটি আলোচনা সংযুক্ত করে আলাদা গ্রন্থ হিসেবে অক্টোবর ১৯৩৩ সালে দারুল মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশ করেন।[৪৪]

১৭. mvq‡i AvdMwb¯Ívb (سَیر افغانستان)

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ১৯৩৩ সালে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল সফর করেন। আর সে সফর শেষে দেশে ফিরে তিনি আফগানের সফর কাহিনী প্রবন্ধাকারে gvÔAvwid পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি এটি ১৯৩৪ সালে দারুল মুসান্নিফীন, আযমগড় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

১৮. Avi‡ev Kx Rvnvhivbx (عربوں کی جہازرانی)

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ হলো Avi‡ev Kx Rvnvhivbx। গ্রন্থটি মূলত তাঁর বক্তৃতামালার সংকলন। তিনি মোম্বাই সরকারের শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থার অনুরোধে ১৯৩১ সালের ১৮-২১শে মার্চ আঞ্জুমানে ইসলাম মোম্বাইতে চারটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে ইসলামিক রিসোর্স ইন্সটিটিউট মোম্বাই কর্তৃপক্ষ ১৯৩৫ সালে তাঁর এ

চারটি বক্তৃতা Avi‡ev Kx Rvnvhivbx নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ইসলামিক কালচার হায়দারাবাদ থেকে গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সায়্যিদ সুলায়মান গ্রন্থটিতে আরবদের জাহায পরিচালনার সূচনা, নদীপথের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, নদী ও সাগর বিষয়ক গ্রন্থাবলী এবং এ ক্ষেত্রে আরবদের উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম, অন্বেষণ, গবেষণা ও সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে লিপিবদ্ধ করেন।[৪৫]

১৯. evix‡' wdwi½ (بريد فرنگ)

এ গ্রন্থটি সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর কোনো সতন্ত্র সাহিত্য গ্রন্থ নয়; বরং এটি তাঁর রাজনৈতিক পত্রাবলীর সংকলন। তিনি ১৯২০ সালে খিলাফত প্রতিনিধি দলের সাথে লন্ডন থাকাকালে সেখানকার সব খবর যেসব পত্রাবলীর মাধ্যমে জানিয়েছেন, সেসব পত্রাবলীর সংকলন হলো evix‡' wdwi½। তিনি খিলাফত প্রতিনিধি দলের প্রতিদিনকার কার্যবিবরণী নোট করে রাখেন এবং প্রতি সপ্তাহে এসব কার্য বিবরণী মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গী মহল্লী, মাওলানা মাসউদ আলী নাদবী, মাওলানা আব্দুল মাজীদ দরিয়াবাদী, সায়্যিদ আবুল কামাল আব্দুল হাকীম দিসনবী ও মাওলানা আবু যফর নাদবীকে পত্র মারফত জানান। আর এসব পত্রের সংকলনই হলো evix‡' wdwi½। গ্রন্থটি ১৯৩৬ সালে দারুল মুসান্নিফীন, আযমগড় থেকে প্রকাশ করা হয়।[৪৬]

২০. bK‡k mjvqgvbx (نقوش سليمانى)

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর এ গ্রন্থটি মূলত একটি সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটি তাঁর ঐসব প্রবন্ধের সমন্বিতরূপ, যা তিনি উর্দু ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে রচনা করেন। এ গ্রন্থটি পড়ে আজও উর্দু ভাষার বড় বড় প্রবন্ধকার, সাহিত্যিক ও লেখক বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। গ্রন্থটি ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে দারুল মুসান্নিফীন, আযমগড় থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৭]

২১. ing‡Z Avjg (رحمتِ عالم)

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ১৯৪০ সালে শিশুদের জন্য রচনা করেন ing‡Z Avjg নামক এ গ্রন্থটি। এতে তিনি রাসূল আকরাম সা.-এর পবিত্র সীরাত তথা জীবনী অত্যন্ত সহজ-সরল, সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থটি শিশুদের পাঠের জন্য লেখা

হয়েছে ঠিকই; কিন্তু যুবক বৃদ্ধ সকলেই এ থেকে উপকৃত হচ্ছেন। গ্রন্থটি ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে দারুল মুসান্নিফীন, আযমগড় থেকে প্রকাশ করা হয়।

২২. nvqv‡Z wkejx (حیات شبلی)

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী তাঁর প্রিয় শিক্ষক আল্লামা শিবলী নু'মানীর জীবনী, শিক্ষা, কর্ম ও সাহিত্যে তাঁর অবদান লিখ্যরূপে তুলে ধরতে ১৯৪০ সালে রচনা শুরু করেন nvqv‡Z wkejx নামক এই জীবনীগ্রন্থ। টানা তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯৪৩ সালে ৮৪৬ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য এ বিশাল গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। সুলায়মান নাদবী nvqv‡Z wkejx নামক এ গ্রন্থটিতে প্রিয় শিক্ষক আল্লামা শিবলী নু'মানীর জীবনী রচনার পাশাপাশি ফুটিয়ে তোলেন সমকালীন ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রায় পঞ্চাশ বছরের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ধর্ম বিষয়ক অবস্থার একটি ঐতিহাসিক চিত্র। এমনকি তৎসময়ের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও এতে তুলে ধরেন, যাঁদের জীবন বিবরণী জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। গ্রন্থটি তিনি দারুল মুসান্নিফীন, আযমগড় থেকে ৬৬তম গ্রন্থ হিসেবে ১৯৪৩ সালে প্রথম প্রকাশ করেন।

২৩. Bqv‡' id‡ZMv (یاد رفتگاں)

বিদায়ীদের স্মরণে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অমর অসাধারণ কীর্তি হলো Bqv‡' id‡ZMv। এ গ্রন্থটি মূলত ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছরের দীর্ঘ সময়ের শোকগাঁথা ইতিহাস। এতে স্থান পেয়েছে এ সময়কার মৃত্যু বরণকারী ১৩৫ জন বিশিষ্ট্য ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী, তাঁদের টুকরো কাহিনী, অবদান, সুলায়মান নাদবীর সাথে তাদের সম্পর্ক, সাহিত্য জগতে রেখে যাওয়া অবদান, গ্রন্থাবলী, কর্মস্মারক ইত্যাদি। গ্রন্থটি ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ সালে করাচী, পাকিস্তান থেকে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ করা হয়।[৪৮]

২৪. wn›' Kx Zvôjxg gmjgv‡bv †K Avnv' †g (ہندو کی تعلیم مسلمانوں کے عہد میں)

গ্রন্থটি মূলত সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর কয়েকটি প্রবন্ধের সমন্বিতরূপ। মাসিক gvôAwid পত্রিকায় ১৯১৮ সালে ধারাবাহিকভাবে এক বৎসর যাবৎ তিনি এ প্রবন্ধগুলো লিখেন। প্রবন্ধগুলো প্রথমে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স'-এর বার্ষিক সভায় তিনি উপস্থাপন করেন। পরে সেগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য এডুকেশনাল কনফারেন্স আলীগড়ে পাঠানো হলে ১৯৫৪ সালের আগস্ট মাসে সেখান থেকে তা

গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। সায়্যিদ সুলায়মান তাঁর এ রচনার মাধ্যমে সবার সামনে স্পষ্ট করেন যে, হিন্দুস্তানে মুসলিম শাসনামলে হিন্দুরা শিক্ষা দীক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে এবং এ উন্নতিতে মুসলমানদের যথেষ্ট অবদান ছিল।[৪৯]

মোটকথা, আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। স্বীয় ক্ষুরধার লিখনীর মাধ্যমে ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর এ বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে ইসলামের জন্যই লিখেছেন হাজার হাজার পাতা, অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, দিয়েছেন আবেগমথিত ভাষায় হৃদয় ছুয়ে যাওয়া ও জীবন বদলে দেয়ার মত অসংখ্য ভাষণ। উজ্জ্বল করে রেখেছেন জীবনভর জ্ঞানের প্রদীপ।

বাইয়াত গ্রহণ ও খিলাফত লাভ

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অপ্রসিদ্ধ আরও এক বিরল মর্যাদা হলো– তিনি ছিলেন হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. এর খলীফা। তিনি একজন উঁচু মানের আলিম হওয়া সত্ত্বেও ইলমে মা'রিফাতের তা'লীম হাসিলের উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালের আগস্টে থানাভবন পৌঁছে হযরত থানভী র.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। পীরের সান্নিধ্যে খিদমত, কঠোর রিয়াযত, সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে রূহানী ফায়েয তথা আত্মশুদ্ধির মর্যাদা অর্জন করেন। আধ্যাত্মিক সাধনা পূর্ণ করার পর হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. তাঁকে এক চিঠি লিখেন, যার অনুবাদ নিম্নরূপ:

> "আমার মন চায় আপনাকে খিলাফত দিয়ে দিই। তবে এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।"

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এই চিঠির কোনো উত্তর দিলেন না। বরং তিনি দুই-তিন দিন পর থানাভবন গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে অবস্থানকালেও এই বিষয়ে তিনি নীরবই থাকলেন; কোনো কথা বললেন না। থানাভবন থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন। এরপর হযরত থানভী র. আবার সংবাদ পাঠালেন– "আপনি আমার চিঠির কোনো জবাব দেননি।" এরই প্রেক্ষিতে সায়্যিদ সুলায়মান জানালেন– "হযরত! আপনার টেলিগ্রাম পাওয়ার পর থেকেই আমার পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে গেছে। আমি পেরেশান হয়ে ভাবছি– আমি কে আর আমার উপর এতবড় জিম্মাদারী! এ কি করে সম্ভব!" হযরত থানভী র. এই জবাবে খুশি হয়ে বললেন– "আমার কাঙ্ক্ষিত জবাব আমি পেয়ে গেছি।"

এরপর ২২ অক্টোবর ১৯৪২ থানভী র. তাঁকে খিলাফত প্রদান করে তাঁর প্রতি প্রচণ্ড খুশি ও আস্থা প্রকাশ করে বলেন:

> "আলহামদুলিল্লাহ! এই কাজ নিয়ে আমার আর কোনো চিন্তা নেই। কারণ আমার পর এমন সুযোগ্য লোক আমি রেখে যাচ্ছি।"[৫০]

হজ্জব্রত পালন

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হওয়ার পর দেশের রাজনীতির রূপ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে পবিত্র খানায়ে কা'বার যেয়ারতের উদ্দেশ্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী স্বস্ত্রীক মক্কা গমন করেন এবং পবিত্র হজ্জ্ব পালন করেন। সেখানে তিনি সউদি আরবের বাদশাহ আব্দুল আযীয আল সউদের সম্মানিত অতিথি রূপে গণ্য হন। সেখানে এক মাস অবস্থান শেষে ডিসেম্বরে তিনি দেশে ফিরেন।[৫১]

পাকিস্তানে স্থায়ী বসবাস

১৯৪৭ সালে স্বাধীন পাকিস্তান অর্জনের পর নতুন রাষ্ট্রের আইন-কানুনকে ইসলামী আইনে রূপান্তর করার মানসে বিভিন্ন পরামর্শ দানের জন্য এবং পাকিস্তানে স্থায়ী বসবাসের জন্য পাকিস্তান সরকার সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীকে সে দেশে যাওয়ার জন্য আহবান জানান। পাকিস্তান সরকারের আহবানে সায়্যিদ সুলায়মান নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে চলে যাওয়ার মনস্থ করেন। অবশেষে ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে ভারতে তাঁর সহায় সম্পত্তি ও পরিচিতজনদের ছেড়ে মুসলিম দেশ পাকিস্তানে চলে যান। সেখানে তিনি করাচিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন।

তিনি পাকিস্তানে থাকাবস্থায় সেখানকার খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, উলামা মাশায়েখদের নিয়ে বিভিন্ন সম্মেলনের আয়োজন করেন। সমগ্র মুসলিম সমাজকে সঠিক রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। ইসলামী আইন বাস্তবায়ণের জন্য নানা কর্মসূচী পালন করেন। বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করেন। ইসলামী আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে সমন্বয়ের বিস্তারিত পরামর্শ দেন।

এছাড়াও ইসলামের এ মহান জ্ঞান সাধক পাকিস্তানের বিভিন্ন বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক রাখেন। তিনি নবগঠিত মুসলিম দেশ পাকিস্তানের ইসলামী শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি 'পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' (پاکستان جمیعتِ علمائے اسلام)-এর সভাপতি এবং পাকিস্তান 'ল' কমিশনের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এককথায় পাকিস্তানে ইসলামী আইন-কানুন বাস্তবায়ণ ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়।[৫২]

পরলোক গমন

ইসলামের এ মহান পুরুষ মর্দে মুমিন আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। অবশেষে ১৩৭৩ হি. ১৪ রবিউল আউয়াল মুতাবিক ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ নভেম্বর মাগরিব নামায আদায়ের পর সন্ধা সাড়ে সাতটার সময় ৬৯ বছর বয়সে পাকিস্তানের করাচীতে (ডার মনযিলে) আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুর খবর করাচীর রেডিওতে প্রচার হলে চতুর্দিক থেকে তাঁর বাড়িতে লোকজনের সমাগম শুরু হয়। উপস্থিত প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– গোলাম মুহাম্মদ সাহেব, মৌলভী মুহাম্মদ হাসান কাকুরবী, ড. আব্দুল হাই, মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব, মৌলভী তমীযুদ্দীন সাহেব, রাগেব আহসান সাহেব, মৌলভী আব্দুল কুদ্দুস নাদবী সাহেব প্রমুখ। পরদিন ২৩ নভেম্বর সকাল আট ঘটিকায় তাঁকে গোসল দেন সূফী মুহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব, ড. আব্দুল হাই সাহেব এবং তাঁর জামাতা মাওলানা আবু আছেম সাহেব। সকাল ১০ ঘটিকায় ড. আব্দুল হাই সাহেবের ইমামতিতে করাচির নিউ টাউন জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে তাঁর জানাযার নামায পড়া হয়। তাঁর জানাযায় ভারত এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান থেকে বড় বড় উলামা মাশায়েখ, ইসলামী বিশ্বের নেত্রীবৃন্দ, সরকারি মন্ত্রীপরিষদ-সহ বিভিন্ন শ্রেণীর নামীদামী লোকজনও উপস্থিত থেকে নিজেদেরকে ধন্য করেন। এমনকি পাকিস্তান গণপরিষদের স্পীকার মৌলভী তমীযুদ্দীন খান এবং সিরিয়া, ইরাক ও মিশরের রাষ্ট্রদূতগণ আল্লামার কফিন বহন করে নিজেদেরকে গৌরবান্বিত করেন। জামে মসজিদ থেকে জানাযা শেষে তাঁর কফিন নিয়ে যাওয়া হয় করাচির ইসলামিয়া কলেজ ক্যাম্পাসে এবং সেখানেই শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী র.-এর কবরের পাশে তিনি চিরতরে শায়িত হন। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আরো উঁচু মাকাম দান করেন। আমীন।[৫৩]

সর্বস্তরে মৃত্যুশোক

বিশিষ্ট্য আলিমে দীন ইসলামের মহান জ্ঞান সাধক আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর মৃত্যু শুধু একজন ব্যক্তি সুলায়মানের মৃত্যুই ছিল না; বরং একটি পরিপূর্ণ জ্ঞান জগতের মৃত্যু ছিল। তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে সমগ্র জাতি আলোকিত হয়, তাঁর সফলতা ও গুণকীর্তনের আওয়াজ অর্ধ শতাব্দী যাবত সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হয়, এবং তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য জগতে ছড়িয়ে পড়ে। তাই এমনি এক মহান ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ থেকে শুরু করে মিস ফাতেমা জিন্নাহ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ারদী, চৌধুরী খালেকুজ্জামান, সরদার আব্দুর রব নিশতার-সহ দেশ বরেণ্য উলামা-মাশায়েখ ও নেত্রীবৃন্দ তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। বিভিন্ন কবিগণ তাঁর মৃত্যুতে মুরসিয়া (مرثیہ) ও ঐতিহাসিক কবিতা রচনা করেন। করাচির দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা w' Iqvb, দৈনিক উর্দু পত্রিকা RvsM *(جنگ)*, লাহোরের দৈনিক bvIqv‡q IqvKZ (نوائےوقت), দিল্লীর দৈনিক Avj-RvgBq¨vZ (الجمعیت), দারুল মুসান্নিফীন আযমগড়ের মাসিক gvÔAwid (معارف) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে সম্পাদকগণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁর মৃত্যুতে দোয়া মাহফিল ও শোক আলোচনার আয়োজন করা হয়। দারুল মুসান্নিফীন, নাদওয়াতুল উলামা এবং ভারতের বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দেও খতমে কুরআন ও বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। সকল উস্তাদ, ছাত্র ও উলামা-মাশায়েখ তাঁর মৃত্যুকে ইসলামী জ্ঞান জগতের এক কঠিন মছীবত হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৫৪] তাঁর মৃত্যুতে সকলের যবান থেকে যেন এ পঙক্তি উচ্চারিত হচ্ছিল–

ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جسے؟ ٤

অর্থাৎ, এমন কোথা থেকে আনবো, যাকে তোমার মতো বলবো?

মূলত পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন যাদের আগমন-প্রস্থান তথা জন্ম-মৃত্যুতে তেমন কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। আবার কিছু বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এমন আছেন যাঁরা জীবনকালে যেমন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ হন, তেমনই তাঁদের মৃত্যুতেও জগতবাসী ক্ষতির সন্মুখীন হয়। তেমনি একজন খ্যাতিমান ইসলামী ব্যক্তিত্ব আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী। তাঁর অমর কীর্তিসমূহ ভৌগোলিক সীমারেখার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে বিশ্ব মুসলিমের মাঝে বিস্তার লাভ করেছে। তাঁর এ সকল অবদান, কৃতিত্ব, সাহিত্যকর্ম ও মহান আদর্শ আমাদের জন্য চলার পাথেয় ও অনুকরণীয়। আমরা যদি তাঁর আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে পারি তবে আমাদের জীবন হবে স্বার্থক, সুন্দর ও

Dhaka University Institutional Repository

সফলকাম। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনী থেকে আমাদের সঠিক শিক্ষা লাভ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট্য সাহিত্যিকের অভিমত

১. প্রাচ্যের কবি হিসেবে খ্যাত আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পর্কে লিখেন–

> آج سید سلیمان ندوی ہماری علمی زندگی کے سب سے اونچے زینے پر ہیں، وہ عالم ہی نہیں امیر العلماء ہیں، مصنف ہی نہیں رئیس المصنفین ہیں، ان کا وجود علم و فضل کا ایک بہتا دریا ہے جس سے سیکڑوں نہریں نکلی ہیں، اور ہزاروں سوکھی کھیتیاں سیراب ہوئی ہیں۔[৫৫]

> অনুবাদ: আজ সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী আমাদের জ্ঞান জগতের সর্বোচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি শুধু আলেমই নন; আমীরুল উলামা। শুধু লেখক নন; সকল লেখকদের অগ্রপুরুষ। তাঁর অস্তিত্ব জ্ঞান ও সম্মাননার এক প্রবাহমান সমুদ্র– যে সমুদ্র থেকে শত শত নদীর শাখা বের হয়েছে এবং হাজারও শুকনো খেত-খামার তরু-তাজা ও সজীব হয়েছে।

২. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পর্কে লিখেন–

> سید صاحب کی زندگی کا سب سے نمایاں اور ممتاز پہلو طبقۂ علماء میں ان کی جامعیت اور ان کے علوم و مضامین کا تنوع ہے، ان کی ذات اور ان کی علمی زندگی میں قدیم و جدید واقفیت، علمی تبحر اور ادبی ذوق، نقاد و مورخ کی حقیقت پسندی اور سنجیدگی، ادباء و انشاء پردازوں کی شگفتگی اور حلاوت اور فکر و نظر کا

لوچ اور مطالعہ کی وسعت اس طرح جمع ہو گئی تھی، جو شاذ و نادر جمع ہوتی ہے۔[৫৬]

অনুবাদ: আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অনন্য দিক হলো আলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা, পরিপূর্ণতা এবং জ্ঞান-গরিমা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধে বৈচিত্র (ব্যাপকতা)। তাঁর ব্যক্তিগত ও শিক্ষা জীবনে নতুন-পুরাতন জ্ঞানের অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের গভীরতা, সাহিত্যিক রুচি, সমালোচনা ও ঐতিহ্যের বাস্তবতা চয়ন, অনাড়ম্বরতা, লেখক-সাহিত্যিকগণের বাকপটুতা ও প্রস্ফুটন, চিন্তা ও দূরদর্শিতার সূক্ষ্মতা, অধ্যয়নের ব্যাপকতা ইত্যাদি অতি চমৎকারভাবে সঞ্চিত হয়। এমন অপূর্ব মিলন ও বহুমুখী প্রতিভার সমাহার সাধারণত খুব কমই দেখা যায়।

৩. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী তাঁর সম্পর্কে অন্য জাগায় লিখেন–

یہاں اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے کہ سید صاحب اپنے علم و تحقیق اور وسعت مطالعہ میں اپنے استاد و مربی مولانا شبلی مرحوم سے بہت آگے بڑھ گئے تھے، نئی نئی کتابوں کی اشاعت، مسلسل غور و فکر اور محنت و مطالعہ کی بنا پر اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں۔[৫৭]

অনুবাদ: এখানে এ বাস্তবতা প্রকাশ করা জরুরী যে, সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী শিক্ষা-দীক্ষা, গবেষণা, আরাধনা ও গভীর অধ্যাপনায় স্বীয় শিক্ষক ও মুরুব্বী আল্লামা শিবলী মরহুমের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে ও শীর্ষে বিচরণ করেছিলেন। নতুন নতুন গ্রন্থ প্রকাশণা, ধারাবাহিক চিন্তা-চেতনা ও সাধনা, নিরলস কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যয়নের কারণে এ বিষয়ে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

৫. mxiv‡Z Av‡qkv iv. গ্রন্থের অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম লিখেন:

"আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী র. ছিলেন একাধারে স্বনামধন্য লেখক, বিদগ্ধ গবেষক, সব্যসাচী সাহিত্যিক, বিরল প্রতিভাধর কবি, সিদ্ধহস্ত জীবনীকার, দূরদর্শী ঐতিহাসিক, সর্বজনবিদিত আলিমে দীন, মুখলিস

মুবাল্লিগ, প্রতিথযশা বিতার্কিক, অনলবর্ষী বক্তা ও হৃদয়গাহী আলোচক। কুরাআন-হাদীসে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল ব্যাপক বিস্তৃত। মানব মনের গভীরে পৌঁছার অসাধারণ শক্তি ছিল তাঁর দৃষ্টিতে। একজন আলিম হিসেবে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর চিন্তা-চেতনা ছিল সুদূরপ্রসারী, মন-মানসিকতা ছিল সুউচ্চ।"[৫৮]

৬. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পর্কে মাওলানা মাসউদুর রহমান লিখেন:

"আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা, বিরল ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। সে যুগেও এবং এ যুগেও তাঁর তুলনা শুধু তিনিই। যে কাজেই হাত দিয়েছেন আল্লাহর মেহেরবানীতে ও আপন যোগ্যতায় শীর্ষস্থানটা দখল করেছেন তিনিই। যে বিষয়েই কলম ধরেছেন, তাঁর রচনাই পেয়েছে সেরা রচরার স্বীকৃতি। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে উস্তাদ আল্লামা শিবলী নু'মানী প্রচণ্ড উৎসাহে নিজের মাথার পাগড়ি খুলে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজ উস্তাদ ও মুরুব্বী আল্লামা শিবলী নু'মানীর মতোই একজন হক্কানী আলিম, মুহাক্কিক, গবেষক, মুহাদ্দিস, ফকীহ, সাহিত্যিক ও বক্তা ছিলেন। সারাজীবন লেখালেখির মধ্যে কাটিয়েছেন। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে এমন অসংখ্য কিতাবাদিতে সমৃদ্ধ করেছেন, যা নিয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশ গৌরব করতে পারে।"[৫৯]

তথ্যসূত্র

১. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, nvqv‡Z mj vqgvb, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, নতুন এডিশন, ২০১১), পৃ. ৬
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮
৪. ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন, Zvix‡L Av‘wweq¨v‡Z D‘ (১ম খণ্ড), (লাহোর : মাগরিবী পাকিস্তান উর্দু একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭), পৃ. ২৩৫
৫. গোলাম মুহাম্মদ হায়দারাবাদী, ZvhwKiv‡q mjvqgvb, (করাচী : মাকতাবাতু নাশেরে উলুম, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০), পৃ. ১০৬
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮
৭. ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬
৮. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, gvKwZ‡e Avej Kvjvg Avhv‘, আবু সালমান শাহজাহানপুরী সংকলিত, (করাচী : উর্দু একাডেমী সিন্দ, ১৯৮৬), পৃ. ৩৩২
৯. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৭-৪৮০
১০. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩
১১. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২-৩৩
১২. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২-৩৫
১৩. ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬
১৪. গোলাম মুহাম্মদ হায়দারাবাদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭
১৫. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭
১৬. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮
১৭. ড. সায়্যিদ ইজায হোসাইন, gLZvQvi Zvix‡L Av‘v‡e D`©y, (করাচী : উর্দু একাডেমী সিন্দ, তৃতীয় প্রকাশ ১৯৭১), পৃ. ৩৬২
১৮. Ram Babu Saksena, *A History of Urdu Literature*, (Alahabad : Ram Narain Lal, 2nd edition, 1940), p. 264
১৯. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১২
২০. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯
২১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাঙলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬), পৃ. ৫
২২. মাওলানা ড. শামস তাবরীয খান, Zvix‡L bv‘IqvZj Djvgv (২য় খণ্ড), (লক্ষ্ণৌ : মজলিসে ছাহাফাত ওয়া নশরিয়াত, নাদওয়াতুল উলামা, ২০১৫), পৃ. ৪৭৪
২৩. গোলাম মুহাম্মদ হায়দারাবাদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
২৪. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
২৫. মাওলানা ড. শামস তাবরীয খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৪
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৫

২৭. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gvIjvbv mwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex Kx ZvQvbxd (১ম খণ্ড), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ২০১১), পৃ. ৩৩

২৮. মাওলানা ড. শামস তাবরীয খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৪

২৯. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, bK‡k BKevj, (করাচী : উর্দু একাডেমী সিন্দ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭৮), পৃ. ৪৯

৩০. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৩১. মুহাম্মদ যায়েদ মাজাহেরী নাদবী, gKvZve¥‡Z mjvqgvb, (লক্ষ্ণৌ : ইদারা ইফাদাতে আশরাফিয়া, দোবাগা, হারদুলী রোড, প্রকাশ ২০০৮), পৃ. ১১২, ১১৩

৩২. ড. সায়্যিদ ইজায হোসাইন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩

৩৩. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৩৪. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

৩৬. আল্লামা শিবলী নু‘মানী, gvKvZx‡e wkejx (১ম খণ্ড), সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সংকলিত, (লক্ষ্ণৌ : মাতবুয়ায়ে শাহী, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৬৮), পৃ. ২,৩

৩৭. ড. সায়্যিদ শাহ আলী, Ômvlqv‡bn †bMvix Kv ‘iRv D‘ Av‘ve †gÔ, D‘ †g mvlqv‡bn †bMvix, (করাচী : গোল্ড পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬১), পৃ. ৮

৩৮. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, wimvjvn Avn‡j mbvZ lqvj RgvAvZ, (আযমগড় : মাতবুয়ায়ে মুসলিম প্রিন্টিং প্রেস, প্রকাশ সন উল্লেখ নেই), পৃ. ২

৩৯. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮

৪১. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, wimvjvn ekiv, (আলীগড় : মাতবুয়ায়ে মুহাম্মদী, প্রকাশ সন উল্লেখ নেই), পৃ. ৪৮

৪২. আল্লামা শিবলী নু‘মানী, Kwjøqv‡Z wkejx, সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সংকলিত, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, তৃতীয় প্রকাশ , ২০১২), পৃ. ২

৪৩. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৮

৪৪. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৯

৪৫. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯

৪৬. মাওলানা সালমান নাসীম নাদবী, ÔAvj †njvj Kx B‘vivZ Avli bv‘ex dhvjvÕ, Zvgx‡i bvl, (লক্ষ্ণৌ : প্রধান সম্পাদক, তারিক শফিক নাদবী, বিশেষ সংখ্যা ২০০৮-২০০৯), পৃ. ২৫

৪৭. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৪৮. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Bqv‡‘ id‡ZMv, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, ৩য় প্রকাশ ২০১১), পৃ.৪

৪৯. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আল আ‘যমী, Avjøvgv mwPq¨‘ mjvqgvb bv‘ex e-nvBwmqv‡Z gIqvwiL, (আযমগড় : আদবী দায়েরাহ, জুন, ২০১৪), পৃ. ৯১

৫০. মুহাম্মদ যায়েদ মাজাহেরী নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

৫১. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

৫২. মুহাম্মদ আশরাফ আলী, gdwZ gnv¤§‘ kdx ivn. : wdKvn kv‡¯— Zvi Ae‘vb, (এম. ফিল.থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, মে ২০০৮), পৃ. ৩০, ৩১

৫৩. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৪

৫৪. মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব র., ‘viæj Djg †‘Ie›‘ Kx cPvm wgmvjx kLwQqvZ, (দেওবন্দ : এদারায়ে মারকাযে আদব, ১৯৯৮), পৃ. ১৫৪

৫৫. ড. মুহাম্মদ ইকবাল, gvKZev‡Z BKevj, প্রফেসর আব্দুল কাওয়ী দিসনবী সংকলিত, (করাচী : উর্দু একাডেমী সিন্দ, ১৯৬৮), পৃ. ১২২

৫৬. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, civ‡b †PivM (১ম খণ্ড), (লক্ষ্ণৌ : মাকতাবাতুশ্ শাবাব আল্ ইলমিয়্যাহ, নাদওয়া রোড, ৭ম প্রকাশ ২০১৪), পৃ. ৪৪

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

৫৮. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxiv‡Z Av‡qkv, মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম অনুদিত, (ঢাকা : বাংলাবাজার, রাহনুমা প্রকাশনী, জুন, ২০১৫), পৃ. ১৮

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯,১০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইতিহাস চর্চায় সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাঁর ঐতিহাসিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা। তিনি ছিলেন একইসাথে কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞানের সূক্ষ্মদর্শী ও হাদীস যাচাইকারী, জীবনীকার, গবেষক, চিন্তাশীল, সুবক্তা, কবি ও সাহিত্যিক, সমালোচক ও শিক্ষাবিদ, সূক্ষ্ম রাজনীতিবিদ ও প্রখ্যাত সাংবাদিক। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন জগতবিখ্যাত ইতিহাসবিদ। তাঁর এসকল পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর ভিত্তিতে প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবাল তাঁকে শিবলী নু'মানীর পরে আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদ এবং ইসলামী জ্ঞান জগতের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে তুলনা করেন।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সর্ব দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ, এমন অনেক মহান কার্য সম্পাদন করেন। তিনি অনেক ঐতিহাসিক বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। অনেক ঐতিহাসিক ভুল ও কুধারণার সংস্কার, সংশোধন ও সম্পাদনা করেন। ইতিহাস প্রনয়ণের বিশুদ্ধ মূলনীতি আবিষ্কার করেন। ভুল ইতিহাস প্রনয়ণের ক্ষতিকর দিকগুলো চিহ্নিত করে এর কঠোর সমালোচনা করেন। এর মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। সঠিক তথ্য সম্বলিত ইতিহাস রচনার প্রতি ঐতিহাসিকদেরকে মূল্যবান ও উপকারী পরামর্শ দেন। তিনি রাজনৈতিক ইতিহাসের তুলনায় সভ্যতা ও সংস্কৃতিমূলক ইতিহাস রচনার প্রতি বিশেষ নজর দেন। ইসলামের ইতিহাস ও ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীতে ইতিহাস বিষয়ক দিক নিয়ে অত্যন্ত বিশ্লেষণ মূলক

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা করেন। আলোচ্য অধ্যায়ে তাঁর ঐতিহাসিক চিন্তা-চেতনা ও ইতিহাস রচনার চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

ইতিহাস রচনায় সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর দৃষ্টিভঙ্গি

ইতিহাস রচনার প্রতি সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর দৃষ্টিপাতের সূচনা ছাত্রাবস্থা থেকেই হয়। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম শিক্ষক হিসেবে খ্যাত আল্লামা শিবলী নু'মানীর সুযোগ্য ছাত্র। পরে স্বীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টায় ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা এবং সমসাময়ীক চিন্তা-চেতনা দ্বারা নিজের মাঝে ইতিহাস রচনার আগ্রহ আরো দৃঢ় ও ব্যাপক হয়। তিনি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মূলত দুজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ১. ইবনে খাল্লিকান ২. আল্লামা শিবলী নু'মানী।

প্রথমত তিনি ছাত্র জীবনেই ইবনে খাল্লিকানের ইতিহাস অধ্যয়ন শুরু করেন। এ সম্পর্কে সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান (১৯১১-১৯৮৭) লিখেন–

> اگر اس خاکسار سے پوچھا جائے کہ وہ اسلام کے گزشتہ اکابر مصنفوں میں اپنی تحقیق اور تاریخ نویسی میں سب سے زیادہ کس سے متأثر تھے؟ تو یہ عرض کرنے میں تأمل نہیں ہوگا کہ ابن خلقان سے۔ انہوں نے اپنی طالب علمی ہی کے زمانہ سے تاریخ ابن خلقان کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا تھا اور اس پر اپنی یاد داشت کے لئے اتنے حواشی لکھے تھے کہ پوری کتاب ان کی تحریروں سے گل رنگ ہو گئی تھی۔[১]

> অনুবাদ: যদি অধমকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ইসলামের পূর্ববর্তী প্রখ্যাত লিখকদের মধ্যে স্বীয় গবেষণা ও ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক কার দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন? আমি নির্দিধায় এর উত্তরে বলবো ইবনে খাল্লিকান দ্বারা। কেননা তিনি ছাত্রজীবন থেকেই ইবনে খাল্লিকান রচিত Zvix‡L Be‡b LwjøKvb গ্রন্থ অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন। এমনকি মনে রাখার জন্য তিনি এ গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় এত বেশি টীকা লিখেন যে পুরো গ্রন্থটিই তাঁর লেখার রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে যায়।

মূলত তিনি ছাত্রজীবনেই ইবনে খাল্লিকান সম্পর্কে 'ইবনে খাল্লিকান কে হালাত আওর তারীখে ইবনে খাল্লিকান' (ابن خلقان کے حالت اور تاریخ ابن خلقان) শিরোনামে একটি খুবই তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত Avb-bv' Iqv পত্রিকার ১৯০৮ সালের অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এতে ইবনে খাল্লিকান এর জীবনী লেখার পাশাপাশি তাঁর জ্ঞান, সাহিত্য, ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন দিকসমূহ তুলে ধরেন। তিনি Zvix‡L Be‡b Lwjøvb (تاریخ ابن خلقان)-এর মত কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেননি। তবে যখনই তিনি কোন ঐতিহাসিক বিষয় লেখার চিন্তাভাবনা করতেন তখনই ইবনে খাল্লিকানের গবেষণানীতি অবশ্যই অবলম্বন করতেন।

দ্বিতীয়ত তিনি স্বীয় উস্তাদ আল্লামা শিবলী নু'মানীর লিখনী ও গবেষণা পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। সর্বদা স্বীয় শিক্ষাগুরুর রচনাশৈলীর অনুসারী ছিলেন। যেমন তাঁর এ বিষয়টি ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আল আ'যমী তুলে ধরেন এভাবে–

> علامہ شبلی کے نظریہ تاریخ سے ان کا متأثر ہونا فطری تھا۔ چنانچہ وہ اسی نظریہ شبلی کے ہمیشہ مکمل پیرو و متبع رہے۔[২]

> অর্থাৎ, আল্লামা শিবলী নু'মানীর ঐতিহাসিক চিন্তাচেতনা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া তাঁর স্বভাবগত বিষয় ছিল। সুতরাং তিনি সর্বদা শিবলীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূর্ণ অনুসারী ও অনুগামী ছিলেন।

ইতিহাস সম্পর্কে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর নিজস্ব বক্তব্য হলো–

> تاریخ قوموں کی روح ہوتی ہے۔ اور وہ صرف بادشاہوں کے کارناموں کا نام نہیں، بلکہ ہر زمانے میں ملک کی عام علمی، تمدنی، معاشرتی اور اخلاقی کیفیات کا جائزہ ہی تاریخ کا اہم موضوع ہے۔[৩]

> অনুবাদ: ইতিহাস হলো জাতির জীবনীশক্তি। ইতিহাস শুধু রাজা বাদশাহদের কর্মকাণ্ড বর্ণনাই নয়, বরং ইতিহাসের মূল ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো সর্বকালে দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষ্টি-কালচার, সামাজিক

> রীতিনীতি এবং চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থাসমূহের একটি পরিপূর্ণ চিত্র ফুটিয়ে তোলা।”

আর এজন্যই দেখা যায় সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ইতিহাসমুলক রচনাবলীর সম্পর্ক কৃষ্টি-কালচার, সামাজিকতা ও সংস্কৃতিমূলক ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর মন-মস্তিষ্ক সর্বদা ইতিহাস বিষয়ক চিন্তাধারায় মগ্ন থাকত। চব্বিশ ঘন্টাই তাঁর স্মৃতিশক্তি বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানে ব্যস্ত থাকত। যেখানেই ভ্রমন করতেন সেখানেই গ্রন্থাগারে গিয়ে নিজের জন্য তথ্যাবলী অনুসন্ধানে নিমগ্ন হয়ে পড়তেন। আর এরই ফলশ্রুতিতে তাঁর নিখুঁত কলমিশক্তি থেকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয়াবলী প্রকাশ পায়। শিক্ষা ও সাহিত্যে ইসলামী ইতিহাস ও ভারতীয় ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন হয় এবং এগুলো বাস্তবায়নের উচ্চ শিখরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চলে।

ইতিহাসের ভুল সংশোধন

কিছু ইংরেজ ঐতিহাসিক ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ইতিহাসে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের এ ভুল ব্যাখ্যাপ্রদানের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। **১৯১০** সালে আল্লামা শিবলী নু‘মানী নাদওয়াতুল উলামায় ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন কমিটি গঠন করলে সায়্যিদ সুলায়মান এ কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। অত্যন্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ও কলেজসমূহের মুসলিম শিক্ষাবিদদের নিকট এ বিষয়ে চিঠি লিখেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়-সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপমহাদেশের ইতিহাসভিত্তিক যে গ্রন্থাবলী পড়ানো হয়, সেগুলোর ভুল ও আপত্তিকর বিষয়গুলো সনাক্ত করেন। তিনি এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন। এমনিভাবে তিনি ইতিহাসের ভুল সংশোধনমূলক এক ঐতিহাসিক আন্দোলনের সূচনা করেন। এর ফলশ্রুতিতে দেখা যায় ইংরেজ লেখক মি. মার্সডন এর Zvix‡L wn›'¯'vb (تاریخ ہندوستان) মি. ডিলাফুজ এর Zvix‡L wn›' (تاریخ ہند) নামক গ্রন্থে বর্নিত ভুল ও আপত্তিকর বিষয়সমূহ লেখকগণ নিজেরাই সংশোধন করে নেন।[৪]

এছাড়াও তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় এমন ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর ভুল সংশোধনের জোড় প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। যখনি ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয়ের উপর আঘাত করা হয় বা জ্ঞাত বিষয়ের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়, তখনি তিনি নিজের ঐতিহাসিক অনুভূতি দ্বারা লিখনী শক্তির মাধ্যমে এর সংশোধন মূলক প্রতিউত্তর প্রদান করেন। তিনি এ ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্বটি নিজে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে

পালন করার পাশাপাশি অন্যদেরকেও এ বিষয়ে মনোযোগী করে তুলেন। তাঁর জীবনী লেখক মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী (১৯০৩-১৯৭৪) লিখেন:

> ہندوستان میں اختلاف پیدا کرنے کے لئے انگریزوں نے ہندوستان کی تاریخ میں جو زہر بھرا تھا اس کی تصحیح و اصلاح ہندوستان کے بہی خواہ مورخین کے ہمیشہ پیش نظر رہی۔ سید صاحب کا تو یہ خاص موضوع تھا۔ وہ خود بھی اس پر لکھتے رہتے تھے اور دوسرے مورخین کو بھی توجہ دلاتے رہتے تھے۔[৫]

অনুবাদ: ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশের হিন্দু মুসলিমের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে উপমহাদেশের ইতিহাসে যে বিষ ভরে দিয়েছিল, এর সংশোধন ও সংস্কারের কাজটি সর্বদা উপমহাদেশের অনেক কল্যাণকামী ইতিহাসবিদের দৃষ্টিগোচর ছিল। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর তো এটি বিশেষ বিষয় ছিল। তিনি নিজেও এ বিষয়ের উপর লিখতেন এবং অন্যান্য ইতিহাসবিদদেরও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

ইংরেজদের ভুল ইতিহাস রচনার মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ

ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশে নিজেদের শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য হিন্দু মুসলিমের মাঝে অনৈক্য ও শত্রুতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিজেদের মতো করে ইতিহাস রচনা করে। তাদের রচিত ইতিহাসে দেখা যায় প্রাচীন মুসলিম রাজা বাদশাহদেরকে অত্যাচারী, মূর্তিবিলোপকারী ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুশমন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রতিমা বিলোপের কাল্পনিক ঘটনাসমূহকে তাদের রচিত ইতিহাসে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে হিন্দুদের মনে মুসলিমদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এতে ইংরেজদের উদ্দেশ্য হলো– হিন্দুরা ইংরেজদের শাসনকে পূর্ববর্তী মুসলিম শাসকদের তুলনায় উত্তম মনে করবে এবং হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতি পরস্পর ঘৃণা ও শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না। আর এ উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা অত্যন্ত চাতুরতার সাথে সঠিক ইতিহাসকে বিলুপ্ত করে প্রচলিত পাঠ্যসূচীতে ভুল তথ্য জুড়ে দেন। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী তাদের এ হীন উদ্দেশ্য প্রকাশ করে লিখেন–

Dhaka University Institutional Repository

سرکاری مدارس میں تاریخ ہند کی تعلیم کا اضافہ بظاہر علم کے اضافہ کے لئے ہے۔ مگر در حقیقت یہ اقوام ہند کے قدیم اختلافات و نزاعات کے اضافہ کے لئے ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں کی تاریخ ہند کی کتابوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی ہی باتیں جمع کی جاتی ہیں جن سے ان دونوں قوموں (ہندوؤں اور مسلمانوں) کے جذبات میں مزید اشتعال پیدا ہو اور اس کا اتفاق آئندہ مشکل سے بڑھ کر محال ہو جائے۔ حالانکہ اس ملک کی تاریخ میں ایسے واقعات کی کمی نہیں جن کے پڑھنے سے ان دونوں قوموں کے درمیان اختلاط و محبت کے جذبات پیدا ہوں۔[৬]

অনুবাদ: সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে উপমহাদেশের ইতিহাস বিষয়ক শিক্ষাপ্রদান করা বাহ্যিক দৃষ্টিতে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য হলেও এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো এদেশের বিভিন্ন জাতির মাঝে অনৈক্য ও শত্রুতা বৃদ্ধি করা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপমহাদেশীয় ইতিহাসমূলক গ্রন্থাবলীতে খুঁজে খুঁজে এমন কিছু বিষয় একত্রিত করা হয়েছে, যেগুলো দ্বারা উভয় জাতির (হিন্দু-মুসলিম) অনুভূতিতে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং ভবিষ্যতে তাদের মাঝে ঐক্য হওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। অথচ উপমহাদেশের ইতিহাসে এমন ঘটনাবলীর অভাব নেই, যেগুলো পড়ার দ্বারা উভয় জাতির মাঝে ঘনিষ্টতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

ইস্কান্দারিয়া শহরের গ্রন্থাগার ধ্বংসের অপবাদ মোচন

পশ্চিমা ইতিহাসবিদগণ মুসলমানদের উপর অসত্য ও ভিত্তিহীন অপবাদ দেন। তারা অপবাদ দেন যে, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক রা.-এর খিলাফতকালে মুসলমানরা যখন মিশর ও ইস্কান্দারিয়া বিজয় করেন, তখন মুসলমানরা সেখানকার শতবর্ষের পুরনো গ্রিক গ্রন্থাগার জালিয়ে দেন। এর দ্বারা তারা বুঝাতে চান যে, ইসলাম ও মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শত্রু। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী বিভিন্ন দলীল ও তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদ ও প্রতিউত্তর করেন। তিনি সত্য উদঘাটন করে বলেন যে, মুসলমানদের ইস্কান্দারিয়া বিজয়ের অনেক আগেই এ গ্রন্থাগার খ্রিস্টানরা নিজেরাই ধ্বংস করে দিয়েছিল। এমনকি এ ধ্বংসের কাজে খ্রিস্টানদের বড় বড় ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গও অংশ নিয়েছিল। সুতরাং মুসলমানদের উপর এ অপবাদ শুধু দুশমনি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার প্রসার সম্পর্কে ভুল তথ্য সংশোধন

পশ্চিমা ইতিহাসবিদগণের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর একটি বড় অপবাদ হলো– মুসলমানরা ভারতবর্ষে তলোয়ারের শক্তিতে ইসলামের প্রচার-প্রসার করেছে। যেমন ১৯২০ সালে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর এক বন্ধু মিওর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে অবগত করেন যে, মিওর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজ লেখক Mr. Smoth (১৮৩৯-১৯০৮) রচিত উপমহাদেশের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ পড়ানো হয়। এগ্রন্থে তিনি লিখেন–

> مسلمانوں نے ہندوستان آکر تلوار کی نوک سے اپنا مذہب پھیلایا اور کسی کو ایک بھاری رقم (جزیہ) ادا کئے بغیر اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت نہیں دی۔[৮]

> অর্থাৎ, মুসলমানরা ভারতবর্ষে এসে তরবারীর শক্তিতে নিজেদের ধর্ম প্রসারিত করে এবং এদেশে বসবাসরত ভিন্নধর্মী যে কাউকে বড় ধরনের কর আদায় ব্যতীত নিজেদের ধর্মে বহাল থাকার অনুমতি দেয়নি।

সায়্যিদ সুলায়মান এ সব মিথ্যা অপবাদের কঠোর সমালোচনা করেন। এর প্রতিউত্তরে তিনি 'হিন্দুস্তান মেঁ ইসলাম কী ইশাআত কিঁউ কার হুয়ী' (ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کیوں کر ہوئی) শিরোনামে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি gwÛAwid পত্রিকায় ১৯২৪ সালের জানুয়ারি, মে ও আগস্ট মাসে তিন পর্বে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তথ্যবহুল আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার-প্রসার তরবারীর শক্তিতে হয়নি; বরং এখানেও ইসলামের জ্যোতি এভাবেই ছড়িয়েছে যেভাবে পৃথিবীর অন্যত্র ছড়ায়। অর্থাৎ ইসলামের সঠিক শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েই মানুষ শান্তির ধর্ম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

তাজমহল ও লাল কিল্লার নির্মাতা সম্পর্কে ভুল ধারণা নিরসন

পৃথিবীর সপ্তাশ্চার্যের অন্যতম ভারতের আগ্রায় নির্মিত তাজমহল হলো মোঘল সম্রাট শাহজাহানের অমর অসাধারণ কীর্তি। এ তাজমহলের নির্মাতা সম্পর্কে ইংরেজ ইতিহাসবিদগণ একটি ভুল তথ্য প্রদান করেন। পাশাপাশি লাল কিল্লার নির্মাতা সম্পর্কেও তারা মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন। তারা বলেন যে, তাজমহল ও লাল কিল্লার মূল নির্মাতা হলেন একজন ইতালীয় নির্মান বিশেষজ্ঞ। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এবিষয়টির গভীর অনুসন্ধান চালান। প্রকৃত তথ্য-উপাত্ত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের সহায়তায় প্রমাণ করেন

যে, এর মূল নির্মাতা ইতালীয় কোন নাগরিক নয়। তাঁর মতে তাজমহল ও লাল কিল্লার প্রকৃত নির্মাতা তৎকালীন অসাধারণ নির্মাণশিল্পী আহমদ লাহোরী। তিনি এ সম্পর্কে 'তাজমহল আওর লালকিল্লা কে মে'য়মার' (تاج محل اور لال قلعہ کے معمار) শিরোনামে অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধটি তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত 'দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়াহ' (دائرۂ معارف اسلامیہ)-এর বার্ষিক সভায় আল্লামা ইকবালের সভাপতিত্বে পাঠ করেন। প্রবন্ধটি gÔAwid পত্রিকায় ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী–এপ্রিল সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি তাজমহল ও লাল কিল্লার নির্মাতার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করে উস্তাদ আহমদ লাহোরীর জীবনী, বংশীয় ইতিহাস ও কর্মজীবন সম্পর্কে অত্যন্ত গবেষণামূলক একটি আলোচনা উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধটি পড়ে মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী লিখেন:

> تاریخ میں پہلی مرتبہ اس خاندان کے مورث اعلیٰ نادرالعصر استاذ احمد معمار شاہ جہانی لاہوری کے حالات اور اس کے بیٹے لطف اللہ مہندس کی معاصرانہ شہادت سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تاج کا معمار در حقیقت یہی استاذ احمد معمار شاہ جہانی لاہوری ہے۔ استاذ احمد ہندسہ، ہیئت اور ریاضیات کا بڑا عالم تھا۔ ان تحقیقات سے وہ تمام افواہیں جو تاج محل کے معماروں کے متعلق مشہور تھیں، بے سروپا ہو گئیں۔[৯]
>
> অনুবাদ: ইতিহাসে প্রথমবার এ বংশের শ্রেষ্ঠতম পূর্বসূরী, যুগের অন্যতম ব্যক্তি, উস্তাদ আহমদ মি'মারে শাহজাহানী লাহোরীর জীবনী এবং তাঁর ছেলে লুৎফুল্লাহ মুহান্দিস (ইঞ্জিনিয়ার)-এর সমকালীন সাক্ষ্য দ্বারা এটা প্রমাণিত করা হয় যে, তাজমহলের নির্মাতা মূলত উস্তাদ আহমদ মি'মারে শাহজাহানী লাহোরী। উস্তাদ আহমদ প্রকৌশলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতবিদ্যার একজন বড় মাপের জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। এ পর্যালোচনা দ্বারা তাজমহলের নির্মাতাদের সম্পর্কে যে সকল মিথ্যা আলোচনা প্রসিদ্ধ রয়েছে, তা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হল।

পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারমূলক কাজে অংশ নেন। শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচী কী হওয়া উচিত এবং মুসলমানদের দায়িত্ববোধ কী, এ সম্পর্কে

সঠিক দিকনির্দেশনা দেন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়-সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থসমূহের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ইংরেজ ইতিহাসবিদ ড. ওয়াইলস-এর গ্রন্থ Zvix‡L AvKIqv‡g Bmjvwgqvn (تاريخ اقوام اسلاميہ) এবং ড. নিকলসন (১৮৬৮-১৯৪৫)-এর গ্রন্থ Zvix‡L Av‘v‡e Avivex (تاريخ ادب عربی) পড়ানো হয়। গ্রন্থসমূহে ইসলাম ও তৎসম্পর্কিত বিষয়ে অত্যন্ত পথভ্রষ্টতা মূলক ধ্যাণধারণা ও মিথ্যা অপবাদ সমৃদ্ধ এমন কিছু আলোচনা উল্লেখ করা হয়, যা একজন মুসলমানের জন্য শ্রবণ করা নিতান্ত অশোভনীয়। ১৯৩১ সালে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ বিষয়টি অবগত হলে কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদ করেন। এ ধরণের ভুল ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থাবলীকে পাঠ্যসূচীতে রাখা, অনুবাদ করা এবং এগুলো পড়ানোর ভয়াবহ পরিনতি সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সতর্ক করেন। তিনি এ ধরণের ভুল ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থাবলী পাঠ্যসূচীর তালিকা থেকে বাদ দেয়ার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করেন। তাঁর এ ধরণের কঠোর পদক্ষেপের কারণে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর-সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এ ধরণের গ্রন্থাবলী তাঁদের পাঠ্যসূচী থেকে বাদ দেন এবং সঠিক তথ্য সম্বলিত গ্রন্থাবলী পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন। সায়্যিদ সুলায়মান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ধরণের পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১০]

মুসলিম ইতিহাসবিদদেরকে পরামর্শ প্রদান

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ইংরেজ লেখকদের পরিবর্তে মুসলিম লেখকদেরকে ইসলামের ইতিহাস ও ভারতবর্ষের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে গ্রন্থ রচনার প্রতি উৎসাহিত করেন। তিনি এ বিষয়ে মুসলিম ইতিহাসবিদদেরকে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান পরামর্শ দেন। প্রদান করেন সঠিক দিক নির্দেশনা। তিনি এ বিষয়ে মুসলমানদেরকে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে লিখেন–

> اس بنا پر مسلمانوں پر دو کام فرض ہیں۔ اول یہ کہ یونیورسٹی اس ضروری مضمون کو داخل نصاب کرے، اور دوسرے یہ کہ مسلمان اس کے لئے مناسب کتابیں بہم پہنچائیں یا ایسے لائق اساتذہ رکھوائیں جو تعلیم و تدریس کے ساتھ فرض تالیف بھی انجام دیں۔[১১]

অনুবাদ: এক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর দুটি কাজ অত্যাবশ্যক। ১. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ আবশ্যিক বিষয়টি সঠিক তথ্য সহকারে

পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করবে। ২. এ বিষয়ের জন্য মুসলমানরা যথাযথ গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করবে অথবা অধ্যাপনার কাজে এমন যোগ্য শিক্ষকদের নিয়োগ করাবে, যারা শিক্ষা ও পাঠদানের পাশাপাশি লিখনী দায়িত্বও পালন করবে।

কিছু হিন্দু লেখকের ইংরেজদের অনুকরণের প্রতিবাদ

ইংরেজ ইতিহাসবিদদের স্বীকৃতি ও আনুগত্য হিসেবে অনেক হিন্দু ইতিহাসবিদ লেখালেখি করেন। ইংরেজদের ভুল বর্ণনাকে অনেক সুন্দর করে উপস্থাপন করেন। ইংরেজদের ভুল ব্যাখ্যা সম্বলিত ইতিহাসকে সঠিক বলে চালিয়ে দেন। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ বিষয়টির অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। তিনি হিন্দু ইতিহাসবিদদেরকে সংশোধন স্বরূপ সঠিক তথ্যপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ ইতিহাস লিখার প্রতি মনোযোগী করেন। তাদেরকে এটা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করেন যে, ইংরেজরা নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য জেনে বুঝে ইতিহাসে অসাধুতা করছে; যাতে করে তাদের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং হিন্দু-মুসলিম জাতির মাঝে বিমুখতা ও শত্রুতার আগুন লেগে থাকে। এ দুজাতির (হিন্দু-মুসলিম) মাঝে ঐক্যতা যেন অসম্ভব হয়ে পরে। তারা কখনো যেন একত্রিত হয়ে স্বাধীন দেশের সফল চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে না পারে। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ইংরেজদের এ উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। তিনি এ দেশের স্বার্থে, উভয় জাতির ঐক্য ও বন্ধুত্ব রক্ষার্থে ইংরেজদের আসল স্বরূপ উন্মোচন পূর্বক হিন্দু লেখকদেরকে ইংরেজদের আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকার আহবান জানান। তিনি এ বিষটি তুলে ধরেন এভাবে–

> ہندو اہل قلم نے قصداً ایسی کتابیں اور تحریریں لکھیں اور اب تک لکھ رہے ہیں اور اس کام میں انگریز اہل قلم نے بھی ان کی پوری مدد کی بلکہ رہنمائی کی، جن میں مسلمانوں کے عہد حکومت کو ہر طرح بدنام کرنے کی کوشش کی اور مسلمان سلاطین پر غلط الزامات قائم کیئے اور ہندوؤں پر ان گنت مظالم کو سلیقہ کے ساتھ اوراق میں ترتیب دے کر ان کو مدارس کے نصاب تعلیم میں داخل کیا گیا۔ جس کے ذریعہ سے تعلیم یافتہ ہندو نوجوانوں کے خیالات مسلمانوں کی طرف سے ہمیشہ کے لئے خراب کر دئیے گئے۔[১২]

> অনুবাদঃ ইংরেজ কলামিষ্টদের পুরোপুরি সহযোগিতা ও পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে হিন্দু কলামিষ্টরা ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছে এমনকি এখনও লিখছে, যেগুলোতে মুসলমানদের শাসনামলকে সর্বদিক থেকে বদনাম করার চেষ্টা করা হয়েছে। মুসলিম শাসকদের উপর মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ হিন্দুদের অসংখ্য জুলুম নির্যাতনকে অত্যন্ত মহানুভবতার সাথে গ্রন্থে উল্লেখ করে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের মনে মুসলমানদের ব্যাপারে সব সময়ের জন্য কুধারণা দেওয়া হয়েছে।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর সম্পর্কে ভুল তথ্য অপনোদন

মুসলিম শাসকদের মধ্যে বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর ও তাঁর শাসনামলকে ইংরেজ ইতিহাসবিদরা সবচেয়ে বেশি ঘায়েল ও কলঙ্কিত করেছে। তাঁর উপর মূর্তিভাঙ্গা, হিন্দুহত্যাসহ নানা মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছে। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী একজন সঠিক ইতিহাসবিদ হিসেবে বিভিন্নভাবে এ মিথ্যা অপবাদের জোর প্রতিবাদ জানান। একবার প্রখ্যাত হিন্দু ইতিহাসবিদ স্যার জদুনাথ সরকার 'ফরামীনে আলমগীর' (فرامین عالمگیر) (আলমগীরের নির্দেশমালা) নামক একটি প্রবন্ধে বাদশাহ আলামগীরকে একজন সুন্দরী বাঁদীর প্রতি প্রেমাশক্ত হয়ে তার প্রেমে অচৈতণ্য হয়ে যায় বলে মন্তব্য প্রকাশ করেন। সায়্যিদ সুলায়মান gvÔAwid পত্রিকায় 'আওরঙ্গজেব আলমগীর' (اورنگ زیب عالمگیر)নামক প্রবন্ধে অত্যন্ত বিদ্রোপাত্মক ভাষায় এর প্রতিবাদ জানান। তিনি লিখেন–

> عالمگیر کو اس کے دوست و دشمن اور مشرقی و مغربی تمام
> مصنفین زہد پیشہ اور متقی جانتے ہیں، مگر سر جدوناتھ سرکار
> اس کے حسن و عشق کی داستان سناتے ہیں۔[১৩]

> অর্থাৎ, বাদশাহ আলমগীরকে তাঁর সকল বন্ধু-শত্রু এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল লেখক একবাক্যে একজন ধার্মিক ও খোদাভীরু হিসেবে জানে; অথচ স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর প্রেমের কাহিনী শোনান।

বাদশাহ আলমগীরের উপর বিভিন্ন অপবাদের পাশাপাশি এ অপবাদও দেয়া হয় যে, তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুশমন ছিলেন। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী তাঁর লিখনীর মাধ্যমে এ সকল

মিথ্যা অপবাদের অস্বীকার করে প্রতিউত্তর প্রদান করেন। তিনি দিল্লীর জামিয়া মিল্লিয়ার গ্রন্থাগার পরিদর্শন কালে বাদশাহ আলমগীরের সময়কালের gvZ AvQhvn (مت اسزہ)এবং iÏj Kdi (ردّالکفر) নামক দুটি গ্রন্থ তাঁর হস্তগত হয়। তিনি 'হিন্দুকুশ আলমগীরকে আহাদ কী দু আজীব কিতাবেঁ' (ہندوکش عالمگیر کےعہد کی دو عجیب کتابیں)নামক একটি প্রবন্ধে এ দুটি গ্রন্থের পরিচয় তুলে ধরেন। বাদশাহ আলমগীরের উপর আরোপিত অপবাদ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানাওট, এ বিষয়টি তিনি প্রমাণ করেন। তিনি লিখেন–

> عالمگیر کے مخالفین اسے ہندوکش، علوم و فنون کا برباد کرنے والا، ہندو مذہب کو برباد کرنے والا اور ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنانے والا ثابت کرتے ہیں، مگر دوسری دلیلوں کے ساتھ آج یہ دو مردہ اور خاموش کتابیں زندہ اور گویا شاہد ہیں، جو علی الاعلان یہ گواہی دے رہی ہیں کہ اس مرحوم بادشاہ پر یہ تمام الزامات تہمت ہیں۔[১৪]

> অনুবাদ: বাদশাহ আলমগীরের বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে হিন্দুবিরোধী, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধ্বংসকারী, হিন্দু ধর্মের ধ্বংসকারী এবং হিন্দুদেরকে জোরপূর্বক মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেন। কিন্তু আজ অন্যান্য প্রমাণাদির সাথে এ দুটি মৃতপ্রায় গ্রন্থ প্রাণময় ও সাক্ষ্যি হয়ে থাকল যা স্পষ্টভাবে এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মরহুম বাদশাহ আলমগীরের উপর যে সকল অভিযোগ আরোপিত করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অপবাদ।

রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে কটুক্তির প্রতিবাদ

ইংরেজ ও হিন্দু লেখকদের মতো মারাঠী ইতিহাসবিদরাও মুসলিম শাসকদের বিরোধিতা করে। বরং মারাঠী লেখকরা ইংরেজ ও হিন্দু লেখকদের চেয়েও আরো জঘন্যতম কাজ করে। তা হলো রাসূলে আকরাম সা. এর পবিত্র সত্ত্বা সম্পর্কে তারা কটুক্তি করেছে। মারাঠী ইনসাইক্লোপিডিয়ার ১৬ নং খণ্ড প্রকাশ পেলে এতে দেখা যায় যে, রাসূলে আকরাম সা. সম্পর্কে খুবই অভদ্রোচিত উক্তি লেখা রয়েছে। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ বিষয়টির অত্যন্ত কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেন। তিনি ইনসাইক্লোপিডিয়ার আপত্তিকর কয়েকটি বাক্য চিহ্নিত করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। মোম্বাইসহ বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর এ বিষয়টি সমর্থন করে লেখা ছাপা হয় এবং পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে

এর প্রতিবাদ জানানো হয়। এমনকি সমগ্র ভারত জুড়ে মুসলিমদের মাঝে তোলপাড় সৃষ্টি হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে ইনসাইক্লোপিডিয়ার প্রধান সম্পাদক ড. কিতকার নিজের ভুল স্বীকার করেন এবং পরবর্তী প্রকাশনায় এ পৃষ্ঠাসমূহ বাদ দেয়ার ওয়াদা করেন।[১৫] এভাবে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থে এ সকল ফাসাদ সৃষ্টিকারী লেখকদেরকে এ পরামর্শ দেন যে, ইতিহাসে মারদাঙ্গা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অপ্রীতিকর ঘটনাবলী উল্লেখ করার পরিবর্তে ঐসব ঘটনাবলীর অবতারণা করা উচিত, যেগুলো রাষ্ট্রের বড় দু-জাতি তথা হিন্দু ও মুসলিমের মাঝে সম্প্রীতি, মিল মহব্বত ও ঐক্য সৃষ্টি করে। আর এটাই হবে দেশের প্রতি সবচেয়ে বড় অবদান।

ভুল ইতিহাস রচনার ফলাফল ও উত্তরণের উপায়

ইংরেজ ও তাদের অনুসারী কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির হিন্দু লেখকদের ভুল ইতিহাস রচনা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরূদ্ধে কুচক্র করার ফলাফল হলো এই যে, হিন্দু ও মুসলিমের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বিরোধিতা ও শত্রুতা চরম আকারে পৌঁছে যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়। চারিদিকে হিন্দু-মুসলিম বিরোধিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। খিলাফত আন্দোলন হিন্দু-মুসলিমের মাঝে যে ঐক্যের বীজ স্থাপন করেছিল তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমানদের সম্পর্কে এ ভুল ইতিহাস তাদের সামনে উপস্থাপন করার কারণে মুসলিমদের বিরূদ্ধে হিন্দুদের মনে ঝগড়ার লেলিহান শিখা জ্বলতে থাকে এবং তা উভয় জাতির মাঝে মারামারি, হানাহানি ও কাটাকাটির পর্যায়ে চলে যায়। আর এতে করে ইংরেজরা তাদের আসল উদ্দেশ্য হাসিল করে নেয়।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি। তিনি বিস্তৃত অধ্যাপনা ও গবেষণা, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, গভীর অভিজ্ঞতা ও পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার আলোকে হিন্দু-মুসলিমের মাঝে পুণরায় ঐক্য ও মিল মহব্বত সৃষ্টির একটা পথ খুঁজে বের করেন। আর তা হলো– ইসলাম ও মুসলমানদের বিরূদ্ধে ভুল ইতিহাস রচনা ও মিথ্যা অপবাদ রটানো বন্ধ করা। তিনি মনে করেন, এতে করে উভয় জাতির মাঝে বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। তাঁর ভাষায়–

> اگر ہم ہندو اور مسلمانوں کے نزاعات کا واقعی خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور اس بدنصیب ملک میں خون کی ندیوں کے بدلے جوئے محبت بہانا چاہتے ہیں تو اس کا اصل علاج یہ ہے کہ آریہ سماجی روش میں تبدیلی کی جائے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو تبلیغ اور پروپگنڈا پورے نظام کے ساتھ تقریروں، تحریرں،

کتابوں، رسالوں، اخباروں، تماشوں، ناٹکوں، افسانوں اور تاریخوں کے ذریعہ پھیلایا جا رہا ہے، ان کو ایک قلم بند کیا جائے۔[১৬]

অনুবাদ: যদি আমরা হিন্দু-মুসলিমের মাঝে সৃষ্ট ফাসাদসমূহ বাস্তবিকই বন্ধ করতে চাই এবং এ দুর্ভাগা রাষ্ট্রের মাঝে রক্তের নদীর পরিবর্তে বন্ধুত্বের সাগর প্রবাহিত করতে চাই, তাহলে তার প্রকৃত ব্যবস্থা হলো, আর্য জাতির সামাজিক রীতিনীতিতে আমূল পরিবর্তন করতে হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরূদ্ধে পূর্ণ স্কীমের সাথে যে প্রচারণা ও প্রপাগাণ্ডা বক্তৃতা, রচনা, গ্রন্থাবলী, পুস্তক, পত্রিকা, কৌতুক, নাটক, ছোটগল্প ও ইতিহাসের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়ানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

এভাবে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী অধ্যাপনা ও গবেষণা করে ইসলাম ও মুসলমান সংক্রান্ত ভুল বিষয়গুলো চিহ্নিত করেন। তিনি এর বিরোধিতা করে প্রতিউত্তর প্রদান করেন। তিনি এদেশের স্বার্থে উভয় জাতির ঐক্যের নিমিত্তে বিভিন্ন লেখকদেরকে অত্যন্ত মুল্যবান পরামর্শ দেন। ইসলামের ইতিহাস ও ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করে তিনি জীবনভর এ সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার প্রসারের কাজ চালিয়ে যান।

দারুল মুছান্নিফীন ও ইতিহাস চর্চা

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর প্রিয় শিক্ষক আল্লামা শিবলী নু'মানী ১৯১৪ সালে ইন্তিকাল করলে তিনি দেড় বছরের অধ্যাপনা জীবন সমাপ্তি টেনে পুনার দাক্কান কলেজ ছেড়ে আযমগড় চলে আসেন। সেখানে শিবলী নু'মানীর ১৯১৩ সালে গড়া দারুল মুসান্নিফীনের প্রধান ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৪-১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। তাঁর সুনিপুণ পরিচালনায় দারুল মুসান্নিফীন ইসলামী প্রকাশনার কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। তিনি এ প্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মীয়, সাহিত্য ও ইতিহাস নির্ভর অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর পরিচালনায় মাসিক gvÔAvwid, এবং ইসলামের ইতিহাস ও ভারতীয় ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তনের ক্ষেত্রে দারুল মুসান্নিফীনের ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

gvnbvgv gvÔAvwid ও ইতিহাস রচনা

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী তাঁর প্রিয় শিক্ষক আল্লামা শিবলী নু'মানীর চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে দারুল মুসান্নিফীন থেকে সাহিত্য পত্রিকা মাহনামা gvÛAwid (ماہنامہ معارف) প্রকাশ করা শুরু করেন। এ পত্রিকা প্রকাশের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল– এর মাধ্যমে আধুনিক ধ্যাণ-ধারণার আঙ্গিকে ইসলামের ইতিহাস ও ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন ও প্রচার প্রসার করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি ইতিহাস নির্ভর বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখে এ পত্রিকায় প্রকাশ করা শুরু করেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভুল তথ্যনির্ভর বর্ণনার প্রত্যাখ্যান ও প্রতিউত্তরের কাজটিও তিনি এ পত্রিকার মাধ্যমে সম্পাদন করেন।[১৭]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ৩০ বছরের চেয়েও বেশি সময় ধরে এ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এ বিশাল সময়কালে ইতিহাসের বিভিন্ন দিকসমূহের উপর অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে এতে প্রকাশ করেন। দেশের অন্যান্য নামীদামী কলামিষ্টদের গবেষণামূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এতে প্রকাশ করেন। তিনি ইসলামের ইতিহাস ও ভারতীয় ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত এত বেশি প্রবন্ধ এতে প্রকাশ করেন, যেগুলো একত্রিত করলে একটি বড় গ্রন্থভাণ্ডারে পরিনত হবে। বিশেষত ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ কোনো বিষয়ই এতে প্রকাশ করা থেকে বাদ দেননি। তিনি ইতিহাস বিষয়ক যে কোনো তথ্যাবলী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এতে প্রকাশ করেন।[১৮]

ইসলামের ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন

দারুল মুসান্নিফীনের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো ইসলামের ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন করা। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনাকে প্রেক্ষাপট হিসেবে সামনে রেখে দারুল মুসান্নিফীনে কাজ শুরু করেন। দারুল মুসান্নিফীনের কার্যাবলী পুরোদমে শুরু হলে তিনি স্বীয় প্রাণপ্রিয় শিক্ষক আল্লামা শিবলী নু'মানীর অসিয়ত মোতাবেক রাসূল আকরাম সা. এর জীবনীমূলক ঐতিহাসিক সীরাতগ্রন্থ mxivZbex mv. রচনার কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি তাঁর বন্ধুবান্ধব ও সমকালীন লেখকদেরকে সাহাবায়ে কিরামের স্বর্ণযুগের ইতিহাস ও সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার দায়িত্ব দেন। এরই সূত্র ধরে মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১. Dmlqv‡q mvnvevn Iqv mvnvweqvZ (أسوۂ صحابہ و صحابیات) ২. Zvix‡L AvLjv‡K Bmjvgx (تاریخ اخلاق اسلامی)। হাফেজ মুজিবুল্লাহ নাদবী Avn‡j wKZve, mvnvevn Iqv Ze‡q Zweqxb (اہل کتاب ، صحابہ و تبع تابعین) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী

wmqviæm mvnvevn Iqv Zweqxb (سیرالصحابہ و تابعین) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ড. মুহাম্মদ নাঈম ছিদ্দিকী রচনা করেন Zve‡q Zweqxb (تبع تابعین) নামক একটি গ্রন্থ । তাঁরা এসব ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী রচনা করে সাহাবা, তাবিয়ীন ও তাবয়ে তাবিয়ীনের যুগের ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে ধরেন। ইতিহাস সম্বলিত এ গ্রন্থাবলী দারুল মুসান্নিফীন থেকে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করেন ।[১৯]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ১৯২৪ সালে তাঁর বন্ধু মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী ও মাওলানা সায়্যিদ রিয়াসত আলী নাদবীর উপর ইসলামের ইতিহাস অধ্যাপনা ও গবেষণা করে গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব অর্পন করেন। তাঁরা এ দায়িত্ব যথাযথ পালন করেন। মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী চার খণ্ড বিশিষ্ট্য Zvix‡L Bmjvg (تاریخ اسلام) নামক ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক অত্যন্ত মান সম্পন্ন একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে তিনি ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে বনী আব্বাসীয়া শাসনামলের শেষ সময় পর্যন্ত ইসলামের রাজনৈতিক ও কৃষ্টি-কালচারের ইতিহাস পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি Avie Kx gIR‘vn ûKg‡Z (عرب کی موجودہ حکومتیں) নামক আরেকটি ইতিহাসমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। এর মাধ্যমে তিনি আরব ভূ-খণ্ডের উল্লেখযোগ্য ইসলামী রাজত্ব ও শাসনামলের ইতিহাস তুলে ধরেন। ইতিহাস সম্বলিত এ গ্রন্থাবলী দারুল মুসান্নিফীন থেকে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করেন।

মাওলানা সায়্যিদ রিয়াসত আলী নাদবী ইসলামের ইতিহাসের উপর গবেষণা করে রচনা করেন Zvix‡L QvKwjqvn (تاریخ ثقلیہ), Zvix‡L D›‘jQ (تاریخ اندلس), Avn‡‘ Bmjvgx Kv wn›‘¯Ívb (عہد اسلامی کا ہندوستان) নামক তিনটি বড় মাপের ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এছাড়াও ড. মুহাম্মদ আযীয ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কিত Zvix‡L ‘vIj‡Z DQgwbqvn (تاریخ دولت عثمانیہ) নামে দু খণ্ডের একটি বিশাল ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। এরূপে আরো অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর তত্ত্বাবধানে দারুল মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশিত হয়। ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত আলোচিত এ সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলো অস্তিত্বে আসা সম্ভব হয়েছে একমাত্র সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। তাঁর প্রচেষ্টার হাত ধরেই দারুল মুসান্নিফীনে ইসলামের ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন হয়, যার ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি চালু রয়েছে।[২০]

ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন

যেহেতু ইংরেজ ও কিছু হিন্দু ইতিহাসবিদ ভুল তথ্যসহ ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেছে, সেহেতু মুসলমানদের মাঝে সঠিক প্রমাণসহ একটি বিশুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ বিশাল কাজ শুরু করার জন্য বিশিষ্ট্য চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও লেখকগণ তৎসময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিমে দীন আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর স্মরণাপন্ন হন। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী বিষয়টি সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত জোরালো প্রচেষ্টায় গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার একটি খসড়া তৈরি করেন। খসড়াটি gwÂwid পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৯৩৪ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। খসড়াটি হলো–

১. ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সমূহ একত্রিত করা।
২. ইতিহাসের যেসকল প্রকাশিত গ্রন্থ আমাদের কাছে নেই সেগুলো সংগ্রহ করা।
৩. প্রাচীন ইউরোপিয়ান লেখক কতৃক মোঘল শাসনামল সম্পর্কে লিপিবদ্ধ গ্রন্থসমূহ ক্রয় করা।
৪. বর্তমানে ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে, সেগুলো ক্রয় করা।
৫. মারাঠী ও শিখদের সংগ্রহকৃত ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করা।
৬. ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যে সকল দুর্লভ গ্রন্থাবলী রয়েছে, সেগুলো অধ্যয়ন করা ও এর তথ্যাবলী সংগ্রহ করা।
৭. গ্রন্থের বিন্যাস ও সম্পাদনার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কতিপয় জ্ঞানী ও বিদ্যান ব্যক্তিকে নিয়োগ করা।
৮. প্রস্তুতকৃত গ্রন্থাবলী ছাপিয়ে প্রকাশ করা।[২১]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর মতে, ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস সম্বলিত যে গ্রন্থাবলী বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে, এগুলোতে মূলত সাধারণ মুসলমানদের ইতিহাস তুলে ধরা হয়নি; বরং এগুলোতে মুসলিম রাজা বাদশাহদের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এসব গ্রন্থ থেকে সাধারণ মুসলমানদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় না। এর জন্য রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি সাধারণ মুসলমানদের সমাজ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার, চাল-চলন সম্পর্কে ইতিহাস রচনা করা অত্যন্ত জরুরী। সঠিক ভারতীয় ইতিহাস রচনার মাধ্যমে মুসলিম রাজা বাদশাহদের থেকে শুরু করে জনসাধারণ পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপারে সঠিক ধারণা লাভ করা যাবে। এজন্য তিনি চেয়েছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হবে পনের খণ্ডের এক বিশাল গ্রন্থ, যাতে আরবজাতী, গজনবী, গৌড়ী, খিলজী, তুঘলকী, লুধী এবং মোঘল শাসনামলের চিত্র

ফুটিয়ে তোলা হবে। পাশাপাশি দাক্কান, গুজরাত, কাশমীর, মুলতান, জৌনপুর, বঙ্গ, হায়দারাবাদ, মুর্শিদাবাদ, আযিমাবাদ, ঝাড়খণ্ড, আওয়াধ (অযোদ্ধা) সহ বিভিন্ন স্থানের মুসলিম শাসনামলের রাজনৈতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি-কালচারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হবে। এতে করে সঠিক ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে সকলেই সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবে।[২২]

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী হিন্দুস্তানের উঁচু মানের কয়েকজন ইতিহাসবিদকে সাথে নিয়ে একটি সংঘ গঠন করেন। এ সংঘের সদস্যগণ হলেন:

১. প্রফেসর শায়খ আব্দুল কাদের সারফারায (১৮৮১-১৯৫৬), দাক্কান কলেজ, পুনা।
২. প্রফেসর মুহাম্মদ হাবীব (১৮৯৫-১৯৮০), মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলীগড়।
৩. প্রফেসর হারুন খান শেরওয়ানী (১৮৯১-১৯৮০), জামিয়া উসমানিয়া, হায়দারাবাদ।
৪. প্রফেসর সায়্যিদ নাজীর আশরাফ নাদবী (১৯০১-১৯৬৮), ইসমাইল ইউসুফ কলেজ, মোম্বাই।
৫. মাওলানা সায়্যিদ আবু যফর নাদবী (১৮৯১-১৯৫১), রচয়িতা Zvix‡L ¸RivZ, আহমদাবাদ।
৬. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ নাজীম, রচয়িতা Zvix‡L gvng‘, gvnKvgv AvQv‡i Kw‘gv, দাক্কান, পুনা।
৭. প্রফেসর সায়্যিদ আব্দুল কাদির, ইসলামিয়া কলেজ, লাহোর।
৮. হাকীম সায়্যিদ শামছুল্লাহ কাদেরী (মৃ. ১৯৫৩), হায়দারাবাদ।
৯. মৌলভী সায়্যিদ হাশেম ফরিদাবাদী (১৮৯০-১৯৬৪), রচয়িতা Zvix‡L wn›‘, ফরিদাবাদ।
১০. মৌলভী সায়্যিদ মকবুল আহমদ ছামদানী, সংকলক nvqv‡Z Rjxj, এলাহাবাদ।
১১. মৌলভী আকবর শাহ খান সাহেব (১৮৫৭-১৯৩৮), রচয়িতা Av‡qbv‡q nvKxKZ, নাজিরাবাদ।
১২. মাওলানা সায়্যিদ রিয়াসত আলী নাদবী, রচয়িতা Zvix‡L QvKwjqvn Iqv D›‘jQ, আযমগড়।
১৩. আল্লামা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী (১৮৭২-১৯৫৩), এলাহাবাদ।
১৪. ড. শায়খ এনায়েত উল্লাহ লাহোরী (১৮৮৮-১৯৬৩), লাহোর।
১৫. সায়্যিদ আলতাফ আলী বেরলবী, রচয়িতা nvqv‡Z nv‡dh ingZ Lvb, বেরলবী।[২৩]

এছাড়াও ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখার কাজে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষাবিদরা নিজেরাই এ কাজ সম্পাদনে সহায়তার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী তাঁদেরকে এ কাজে আগ্রহ প্রকাশ ও সহায়তা দানের জন্য সাধুবাদ জানান।

এভাবে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় দারুল মুসান্নিফীন থেকে ভারতবর্ষের সঠিক তথ্যবহুল ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন হয়। দারুল মুসান্নিফীন থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে যে ইতিহাস রচয়িতার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন গুজরাতের আহমদাবাদের মাওলানা সায়্যিদ আবু যুফার নাদবী। তিনি কয়েক বছর যাবত গভীর অধ্যাপনা ও গবেষণা করে অত্যন্ত দুর্লভ প্রকৃতির গবেষণা মূলক তিনটি ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থগুলো হলো:

১. gLZvQvi Zvix‡L wn›‘ (مختصر تاریخ ہند)

২. Zvix‡L wm›‘ (تاریخ سند)

৩. Zvix‡L Lv›‘v‡b Mvhbex (تاریخ خاندان غزنوی)।

এছাড়াও তিনি সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাসমূলক অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। তন্মধ্যে ‘হিন্দুস্তান মেঁ কাগযসাজী’ (ہندوستان میں کاغذسازی) এবং ‘কুতুবখানে’ (کتب خانیں) নামক দুটি প্রবন্ধ রচনা করে বেশ খ্যাতি অর্জন করেন।

মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী এ সংক্রান্ত কতগুলো প্রবন্ধ রচনা করে অত্যন্ত সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর ঐতিহাসিক প্রন্ধাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ হলো:

১. ‘রিফাহে ‘আম কে কাম’ (رفاہ عام کے کام)

২. ‘নয়ে শহর কছবে আওর গাঁও’ (نئے شہر قصبے اور گاوں)

৩. ‘বাগাত’ (باغات)

৪. ‘তারাক্কীয়ে হায়ওয়ানাত’ (ترقئ حیوانات)

৫. ‘তা‘লীম কী তারাক্কী’ (تعلیم کی ترقی) ইত্যাদি।

তাঁর এসব প্রবন্ধ দারুল মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশিত wn›‘¯Ívb †K gmjgvb ûKgiv‡bv †K Avnv‘ †K Zvgv‡Ïbx Rvj I‡q (ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی جلوے) নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।[২৪]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সঠিক ভারতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দারুল মুসান্নিফীনের আরেক প্রখ্যাত ইতিহাসবিদকে কাজে লাগান। তিনি হলেন মাওলানা সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান। তিনি ভারতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী কর্তৃক

আরোপিত দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করেন। সায়্যিদ সুলায়মানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে তাঁর ক্ষুরধার কলম থেকে ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী বের হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নরূপ:

১. eh‡g ^Zgwiqvn (بزم تیموریہ)।
২. eh‡g gvgjwKqvn (بزم مملوکیہ)।
৩. eh‡g mwdqvn (بزم صوفیہ)।
৪. wn›‘¯Ívb †K gmjgvb ûKgiv‡bv †K Avnv‘ †K ZvgvÏbx Rvj I‡q।
(ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی جلوے)
৫. wn›‘¯Ívb †K Avnv‡‘ DmZv Kx GK SjK (ہندوستان کے عہد وسطوی کی ایک جھلک)।
৬. wn›‘¯Ívb †K Avnv‡‘ DmZv Kv dvIRx †bhvg (ہندوستان کے عہد وسطوی کا فوجی نظام)।
৭. wn›‘¯Ívb †K gmjgvb ûKgiv‡bv †K Avnv‘ †K ZvgvÏbx Kvibv‡g।
(ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی کارنامے)
৮. wn›‘¯Ívb †K mvjvZxb Djvgv gvkv‡qL †K ZvÛAvjøKvZ ci GK bhi।
(ہندوستان کے سلاطین اور علماء مشائخ کے تعلقات پر ایک نظر)
৯. hnxiæÏxb gnv¤§‘ evei (ظہیر الدین محمد بابر)।
১০. wn›‘¯Ívb Kx eh‡g idZv Kx Qv”Px Kvnwbqv (ہندوستان کی بزم رفتہ کی سچی کہانیاں)।
১১. Avn‡‘ mvjvZx‡b wn›‘¯Ívb †m gnveŸZ Iqv †k¸d‡ZMx †K RhevZ।
(عہد سلاطین ہندوستان سے محبت و شگفتگی کے جذبات)
১২. Avn‡‘ †gvNwjqv wn›‘¯Ívb †m gnveŸZ Iqv †k¸d‡ZMx †K RhevZ।
(عہد مغلیہ ہندوستان سے محبت و شگفتگی کے جذبات)
১৩. wn›‘¯Ívb †K gmjgvb ûKgiv‡bv Kx gvhnvex ivIqv‘vix।
(ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری)
১৪. wn›‘¯Ívb Avgxi Lmiæ Kx bRi †g (ہندوستان امیر خسرو کی نظر میں)।[২৫]

এছাড়াও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর তত্ত্বাবধানে দারুল মুসান্নিফিীন থেকে বিভিন্ন লেখক কতৃক রচিত ইতিহাসমূলক অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

১. wn›‘¯Ívb Avie Kx bhi †g (ہندوستان عربوں کی نظر میں)। মাওলানা জিয়া উদ্দীন ইসলাহী কর্তৃক দুই খণ্ডে রচিত গ্রন্থটিতে আরবদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২. wn›‘¯Ívb Kx Bmjvgx ‘imMv‡ň (ہندوستان کی اسلامی درسگاہیں)। মাওলানা আবুল হাসানাত নাদবী গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষের ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. iæK̂Av‡Z AvjgMxi (رقعات عالمگیر)। সায়্যিদ নাজিব আশরাফ নাদবী সংকলিত এ গ্রন্থটিতে বাদশাহ আলমগীরের চিঠি-পত্রগুলো সংকলিত হয়েছে, যা থেকে আলমগীরের সময়কার ইতিহাস জানা যায়।

৪. gKvÏvgvn iæK̂Av‡Z AvjgMxi (مقدمہ رقعات عالمگیر)। এটি মূলত সায়্যিদ নাজিব আশরাফ নাদবী সংকলিত iæK̂Av‡Z AvjgMxi নামক গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ।

৫. ¸RivZ Kx ZvgvÏbx ZvixL (گذرات کی تمدنی تاریخ)। মাওলানা সায়্যিদ আবু যফর নাদবী রচিত গ্রন্থটিতে ভারতের গুজরাত শহরের সভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচারের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

৬. wn›‘¯Ívb Kx Kvnvbx (ہندوستان کی کہانی)। মাওলানা আব্দুস সালাম কাদওয়ায়ী কর্তৃক রচিত গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

৭. Zvix‡L mvjvZx‡b Kvkgxi (تاریخ سلاطین کشمیر)। মাওলানা আলী হাম্মাদ আব্বাসী রচিত গ্রন্থটিতে কাশমীরের শাসকদের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

৮. Bmjvgx Djg Iqv dbb wn›‘¯Ívb †gğ (اسلامی علوم و فنون ہندوستان میں)। মাওলানা আবুল ইরফান নাদবী রচিত গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[২৬]

এভাবে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী নিজে রচনা করেন এবং অন্যদের দ্বারা রচনা করিয়ে দারুল মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশের মাধ্যমে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার বীজ বপন করেন। অনেক ইতিহাসবিদদের দিয়ে সঠিক তথ্যবহুল ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন করেন। মূলত তিনি দারুল মুসান্নিফীনকে ইসলামের ইতিহাস ও ভারতীয় ইতিহাস রচনা, প্রকাশ ও প্রচার-প্রসারের উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে

নেন। এ কাজটি দারুল মুসান্নিফীনে বর্তমানেও চালু রয়েছে। মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবীর ভাষায়:

> گو اس تجویز کی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ عرصہ تک جاری رہا لیکن یہ کام اجتماعی اشتراک و تعاون سے آگے نہ بڑھ سکا، دارالمصنفین کے ذرائع نے جہاں اجازت دی اس کام کو جاری رکھا۔ بعض ناگزیر اسباب کی بنا پر مجوزہ خاکہ کے مطابق تو نہ انجام پا سکا لیکن دارالمصنفین نے تاریخ ہند کے مختلف پہلوؤں پر دو درجن سے زیادہ کتابیں شائع کیں جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔[২৭]

> অনুবাদ: যদিও এ কাজের প্রচার ও প্রসারের ধারাবাহিকতা অনেক দিন যাবত চালু ছিল কিন্তু সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার মাধ্যমে এ কাজ সামনে বাড়তে পারেনি। দারুল মুসান্নিফীনের উপকরণ ও মাধ্যমগুলো যেখানে অনুমতি দিয়েছে, সেখানে এ কাজটি চালু রয়েছে। কিছু অনিবার্য কারণবশত এ কাজটি পুরোদস্তুর চালু না থাকলেও, দারুল মুসান্নিফীন ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন দিকসমূহের উপর দুই ডজনেরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এর ধারাবাহিকতা বর্তমানেও চালু রয়েছে।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী উপরোল্লেখিত ইতিহাসমূলক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখার পাশাপাশি নিজেও ঐতিহাসিক বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে একজন প্রকৃত ইতিহাসবেত্তার পরিচয় দেন। নিম্নে তাঁর ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. Zvix‡L Avi ‘ j KiAvb (تاریخ ارض القرآن)

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত এ গ্রন্থটি দুই খণ্ড বিশিষ্ট্য একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ১৯১৭ সালে ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১৮ সালে দারুল মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি মূলত তিনি আল্লামা শিবলী নু'মানী কর্তৃক প্রবর্তিত রাসূল আকরাম সা. এর জীবন ইতিহাস মূলক গ্রন্থ mxivZbex mv.-এর ভূমিকা স্বরূপ লেখা শুরু করেন। পরে লেখা এত বেশি হয়ে যায় যে, তিনি এটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে ছেপে দেন। গ্রন্থটি রচনার মূল উদ্দেশ্য হলো– আরবের প্রাচীন ও ভৌগোলিক ইতিহাস এবং পবিত্র কুরআনের

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বর্ণনাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা। পাশাপাশি ইসলাম পূর্ব আরবের ইতিহাস, আরবের অবস্থান এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদরা ভুল ও মিথ্যা তথ্য সম্বলিত যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেগুলোর প্রত্যাখ্যান করে সত্য উদঘাটন করা। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গ্রন্থটিতে প্রাচীন আরবের ইতিহাস ও ভৌগোলিক ইতিহাস অত্যন্ত বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। সাথে সাথে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতি সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরেন। যেমন– মাদয়ান, আদ, সামূদ, বনী ইসরাইল, আসহাবে রাসস, আসহাবে হিজর, আনসার ও কোরাইশ সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন স্থান ও শহর সমূহের আলোচনা করেন। সঠিক গবেষণার আলোকে এগুলোর বিশুদ্ধ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন।[২৮]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী গ্রন্থটির শুরুতে ৮২ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য একটি বড় ভূমিকা লিখেন। এ ভূমিকায় আরবের প্রাচীন ও ভৌগোলিক ইতিহাস এবং এ সম্পর্কিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লেখকদের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরেন। তারপরেই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আরবের প্রাচীন ইতিহাস ও ভৌগোলিক ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দ্বিতীয় খণ্ডে কুরআন, তাওরাত ও প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বিভিন্ন লেখকদের গ্রন্থাবলীর আলোকে ইসলাম পূর্ব আরবের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ইতিহাস এবং বনী ইব্রাহীমের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি পবিত্র কুরআন ও আরবদের সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের ভুল বক্তব্যের খণ্ডন ও প্রতিউত্তর করেন। অর্থাৎ, গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে প্রাচীন আরবের পুরো ইতিহাস এক নজরে সামনে চলে আসে এবং পবিত্র কুরআনের সত্যায়ন ও এর ইতিহাস সম্পর্কিত দিকগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।[২৯]

এ গ্রন্থটি মূলত উর্দু ভাষায় রচিত ভৌগোলিক ইতিহাসমূলক প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গ্রন্থকার নিজেই লিখেন:

> اس موضوع کی اہمیت اور ضرورت سے شاید کسی مسلمان کو انکار نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں عرب کی بیسیوں قوموں، شہروں اور مقامات کے نام ہیں جن کی ہر قسم کی صحیح تاریخ سے نہ صرف عوام بلکہ علماء تک ناواقف ہیں اور نہایت عجیب بات یہ ہے کہ تیرہ سو برس میں ایک کتاب بھی مخصوص اس فن پر نہیں لکھی گئی۔[৩০]

অনুবাদ: এ বিষয়ের (ভৌগোলিক ইতিহাস) গুরুত্ব ও প্রযোজনীয়তা সম্পর্কে সম্ভবত কোনো মুসলমান অস্বীকার করবে না। পবিত্র কুরআনে আরবের এমন অনেক সম্প্রদায়, শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নাম রয়েছে যেগুলোর প্রতিটি বিষয়ের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে শুধু জনসাধারণ নয়; বরং আলিম-উলামারাও অবগত নন। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো বিগত তেরশত বছরের মধ্যে বিশেষ এ বিষয়ের উপর একটি গ্রন্থও রচিত হয়নি।

২. Avie I wn›` †K Zvôqvj øKvZ (عرب و ہند کے تعلقات)

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ। গ্রন্থটি মূলত তাঁর ঐসব বক্তৃতার সংকলন, যেগুলো তিনি ১৯২৯ সালের ২২ ও ২৩শে মার্চ হিন্দুস্তানী একাডেমী এলাহাবাদে দিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে হিন্দুস্তানী একাডেমী এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে এবং সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীকে এ জন্য পুরস্কৃত করে।[৩১]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ঐতিহাসিক এ গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলো হলো:

১. তা'আল্লুকাত কা আগায আওর হিন্দুস্তান কে আরব সাইয়াহ (تعلقات کا آغاز اور ہندوستان کے عرب سیاح)।

২. তিজারতী তা'য়াল্লুকাত (تجارتی تعلقات)।

৩. ইলমী তা'য়াল্লুকাত (علمی تعلقات)।

৪. মাযহাবী তা'য়াল্লুকাত (مذہبی تعلقات)।

৫. হিন্দুস্তান মে মুসলমান ফতুহাত সে পহলে আয়ে (ہندوستان میں مسلمان فتوحات سے پہلے آئے)।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী গ্রন্থটির এ অধ্যায়গুলোতে আরব ও হিন্দুস্তানের প্রারম্ভিক সম্পর্কের ইতিহাস, আরব ও হিন্দুস্তানের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, হিন্দুস্তানের সাথে আরবের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের অত্যন্ত তথ্যবহুল আলোচনা করেন। তিনি গ্রন্থটি শুরু করেন এভাবে–

> عرب و ہندوستان دونوں ملک دنیا کی دو عظیم الشان قوموں کی تیرتھ استھان اور عبادت گاہ ہیں۔ اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی قوموں کے نزدیک پاک اور مقدس ہیں۔[৩২]
>
> অর্থাৎ, আরব ও হিন্দুস্তান দুটি দেশ পৃথিবীর বড় দুটি জাতির তীর্থস্থান ও ইবাদতের স্থান। উভয় দেশ স্ব-স্ব স্থানে স্ব-স্ব জাতির নিকট পুত পবিত্র।

প্রথম অধ্যায়ে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী বিভিন্ন বর্ণনা ও ঘটনাবলীর আলোকে হিন্দুস্তানের সাথে আরবের প্রাথমিক সম্পর্কের ইতিহাস, মুসলমানদের সিন্দু বিজয়ের ইতিহাস এবং হিন্দ শব্দের পর্যালোচনা করেন। পাশাপাশি প্রাচীন মুসলিম পর্যটক ও ভূগোলবিদ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থাবলীতে প্রাচীন হিন্দুস্তানের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, তার আলোচনা তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি আরব ও হিন্দুস্তানের প্রাচীন ব্যবসা সম্পর্কিত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আরবের ব্যবসায়ী, ব্যবসার পথ-ঘাট, স্থান, কাল, বন্দর এবং হিন্দুস্তানের সাথে আরবের ব্যবসার সূচনা, উভয় দেশে ব্যবসায়ীদের আসা যাওয়া, হিন্দুস্তানের সাগর পথে ব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেন। নদীপথে ভারতবর্ষে আগমনের পথ ভাস্কো দা গামা আবিস্কার করেছেন– সর্বজ্ঞাত এ তথ্যটি তিনি ভুল প্রমাণিত করেন। তাঁর মতে মূলত নদীপথে ভারতবর্ষে আগমনের রাস্তা আরবরা আবিস্কার করেছেন। ভাস্কো দা গামাকে ভারতবর্ষে আগমনের রাস্তা দেখিয়েছেন ইবনে মাজিদ নামক একজন আরব ব্যবসায়ী, যিনি "আসাদুল বাহরাইন" (اسدالبحرين) বা সমুদ্রের বাঘ উপাধিতে পরিচিত।[৩৩]

তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি হিন্দুস্তানের সাথে আরবের বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সম্পর্কের ইতিহাস তুলে ধরেন। স্পষ্ট করেন যে, হিন্দুস্তানের সাথে মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক সম্পর্কের সূচনা বনু উমাইয়া নয়; বরং বনু আব্বাসীয়া যুগ থেকে ব্রামুখের (برامکہ) মাধ্যমে হয়েছে। আর ব্রামুখ সম্পর্কে সর্বসাধারণের ধারণা ছিল যে, তিনি ইরানী মুর্তিপুজারী ছিলেন। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সর্বসাধারণের এ ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে ব্রামুখ একজন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। ব্রামুখের আসল সম্পর্ক হিন্দুস্তানের সাথে ছিল; ইরানের সাথে নয়।[৩৪]

সায়্যিদ সুলায়মান এ অধ্যায়ের শেষাংশে আল-বেরুনীর (মৃ. ১১ সেপ্টেম্বর, ১০৪৮) জীবনী উল্লেখ করেন। তাঁর মতে তৎকালে আল-বেরুনী হিন্দুস্তানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে যে কার্য সম্পাদন করেছেন, তা কোনো হিন্দু কর্তা করেনি। তাঁর ভাষায়:

> بیرونی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان علمی سفارت کا کام انجام کیا۔ اس نے عربوں اور ایرانیوں کو ہندوؤں کے علوم سے اور ہندوؤں کو عربوں اور ایرانیوں کی تحقیقات سے آگاہ کیا۔ اس نے عربی جاننے والوں کے لئے عربی سے کتابیں ترجمہ کیں۔ اور اس طرح وہ فرض ادا کیا، جو ہندوستان کا مدت سے عربی زبان کے علوم و فنون پر چلا آرہا تھا۔[৩৫]

অনুবাদ: আল-বেরুনীর সবচেয়ে বড় অবদান হলো– তিনি হিন্দু-মুসলিমের মাঝে জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে মধ্যস্ততার কার্য সম্পাদন করেন। তিনি আরব ও ইরানীদেরকে ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে এবং ভারতবাসীকে আরব ও ইরানীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি আরবী ভাষা জানে এমন লোকদের জন্য আরবী ভাষায় গ্রন্থাবলী অনুবাদ করেন। আর এভাবে তিনি সেই দায়িত্বপূর্ণ কার্যটি সম্পাদন করেন, যা বহুদিন থেকে হিন্দুস্তানের আরবী ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি (কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে) চলে আসছিল।

চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি আরব ও হিন্দুস্তানের ধর্মীয় সম্পর্কের ইতিহাস বর্ণনা করেন। হিন্দু-মুসলিম একে অন্যের ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। কিছু কিছু হিন্দু রাজা ইসলাম গ্রহন করা এবং এক হিন্দু লেখক কতৃক পবিত্র কুরআনের সিন্দু ভাষায় অনুবাদ করার বিষয়টিও আলোচনায় আনেন। পাশাপাশি ইংরেজ লেখক কর্তৃক ভারতীয় মুসলিম রাজা-বাদশাহদের ব্যাপারে যে ভুল ধারণার প্রচার ও প্রসারের বিষয়টি রয়েছে, তার তিনি দাঁতভাঙ্গাঁ জবাব দেন। তাঁর মতে ভারতীয় মুসলিম শাসকগণ যদিও মুসলমান ছিলেন, কিন্তু মূলত তাঁরা ইসলামের প্রতিনিধি ছিলেন না। তাঁদের শাসননীতিও ইসলামী শাসন ছিল না। এজন্য তাঁদের কর্মকাণ্ড ধর্মের সাথে মিলিয়ে ইসলাম ধর্মের উপর সমালোচনা করা কোনো ভাবেই যুক্তিযুক্ত হবে না। তাঁর মতে ইসলামের আসল প্রতিনিধি হলেন আরবরা। তাঁদের শাসননীতি ছিল ইসলামী শাসনের অনুসারী।

পঞ্চম অধ্যায়ে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ভারতবর্ষে ইসলামের বিজয়ের পূর্বেই মুসলমানদের আগমন, তাঁদের বসবাস, হিন্দুদের সাথে তাঁদের সম্পর্ক ও তাঁদের সামাজিক কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে স্পষ্ট করেন যে, দক্ষিণ ভারতে যেখানে মুসলিম শাসন সবচেয়ে পরে শুরু হয়েছে, সেখানে মুসলমানদের বসতি ছিল অনেক পূর্ব থেকেই। সেখানকার কোনো শহর মুসলিমশুণ্য ছিল না। এমনকি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্দু বিজয়েরও অনেক পূর্বে সিন্দু ও মুলতানে কয়েকশত মুসলমানের বসতি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছিল।

এমনিভাবে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ অধ্যায়ে আরো কিছু ঐতিহাসিক ভুল তথ্য স্পষ্ট করতঃ এর সঠিক তথ্য তুলে ধরেন। যেমন– সাধারণত এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক যে গ্রন্থগুলো পড়ানো হয়, সেগুলোতে দেখানো হয়েছে যে, সুলতান মাহমুদ গজনবীর ১২০৪ সালে ভারত আক্রমনের পরে এদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটে। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী অত্যন্ত তথ্যবহুল আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ও বসতি স্থাপন এ হামলার বহুকাল পূর্বেই শুরু হয়েছে। কেননা মুসলমানদের প্রথম বসতি কেন্দ্র ছিল হিন্দুস্তানের সারান্দ্বীপ এলাকায়। আরবের এক বুযুর্গ ইবনে শাহরিয়ার কর্তৃক রচিত AvRv‡qej wn›‘ (عجائب الهند) নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে– সারান্দ্বীপবাসী ও এর আশে পাশের লোকেরা যখন জানতে পারল যে, আরবে একজন ভাল মানুষ তথা ইসলামের নবীর আবির্ভাব ঘটেছে, তখন তাঁদের কিছু বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ আরবে যাওয়ার মনস্ত করেন। পরবর্তীতে যখন তাঁরা আরবে যান, তখন অবশ্য রাসূল আকরাম সা. দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। তখন তাঁদের একজন ব্যক্তি হযরত ওমর ফারুক রা. এর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি হযরত ওমরের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে দেশে ফিরে নিজেদের লোকদের নিকট সবকিছু খুলে বলেন। এরপর থেকে সেখানকার লোকজনের আরবদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন শুরু হয়। আর এভাবে সেখানে মুসলমানদের আসা যাওয়ার মাধ্যমে মুসলিম বসতি স্থাপন শুরু হয়। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ও বসতি স্থাপন সুলতান মাহমুদ গজনবীর ১২০৪ সালে ভারত আক্রমনের বহুকাল পূর্বেই শুরু হয়।[৩৬]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অন্তত বিশ বছরের সূক্ষ্মচিন্তা ও গবেষণার ফসল হলো এ বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থটি। তিনি গ্রন্থটি যখন রচনা করেন, তখন এ বিষয়ের উপর অন্য কোন গ্রন্থ ছিল না। তাই গ্রন্থটি অনেক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। গ্রন্থটি অধ্যয়নে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসলিম শাসক কর্তৃক ভারত আক্রমন ও ভারত বিজয়ের

বহুকাল পূর্ব থেকেই হিন্দুস্তানের সাথে মুসলমানেদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা ও ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয়ের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

৩. Avi‡ev wK Rvnvhivbx (عربوں کی جہازرانی)

এটি সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর তৃতীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি মূলত তাঁর বক্তৃতামালার সংকলন। তিনি মোম্বাই সরকারের শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থার অনুরোধে ১৯৩১ সালের ১৮-২১শে মার্চ আঞ্জুমানে ইসলাম মোম্বাইতে চারটি বক্তৃতা দেন। পরে ইসলামিক রিসোর্স ইন্সটিটিউট মোম্বাই ১৯৩৫ সালে গ্রন্থাকারে এ বক্তৃতাগুলো প্রকাশ করে। এর ইংরেজী অনুবাদ ইসলামিক কালচার হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে তিনি আরবদের জাহায পরিচালনার সূচনা, নদীপথের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, নদী-সাগর বিষয়ক গ্রন্থাবলী এবং এ ক্ষেত্রে আরবদের উত্থান-পতনের ইতিহাস অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম, অন্বেষণ, গবেষণা ও সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে লিপিবদ্ধ করেন।[৩৭]

তিনি গ্রন্থের শুরুতে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখেন, যাতে এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বর্ণনার পাশাপাশি জাহায পরিচালনায় আরবদের আন্তরিকতার কারণসমূহ উল্লেখ করেন। প্রকৃত কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন– আরব দেশ তিন দিক থেকেই সাগর দ্বারা বেষ্টিত এবং কিছু উপকূলীয় অঞ্চল ছাড়া পুরোটাই শুকনো, ঘাসহীন ও অনাবাদী মরুভূমির দেশ। বস্তুত এ কারণেই সেখানকার বাসিন্দারা প্রকৃতিগতভাবে ব্যবসা পেশার প্রতি উদ্যোগী হন। ব্যবসার কাজে ভ্রমন করার ক্ষেত্রে তাঁরা নদীপথের আবিষ্কার করেন। নদীপথে জাহায পরিচালনায় তাঁরা হয়ে উঠেন পারদর্শী। আর এভাবেই আরবরা নদীপথে জাহায পরিচালনা করে পৃথিবীজুড়ে শ্রেষ্ঠ জাহায চালক ও নাবিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[৩৮]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী গ্রন্থটির শুরুতে জাহেলী যুগে আরবদের সাগরপথ বিষয়ক জ্ঞানের অনুসন্ধান চালান। এ ক্ষেত্রে তিনি আরবি অভিধান, জাহিলী যুগের কবিতা ও পবিত্র কুরআনের দলীলসমূহ একত্রিত করেন। আরবি অভিধান থেকে সাগর, সমুদ্র, নৌযান, জাহায চালক, জাহায পরিচালনা ও বন্দরসমূহ সম্পর্কিত হাজারো শব্দাবলী সংগ্রহ করেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেন:

> اگر ان الفاظ پر غور کیا جائے تو عربوں کی جہازرانی، اس کی ترقی، اس کی وسعت اور اس کے ذریعہ مختلف قوموں سے ان کے میل جول اور اختلاط کی پوری تاریخ مجسم ہو کر سامنے

آجاتی ہے۔ اور یہ الفاظ پتہ دیتے ہیں کہ عربوں کو اسلام کے پہلے بھی جہازرانی سے شغف تھا۔[৩৯]

অনুবাদ: যদি এ শব্দগুলোর উপর চিন্তা ও গবেষণা করা হয়, তাহলে আরবদের জাহায পরিচালনা, এর উন্নতি, এর বিস্তৃতি এবং এর দ্বারা বিভিন্ন জাতির সাথে তাদের মেলামেশা ও সংমিশ্রনের সম্পূর্ণ ইতিহাস সামনে চলে আসে। আর এ শব্দগুলো সন্ধান দেয় যে, ইসলাম পূর্ব থেকেই জাহায পরিচালনার প্রতি আরবদের আসক্তি ছিল।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী জাহেলী যুগের কবিদের কবিতায় উল্লেখিত সাগর সম্পর্কিত ইঙ্গিত ও ইশারা, উদাহরণ ও রূপক শব্দসমূহ উল্লেখ করে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, পূর্ব থেকেই আরবরা সাগর সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারাও দলীল পেশ করেন। তিনি বলেন– পবিত্র কুরআনে সাগর সম্পর্কিত এত বেশি আলোচনা রয়েছে, যেগুলো একত্র করা কঠিন কাজ। তিনি পবিত্র কুরআনের ২৮টি আয়াত পেশ করে প্রমাণ করেন যে, ইসলাম পূর্ব যুগ থেকেই আরবরা জাহায পরিচালনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিল।

অতপর তিনি গ্রন্থটিতে রিসালতের যুগ, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ, বনু উমাইয়া যুগ ও বনু আব্বসীয় যুগে সাগর বিষয়ক যে উন্নতি হয়েছে এবং আরব নাবিকরা যে এক্ষেত্রে নৈপূণ্যতার উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে, এর ঐতিহাসিক বর্ণনা তুলে ধরেন। তাঁর মতে– হযরত উসমান গণী রা. এর সময়কালে এ বিষয়ের প্রতি পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। ৩১ হিজরীতে যখন রোমের সম্রাট কায়সার ছয়শত জাহায নিয়ে শাম শহর উপকূলে আক্রমন করে, তখন মুসলমানেরা নিজেদের সাগর অবরোধের মাধ্যমে তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিয়েছেন।[৪০]

তিনি গ্রন্থের শেষভাগে আরবদের সাগর বিষয়ক গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন। আসাদুল বাহরাইন ইবনে মাজিদের গদ্য ও পদ্যাকারে লিখিত ১৬টি গ্রন্থের পরিচিতি এবং সুলায়মান মাহরী নামক এক লেখকের চারটি গ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরেন। এ সংক্রান্ত আরো অন্যান্য গ্রন্থাবলী সম্পর্কেও আলোচনা করেন। অর্থাৎ সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ গ্রন্থটিতে আরবদের জাহায পরিচালনার সূচনালগ্ন থেকে হিজরী দশম শতাব্দী পর্যন্ত তাঁদের জাহায পরিচালনার পুরো ইতিহাস, যুগযুগ ধরে এর উন্নতি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিশুদ্ধ প্রমাণসহ তুলে ধরেন।

৪. wn›' Kx Zv̂jxg gmjgv‡bv †K Avnv' †g (ہندو کی تعلیم مسلمانوں کے عہد میں)

এ গ্রন্থটি মূলত সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ঐ সকল প্রবন্ধের সংকলন, যেগুলো তিনি মাসিক gv̂Awid পত্রিকায় ১৯১৮ সালে ধারাবাহিক ভাবে এক বৎসর যাবৎ লিখেন। এ রচনাটি প্রথমে তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স-এর বার্ষিক সভায় পাঠ করেন। পরে রচনাটি প্রকাশের জন্য এডুকেশনাল কনফারেন্স আলীগড়ে পাঠানো হলে ১৯৫৪ সালের আগস্ট মাসে সেখান থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটির গুরুত্ব অনুধাবন করে জনাব সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান ইংরেজীতে অনুবাদ করে ইসলামিক কালচার হায়দারাবাদ থেকে অক্টোবর, ১৯৩৮ ও অক্টোবর, ১৯৩৯ সালে দুই সংখ্যায় প্রকাশ করেন।[৪১]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী গ্রন্থটির শুরুতে আরবদের সাথে মুসলমানদের প্রাচীন সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ করেন। পরে যুগে যুগে মুসলিম শাসনামলে হিন্দুদের শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়ণের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেন। সায়্যিদ সুলায়মানের মতে– মুসলিম শাসনামলে হিন্দু শিক্ষার সূচনা হয় মুহাম্মদ বিন কাসেম সাকাফীর সিন্ধু বিজয়ের সময়কাল থেকে। পরবর্তীতে বিভিন্ন মুসলিম শাসনামলে হিন্দুদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার উন্নতি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ মোঘল সম্রাট আকবরের সম্পর্কে তিনি লিখেন–

> اکبری دربار میں فن مصوری، نقاشی کے جو ماہرین تھے، ان میں مسلمان استاذوں کو چھوڑ کر حسب ذیل ہندو اساتذہ بھی تھے: وسونت کہار، وساون، کیشولال، مکند، مادھو، جگن، مہیش، کھیم کرن، تاراساؤلا وغیرہ۔[৪২]

> অনুবাদ: সম্রাট আকবরের দরবারে চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য বিষয়ক যেসকল কৌশলী ও কলাবিদ ছিলেন, তন্মধ্যে মুসলিম কৌশলী ছাড়াও নিন্মোক্ত হিন্দু কৌশলীগণ ছিলেন:- বিশ্বনাত কুহার, বিশাভন, কেশোবলাল, মুকুন্দ, মাধু, জুগন, মাহেশ, ক্ষেমকিরণ, তারা সাওলা প্রমুখ।

এমনিভাবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়কাল সম্পর্কে তিনি লিখেন–

> جہاں گیر نے ہندو فضلا کی قدردانی میں کمی نہیں کی، اس کے عہد میں ایک بار راجہ سورج سنگھ نے ایک ہندو شاعر کو دربار

میں پیش کیا، جہاں گیر نے اس کے چند ہندی اشعار سن کر نہایت محظوظ ہوا اور ایک ہاتھی اسکو عطا کیا۔ چنانچہ اس کے دربار کا مشہور نقاش بشن داس تھا جسکو جہاں گیر نے ایران بھیجا تھا۔[৪৩]

অনুবাদ: সম্রাট জাহাঙ্গীর হিন্দু সুধী ব্যক্তিদের মূল্যায়নে কোনো প্রকার কার্পণ্য করেননি। তাঁর সময়কালে একবার রাজা সুরুজ সিং এক হিন্দু কবিকে তাঁর দরবারে উপস্থিত করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ঐ কবির কয়েকটি হিন্দী কবিতা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত ও মুগ্ধ হন এবং তাঁকে একটি হাতি উপহার দেন। এমনকি সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজদরবারের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ছিলেন একজন হিন্দু, যার নাম বিশন দাস। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে ইরান পাঠিয়েছিলেন।

এমনিভাবে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী গ্রন্থটিতে প্রতি যুগে যুগে হিন্দু বিশিষ্ট্যজনদের কথা উল্লেখ করেন, যাঁরা মুসলিম শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষায় ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছেন। তিনি এ রচনায় সাধারণ হিন্দু পণ্ডিত ও বিশিষ্ট্যজনদের আলোচনার পরেই কিছু হিন্দু ইতিহাসবিদের আলোচনা আনেন। তাঁদের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন।

মোটকথা তিনি তাঁর এ রচনার মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর সবার সামনে স্পষ্ট করেছেন যে, হিন্দুস্তানে মুসলিম শাসনামলে হিন্দুরা শিক্ষা দীক্ষায় কতটুকু উন্নতি লাভ করেছে এবং এ উন্নতিতে মুসলমানদের কতটুকু অবদান ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যেদিন থেকে হিন্দুস্তানের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে এবং যতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা এদেশে রাজত্ব করেছেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁরা হিন্দুদের শিক্ষা দীক্ষায় মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দুরা ছোট বড় সকলেই শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছেন।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে ইতিহাসের ছোঁয়া

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর উপরে আলোচিত ইতিহাসমূলক গ্রন্থাবলী ছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয়াবলীর উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থাবলীতেও ইতিহাস বিষয়ের কিছুটা দখল রয়েছে। যেমন– mxivZbex mv. (سیرۃ النبیؐ), Lrev‡Z gv‘ivm (خطبات مدراس), Lvq¨vg (خیام), nvqv‡Z wkejx (حیات شبلی) ইত্যাদি। সীরাত মূলত ইতিহাসেরই একটি অংশ। এর মাধ্যমে তৎকালীন ইতিহাস জানা যায়। সে দৃষ্টিতে mxivZbex mv. ও Lrev‡Z gv‘ivm গ্রন্থদ্বয় ইতিহাসেরই একটি অংশ। Lvq¨vg ও nvqv‡Z wkejx যদিও জীবনীমূলক গ্রন্থ তথাপি এগুলোতে ইতিহাস বিষয়ক বর্ণনা যথেষ্ট রয়েছে। এ ক্ষেত্রে nvqv‡Z wkejxর বিস্তারিত ভূমিকা এবং আযমগড়ের ইতিহাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তাঁর পত্রসংকলন evix‡‘ wdwi½ (برید فرنگ), ভ্রমনকাহিনী mvq‡i AvdMwb¯Ívb (سیر افغانستان), শোকগাঁথা প্রবন্ধমালার সংকলন Bqv‡‘ id‡ZMv (یاد رفتگاں) ইত্যাদি গ্রন্থগুলোতে ইতিহাস বিষয়ক বর্ণনা তাঁর ঐতিহাসিক চিন্তাধারার সাক্ষ্য বহন করে।

মোটকথা তিনি যা কিছুই লিখতেন তাতে ইতিহাসের মৌল উপাদানসমূহ অবশ্যই থাকত। জনাব সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান তাঁর সম্পর্কে যথার্তই লিখেছেন:

> ان کو فکر و نظر کا عطیہ قدرت الہی کی طرف سے ملا تھا۔ اس کی بدولت تاریخ کے علاوہ جو چیز بھی لکھتے اس میں مورخانہ تجسس کے ساتھ مورخانہ تجزیہ کا رنگ خود بہ خود پیدا ہوتا تھا۔[৪৪]

> অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর চিন্তা-চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির যে দান অর্জিত হয়েছে, সে দানের বদৌলতে তিনি ইতিহাস ছাড়াও যা কিছুই লিখতেন, তাতে ইতিহাসগত অনুসন্ধানের পাশাপাশি ইতিহাস ভিত্তিক বিশ্লেষণ ধারা নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে যেত।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী শিক্ষা ও সাহিত্য, গবেষণা ও পর্যালোচনা, ইতিহাস ও সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়াবলীর উপর অত্যন্ত তাত্ত্বিক, জ্ঞানমূলক ও গবেষণামূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী লিখেন। এ প্রবন্ধগুলো মাসিক gvÛAwid, Avb-bv‘Iqv, Avj-†njvj-সহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলো বড়

বৈচিত্রময় ও বিশ্লেষণধর্মী। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহ gvKvj v‡Z mj vqgvb (مقالات سلیمان) নামে তিন খণ্ডে দারুল মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয়। এ তিন খণ্ডের প্রথম খণ্ডটি ৪৪৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য অনেক বড় একটি খণ্ড, যাতে তাঁর শুধু ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীর উল্লেখ রয়েছে। প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. 'হিন্দুস্তান কে মুসলমান হুকুমরানোঁ কে আহাদ মেঁ হিন্দু কী তা'লীমী আওর ইলমী তারাক্কী' (ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد میں ہندو کی تعلیمی اور علمی ترقی)।

২. 'সুলতান টিপু কী চান্দ বাতেঁ' (سلطان ٹیپو کی چند باتیں)।

৩. 'খিলাফত আওর হিন্দুস্তান' (خلافت اور ہندوستان)।

৪.'হিন্দুস্তান মে ইসলাম কী ইশা'আত কেউঁ কর হুয়ী' (ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کیوں کر ہوئی)।

৫. 'বদ নসীব কাশমীর আওর আদলে শাহজাহানী কা নকশে ছাঙ্গী'।
(بدنصیب کشمیر اور عدل شہجہانی کا نقش سنگی)

৬. 'হিন্দুকুশ আলমগীর কে আহাদ কী দু আজীব কিতাবেঁ' (ہندوکش عالمگیر کے عہد کی دو عجیب کتابیں)।

৭. 'লাহোর কা এক ফালাকী আলাত সায খান্দান' (لاہور کا ایک فلکی آلات ساز خاندان)।

৮. 'নালিন্দাহ কা সায়র' (نالندہ کا سیر)।

৯. 'উস্তাদ আহমদ মে'মার কে খান্দান কী এক ইয়াদগার' (استاد احمد معمار کے خاندان کی ایک یادگار)।

১০. 'মোল্লা খায়রুল্লাহ মুহান্দিস কে চান্দ নয়ে রাসায়েল' (ملا خیراللہ مہندس کے چند نئے رسائل)।

১১. 'ক্বানুজ' (قانوج)।

১২. 'সনদে মা'আফী জিয্ইয়াহ' (سند معافی جزیہ)।

১৩. 'খুৎবা ছদারাত শো'বায়ে তারীখে হিন্দ অল ইন্ডিয়া হিসট্রিকাল কংগ্রেস'।
(خطبہ صدرات شعبئے تاریخ ہند آل انڈیا ہسٹریکل کانگریس)

১৪. 'হিন্দীউল আসল আওর হিন্দীউন নসল মুসলমান সালাতীন'।
(ہندی الاصل اور ہندی النسل مسلمان سلاطین)

১৫. 'তাজমহল আওর লালকিল্লা কে মে'মার' (تاج محل اور لال قلعہ کے معمار)।[৪৫]

উল্লেখিত প্রবন্ধসমূহের মধ্য থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

‘সুলতান টিপু কী চান্দ বাতেঁ’ (سلطان ٹپو کی چند باتیں)

১৯১২ সালে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী অল ইন্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্সে অংশগ্রহনের উদ্দেশ্যে বেঙ্গালোর সফর করেন। সফরকালে তিনি মাইসুর, সারাঙ্গাপিটম ও গঢাম্বুরির মত বিখ্যাত স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি সেই সফরের পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনা তুলে ধরেন। সেখানকার সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহ এমন ফলপ্রসু আঙ্গিকে লিখেন যে, সেখানকার পুরো ভূ-খণ্ডের ইতিহাস এক নজরে সামনে চলে আসে। বিশেষ করে এ প্রবন্ধে শহীদ সুলতান টিপুর উপর আরোপিত ইংরেজ লেখকদের কিছু ভুল ও মিথ্যা বর্ণনার প্রতিবাদ করেন। তিনি এ প্রবন্ধে টিপু সুলতান সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরেন।[৪৬]

‘খিলাফত আওর হিন্দুস্তান’ (خلافت اور ہندوستان)

খিলাফত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর একটি বিশেষ বিষয় ছিল। তিনি এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। খিলাফত ও হিন্দুস্তান সম্পর্কিত তাঁর এ প্রবন্ধটি একটি রাজনীতিমূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। আলোচ্য প্রবন্ধে খিলাফতে ইসলাম ও হিন্দুস্তানের মুসলিম শাসকদের মাঝে সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করেন। হিন্দুস্তানে খিলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে এদেশের মুসলিম অধিবাসীকে অবহিত করার চেষ্টা করেন। এদেশের মুসলিম শাসকদের সাথে ইসলামী শাসনের কতটুকু ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে, তা আলোচ্য প্রবন্ধে ফুটিয়ে তুলেন।[৪৭]

‘লাহোর কা এক ফালকী আলাত সায খান্দান’ (لاہور کا ایک فلکی آلات ساز خاندان)

সায়্যিদ সুলায়মান জার্মান সফরকালে বার্লিনে হিন্দুস্তানের একজন প্রকৌশলবিদ জিয়াউদ্দীন মুহাম্মদ এর নির্মিত একটি ভাসকর্য দেখতে পান। এতে শুধু তাঁর নাম, তারিখ ও জন্মস্থানের নাম ছাড়া আর বিস্তারিত কিছুই লিখা ছিলনা। সেখানকার একজন বিশিষ্ট্যজন ড. ফান ক্লিওবার সায়্যিদ সুলায়মানের কাছে জিয়াউদ্দীন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। উত্তরে তিনি জিয়াউদ্দীন সম্পর্কে জীবন ইতিহাসমূলক এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি লিখেন। প্রবন্ধে জিয়াউদ্দীন মুহাম্মদের জন্মস্থান, সময়কাল, তাঁর প্রকৌশলবিদ্যা ও তাঁর প্রসিদ্ধি

সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যবহুল বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশে জিয়াউদ্দীনের বংশীয় অবস্থা ও তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন। এক কথায় গ্রন্থটির মাধ্যমে জিয়াউদ্দীনের পুরো ইতিহাস সামনে চলে আসে। প্রবন্ধটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ইংরেজী অনুবাদটি ইসলামিক কালচার হায়দারাবাদ থেকে অক্টোবর ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়।[৪৮]

‘নালিন্দাহ কী সায়র’ (نالندہ کی سیر)

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী নালিন্দাহ সফরকালে সেখানকার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে এ ঐতিহাসিক ভ্রমনকাহিনী লিখেন। এতে নালিন্দার ইতিহাস ঐতিহ্য, সমাজ সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ শাসনামলের অবশিষ্ট কীর্তিসমূহ, তাদের মন্দির খানকাহসমূহ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। কিছু হিন্দু ইতিহাস লেখক মুসলমানদের উপর এ অপবাদ দেন যে, মুসলিম শাসনামলে নালিন্দার মন্দির খানকাহ ধ্বংস করা হয়েছে। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ প্রবন্ধের মাধ্যমে এর প্রতিউত্তর করেন।[৪৯]

‘ক্বানুজ’ (قانوج)

হিন্দুস্তানের একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর হলো ক্বানুজ শহর। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ প্রবন্ধের মাধ্যমে ক্বানুজ শহরের ইতিহাস তুলে ধরেন। তাঁর বর্ণনা মতে, আরব ইতিহাসবিদ ও ভূগোলবিদ এবং সিন্দুর ইতিহাসবিদদের ইতিহাসে যে ক্বানুজ শহরের কথা উল্লেখ রয়েছে, এটাই সেই শহর যা বর্তমান ফরাখআবাদ জেলায় অবস্থিত। এতে তিনি ক্বানুজ শহরের ইতিহাস-ঐতিহ্য, এর সীমানা বিস্তৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করেন। পাশাপাশি এ শহর সম্পর্কে আরব ইতিহাসবিদ ও ভূগোলবিদের মতামত বিষয়ে আলোচনা করেন।[৫০]

‘হিন্দীউলআছল আওর হিন্দীউন্নসল মুসলিম সালাতীন’ (ہندی الاصل اور ہندی النسل مسلم سلاطین)

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, হিন্দুস্তানের সকল রাজা-বাদশাহ বিদেশী ছিলেন। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী প্রচলিত এ ধারণার বিরোধিতা করেন। তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে দিল্লী, সিন্দু, মূলতান, কাশমীর, গুজরাত ও দাক্কানের সেসকল শাসকগণের সম্পর্কে আলোচনা করেন, যাঁরা জাতি ও বংশগত দিক থেকে হিন্দুস্তানী ছিলেন। বিভিন্ন উদাহরণ ও তথ্যভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করে তুলেন। হিন্দুস্তানের প্রতি

অন্যান্য শাসকগনের তুলনায় হিন্দুস্তানী শাসকগনের অনেক বেশি অবদানের বিষয়টির উপরও আলোকপাত করেন।[৫১]

আসলে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীর সূচী অনেক বড়। তাঁর উপরোল্লেখিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলো ছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকায় আরো অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মাসিক Avb-bv‘ Iqv ও মাসিক Avj xMo পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ নিম্নরূপ:

১. ‘আহলে উন্দুলুস কে আখলাক আওর আহদেঁ’ (اہل اندلس کے اخلاق اور عہدیں)। উন্দুলুসবাসীর হালচিত্র ও তৎসময়কার ইতিহাস সমৃদ্ধ এ প্রবন্ধটি আলীগড় থেকে প্রকাশিত gvb_wj Avj xMo পত্রিকায় নভেম্বর, ১৯০৫ সংখ্যায় প্রকাশ পায়।

২. ‘আরব কে ইউরোপিয়ান সাইয়াহ’ (عرب کے یورپین سیاح)। আরবের ইউরোপীয়ান ভ্রমনকারীগণ সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধটি লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত Avb-bv‘ Iqv পত্রিকায় সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সংখ্যায় প্রকাশ পায়।

৩. ‘ইবনে খাল্লিকান আওর তারীখে ইবনে খাল্লিকান’ (ابن خلقان اور تاریخ ابن خلقان)। ইবনে খাল্লিকান ও ইবনে খাল্লিকানের ইতিহাস সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধটি লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত Avb-bv‘ Iqv পত্রিকায় অক্টোবর ও নভেম্বর, ১৯০৮ সংখ্যায় প্রকাশ পায়।

৪. ‘ইসলামী রসদখানে’ (اسلامی رصدخانے)। প্রবন্ধটি লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত Avb-bv‘ Iqv পত্রিকায় মার্চ ও জুন, ১৯০৯ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৫. ‘ইলমে হাইয়াত আওর মুসলমান’ (علم ہیئت اور مسلمان)। জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান তুলে ধরা হয় এ প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটি লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত Avb-bv‘ Iqv পত্রিকায় এপ্রিল, ১৯১০ সংখ্যায় প্রকাশ পায়।

৬. ‘মুসলমানোঁ কী বে তাআ‘স্সুবী’ (مسلمانوں کی بے تعصبی)। প্রবন্ধটি লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত Avb-bv‘ Iqv পত্রিকায় সেপ্টেম্বর, ১৯১০ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৭. ‘মুসলমান আওরাতোঁ কী বাহাদুরী’ (مسلمان عورتوں کی بہادری)। মুসলিম নারীদের বীরত্ব নিয়ে আলোচিত প্রবন্ধটি লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত Avb-bv‘ Iqv পত্রিকায় জুন, ১৯১১ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৮. ‘তবকাতুল আরদ আওর মুসলমান’ (طبقات الارض اور مسلمان)। প্রবন্ধটি লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত Avb-bv‘ Iqv পত্রিকায় অক্টোবর, ১৯১১ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৯. ‘রুশী মুসলমানোঁ কে কুছ মোতাফারে্রখ হালাত’ (روسی مسلمانوں کے کچھ متفرق حالات)। রাশিয়ার মুসলমানদের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে আলোচিত প্রবন্ধটি লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত Avb-bv' Iqv পত্রিকায় মে, ১৯১২ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

১০. ‘মুসলমান আওর সারজারী’ (مسلمان اور سرجری)। প্রবন্ধটি লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত Avb-bv' Iqv পত্রিকায় অক্টোবর, ১৯১২ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।[৫২]

অনুরূপভাবে gvÔAwid, DwKj, me‡n Dgx', g¨ÍvK‡ej-সহ অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আল আ'যমী Avjøvgv mwq¨' mjvqgvb bv'ex e-nvBwmqv‡Z gqviwiL (علامہ سید سلیمان ندوی بحیثیت مورخ) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন। প্রবন্ধগুলো নিম্নরূপঃ

১. ‘আরব এক মুসতাশরিক কী নেগাহ মেঁ’ (عرب ایک مستشرق کی نگاہ میں)। এক প্রাচ্যবিদের দৃষ্টিতে আরবের ইতিহাস তুলে ধরা হয় এ প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটি gvÔAwid, ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

২. ‘খোলাফায়ে ইসলাম আওর সালাতীনে হিন্দকে বাইয়াত নামে’ (خلفائے اسلام اور سلاطین ہند کے بیعت نامے)। ইসলামের খলিফা ও হিন্দুস্তানের শাসকদের অঙ্গিকারনামা নিয়ে আলোচিত প্রবন্ধটি gvÔAwid, সেপ্টেম্বর, ১৯২১ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৩.‘খিলাফতে উসমান আওর হিন্দুস্তান’ (خلافتِ عثمان اور ہندوستان)। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উসমান রা.-এর খিলাফত যুগের সাথে হিন্দুস্তানের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এ প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটি gvÔAwid, অক্টোবর, ১৯২১ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৪. ‘মুসলমানানে হিন্দকা নিযামে শরয়ী’ (مسلمانانِ ہند کا نظامِ شرعی)। হিন্দুস্তানের মুসলমানদের শরয়ী নিয়ম-কানুন সম্পর্কে আলোচিত প্রবন্ধটি gvÔAwid, ডিসেম্বর, ১৯২৯ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৫. ‘মারাঠোঁ কা ফাউজী নিযাম’ (مرٹہوں کا فوجی نظام)। মারাঠা জাতির সৈনিকদের নিয়মনীতি সম্পর্কিত ইতিহাস নিয়ে লিখিত প্রবন্ধটি gvÔAwid, জুলাই, ১৯৩০ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৬. ‘সুলতান ইলতুতমিশ কা ছহীহ নাম’ (سلطان الطوتمش کا صحیح نام)। সুলতান ইলতুতমিশের প্রকৃত নাম ও ইতিহাস নিয়ে আলোচিত প্রন্ধটি gvÔAwid, ডিসেম্বর, ১৯৩২ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৭. 'রোমান কেথলিক তারীখ কী চান্দ মনঘরট কাহানিয়া' (رومان کتھلک تاریخ کی چند منگھرٹ کہانیاں)। রোমান কেথলিক সম্পর্কিত কিছু মনগড়া ইতিহাস নিয়ে লিখিত প্রবন্ধটি gvÔAvwid, আগস্ট, ১৯৪৫ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৮. 'আদলে জাহাঙ্গীরী কা ওয়াকেয়াহ' (عدل جہانگیری کا واقعہ)। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাম্যতা ও ন্যায়নীতি সম্পর্কিত কিছু ঘটনা নিয়ে প্রবন্ধটি রচনা করা হয়। প্রবন্ধটি gvÔAvwid, এপ্রিল, ১৯৪৬ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৯. 'ইংরেজী নেসাবে তা'লীম আওর তারীখে ইসলাম' (انگریزی نصاب تعلیم اور تاریخ اسلام)। ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক ও ইসলামের ইতিহাস নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হয় এ প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটি অম্রিতসর থেকে প্রকাশিত DwKj পত্রিকায় জুন, ১৯১৮ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

১০. 'সুলতানাতে আওয়াধ মেঁ হিন্দুঁ কা হিচ্ছা' (سلطانات اودھ میں ہندو کا حصّہ)। আওয়াধ সাম্রাজ্যে হিন্দুদের অবদান নিয়ে আলোচিত প্রবন্ধটি লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত me‡n Dgx' পত্রিকায় এপ্রিল, ১৯১৯ সংখ্যায় প্রকাশ পায়।

১১. 'ইসলামী হুকুমত কে আমেলীন' (اسلامی حکومت کے عاملین)। ইসলামী হুকুমতের প্রকৃত শাসকগণের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয় এ প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটি করাচী থেকে প্রকাশিত g¯ÍvK‡ej পত্রিকায় জানুয়ারী, ১৯৫২ সংখ্যায় ছাপা হয়।[৫৩]

এভাবে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী বিভিন্ন পত্রিকায় অসংখ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করে একজন ঐতিহাসিক ও গবেষক হিসেবে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেন। মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী লিখেন–

> اگر تنہا انہی کی تصانیف اور مضامین پڑھ لئے جائیں تو مذہب اسلام، اسلامی علوم و فنون اور اسلامی تاریخ و تہذیب کے تمام اہم پہلو سامنے آجائیں۔ اس اعتبار سے یہ مضامین مسلمانوں کی علمی تاریخ کا بیش بہا خزانہ ہیں۔[৫৪]

> অনুবাদ: যদি শুধু সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাবলী পড়া হয় তাহলে ইসলাম ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতির সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক সামনে চলে আসে। এদিক থেকে তাঁর প্রবন্ধাবলী মুসলমানদের শিক্ষাগত ইতিহাসের অনেক বড় ভাণ্ডার।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী বিভিন্ন ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে মাদরাসে অনুষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়ান হিসটিরিকাল কনফারেন্স'-এর বার্ষিক সভার সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি ইতিহাস রচনার যে মূলনীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তা আজও হিন্দুস্তানের ইতিহাসবিদদের জন্য ইশতেহার ও সংবিধানের ভূমিকা রাখে।[৫৫]

এমনিভাবে ১৯৫১ সালে পাকিস্তানে 'অল পাকিস্তান হিসটিরিকাল কনফারেন্স' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এর উপদেষ্টা নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালের মার্চে লাহোরে অনুষ্ঠিত এর প্রথম সভায় ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণকালে তিনি পবিত্র বাইবেলের ইতিহাসের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পেশ করেন। তাঁর জীবনের শেষ লেখা এ প্রবন্ধটিও ছিল ইতিহাস সম্পর্কিত। এভাবে তিনি অনেক ঐতিহাসিক কনফারেন্সের সভাপতির পদ অলংকৃত করে নিজেকে একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ হিসেবে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেন।[৫৬]

সারকথা আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ইতিহাস বিষয়ে অবদানের এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, তিনি অনেক উঁচু মাপের একজন গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ ছিলেন। ইতিহাস বিষয়ে তাঁর অবদান সমসাময়ীক ইতিহাসবিদদের থেকে অনেক বেশি। সমসাময়ীকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ ব্যক্তি, যিনি সমগ্র জ্ঞানের জগতকে নিজের ঐতিহাসিক কর্ম দ্বারা প্রভাবিত করেন। তিনি ইতিহাস বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ পূর্বক এর মৌলিক নীতিমালার বিষয়ে দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করেন। ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আল আ'যমী-এর ভাষায়–

> تاریخ کے علم و فن پر سید صاحب کی گہری نظر تھی، انہوں نے تاریخ اسلام اور تاریخ ہند دونوں تاریخوں کا نہایت محنت اور باریک بینی سے مطالعہ کیا تھا۔ قدیم مورخین اسلام کے اصول و نظریات سے واقف ہونے کے علاوہ وہ جدید مورخین اور ان کے اصول و طرز فکر سے بھی پوری طرح باخبر تھے۔[৫৭]

অনুবাদ: ইতিহাস বিষয়ের উপর সায়্যিদ সুলায়মানের গভীর দৃষ্টি ছিল। তিনি ইসলামের ইতিহাস ও উপমহাদেশের ইতিহাস তথা উভয় ইতিহাস বিষয়েই অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ও সূক্ষ্মদৃষ্টি নিবদ্ধের সাথে অধ্যয়ন করেছিলেন। ইসলামের প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি

সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পাশাপাশি আধুনিক ঐতিহাসিক সম্পর্কে এবং তাঁদের মূলনীতি ও চিন্তার ধরণ সম্পর্কেও পরিপূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন।

তথ্যসূত্র

১. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gvIjvbv mwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex Kx ZvQvbxd (১ম খণ্ড), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, ২০১১), পৃ. ২৫৩

২. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আল আ‘যমী, Avjøvgv mwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex e-nvBwmqv‡Z gqviwiL, (আযমগড় : আদবী দায়েরাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ জুন, ২০১৪), পৃ. ১৯

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৪. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, nvqv‡Z wkejx, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ৪র্থ প্রকাশ ১৯৮৩), পৃ. ৫২৩

৫. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, nvqv‡Z mjvqgvb, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, তৃতীয় প্রকাশ ১৯৭৩), পৃ. ৫০৪

৬. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, kvhviv‡Z mjvqgvbx, (দ্বিতীয় খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে দারুল মুসান্নিফীন, ১৯৬০), পৃ. ৩৯১

৭. মাসিক Avb-bv‘Iqv, (লক্ষ্ণৌ, ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯১১), পৃ. ১৭৮

৮. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, kvhviv‡Z mjvqgvbx (প্রথম খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে দারুল মুসান্নিফীন, ১৯৫৭), পৃ. ৩০৭

৯. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, nvqv‡Z mjvqgvb, পুর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৯-৪০০

১০. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, kvhviv‡Z mjvqgvbx (২য় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪১

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৭

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪

১৩. পূর্বোক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬৭

১৪. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gvKvjv‡Z mjvqgvb (প্রথম খণ্ড), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬), পৃ. ২৫৩

১৫. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, nvqv‡Z mjvqgvb, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫

১৬. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, kvhviv‡Z mjvqgvbx (২য় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬

১৭. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, kvhviv‡Z mjvqgvbx (তৃতীয় খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে দারুল মুসান্নিফীন, ১৯৬২), পৃ. ২০৯
১৮. ড. জামশেদ আহমদ নাদবী, Bkwiqv gvÛAwid, (পাটনা : খোদা বখশ অরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি, প্রকাশ ১৯৭৮), পৃ. ১৫২
১৯. মাসিক gvÛAwid, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, জুলাই, ১৯১৬), পৃ. ৯২
২০. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আল আ'যমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

২১. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, nvqv‡Z mjvqgvb, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, নতুন এডিশন ২০১১), পৃ. ৩৪৫
২২. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, kvhviv‡Z mjvqgvbx (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৫১-১৫২
২৩. মাসিক gvÛAwid, (আযমগড়: দারুল মুসান্নিফীন, নভেম্বর, ১৯৩২), পৃ. ৩৩০-৩৩১
২৪. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আল আ'যমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২-৭৩
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪
২৮. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
২৯. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আল আ'যমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮
৩০. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Zvix‡L Avi‘j KiAvb (১ম খণ্ড), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, প্রকাশ ২০১১), পৃ. ৪
৩১. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৮
৩২. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Avie Iqv wn›‘ †K ZvqvjøKvZ, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, প্রকাশ ১৯৭৭), পৃ. ১
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪
৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭
৩৬. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮
৩৭. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, nvqv‡Z mjvqgvb, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯
৩৮. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Avi‡ev Kx Rvnvhivbx, আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, নতুন এডিশন, ২০১৪), পৃ. ২
৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯
৪১. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আল আ'যমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

৪২. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gvKvj v‡Z mj vqgvb পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪
৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯-১১১
৪৭. মাসিক gvÛAvwid, সংখ্যা ডিসেম্বর, ১৯২০ ও অক্টোবর, ১৯২১
৪৮. পূর্বোক্ত, সংখ্যা আগস্ট, ১৯৩৩ ও ডিসেম্বর, ১৯৩৭
৪৯. পূর্বোক্ত, সংখ্যা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫
৫০. পূর্বোক্ত, সংখ্যা মার্চ, ১৯৪৪ ও gvKvj v‡Z mj vqgvb (১ম খণ্ড), পৃ. ৩৩৫-৩৭৩
৫১. পূর্বোক্ত, সংখ্যা এপ্রিল, ১৯৫১
৫২. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪
৫৩. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আল আ'যমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১
৫৪. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gvKvj v‡Z mj vqgvb (২য় খণ্ড), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, প্রকাশ ১৯৯৭), পৃ. ২
৫৫. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, nvqv‡Z mj vqgvb, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৩
৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২
৫৭. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আল আ'যমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-১৯

তৃতীয় অধ্যায়
জীবনী সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান

উর্দু জীবনী সাহিত্য

উর্দু সাহিত্যের গদ্য শাখায় উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, রম্যরচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদির মতো একটি প্রকার হলো সাওয়ানেহে উমরী (سوانح عمری) বা জীবনী সাহিত্য। ব্যক্তি জীবনী রচনাও যে সাহিত্যের একটা ভালো মানের অংশ এটা সর্বজন স্বীকৃত। তবে জীবনী সাহিত্য কাকে বলে এ নিয়ে অনেকেই সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন। প্রখ্যাত ইংরেজী সাহিত্যিক কার্লাইলের মতে– "মানুষের জীবনই জীবনী সাহিত্য।" অনেকে বলেছেন– "মানুষের ইতিহাসই হলো জীবনী সাহিত্য।"[১]

আবার কেউ কেউ বলেছেন–

> سوانح عمری تاریخ کی وہ شکل ہے جو انسانی نسلوں اور گروہوں سے نہیں بلکہ افراد سے متعلق ہے۔[২]

> অর্থাৎ, জীবনী সাহিত্য হলো ইতিহাসের এমন একটা রূপ, যা মানববংশ ও মানবগোত্রের সাথে নয়; বরং ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে।

আবার কারো কারো মতে– "মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চিন্তা ও কর্মের বর্ণনাই হলো জীবনী সাহিত্য।"

তবে সাওয়ানেহে উমরী (سوانح عمری) বা জীবনী সাহিত্য সম্পর্কে সহজ ও সুন্দর বক্তব্য হলো–

> سوانح عمری بطور ایک ادبی صنف کے افراد کی زندگی کی تاریخ ہے۔[৩]

> অর্থাৎ, জীবনী সাহিত্য হলো সাহিত্যের একটি প্রকার যাতে ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস তুলে ধরা হয়।

উর্দু জীবনী সাহিত্য আজ অনেক জনপ্রিয়। সাহিত্যিকরা তাঁদের অন্যান্য সাহিত্য কর্মের পাশাপাশি জীবনী সাহিত্যে কাজ করে খ্যাতি কুড়িয়েছেন। অনেক সাহিত্যিকের খ্যাতির পিছনে জীবনী সাহিত্য রচনা অধিক ভূমিকা রেখেছে। তাঁরা অমর হয়ে আছেন শুধুমাত্র জীবনীগ্রন্থ রচনার মাধ্যমে। উর্দু ভাষায় জীবনী সাহিত্যের অবস্থান তুলে ধরতে গিয়ে গবেষক ড. সায়্যিদ শাহ আলী লিখেন–

> ایک اور شرف جو اردو سوانح نگاری کو حاصل ہے کہ اردو کےبہترین ادیبوں اور نثرنگاروں نے اس پر طبع آزمائی ہے۔ اور یہ سوانح عمریاں نہ صرف ان کی بہترین تصانیف قرار دی جاسکتی ہیں بلکہ اردو کے بہتر شاہپاروں میں شمار ہوتی ہیں۔ اگر ان سوانحی تصانیف کو اردو ادب سے خارج سمجھا جائے تو شاید اسکا سرمایہ ایسا وقیع نہ رہے کہ اسے ہندوستان کی دیگر زبانوں پر ترجیح دی جائے۔[৪]

> অনুবাদ: উর্দু জীবনী সাহিত্যের আরেকটি অর্জিত মর্যাদা হলো, উর্দু সাহিত্যের ভালো ভালো সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক এ বিষয়ে কাজ করেছেন। আর এ জীবনী সাহিত্য শুধু তাঁদের শ্রেষ্ঠ কর্ম নয়; বরং উর্দু সাহিত্যের

> শ্রেষ্ঠ কর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। যদি এসব জীবনী লেখাগুলো উর্দু সাহিত্য থেকে বাহিরে মনে করা হয়, তাহলে মনে হয় উর্দুর সম্ভার এই মানের থাকবে না যে, একে ভারতীয় অন্যান্য ভাষার উপর প্রাধান্য দেয়া যায়।

এছাড়াও উর্দুর কোন বড় মাপের কবি বা সাহিত্যিক এমন কমই আছেন যাঁরা এ শাখায় কোন অবদান রাখেননি। মীর তকী মীর, মাসহাফী, মীর হাসান, রঙ্গীন, শিফতা, স্যার সৈয়্যদ, মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ, আলতাফ হোসাইন হালী, শিবলী নু'মানী, ডেপুটি নযীর আহমদ, শারার, প্রেমচাঁদ, রাশিদুল খায়রী, মৌলভী আব্দুল হক, আবুল কালাম আযাদ, আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীসহ এমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি নেই যাঁরা এ শাখায় কাজ করেননি।

জীবনী সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান

উর্দু জীবনী সাহিত্যে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদবী। তিনি জীবনের জন্য সাহিত্য রচনা করেছেন। যাঁরা জীবনকে জয়ী করতে পেরেছেন তাঁদের নিয়ে তিনি একে একে রচনা করেছেন জীবনী সাহিত্য। তাঁর খ্যাতির পিছনে অন্যতম একটি দিক হলো জীবনী সাহিত্য রচনা করা। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা., নবীপত্নী হযরত আয়েশা রা., হযরত ইমাম মালিক র., ওমর খায়্যাম, আল্লামা শিবলী নু'মানীসহ সমসাময়ীক ১৩৫ জন বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গের জীবন চরিত ও জীবনের বিভিন্ন কৃতিত্ব ও অবদান তুলে ধরেন তাঁর রচনায়। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ছয়টি গ্রন্থই জীবনীমূলক। তিনি জীবনীসাহিত্যমূলক যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তা নিম্নরূপ:

১. nvqv‡Z Bgvg gvwjK i. (حیات امام مالکؒ)
২. mxiv‡Z Av‡qkv iv. (سیرت عائشہ ؓ)
৩. mxivZbex mv. (سیرۃ النبیؐ)
৪. Lvq¨vg (خیام)
৫. nvqv‡Z wkejx (حیات شبلی)
৬. Bqv‡' id‡ZMv (یاد رفتگاں)

তাঁর এসব গ্রন্থ সম্পর্কে নিম্নে তত্ত্বপূর্ণ একটি আলোচনা তুলে ধরা হলো।

১. nvqv‡Z Bgvg gwjK i. (حیات امام مالکؒ)

সমগ্র ইসলামী বিশ্ব যে চারটি ফিকহী মাযহাব তথা ইসলামী আইনগত মতবাদ এর উপর প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে ইমাম মালিক র.-এর মাযহাব অন্যতম একটি মাযহাব, যা "মালিকী মাযহাব" নামে পরিচিত। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী তাঁর nvqv‡Z Bgvg gwjK i. নামক গ্রন্থে ইমাম মালিক র.-এর জীবনী ও ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অবদানসমূহ তুলে ধরেন। মূলত ইমাম মালিক র.-এর জীবনীর উপর আলাদা কোনো গ্রন্থ রচনা করা সায়্যিদ সুলায়মানের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি দারুন নাদওয়ার ছাত্র থাকাকালে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার মাসিক Avb-bv' Iqv পত্রিকায় লেখা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ১৯০৭ সালে 'হায়াতে ইমাম মালিক র.' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধটি Avb-bv' Iqv পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে তিনি প্রবন্ধটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এর মাঝে আরো কিছু তথ্য সংযোজন করেন এবং দারুল মুসান্নিফীনের প্রারম্ভকালে আগস্ট ১৯১৭ সালে একটি আলাদা গ্রন্থ হিসেবে প্রথম প্রকাশ করেন।[৫]

জীবনীসাহিত্য হিসেবে গ্রন্থটি অনন্য ও অসাধারণ। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী কয়েকটি উদ্দেশ্য কে সামনে রেখে গ্রন্থটি রচনা শুরু করেন। প্রথমত ইসলামের আকাবীর তথা পূর্বসূরিদের জীবনী রচনার মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানের ইতিহাস রচনা করা। দ্বিতীয়ত ইমাম আবু হানিফা র. ও ইমাম শাফেয়ী র.-এর জীবনী উর্দুতে লিখা হয়েছে; কিন্তু ইমাম মালিক র. সম্পর্কে উর্দুতে একটি অক্ষরও লিখা হয়নি। অথচ তিনি ছিলেন মদীনা শরীফের প্রখ্যাত ফিকাহ্বিদ, দারুল হিজরার ইমাম এবং ইলমে হাদীসের প্রথম নিয়মতান্ত্রিক সংকলক। তৃতীয়ত ইমাম মালিক র. ও তাঁর হাদীসগ্রন্থ gAvËv-B-Bgvg gwjK-এর প্রতি সায়্যিদ সুলায়মানের ছিল অগাধ বিশ্বাস, যা এ গ্রন্থ রচনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে সায়্যিদ সুলায়মান লিখেন:

> مجھ کو علم حدیث کی ابتدائے طلب سے امام موصوف اور ان کی مؤطا سے بدرجۂ غایت عقیدت رہی ہے۔ اسی کا اثر تھا کہ جس نے مجھے اس فرض کے انجام دینے پر آمادہ کیا۔[৬]

> অর্থাৎ, ইলমে হাদীসের প্রাথমিক অধ্যবসায় থেকে ইমাম মালিক র. ও তাঁর মুআত্তা সম্পর্কে আমি সীমাহীন আস্থা ও বিশ্বাস পোষণ করে আসছি। আর এর প্রভাবই আমাকে এ কাজ সম্পাদনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।

ইমাম মালিক র.-এর জীবনী জানার ক্ষেত্রে এবং তৎসময়কার বিভিন্ন মাসআলা জানার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি অতি চমৎকার। সায়্যিদ সুলায়মান গ্রন্থটি ছাত্রজমানায় লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু অনেক তথ্য তালাশের মাধ্যমে। তিনি গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে ২৮ টি গ্রন্থ উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর এতেই প্রমাণিত হয় যে, ছাত্রজমানা থেকেই যেকোন বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর চেষ্টা-প্রচেষ্টা, তথ্যানুসন্ধান ও সাধনা করার অভ্যাস ছিল। তিনি এ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে যে ২৮টি গ্রন্থ উৎস হিসেবে নিয়েছেন, সেগুলো হলো:

১. Avj-BmvevZ dx Zgqxwhm mvnvevn (الاصابۃ فی تمییز الصحابہ)
২. ZvhCbj gvgwjK (সুয়ূতী) (تزیین الممالک، سیوطی)
৩. Zvix‡L Be‡b Lwjøvb (تاریخ ابن خلکان)
৪. AvmôAvdj geZv we wiRwjj gAvËv (সুয়ূতী) (اسعاف المبطا برجال المئوطا، سیوطی)
৫. ZvhwKivZj nddvh (যেহনী) (تذکرۃ الحفاظ،ذہبی)
৬. wKZvej Avbmve (সাম'আনী) (کتاب الانساب سمعانی)
৭. ZevKvZ Bewb mvô' (طبقات ابن سعد)
৮. RwgD eqvwbj Bjg (ইবনু আব্দিল বার)(جامع بیان العلم، ابن عبد البر)
৯. wKZvej ôBjvj (তিরমিযী) (کتاب العلل، ترمذی)
১০. emZvbj gnvwÏmxb (শাহ আব্দুল আযীয) (بستان المحدثین، شاہ عبدالعزیز)
১১. ZvIqvwjZ ZvQxQ we gvbvwKwe Bewb B'ixm (توالی التاسیس بمناقب ابن ادریس)
১২. gvbvwKe gvwjK Bewb mD' Avj-hvIqv'x (مناقب مالک ابن سعود الزوادی)
১৩. ZvKixeZ Zvnhxe (تقریب التہذیب)
১৪. LZx‡e evM'v'x (خطیب بغدادی)
১৫. gmbv' Bgvg Ave nvwbdv (مسند امام ابو حنیفہ)
১৬. 'vi KZbx (دار قطنی)
১৭. wKZveh hvewqn (বদরুদ্দীন যারাকশী) (کتاب الذبائح، بدر الدین زرکشی)
১৮. gKvÏvgvn Beb Qjvn (مقدمہ ابن صلاح)
১৯. gKvÏvgvn BôjvgjgwKCb (ইবনু হাযাম উনদুলুসী) (مقدمہ اعلام الموقعین، ابن حزم اندلسی)
২০. Avj-AvLeviæZ ZvIqvj (আবু হানিফা দিননুরী) (الاخبار الطّوال، ابو حنیفہ دینوری)
২১. wKZvej AvLevi (کتاب الاخبار)

২২. wKZve j ÔBei (ইবনু খালদুন) (كتاب العبر ابن خلدون)
২৩. wKZve j wdnwimZ (ইবনু নাদীম) (كتاب الفہرست ابن نديم)
২৪. gvivÔAvZj AvIivK (ইবনু হাজার) (مرات الاوراق ابن حجر)
২৫. ZvevKvZ mvevKx (طبقات سبکی)
২৬. gvivÔAvZj wRbvb (ইয়াফিয়ী) (مراة الجنان يافعی)
২৭. Kvkdh hbb (كشف الظنون)
২৮. Zvnhxej Kvgvj (تہذیب الکمال) ।[৭]

১২০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য ইমাম মালিক র.-এর জীবনীমূলক এ গ্রন্থটির শুরুতে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী একটি ভূমিকা লিখেন। এরপর ইমাম মালিক র.-এর জন্ম, বংশ পরিচয়, শিক্ষা জীবন, তাঁর উস্তাদদের কথা, মদীনা শরীফের তাবেয়ীদের কথা এবং তৎসময়ের বিভিন্ন ইমামদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর বর্ণনা থেকে ইমাম মালিক র.-এর বংশ পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় যে, ইমাম মালিকের পরদাদা আবু আমের রা. ছিলেন একজন সাহাবী, দাদা মালিক বিন আবী আমের ছিলেন একজন সম্মানিত তাবেয়ী এবং পিতা হযরত আনাছ ছিলেন তৎসময়ের নামকরা একজন আলিম। ইমাম মালিক র.-এর বংশধর ইয়ামান থেকে মদীনায় এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন এবং এখানেই ইমাম মালিক র. ৯৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়সে ইমাম আবু হানিফা র. থেকে ১৩ বছরের ছোট। তিনি মদীনার বিভিন্ন ফকীহ ছাহাবী, তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ী থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি যাঁদের থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করার পর সায়্যিদ সুলায়মান লিখেন–

> امام صاحب نے ان میں سے اکثر سے استفادہ کیا۔ اس طرح مدینہ کا جو علم متفرق سینوں میں پراگندہ تھا وہ اب صرف ایک سینہ میں مجتمع ہو گیا۔ اس لئے امام دارالہجرہ ان کا لقب ہوا۔[৮]
>
> অর্থাৎ, ইমাম মালিক র. তাঁদের অধিকাংশ থেকেই জ্ঞানার্জন করে উপকৃত হয়েছেন। এমনিভাবে মদীনার জ্ঞান যে বিভিন্ন জনের বক্ষে বিক্ষিপ্ত ছিল, তা এখন শুধু একজনের বক্ষে একত্রিত হয়ে গেল। এজন্যে তাঁর উপাধী হয়েছে ‘ইমামু দারিল হিজরাহ’।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ইমাম মালিক র.-এর শিক্ষকতা, ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক এবং তাঁর ক্লাশের অবস্থা তুলে ধরেন গ্রন্থের ৪২-৫২ পৃষ্ঠায়। সায়্যিদ সুলায়মানের বর্ণনা থেকে জানা

যায় যে, ইমাম মালিকের দরসে (ক্লাশে) বিশিষ্ট্যজন ও সাধারণ লোক সকলের সমান উপস্থিতি ছিল অবাধে। তৎকালীন রাজা-বাদশাহ থেকে শুরু করে ইসলামী খিলাফতের খলীফা, তাবেয়ীন, শায়খ, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, সুফিয়ায়ে কিরাম, কবি-সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, দার্শনিক, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরসহ বিভিন্নজন তাঁর ক্লাশে উপস্থিত থাকতেন। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও খলিফা হারুনুর রশীদ-এর মত বিশেষ ব্যক্তিও তাঁর ক্লাশে উপস্থিত থেকে ধন্য হয়েছেন। তাঁর ক্লাশে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। একবার খলিফা হারুনুর রশীদ ইচ্ছাপোষণ করেন যে, ইমাম মালিক র. তাঁর দরবারে গিয়ে মুআত্তা শুনিয়ে আসুন। ইমাম মালিক র. উত্তরে বলেন– "علم کے پاس لوگ آتے ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں جاتا" (জ্ঞানের নিকট মানুষ আসে, মানুষের নিকট জ্ঞান যায় না)। শেষপর্যন্ত খলিফা হারুনুর রশীদ এত সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং ইমাম মালিক র.-এর ক্লাশে উপস্থিত হয়েছেন। ইমাম মালিক র.-এর ক্লাশের এ অবস্থা সুলায়মান নাদবী বর্ণনা করেন এভাবে–

> خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا تو فرمایا کہ" علم کے پاس لوگ آتے ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں جاتا"۔ اور آخر ہارون رشید کو بایں ہمہ جاہ و جلال خود امام کی مجلس میں حاضر ہونا پڑا۔ مجلس میں عام و خاص کی تمیز نہ تھی۔ ہارون نے جب درس کی شرکت کا ارادہ کیا تو کہا کہ عام لوگوں کو باہر کر دیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ "شخصی منفعت کے لئے عام افادہ کا خون نہیں کیا جا سکتا"۔[৯]

> অনুবাদ: খলিফা হারুনুর রশীদ (ইমাম মালিক তাঁর দরবারে গিয়ে মুআত্তা না শোনানোর কারণ) জিজ্ঞেস করলে, ইমাম মালিক র. উত্তরে বলেন– "জ্ঞানের নিকট মানুষ আসে, মানুষের নিকট জ্ঞান যায় না।" শেষপর্যন্ত খলিফা হারুনুর রশীদকে এত সম্মানিত ক্ষমতাসম্পন্ন বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং ইমাম মালিক র.-এর দরসে উপস্থিত হতে হয়েছে। তাঁর দরসে সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তির মাঝে কোনো পার্থক্য ছিল না। খলিফা হারুনুর রশীদ যখন তাঁর দরসে অংশগ্রহনের ইচ্ছাপোষণ করেন, তখন দরস থেকে সাধারণ লোকদেরকে বের করে দেওয়ার কথা বললে, ইমাম মালিক র. বলেন– "ব্যক্তি বিশেষের লাভের জন্য সর্বসাধারণের উপকারকে জলাঞ্জলি দেয়া যাবে না।"

এমনিভাবে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ইমাম মালিক র.-এর ফিক্হী তথা ইসলামী আইন বিষয়ে বিভিন্ন মাসআলার ফাতওয়া ও সমাধান প্রদান বিষয়টি আলোচনা করেন গ্রন্থের ৫৩-৬২ পৃষ্ঠায়। পাশাপাশি রাসূল সা.-এর যুগ থেকে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয র.-এর যুগ পর্যন্ত ফিকাহ্র উদ্ভাবনের একটি চিত্র সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেন। ইমাম মালিক র. বিভিন্ন মাসআলার ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে যে নিয়ম অনুসরণ করতেন, সায়্যিদ সুলায়মান সে বিষয়গুলোর উপরও আলোকপাত করেন অত্র অংশে। ইমাম মালিক র.-এর ফাতওয়া প্রদানের বিষয়টি সুলায়মান নাদবী লিখেন এভাবে–

> امام مالکؒ کے فقہ و فتاویٰ کی بنیاد فقہ مدینہ پر ہے۔ ان کے پاس مدینہ، حجاز، بلکہ اطراف ملک کے سائلین کا ازدحام ہوتا تھا۔ موسم حج میں تمام علما ءسمٹ سمٹ کر حرم مکہ میں جمع ہو جاتے تھے تو حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ امام مالکؒ اور ابن ابی ذئب کے سوا اور کوئی فتاویٰ نہ دے۔[১০]

> অনুবাদ: ইমাম মালিক র.-এর ফিকাহশাস্ত্র ও বিভিন্ন মাসআলার ফাতওয়া প্রদানের উৎস হলো ফিক্হে মদীনা। তাঁর নিকট মদীনা, হিজায ও আশপাশের রাজ্যের জিজ্ঞাসু লোকদের সবসময় ভিড় লেগে থাকতো। এমনকি হজ্জের মৌসুমে যখন অনেক আলিম দলে দলে মক্কার হেরেম শরিফে একত্রিত হতো, তখন সরকারিভাবে ঘোষনা করা হতো যে, ইমাম মালিক র. ও ইবনে আবী যিইব ব্যতিত অন্য কেউ যেন ফাতওয়া প্রদান না করে।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী গ্রন্থের ৬৩-৭৯ পৃষ্ঠায় ইমাম মালিক র.-এর সাধারণ জীবন-যাপনের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি খিলাফতে আব্বাসীয়া, বাদশাহ মনসুর, বাদশাহ হারুনুর রশীদ প্রমুখের সাথে ইমাম মালিক র.-এর সম্পর্ক বিষয়টি আলোচনা করেন। গ্রন্থের ৮০-৯০ পৃষ্ঠায় ইমাম মালিক র.-এর চরিত্র, অভ্যাস ও নিজস্ব নিয়মনীতি সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি তাঁর মৃত্যুর কথা, জানাযা ও শোকগীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। গ্রন্থের একেবারে শেষভাগে ৯১-১২০ পৃষ্ঠার মধ্যে ইমাম মালিক র. রচিত গ্রন্থাবলী ও তাঁর মুআত্তা সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি একটি খাতেমা বা পরিশিষ্টের মাধ্যমে গ্রন্থের ইতি টানেন। ইমাম মালিক র.-এর মুআত্তা লেখার উৎস, সময়কাল, নামকরণ, এর প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলো অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি gmbv‡‘ Avex nwbdv (مسند ابی حنیفہ), gmbv‡‘ kv‡dqx (مسند شافعی),

gmbv‡‘ Be‡b nv¤j (مسند ابن حنبل)-এর সাথে gAvËv-B-Bgvg gwjK (موطاء امام مالک)-এর তুলনা পূর্বক এর বিশেষত্বগুলো তুলে ধরেন। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর বর্ণনা মতে ইমাম মালেক র. কর্তৃক নিম্নবর্ণিত গ্রন্থাবলী রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন:

১. gAvËv (موطاء)
২. wimvjvZ gwjK Bjvi ikx‘ (رسالہ مالک الی الرشید)
৩. AvnKvgj KiAvb (احکام القرآن)
৪. Avj gv‘xbvZj Keiv (المدینۃ الکبریٰ)
৫. wimvjvn gwjK Bjv Bewb wgZivd (رسالہ مالک الی ابن مطراف)
৬. wimvjvn gwjK Bjv Bewb hvnve (رسالہ مالک الی ابن ذہب)
৭. wKZvej AvKwRqvn (کتاب الاقضیہ)
৮. wKZvej gvbv‡mK (کتاب المناسک)
৯. Zvdmxiæ Mvixwej KiAvb (تفسیر غریب القرآن)
১০. wKZvej gvRwjm ÔAvb gwjK (کتاب المجالس عن مالک)
১১. Zvdmxiæj KiAvb (تفسیرالقرآن)
১২. wKZvej gvmwqj (کتاب المسائل)।[১১]

মোটকথা ইমাম মালিক র. সম্পর্কিত এ গ্রন্থটি উর্দু সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ এবং সুলায়মান নাদবীর লিখিতও প্রথম গ্রন্থ। তথাপি জীবনীসাহিত্য হিসেবে গ্রন্থটি এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। গ্রন্থটিতে ইমাম মালিক র.-এর জীবনী ছাড়াও তাঁর গ্রন্থাবলী, মদীনার তাবেয়ীদের অবস্থা, হিজাযের ফকীহ ইমামদের অবস্থা, ইলমে হাদীসের প্রাথমিক ইতিহাস এবং হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনে কিরামের অক্লান্ত পরিশ্রম ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি ইমাম মালিক র.-এর দরস্ বা শিক্ষাদান পদ্ধতি, ছাত্র পরিচিতি, ফাতওয়া প্রদান এবং তাঁর gqvËv-B-gwjK সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এককথায় গ্রন্থটি ইমাম মালিক র. সম্পর্কে জানার জন্য এবং তৎসময়ের ফিক্হ ও ইলমে হাদীসের ইমামদের সম্পর্কে জানার জন্য একটি মাইলফলক। গ্রন্থটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে ড. হামিদুল্লাহ বলেন–

یہ کتاب لکھے ہوئے تقریباً ۷۸ برس ہو گئے لیکن یہ اب بھی مفید معلومات کا ماخذ ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس سے بہتر کتاب لکھنے کی کوشش کرےگا تو وہ اسی کے ایجاز کا اطناب ہوگا۔[১২]

অনুবাদ: এ গ্রন্থটি লিখা হয়েছে প্রায় ৭৮ বছর হলো, কিন্তু গ্রন্থটি আজও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের উৎসগিরি হয়ে আছে। যদি কেউ (ইমাম মালিক র. সম্পর্কে) এ গ্রন্থ থেকে উত্তম গ্রন্থ লেখার চেষ্টা করে, তাহলে তা হবে এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের বিস্তারিত ব্যাখ্যা মাত্র।

২. mxiv‡Z Av‡qkv iv. (سیرت عائشہ ؓ)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর জীবনীমূলক গ্রন্থ হলো mxiv‡Z Av‡qkv। আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত এ গ্রন্থটি একটি অসাধারণ ও অতুলনীয় জীবনীগ্রন্থ। এই জীবনীগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তিনি কোনো ইতিহাস কিংবা অন্য কোনো উৎসগ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করেননি। আগাগোড়া এই অমূল্য রচনার ক্ষেত্রে উৎস হিসেবে তাঁকে অনুসন্ধান চালাতে হয়েছে হাদীস ভাণ্ডারের মহাসমুদ্র। এ জীবনীগ্রন্থের প্রতিটি তথ্যকে তিনি দলীল-প্রমাণ ও উদ্ধৃতির অলঙ্কার দিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে তুলেছেন যে, পাঠক এটা পড়ে আস্থাশীল ও মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না।

সায়্যিদ সুলায়মান কর্তৃক উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর এ জীবনীগ্রন্থ নবী-পরিবারের এক অসামান্য খিদমত। তিনি এর সূচনা করেন ছাত্র জীবনের শেষ বছরে, এপ্রিল ১৯০৬, যখন তিনি ছিলেন মাসিক Avb-bv' Iqv পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। সম্মানিত উস্তাদ মাওলানা শিবলী নু'মানীর উৎসাহে ও পরামর্শে তিনি এ কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন–

"মনে যখন সর্বপ্রথম mxiv‡Z Av‡qkv iv. রচনার ভাবনা উদয় হয়, আমি তখন Avb-bv' Iqv-এর সহকারী সম্পাদক। সেটা ছিল আমার ছাত্র জীবনের শেষ বর্ষ। পত্র মারফত বিষয়টি উস্তাদ মরহুমকে জানাই। তিনি উৎসাহ দেন এবং গ্রন্থপঞ্জি বলে দেন।"[১৩]

সায়্যিদ সুলায়মান ১৯১৪ সালে পুনায় অবস্থানকালে আল্লামা শিবলী নু'মানী বিভিন্ন পত্র মারফত তাঁকে mxiv‡Z Av‡qkv iv. (سیرت عائشہ ؓ) রচনার কাজ সম্পন্ন করার প্রতি তাগীদ দেন। শিবলী নু'মানী ৩০ জুন ১৯১৪ সালে সায়্যিদ সুলায়মানকে একটি পত্রে লিখেন:

"آج بھوپال سے خط آیا ہے، حضرت عائشہ کی سوانح کا بڑا تقاضا ہے۔ یعنی جلد تیار کر دو، تم ایک مدت سے اس میں مصروف ہو، استدراک علی الصحابہ کا انتظار تھا، وہ میں نے تم کو دے دی ہے، ہاں اس کو مولوی شیر علی کے پاس فوراً بھیج دو۔ اب کیا انتظار ہے، مفصل جواب لکھو۔"[১৪]

অনুবাদ: আজ ভুপাল থেকে একটি চিঠি এসেছে। সেখানে হযরত আয়েশা রা. এর জীবনীগ্রন্থের বড়ই প্রয়োজন। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি রচনা সম্পন্ন করে দাও। তুমি অনেক দিন যাবত এ রচনার কাজে লিপ্ত আছ। তবে তুমি B¯Í'ivK Avj vQ Qvnvevn গ্রন্থের অপেক্ষায় ছিলে, তা আমি তোমার নিকট পাঠিয়ে দিলাম। তবে হাঁ! এ গ্রন্থটি মৌলভী শের আলীর নিকট তারাতারি পাঠিয়ে দিও। এখন আর কোন গ্রন্থের প্রয়োজন, বিস্তারিত উত্তর লিখো।

এভাবে সায়্যিদ সুলায়মানকে স্বীয় উস্তাদ আল্লামা শিবলী নু'মানী এ গ্রন্থ সমাপ্ত করার প্রতি বারবার তাগীদ দেন। পাশাপাশি তাঁর বন্ধুমহলের তাগীদ ও অব্যাহত ছিল। এরই প্রেক্ষিতে এপ্রিল ১৯০৮ mxiv‡Z Av‡qkv iv. এর কিছু অংশ রচনা করে Avb-bv' Iqv পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু অন্যান্য কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় এর কাজে কিছুকালের জন্য বিরতি পড়ে যায়। অবশেষে ১৯২০ সালে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয় এবং প্রথমবারের মতো আলোর মুখ দেখে। তখন সায়্যিদ সুলায়মান খিলাফত প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডনপ্রবাসী। অবশ্য গ্রন্থটি পরে তৃতীয় মুদ্রণের সময় মূল বক্তব্য, সূত্র ও উদ্ধৃতি এবং তথ্য-উপাত্তের পরিমার্জনসহ অনেক অমূল্য তত্ত্বের মত বিশেষ কিছু বিষয়ের সংযোজনও করা হয়। পরিশেষে বক্ষমান গ্রন্থে ইমাম আল্লামা সুয়ূতী র.-এর রিসালাহ AvBbj Bmvevn (عین الاصابہ) গ্রন্থখানি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যাতে হযরত আয়েশা রা. সম্পর্কিত এ-দুর্লভ রচনাটি সর্বসাধারণের নাগালে এসে যায় এবং হাদীসে নববীরও সামান্য খিদমত হয়ে যায়।[১৫]

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রাথমিক অবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক ও দাম্পত্য জীবন, সতিনদের ছেলেমেয়ে ও সতিনদের প্রতি সদাচার, ইফ্ক তথা অপবাদের ঘটনা, সংস্কারমূলক কার্যক্রম, কুরআনে ব্যুৎপত্তি, মাসাইল-দক্ষতা, ইজতিহাদ-ক্ষমতা, হাদীসে নববীর অগাধ জ্ঞান, ফিক্হ ও কিয়াসে অসাধারণ প্রতিভা, চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শিতা, বক্তৃতা ও কাব্যে দক্ষতা, ফাতওয়া প্রদানে পারঙ্গমতা, জগতের নারী সমাজের প্রতি তাঁর অবদান ইত্যাদি উঠে এসেছে জীবনীসাহিত্য মূলক এ গ্রন্থে। এ-ছাড়াও এগ্রন্থে আরও

অনেক কিছু উঠে এসেছে অনিন্দ্যসুন্দর বিন্যাসে, গবেষণামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী কায়দায়; যার গুরুত্ব সে-যুগে এ-যুগে সমানভাবে অপরিসীম ও অতুলনীয়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার এই জীবনীগ্রন্থের আরও একটি অতুলনীয়তা হলো– হযরত আয়েশা রা.-এর বয়স কেন্দ্রিক লেখকের তাহকীক ও গবেষণা। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের মাঝে একমাত্র কুমারী হযরত আয়েশা রা.-এর ব্যাপারে সর্বসম্মত মত হল– "নবীজীর সঙ্গে বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর, আর রোখছতি তথা স্বামীর বাড়ীতে উঠিয়ে নেয়ার সময় ছিল নয় বছর।" বয়সের এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে ইসলামের দুশমনরা তো বটেই এমনকি তথাকথিত কতিপয় ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তিরও পদস্খলন ঘটে গেছে। উম্মুল মু'মিনীনের বয়স নিয়ে তারা নানারকম অবাঞ্চিত ও কটুক্তি করেছেন এবং এর উত্তরে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন। আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ-বিষয়টিকে বিশেষভাবে আলোচনায় এনেছেন এবং এ নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে যত আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে এবং হতে পারে, বলিষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে তার নিরসন করেছেন। পক্ষ-বিপক্ষের সকল বক্তব্যের এমন চমৎকার সমাধান দিয়েছেন যে, নির্মোহ পাঠক তাঁর রচনাশৈলীর ভুয়সী প্রসংশা করতে বাধ্য হবেন। তিনি এ বিষয়টি 'হযরত আয়েশা রা. কী উমর পর তাহকীকী নযর' (حضرت عائشہؓ کی عمر پر تحقیقی نظر) শিরোনামে গ্রন্থের শেষে জুড়ে দেন। সায়্যিদ সুলায়মান এ বিষয়ে গ্রন্থের শেষে যা লিখেন, তার অনুবাদ নিম্নরূপ:

> "সবশেষে সহীহ বুখারী (পৃষ্ঠা-৫৫১), সহীহ মুসলিম (কিতাবুন নিকাহ) ও সুনানে দারিমী (পৃষ্ঠা-২৯৩)-এর বর্ণনার আলোকে হযরত আয়েশা রা.-এর ভাষ্যে তাঁর নব দুলহান হিসেবে প্রথমবার স্বামীর বাড়ীতে গমনের অনুষ্ঠান পর্ব এর পুরো চিত্রটি তুলে ধরে আলোচনার ইতি টানতে চাইছি। হযরত আয়েশা রা. বলেন– "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যখন বিবাহ করেছেন তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। আর আমার অভিবাবক যখন আমাকে রাসূল সা.-এর কাছে সোপর্দ করলেন তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।" শুধু কি তাই? রোখসতীর সময় তাঁর বয়স যে নয় বছর ছিল, সে ব্যাপারে তিনি এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে, আরব মেয়েদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সীমানাও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন– নয় বছর। তিনি বলেন– "মেয়ে যখন নয় বছরে উপনীত হয়, তখন সে

> পূর্ণাঙ্গ নারী হয়ে যায়" (কিতাবুন নিকাহ, তিরমিযী)। এত কিছুর পরও কি এ কথা বলা উচিৎ হবে যে, বিবাহের সময় হযরত আয়েশা রা.-এর বয়স ছিল বার-তের বছর অথবা ষোল-সতের বছর?"[১৬]

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত এ গ্রন্থটি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ৩১৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য গ্রন্থটিতে বিভিন্ন হাদীসের আলোকে হযরত আয়েশা রা.-এর জীবনে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনাবলী বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর চরিত্র মাধুরী, চাল-চলন ও অভ্যাসের বর্ণনা সহ তাঁর ইজতেহাদী জ্ঞানভাণ্ডারের বিস্তারিত আলোচনা অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে লেখা হয়েছে। গ্রন্থটির শুরুতে ১৩-১৮ পৃষ্ঠায় একটি ভূমিকা ও mxiv‡Z Av‡qkv iv.-এর গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। তার পরেই ১৯-৩৩ পৃষ্ঠায় হযরত আয়েশা রা.-এর নাম, জন্ম ও বংশ পরিচয় তথা জন্ম থেকে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত প্রাথমিক জীবন স্থান পেয়েছে। তাঁর তা'লীম তারবিয়াত তথা শিক্ষা-দীক্ষা, অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং তাঁর বৈবাহিক জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থের ৩৪-৬৬ পৃষ্ঠায়। সংসার জীবন, দাম্পত্য জীবন, সতীনদের প্রতি আচরণ, সতীনদের সন্তানদের সাথে আচরণ এবং স্বামীর প্রতি ভালবাসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে ৬৭-৮৪ পৃষ্ঠায়। হযরত আয়েশা রা.কে অপবাদ দিয়ে প্রচারিত একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো ইফকের ঘটনা। আলোচনায় বাদ পরেনি এ ঘটনাটিও। ঘটনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যবহুল আলোচনা রয়েছে গ্রন্থের ৮৫-১০৭ পৃষ্ঠায়। সুলায়মান নাদবী হযরত আয়েশা রা.-এর ইফ্কের ঘটনাটি বর্ণনা করেন এভাবে–

> ان کوششوں کی سب سے ذلیل مثال اِفک یعنی حضرت عائشہؓ پر تہمت لگانے کا واقعہ ہے۔ معلوم ہے کہ اس منافق گروہ کے سب سے بڑے دشمن حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ تھے۔ اس بنا پر حرم نبوّت اور بارگاہ خلافت کی شہزادیوں یعنی حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ کے بدنام کرنے میں ان کی ناکام کوششوں کا بڑا حصّہ صَرف ہوا جن کی متعدد مثالیں اوپر گزر چکی ہیں اور کچھ آگے آئیں گی۔[১৭]

> অনুবাদ: মুনাফিক শ্রেণীর সেই অপচেষ্টাগুলোর মধ্যে নিকৃষ্ট ও জঘন্যতম হল ইফক তথা হযরত আয়েশা রা.-এর নামে অপবাদ আরোপ। এটা সকলেরই জানা আছে যে, মুনাফিকদের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলেন হযরত আবূ বকর রা. ও হযরত ওমর রা.। আর এজন্যই মুনাফিকদের অপচেষ্টার

> সিংহভাগই ব্যয়িত হতো হযরত আয়েশা রা. ও হযরত হাফসা রা.-এর নামে কুৎসা রটনার মধ্যে। এ-ধরণের বিভিন্ন উদাহরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং কিছু বর্ণনা সামনে আসবে।

রাসূলুল্লাহ সা. এর ইন্তিকালের পর হযরত আয়েশা রা. মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিধবা হবার পর তাঁর জীবন কেমন কেটেছে তারও একটি চিত্র এঁকেছেন সুলায়মান নাদবী। রাসূলুল্লাহ সা. এর শেষ জীবনে অসুস্থ হয়ে পড়া, তাঁর ইন্তিকালের পর আয়েশা রা.-এর পিতা হযরত আবু বকর রা.-এর ইমামত এবং হযরত আয়েশা রা.-এর সাধারণ অবস্থা বর্ণনাসহ হযরত আবু বকর রা., হযরত ওমর রা., হযরত উসমান রা., হযরত আলী রা.-এর খিলাফতকালে হযরত আয়েশার অবস্থা ও বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে গ্রন্থের ১০৮-১২২ পৃষ্ঠায়। অতপর আলোচনা রয়েছে শিক্ষকতা, জ্ঞান ছড়ানো ও ইসলামের দাওয়াত সংক্রান্ত বিষয়টি। জংগে জামাল এর ঘটনা, হযরত মোয়াবিয়ার সময়কাল, ইয়াযিদের ঘটনা, হযরত ইমাম হাসান-হোসাইনের শহীদ হওয়ার ঘটনা এবং হযরত আয়েশা রা.-এর মৃত্যুর বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থের ১২৩-১৫৭ পৃষ্ঠার মধ্যে। অতপর আলোচনায় আনা হয়েছে হযরত আয়েশার চরিত্র ও অভ্যাসগত বিষয়টির বর্ণনা। আর তা আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থের ১৫৮-১৭৩ পৃষ্ঠায়। হযরত আয়েশা রা.-এর কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান ছিল অতুলনীয়। হাদীস বর্ণনার সংখ্যাধিক্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। আর এ বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে ১৭৪-২০৬ পৃষ্ঠায়। ইলমে ইজতিহাদ ও ইলমে হাদীস, ইলমে ফিক্‌হ ও ইলমে কিয়াস, ইলমে কালাম ও ইলমে আকায়িদ, ইলমে আসরারে দ্বীন তথা ধর্মীয় তাৎপর্যজ্ঞান এবং চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে হযরত আয়েশা রা.-এর অবদান তুলে ধরা হয়েছে ২০৭-২২৯ পৃষ্ঠায়। তাঁর ইতিহাস জ্ঞান, সাহিত্য, কবিতা, বক্তৃতা, অন্যান্য নারীদেরকে শিক্ষাদান এবং বিভিন্ন মাসআলার ফাতওয়া প্রদান এবং এসব বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতার বিষয়টি স্থান পেয়েছে গ্রন্থের ২৩০-২৮১ পৃষ্ঠায়। অবশেষে ২৮২-২৯৭ পৃষ্ঠায় নারী জাতির উপর হযরত আয়েশা রা.-এর অবদানসমূহ তুলে ধরার পাশাপাশি বিশ্ব নারী জগতে হযরত আয়েশা রা.-এর অবস্থান ও গুরুত্ব নির্ণয় করার মাধ্যমে গ্রন্থের ইতি টানা হয়েছে। তবে গ্রন্থটির শেষে হযরত আয়েশা রা. বর্ণিত অনেকগুলো হাদীসের সংকলন গ্রন্থ AvBbj BmvewZ wd gv BmZv‘ ivKvûm mwq¨‘vZ AwqkvZ Avjvm mvnvewZ (عين الاصابة فى ما استدركهُ السيدة عائشه على الصحابة) নামক রিসালাহ সংযোজন করা হয়েছে। মূলত রিসালাহটির লেখক হলেন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী র.। এ রিসালাহটির সম্পাদনা ও টীকা লেখার কাজ করেছেন সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী।[১৮]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত mxiv‡Z Av‡qkv iv. গ্রন্থটি জীবনীসাহিত্য বিচারে অনন্য ও অসাধারণ। জীবনীগ্রন্থ রচনার জন্য সাধারণত ইতিহাসগ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু এ গ্রন্থ যে-সময় ও সমাজকে কেন্দ্র করে রচিত, তার ইতিহাস শুধু হাদীসগ্রন্থেই সীমাবদ্ধ। কেননা এ সবই রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, উম্মাহাতুল মু'মিনীন ও সাহাবা কিরাম রা.-এর জীবনাদর্শের বাস্তবসম্মত ইতিহাস। তাই এ গ্রন্থের যাবতীয় তথ্য-উপাত্তের উৎস শুধুই হাদীসগ্রন্থ। হাদীসগ্রন্থগুলোর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে mnxn eLvix (صحيح بخارى), mnxn gmwjg (صحيح مسلم), Ave 'vD' (ابو داود) এবং gmbv‡' Bgvg Avngv' Be‡b nv¤j (مسند امام احمد ابن حنبل) থেকে তথ্য-উপাত্ত নেওয়া হয়েছে। মুসনাদ গ্রন্থগুলোতে হযরত আয়েশা রা. সম্পর্কে বর্ণনার অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাই জামে, মুসনাদ, সুনান তো আছেই; আরও অসংখ্য আসমাউর-রিজালগ্রন্থ যেমন– ইবনে সা'দের ZvevKvZ (طبقات), যাহাবির ZvhwKivZj ûddvh (تذكرة الحفّاظ, ইবনে হাজারের Zvnhxe (تهذيب) এবং dvZûj evix (فتح البارى)-সহ কাসতালানী, ইমাম নববী প্রমুখের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকেও তথ্য-উপাত্তের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। উৎসগ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিরল গ্রন্থ হল হাকীমের gmZv' ivK (مُستدرک) ও সুয়ূতীর AvBbj Bmvev (عين الاصابه)। ইমাম সুয়ূতীর AvBbj Bmvev একটি ছোট্ট রিসালাহ। এতে যে হাদীসগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতে তৎকালীন প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো হযরত আয়েশা রা. কতৃক খণ্ডিত হয়েছে। mxiv‡Z Av‡qkv iv. গ্রন্থের তথ্য-উপাত্তের উৎস প্রসঙ্গে সায়্যিদ সুলায়মান বলেন–

> "এ গ্রন্থ রচনার সময় হাদীসগ্রন্থগুলোর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে mnxn eLvix, mnxn gmwjg, Ave 'vD' এবং gmbv‡' Bgvg Avngv' Be‡b nv¤j সামনে ছিল। এ-অমূল্য গ্রন্থগুলোর এক-একটা অক্ষর আমি পড়েছি। বিদগ্ধমহল অবগত আছেন, হাদীসগ্রন্থগুলোতে– বিশেষত বুখারীতে তথ্য-উপাত্ত এতটাই বিক্ষিপ্ত যে, এগুলোকে খুঁজে খুঁজে একত্র করা পিঁপড়ের মুখে দানা সংগ্রহ করার মতোই। তবু অনবরত অধ্যয়নের কল্যাণে যেটুকু সম্ভব হয়েছে, নিবেদিত হল। লক্ষণীয় যে– একই ঘটনা হাদীসের একাধিক গ্রন্থে বা একই গ্রন্থের একাধিক অধ্যায়ে এসেছে। আমার যেখানে যে সূত্রটা সমীচীন মনে হয়েছে, দিয়েছি। সুতরাং ভুল বুঝার অবকাশ নেই যে, ওই-ঘটনা ওই-সূত্রেই সীমাবদ্ধ। এ-জন্যই পাঠকমহল অনেক ক্ষেত্রে একই ঘটনার একাধিক সূত্র পেয়ে থাকবেন।"[১৯]

উর্দু জীবনীসাহিত্যে সুলায়মান নাদবী রচিত mxiv‡Z Av‡qkv iv. নামক এ গ্রন্থটি অনেক গুরুত্বের দাবীদার। লেখক আয়েশা রা.-এর ব্যাপারে আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো পক্ষপাতিত্ব করেননি। জানা কোনো বিষয় গোপন করেননি। তাই একজন মুসলিম নারীর জীবনযাপন কেমন হওয়া উচিত তা জানার জন্য এ গ্রন্থটি একটি আয়না স্বরূপ। এ গ্রন্থের বিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করে এর বাংলা অনুবাদ করেছেন হাফেয মাওলানা শফিকুল ইসলাম। অত্যন্ত চমৎকার ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদটি করা হয়েছে, যা পড়লে যে কেউ মুগ্ধ হবেন। mxiv‡Z Av‡qkv iv. গ্রন্থটির গুরুত্ব বর্ণনা করে সায়্যিদ সুলায়মান নিজেই লিখেন–

> اردو کی نشائت جدید نے ہماری زبان میں جن تصنیفات کا ذخیرہ فراہم کیا ہے ان سے رجال اسلام کے کارنامے ایک حدتک منظر عام پر آگئے ہیں، لیکن محذرات اسلام کارہائے نمایاں اب تک پردہ خفا میں ہیں۔ سیرت عائشہؓ پہلی کوشش ہے جس کے ذریعہ سے اس صنف کے کارناموں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔[২০]

> অনুবাদ: উর্দু ভাষার নতুন বিপ্লব আমাদের ভাষার যে বিপুল রচনা সম্ভার সঞ্চয় করেছে তাতে ইসলামের পুরুষদের কীর্তি ও অবদান অনেকটাই মানুষ জানতে পেরেছে। কিন্তু পর্দানশীন ইসলামের নারীদের উজ্জ্বল অবদানসমূহ এখনও রয়ে গেছে পর্দার অন্তরালে। সীরাতে আয়েশাই প্রথম প্রয়াস, যার দ্বারা এই শ্রেণীর অবদান সমূহকে অবগুণ্ঠন মুক্ত করা হল।

গ্রন্থটি মুসলিম মা-বোনদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। এই পতনের যুগে মুসলিম জাতির অধঃপতনের যতগুলো কারণ রয়েছে তার বেশির ভাগই নারী। ঘরে-ঘরে প্রবৃত্তিপূজা, জড়পূজা, ইসলাম বিরোধী রসম-রেওয়াজ, শোক ও আনন্দের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যাপক অপচয় ইত্যাদি বর্বরযুগীয় ক্রিয়াকলাপ আমাদের সমাজ-সংসারে চালু রয়েছে শুধু এই কারণে যে, মুসলিম মা-বোনদের মন থেকে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও মূল্যবোধ বিদায় নিয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, কোন মুসলিম মহীয়সীর পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ তাদের সামনে নেই। তাই mxiv‡Z Av‡qkv iv. গ্রন্থটি এমন এক মহীয়সীর জীবনাদর্শ, যিনি ছিলেন মহানবী সা.-এর আদর্শ জীবনের আদর্শ সঙ্গিনী, যিনি নবীজীর একান্ত আন্তরিক সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন দীর্ঘ নয় বছর, যার পথনির্দেশের আলোকবর্তিকা স্বর্ণযুগের রমনীকূলকে আলো দিয়েছে প্রায় চল্লিশ বছর।

একজন মুসলিম নারীর জন্য mxiv‡Z Av‡qkv iv.-তে রয়েছে জীবনের সার্বিক দিক-নির্দেশনা। জীবনের সকল পরিবর্তন, উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি, সুখ-দুঃখ, বিবাহ-বিরহ, পিত্রালয়-শ্বশুরালয়, স্বামী-সতীন, রান্নাবান্না, সন্তানপালনসহ সংসার জীবনের হাসি-কান্না, আবেগ-অনুভূতি, অভিমান-অভিরোষ– এক কথায় জীবন ও জগতের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় আদর্শ অনুসরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে ভরপুর হযরত আয়েশা রা.-এর জীবনচরিত এ গ্রন্থটি। আর জ্ঞান-গুণ, ধর্ম-কর্ম ও চরিত্রমাধুরীর অনুপমতা বর্ণনা তো বলাই বাহুল্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে গ্রন্থটি হযরত আয়েশা রা.-এর পবিত্র জীবনচরিতমূলক সেই স্বচ্ছ আয়না, যাতে ফুটে ওঠে– একজন মুসলিম নারীর প্রকৃত জীবনের চিত্র।

মোটকথা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত mxiv‡Z Av‡qkv iv. নামক জীবনীগ্রন্থে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পুরো জীবনচরিত উঠে এসেছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলোর আলোকে। অসাধারণ বিন্যাসে রচিত গ্রন্থটি থেকে একজন নারী নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকৃত আদর্শটি গ্রহণ করতে পারেন নির্দ্বিধায়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবনচরিতমূলক এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা শুধু এ-জন্য আবশ্যক নয় যে, তা নবীপরিবারের এক মহীয়সী নারীর পবিত্র জীবনধারার সমষ্টি; বরং এ-জন্যও এটা পড়া জরুরি যে, এতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের শ্রেষ্ঠতম জীবনের এমন জীবন সঙ্গিনীর জীবনী রয়েছে, যা সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ নারীর স্বরূপ তুলে ধরে আমাদের সামনে। অসংখ্য জিজ্ঞাসার সুন্দর সমাধান রয়েছে এতে। বলা যায়, এ বিষয়ে এমন গ্রন্থ এই-ই প্রথম। সুতরাং সর্বদিক বিবেচনায় সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত এ গ্রন্থখানি অনেক গুরুত্ববহ।

৩. mxivZbex mv. (سيرة النبىّ)

মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী, নিখিল বিশ্বের অনন্ত কল্যাণ, মানব জাতির চরম ও পরম অনুসরণীয় আদর্শ, স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন ইতিহাসের অনন্য কীর্তিমান ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তাঁর পূর্ববর্তী কোন নবী-রাসূলের পরিপূর্ণ জীবনী ইতিহাসে পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়নি। ইতিহাসে একমাত্র মহানবী সা.-এর পূতপবিত্র জীবনই যুগ যুগ ধরে রক্ষিত হয়ে আসছে। ইতিহাসের পূর্ণ আলোতে তাঁর জীবন আলোকিত হয়ে আছে। একথা প্রাচ্য-প্রাতীচ্যের সকল গবেষক-পণ্ডিত বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। তাঁদের রচিত গ্রন্থে অকপট ভাষ্য রেখেছেন। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই, এমন কোন ভাষা নেই, যেখানে শেষনবীর জীবনী আলোচিত হয়নি। বিশ্বের সব মনীষী ও নবী-রাসূলগণের মধ্যে তাঁকে

নিয়েই সবচেয়ে বেশী গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাঁর সুবিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য জীবনী বিশ্বের প্রতিটি দেশে প্রতিটি ভাষায় আজ পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মত উর্দু ভাষায়ও মহানবী সা.-এর জীবনী রচিত হয়েছে। তবে উর্দু ভাষায় লিখিত মহানবী সা.-এর জীবনীমূলক সাত খণ্ডের বিশাল গ্রন্থ mxivZbex mv.-এর রচয়িতা হলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত মনীষীদের অন্যতম, যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, মুহাদ্দিস, গবেষক, সাহিত্যিক ও সফল জীবনীকার আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী।

mxivZbex mv. রচনার কাজ শুরু করেন মূলত আল্লামা শিবলী নু'মানী র.। তিনি বহুদিন আগ থেকে mxivZbex mv. রচনার চিন্তাভাবনা করেন এবং ১৯০৩ সালে প্রাথমিক রচনার কাজ শুরু করেন। তবে বিভিন্ন সমস্যার কারণে কাজটি যথাযথভাবে শুরু করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর চিন্তা-চেতনায় mxivZbex mv. রচনার কাজটি সদা নাড়া দিতে থাকে। অবশেষে মে ১৯১২ সালে তিনি এ কাজ সম্পন্ন করার মানসে লক্ষ্ণৌতে একটি দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সীরাত সংক্রান্ত ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদের জন্য একজন অনুবাদক রাখেন এবং আরবী গ্রন্থাবলী থেকে সাহায্য নেয়ার জন্য সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীকে নিয়োগ করেন। সায়্যিদ সুলায়মান সীরাত সম্পর্কিত আরবী গ্রন্থাবলী থেকে বিভিন্ন তথ্য একত্রিত করে mxivZbex mv. রচনার ক্ষেত্রে স্বীয় উস্তাদকে পূর্ণ সহায়তা করেন।[২১] শিবলী নু'মানী জুলাই ১৯১২ সালে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর পূর্ণ সহযোগিতায় mxivZbex mv. রচনার কাজ পুরোদমে আরম্ভ করেন। মাওলানা শেরওয়ানীকে এক চিঠিতে তিনি লিখেন –

> کام ہو رہا ہے۔ سیرت کی اصلی مآخذ صرف تین کتابیں ہیں۔ ابن ہشام، ابن سعد، طبری۔ ان کے تمام رواۃ استقصا کرکے ان کا اسماءالرجال تہذیب وغیرہ سے مرتب کرا رہا ہوں کہ رواۃ کے انتقاد میں آسانی ہو۔ سید سلیمان یہ سارے کام کر رہے ہیں اور وہ یہیں ہیں۔[২২]

> অনুবাদ: mxivZbex mv. রচনার কাজ চলছে। সীরাতের মূল ভিত্তি শুধু তিনটি কিতাব। তথা Be‡b wnkvg, Be‡b mv`Av' ও Z¡vevix। এ গ্রন্থগুলোর সকল বর্ণনা কারীর নামধাম তালাশ করে এর আসমাউর রিযালগুলো তাহযীব প্রভৃতি হতে বিন্যস্ত করিয়ে নিচ্ছি, যাতে বর্ণনা কারীদের যাচাই বাছাইয়ে সহজ হয়। এ সকল কাজ সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী করছেন। আর তিনি এখানেই অবস্থান করছেন।

এভাবে সায়্যিদ সুলায়মান mxivZbex mv. রচনায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিবলী নু'মানীর সহযোগিতা করেন। শিবলী নু'মানী তাঁকে mxivZbex mv. লেখা ও তথ্য সংগ্রহ করার প্রতি অনেক চিঠির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। gvKvZx‡e wkejx (مکاتیب شبلی) গ্রন্থের বিভিন্ন পত্রে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। যেমন এক চিঠিতে সায়্যিদ সুলায়মানকে লিখেন–

> ''تم اب کیا کر رہے ہو، اگر کوئی اور کام نہ ہو تو اب دوسرے حصّہ کے اجزا کو لے لو۔''(مکتوب نمبر- ۴۱)

অর্থাৎ তুমি এখন কী করছ। যদি অন্য কোন কাজ না থাকে তাহলে এখন (mxivZbexi) ২য় খণ্ডের অংশগুলো নিয়ে নাও। (পত্র নং -৪১)

এমনিভাবে ২ আগস্ট ১৯১৩ তারিখের এক চিঠিতে সায়্যিদ সুলায়মানকে লিখেন:

> سیرت کے متعلق جو عام امور ذہن میں آئے یعنی کن کن امور پر زیادہ توجہ کی جائے وغیرہ وغیرہ، ان کو وقتاً فوقتاً جب جو بات ذہن میں آئے لکھ بھیجا کرو۔ (مکتوب نمبر ۴۹-)[২৩]

অনুবাদ: সীরাত সম্পর্কে যে বিষয়গুলো চিন্তায় আসে অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ের উপর বেশি দৃষ্টি দেয়া যায় ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলো সময়ে সময়ে যখন যে বিষয় চিন্তায় আসে তা লিখে পাঠাবে। (পত্র নং-৪৯)

এ ধরণের আরো বহু পত্র রয়েছে যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শিবলী নু'মানী প্রিয় যোগ্য ছাত্র সায়্যিদ সুলায়মানকে mxivZbex mv. রচনার জন্য কিভাবে তৈরী করেছেন ও উদ্বুদ্ধ করেছেন।

শিবলী নু'মানী mxivZbex mv. রচনার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তাঁর জল্পনা কল্পনায় ছিল শুধু সীরাত আর সীরাত; কিন্তু তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এর পরিসমাপ্তি দেখে যেতে পারেননি। তিনি সায়্যিদ সুলায়মানের সহযোগীতায় মাত্র দুই খণ্ড রচনা শেষে তা প্রকাশ করার আগেই ১৮ নভেম্বর ১৯১৪ সালে ইন্তেকাল করেন। উক্ত দুই খণ্ড প্রকাশ করা ও রাসূল সা. এর বাকি পরিপূর্ণ জীবন চরিত রচনার দায়ভার রেখে যান তারই যোগ্য শিষ্য সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ওপর। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ বিষয়ে লিখেন:

میں مولانا کے سرہانے کھڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مولانا نے آنکھیں کھول کر حسرت سے میری طرف دیکھا اور دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ اب کیا رہا، اب کیا رہا۔ پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا "سیرت میری تمام عمر کی کمائی ہے۔ سب کام چھوڑ کر سیرت تمام کرو"۔ میں بھرائی آواز میں کہا ضرور، ضرور۔ پھر ۱۷ کی صبح کو مجھے پھر بھی یاد فرمایا اور زبان سے تین مرتبہ سیرت، سیرت، سیرت کہا اور پھر انگلی سے لکھنے کا اشارہ کرکے کہا "سب کام چھوڑکر۔"[২৪]

অনুবাদ: আমি এসে মাওলানার (শিবলী নু'মানী) শয্যাপাশে দাড়ালাম। আমার চোখ থেকে পানি পড়ছিল। মাওলানা সাহেব চোখ খোলে বড় আকাঙখা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে উভয় হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, এখন আর কি বাকি রইল, এখন আর কি বাকি রইল? অতপর আমার হাত তাঁর হাতে নিয়ে বললেন, "সীরাত আমার পুরো জীবনের স্বপ্ন। সব কাজ বাদ দিয়ে তুমি mxivZbex mv. পরিপূর্ণ করো।" আমি আড়ষ্ঠ কণ্ঠে বললাম, অবশ্যই, অবশ্যই। অতপর ১৭ নভেম্বর তারিখ সকালে পুনরায় আমাকে এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে মুখে তিনবার সীরাত, সীরাত, সীরাত বললেন এবং আঙ্গুল দ্বারা লিখার ইশারা করে বললেন– সব কাজ বাদ দিয়ে হলেও।

সায়্যিদ সুলায়মান নদবী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উস্তাদের দেয়া এ দায়িত্ব পালন করেন। প্রকাশ করেন mxivZbex mv.-এর ১ম ও ২য় খণ্ড এবং সম্পূর্ণ স্বীয় উস্তাদের আঙ্গিকে রচনা করেন বাকি ৫ খণ্ড। নিজেকে যোগ্য উস্তাদের যোগ্য শিষ্যের পরিচয় দেন। নিম্নে mxivZbex mv. এর উক্ত ৭ খণ্ড সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

mxivZbex mv. (১ম খণ্ড প্রকাশ)

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী mxivZbex mv.-এর ১ম খণ্ডটি আগস্ট ১৯১৮ সালে প্রথম প্রকাশ করেন, যার সুখ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। সুলায়মান নাদবী সেপ্টেম্বর ১৯১৮ gvÛAvwid সংখ্যায় লিখেন–

Dhaka University Institutional Repository

"چار برس کے شدید انتظار اور مزاحمتوں کے بعد آخر سیرت النبیؐ جلد اول شائقین کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ یہ جیسی بھی اور جس طرح بھی چھپی وہ حالات میں نہایت مغتنم ہے۔"[২৫]

অনুবাদ: চার বছরের অধির অপেক্ষা এবং কঠিন প্রতিবন্ধকতা সমূহ অতিক্রম করার পর শেষ পর্যন্ত mxivZbex mv. প্রথম খণ্ড প্রতিক্ষমান পাঠকদের হাতে পৌঁছে গেছে। এটি যেভাবেই এবং যেকরেই ছাপা হোকনা কেন বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

শিবলী নু'মানী mxivZbex mv.-এর দুই খণ্ড যে ধারাবাহিকতায় লিখেছেন সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী প্রকাশের সময় ঠিক সেই ভাবেই সাজিয়েছেন। তবে কযেকটি যায়গায় যেখানে কোন বাক্য বা শব্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে তিনি বৃদ্ধি বা ব্যাখ্যা করেছেন। যেখানে তথ্যসূত্র ছুটে গিয়েছে, সেখানে তিনি তথ্যসূত্র খুঁজে বের করে লিখে দিয়েছেন। এমনকি তিনি এ খণ্ডটি প্রকাশের সময় এর সকল ঘটনাবলী হাদীস ও অন্যান্য সীরাত গ্রন্থের সাথে অত্যন্ত সতর্কতা ও যত্নের সাথে মিলিয়ে দেখেছেন এবং যেখানে কিছুটা কম বা বেশি করা দরকার তা করেছেন।

mxivZbex mv.-এর ৬২২ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য এ খণ্ডটিতে মূলত রাসূল সা.-এর জন্ম থেকে শুরু করে নবুওয়াতের ২০ বৎসর পর্যন্ত সকল কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। mxivZbex mv.-এর এ প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করা ও এতে অনেক সংযোজন বিয়োজন করা সহ অনেক কাজ করেছেন আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী। তাই এ জীবনীগ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তিনি ১৯১৮ সালে সর্বপ্রথম এ গ্রন্থটি প্রকাশ করে স্বীয় উস্তাদের দেয়া দায়িত্ব পালনের সান্তনা অনুভূতি প্রকাশ করেন এভাবে–

"سیرت النبیؐ جس کے غلغلہ سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونج رہا ہے، آج چار سال کے بعد اسکی پہلی جلد شائقین کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ میں اپنا دل اس وقت مسرت آمیز اطمینان سے لبریز پاتا ہوں کہ استاد مرحوم نے اپنی زندگی کے آخری لمحہ میں جو فرض میرے سپرد کیا الحمدللہ کہ اس کے ایک حصّہ سے آج سبکدوش ہوتا ہوں۔"[২৬]

অনুবাদঃ mxivZbex mv. যার সুখ্যাতি হিন্দুস্তানের প্রতিটি প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আজ চার বছর পর এর প্রথম খণ্ড প্রতিক্ষমান পাঠকদের হাতে যাচ্ছে। এখন আমি আনন্দঘন হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করছি যে, আমার মরহুম উস্তাদ জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যে গুরুদায়িত্ব আমার উপর অর্পন করেছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ এর এক অংশ (প্রথম খণ্ড) প্রকাশ দ্বারা আজ আমি দায়িত্ব মুক্ত হচ্ছি।

mxivZbex mv. (২য় খণ্ড প্রকাশ)

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর জীবনচরিত গ্রন্থ mxivZbex mv. এর ২য় খণ্ডটিও মূলত শিবলী নু'মানী রচনা করেছেন। আর প্রকাশের দায়ভার দিয়েছেন আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর উপর। সায়্যিদ সুলায়মান এতে প্রয়োজন মাফিক সংযোজন-বিয়োজন করে ১৯২০ সালে প্রকাশ করে উস্তাদের দেয়া গুরুদায়িত্ব যথাযথ পালন করেন। সায়্যিদ সুলায়মানের জীবনী ভাষ্যকার শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী লিখেন–

"اگرچہ ۱۹۱۸ء سے ۱۹۲۶ء تک کا زیادہ وقت قومی و سیاسی کاموں میں گزرا لیکن علمی کام بھی برابر جاری رہے۔ اسی زمانہ میں سیرت النبیؐ حصّہ دوم کو مکمل کیا۔ یہ حصّہ در اصل مولانا شبلی کا لکھا ہوا ہے، لیکن جابجا بیاضیں چھوٹی ہوئی تھیں، ان کو مکمل کیا اور ۱۹۲۰ء میں یہ حصّہ شائع کیا۔"[২৭]

অনুবাদঃ যদিও (সায়্যিদ সুলায়মানের) ১৯১৮ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সময়কালের বেশিরভাগ সময়ই জাতীয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অতিবাহিত হয়েছে, তথাপি তাঁর জ্ঞানগত কর্মকাণ্ডও প্রতিনিয়ত চালু ছিল। এ সময়ই তিনি mxivZbex mv.-এর ২য় খণ্ডটি সমাপ্ত করেন। এ খণ্ড মূলত মাওলানা শিবলী নু'মানীর লেখা; কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় শূণ্যস্থান রয়ে গিয়েছিল, যা তিনি পূরণ করেন এবং ১৯২০ সালে এ খণ্ডটি প্রকাশ করেন।

এতে মূলত রাসূল সা.-এর নবুওয়াতের শেষ তিন বৎসর তথা ৯ম, ১০ম ও ১১তম হিজরীর আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ সময়ে ইসলামের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, ইসলামের প্রচার-প্রসারের পাশাপাশি রাসূল সা.-এর চরিত্র এবং রাসূল সা.-এর স্ত্রী ও সন্তানাদির

বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৪৩৯ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এ খণ্ডটির ১-১৪৮ পৃষ্ঠায় নবুওয়াতের ৯ম হিজরীর কথা আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইমলামের নিরাপত্তাপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, ইসলামের প্রচার-প্রসার, আরব ভূ-খণ্ডে হুকুমতে ইলাহী প্রতিষ্ঠা, ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণতা, বিভিন্ন আকীদা, ইবাদত, মোয়ামেলাত ও হালাল-হারামের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ১৪৯-১৬৮ পৃষ্ঠায় নবুওয়াতের ১০ম হিজরীর আলোচনা, বিদায়ী হজ্বের আলোচনা ও নবুওয়াতের পরিসমাপ্তির ঘোষনা রয়েছে। ১৬৯-১৮৫ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে রাসূল সা.-এর নবুওয়াতের ১১তম হিজরী ও রাসূল সা.-এর ইন্তিকাল প্রসঙ্গ। ১৮৬-১৯৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে রাসূল সা. এর পরিত্যক্ত জিনিষপত্রের বর্ণনা। এরপর রাসূল সা.-এর শারীরিক গঠন বর্ণনা ও চাল-চলনের বর্ণনা রয়েছে ১৯৭-২২৩ পৃষ্ঠায়। রাসূল সা.-এর বিভিন্ন সভা-বৈঠক, বক্তৃতা, বিভিন্ন ইবাদতের কথা আলোচনা করা হয়েছে ২২৪-২৮৫ পৃষ্ঠায়। ২৮৬-৪২০ পৃষ্ঠা জুড়ে রাসূল সা.-এর আখলাক ও চরিত্রমাধুরী সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। পরিশেষে ৪২১ থেকে গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা ৪৩৯ পর্যন্ত রাসূল সা. এর সন্তানাদি প্রসঙ্গে এবং রাসূল সা. এর সতীস্বাধী স্ত্রীগণের সাথে আচার-ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে উক্ত খণ্ডটির ইতি টানা হয়েছে। রাসূল সা. এর আখলাক কেমন ছিল তা উক্ত খণ্ডের নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

> حضرت علیؓ، حضرت انسؓ، حضرت ہندؓ بن ابی ہالہ وغیرہ جو مدتوں آپکی خدمت میں رہے تھے، ان سب کا متفقاً بیان ہے کہ آپ نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نکو سیرت تھے۔ آپ کا چہرہ ہنستا تھا، وقار ومتانت سے گفتگو فرماتے تھے۔ کسی کی خاطرشکنی نہیں کرتے تھے۔[২৮]

অনুবাদ: হযরত আলী রা., হযরত আনাছ রা., হযরত হিন্দ বিন আবী হালাহ রা. প্রমূখ অনেকদিন যাবত রাসূল সা. এর খিদমত করেছিলেন। তাঁদের সকলের ঐক্যমত যে, রাসূল সা. অত্যন্ত নম্র মেজায, ভাল চরিত্র ও অতিউত্তম গুণের অধিকারী ছিলেন। রাসূল সা.-এর চেহারা সর্বদা হাসিপূর্ণ ছিল। রাসূল সা. গাম্ভির্য ও দৃঢ়তার সাথে কথা বলতেন। কাহারো মনে কোন কষ্ট দিতেন না।

mxivZbex mv. (৩য় খণ্ড)

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী mxivZbex mv.-এর তৃতীয় খণ্ডটি নিজে লিখেছেন। তিনি মূলত রাসূল সা.-এর মু'জিযা ও নবুওয়াতের প্রমাণাদি নিয়ে ৮৬৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য এ খণ্ডটি রচনা করেন। এতে প্রথম ৮৩ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেন মাওলানা আব্দুল বারী নাদবী। খণ্ডটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৯২৪ সালে।[২৯]

এ খণ্ডে রাসূল সা.-এর মু'জিযার স্বরূপ, সম্ভাবনা, মু'জিযার উদ্দেশ্য, নতুন-পুরাতন দর্শনের আলোকে মু'জিযার বর্ণনা, মু'জিযা হিসেবে কুরআন মাজীদ, ফেরেশতা অবতীর্ন হওয়া, আল্লাহর সাথে কথা বলা, মি'রাজ, মি'রাজের গোপন রহস্য, বক্ষ বিদীর্ন করা, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা, রোগীদের ভাল করা, দু'আ কবুল হওয়া, বস্তুর উপর প্রভাব ফেলা, বস্তু বেড়ে যাওয়া এবং ভবিষ্যদ্বানীসহ অসংখ মু'জিযা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ খণ্ডে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে মু'জিযার বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয় অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। যাদু ও মু'জিযার মধ্যে পার্থক্য এবং যাদুকর ও পয়গাম্বরের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করে রাসূল সা. এর মু'জিযার ঐসব ঘটনাবলী লিখেছেন, যেগুলো সরাসরি অথবা ইঙ্গিতস্বরূপ কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। অতপর ঐসব মুজিযাতের বর্ণনা করেছেন যেগুলো ছহীহ ও ধারাবাহিক সনদে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সবশেষে তিনি ঐসব মু'জিযাতের বর্ণনা এনেছেন যেগুলো বিভিন্ন মুহাদ্দিসীনে কিরাম স্বীয় গ্রন্থাবলীতে স্থান দিয়েছেন। অতপর সায়্যিদ সুলায়মান এ বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল সা. কে যত মু'জিযা দান করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় মু'জিযা হলো পবিত্র কুরআন মাজীদ। তিনি প্রমাণ হিসেবে লিখেন যে, সকল নবীদের মু'জিযা ছিল সাময়িক। মু'জিযা সংঘঠিত হয়েছে এবং এরপর মিটে গেছে। কিন্তু আমাদের নবী আকরাম সা.-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা 'কুরআন মাজীদ' কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় স্থায়ী থাকবে এবং নবাগত লোকদেরকে নিজের দিকে আহবান করবে। এ মু'জিযা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ঘোষণাটি সায়্যিদ সুলায়মান বর্ণনা করেন এভাবে:

> اس معجزہ کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ تمام جن و انس مل کر بھی چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنائیں تو نہیں لا سکتے۔ دنیا ہمیشہ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور درماندہ رہے گا۔[৩০]

> অনুবাদঃ এ মু'জিযা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এ ঘোষণা প্রদান করেছেন যে, সকল জিন ও মানুষ মিলেও যদি চায় যে এ কুরআনের মত আরেকটি কুরআন তৈরি করবে তাহলে তারা কখনো তা করতে পারবে না। দুনিয়া সর্বদা এ কুরআনের উপমা উপস্থাপন করার বিষয়ে নিরুপায় ও অসহায় হয়ে থাকবে।

এ খণ্ডটি রচনার ক্ষেত্রে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী কুরআন মাজীদ ও ছহীহ হাদীস সমূহকে মূল ভিত্তি হিসেবে নিয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে ছিহাহ সিত্তাহ হাদীস গ্রন্থসমূহের পাশাপাশি gmZv‘ iv‡K nwKg (مستدرک حاکم), gmbv‡‘ Avng‘ Be‡b nv¤j (مسند احمد ابن حنبل), ki‡n gvIqv‡ne (شرح مواہب), RvIqwgDj Kwjg (جوامع الکلم)-এর বরাত দিয়েছেন। এমনিভাবে ইবনে হিশামের mxiv‡Z Be‡b wnkvg (سیرت ابن ہشام) এবং ইবনে হাযামের Avj wgjvj Iqvj wbnvj (الملل و النحل) গ্রন্থের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। ইবনে তাইমিয়া, ইবনে রুশদ, ইমাম গাযালী, ওয়াকেদী, ফারাবী, আবু আলী সীনা-সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট্য ইমামদের মু'জিযা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা এনেছেন। হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানীর মাকতুবাতের কিছু উদ্ধৃতি এনেছেন। হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী র. রচিত গ্রন্থ û¾vZjøwnj ewjMvn (حجۃاللہ البالغہ) থেকে আলমে মিছাল তথা আকৃতি জগত এর পুরো অধ্যায়ের অনুবাদ তুলে ধরেছেন এবং তাঁর Avj dvIhj Kvexi (الفوزالکبیر) গ্রন্থের বরাত দিয়েছেন। এছাড়াও এ খণ্ড রচনায় ত্বাবারী, সুয়ূতী ও বায়হাকী-সহ বিভিন্ন ইসলামী ইতিহাসবিদদের ইতিহাস, ইংরেজ ইতিহাসবিদ এডার ডিগবান-এর রোম পরাজয়ের ইতিহাস এবং মি. হিকাল এর IBbWvm Ad jvBd (Windras of life) গ্রন্থের উদ্ধৃতিও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ mxivZbex mv.-এর এ অংশ রচনার ক্ষেত্রে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী কুরআন হাদীসের সাথে সাথে অন্যান্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য যে, রাসূল সা.-এর মু'জিযার ব্যাপারে তথ্য-উপাত্তের যেন কোন ধরণের ত্রুটি বা কোন দিক যেন ঘাটতি না থাকে। সুতরাং বলা যায় mxivZbex mv.-এর এ খণ্ডটি তথ্য ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ।[৩১]

mxivZbex mv.-এর এ খণ্ডটির নমুনা হিসেবে معجزات کا مقصد তথা মু'জিযার উদ্দেশ্য অংশ থেকে সামান্য তুলে ধরা হলো:

> معجزات کا مقصد عموم معارض کو لا جواب اور خاموش کرنا ہوتا ہے۔ لاجواب و خاموش کرکے تم خصم کو زیر کر سکتے ہو مگر

اس کے دل میں تشفی نہیں پیدا کر سکتے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں سچائی اور راستی کا عنصر ہے، وہ خود اپنی ہم جنس شئے کے طالبگار اور خریدار ہوتے ہیں۔[৩২]

অনুবাদঃ সাধারণত মু'জিযার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সাধারণ শ্রেণীর বিরোধীদেরকে নিরুত্তর ও নিশ্চুপ করে দেয়া। কিন্তু নিরুত্তর ও নিশ্চুপ করে দিয়ে বিরোধীদেরকে পরাজিত করা যায়; তাদের অন্তরে সান্তনা সৃষ্টি করা যায় না। যথার্থ পদ্ধতি হলো, যাদের অন্তরে সততা ও সরলতার মৌল উপাদান বিদ্যমান রয়েছে, তারা নিজেরাই নিজেদের সমপ্রকৃতির বিষয়ের অন্বেষণকারী ও ক্রেতা হয়ে থাকে।

mxivZbex mv. (৪র্থ খণ্ড)

mxivZbex mv. এর ৪র্থ খণ্ডটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৩২ সালে। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ৮৮৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য এ খণ্ডটিতে মানছাবে নবুওয়াত (منصب نبوّت) বা নবুওয়াতের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করেন। নবুওয়াতের স্বরূপ, প্রয়োজনীয়তা, বিশেষত্ব, নবীর পবিত্রতা, অদৃশ্য জ্ঞান, অদৃশ্যের স্বরূপ ও ওহী, ইলমে ইজতেহাদ বা উদ্ভাবনী বিদ্যা, কুরআনের আয়াত, ফেরেশতার দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের মত দুর্বোধ্য বিষয়াবলী অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর ভঙ্গীতে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। পাশাপাশি ইসলামী আকীদার বিভিন্ন বিষয়াবলীও আলোচনায় আনেন। তিনি নবুওয়াত সম্পর্কিত এসব বিষয়াবলী পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ ও ছহীহ হাদীসসমূহের আলোকে উপস্থাপন করেন। ইমাম গাযালী র.-এর gvÔAvwiRj K'm (معارج القدس) ও হযরত শাহ ওলীউল্লাহ র.-এর û¾vZjøwnj ewjMvn গ্রন্থদয় সামনে রেখে অত্যন্ত সুচারুরূপে তথ্য নির্ভর আলোচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।[৩৩]

৮৮৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য এ বিশাল খণ্ডটি সাজানো হয়েছে এভাবে যে, শুরুতে ২০৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি মোকাদ্দমাহ বা ভূমিকা রয়েছে, যাতে রাসূল সা. এর নবুওয়াতের মাহাত্ম্য, বিশেষত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতপর ২১০-৩৪৪ পৃষ্ঠায় ইসলাম পূর্বে আরবের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার চিত্রপট ফুটে উঠেছে। ৩৪৫-৪০৪ পৃষ্ঠার মধ্যে আরব তথা সারা বিশ্বে নবুওয়াতের দাওয়াত পৌছানো প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। অতপর প্রায় চারশত পৃষ্ঠার বেশি জায়গা জুড়ে কিতাবের মূল আলোচনা তথা ইসলামী আকীদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ৪০৫-৪১৫ পৃষ্ঠায় আকীদার মাহাত্ম ও গুরুত্ব সম্পর্কে

আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনা প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থের ৪১৬-৫৫৩ পৃষ্ঠার মধ্যে। এমনিভাবে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হয়েছে ৫৫৪-৫৭৬ পৃষ্ঠায়। গ্রন্থের ৫৭৭-৫৯৩ পৃষ্ঠায় রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা এবং ৫৯৪-৬৩১ পৃষ্ঠায় আল্লাহর কিতাবের উপর ঈমান আনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মৃত্যুর পরবর্তী জীবন তথা পরকাল, আলমে বরযখ তথা কবর জগত এবং কেয়ামত সম্পর্কে গ্রন্থের ৬৩২-৭১৩ পৃষ্ঠার মধ্যে আলোাচনা করা হয়েছে। আখেরাতে পাপ পুণ্যের প্রতিদান এবং জান্নাত-জাহান্নামের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে ৭১৪-৮৫৯ পৃষ্ঠার মধ্যে। সবশেষে তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং বিশ্বাসের ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ৮৬০ থেকে গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা ৮৮৮ পর্যন্ত।

মোটকথা আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রাসূল সা.-এর জীবনীগ্রন্থ mxivZbex mv.-এর এ সুবিশাল ৪র্থ খণ্ডে রাসূল সা.-এর নবুওয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি রাসূল সা. প্রবর্তিত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শরীয়তের অন্যতম একটি শাখা ইসলামী আকীদা তথা আল্লাহ, নবী-রাসূলগণ, ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, শেষ বিচারের দিন এবং তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ খণ্ডের নমুনা হিসেবে مان بالله তথা আল্লাহর উপর ঈমান আনা অংশ থেকে একটি উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হল:

> ایک قادر مطلق اور بہمہ صفت موصوف ہستی پر یقین اور اسکو ایک جاننا تعلیم محمدیؐ کی پہلی ابجد ہے۔ اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے باوجود اس کے کہ خدا کی توحید اور صفات پر ایمان رکھنا ان کے اصول میں بھی داخل تھا۔ مگر ان کی تعلیمات میں ترتیب مفقود تھی۔ آحضرت ﷺکی تعلیم نے اس مسئلہ کی اصلی اہمیت محسوس کی اور اس کو اپنے نصابِ درس کا پہلا سبق اورروحانی معارف و حقائق جسمانی اور اعمال و اخلاق کا سر بنیاد قرار دیا۔[৩৪]

> অনুবাদ: এক সর্বশক্তিমান ও সর্বগুণী সত্ত্বার উপর বিশ্বাস করা এবং তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় জানা মুহাম্মদী সা. শিক্ষার প্রথম সোপান। ইসলাম পূর্বে যেসব ধর্ম ছিল সেসব ধর্মেও আল্লাহর একত্ববাদ ও গুণাবলীর উপর বিশ্বাস রাখা তাদের (ধর্মের) মূলভিত্তির অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু তাদের শিক্ষার মধ্যে বিন্যাসের অনুপস্থিতি ছিল। রাসূল সা.-এর শিক্ষা এ বিষয়টির মূল গুরুত্ব অনুভব করে এবং বিষয়টিকে নিজ পাঠ্যসূচীর প্রথম

পাঠ এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শারীরিক রহস্য এবং আমল-আখলাকের মূল ভিত্তি হিসেবে স্থির করে।

mxivZbex mv. (৫ম খণ্ড)

mxivZbex mv.-এর ৫ম খণ্ডটি নভেম্বর ১৯৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ২৫৫ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য এ খণ্ডটির মূল বিষয় ইবাদত প্রসঙ্গ। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এতে ইবাদতের হাকীকত ও ইবাদতের প্রকারভেদ অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। অর্থাৎ রাসূল সা. আমাদের জন্য কী কী ইবাদত নিয়ে এসেছেন, তার একটি সুস্পষ্ট ধারণা তুলে ধরেন এ খণ্ডটিতে। ইসলামের পঞ্চ ফরজ তথা নামায, রোজা, যাকাত, হজ্জ ও জিহাদ সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শারীরিক ইবাদতের পাশাপাশি ক্বালবী ইবাদত তথা তাকওয়া, ইখলাছ, তাওয়াক্কুল, ছবর ইত্যাদি বিষয়েরও আলোচনা আনেন। সাথে সাথে এসবের আহকাম ও বিধিবিধান এবং অন্যান্য অনেক নেককাজ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেন।[৩৫]

এ খণ্ডটি সাজানো হয়েছে এভাবে যে, শুরুতে ১০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সুলায়মান নাদবীর লিখিত একটি ভূমিকা রয়েছে। অতপর ১১-৩৬ পৃষ্ঠায় আ'মালে ছালেহ (اعمال صالح) তথা সৎকর্ম সম্পর্কে বর্ণনার পাশাপাশি ইবাদতের হাকীকত ও প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ৩৭-১০৯ পৃষ্ঠায় ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানের প্রথম ইবাদত তথা ইসলামের দ্বিতীয় রুকন নামায সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এমনিভাবে গ্রন্থটির ১১০-১৪৭ পৃষ্ঠায় ইসলামের তৃতীয় ইবাদত যাকাত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ১৪৮-১৭১ পৃষ্ঠায় ইসলামের চতুর্থ ইবাদত সাওম বা রোযা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর ১৭২-২০৯ পৃষ্ঠায় ইসলামের পঞ্চম ইবাদত হজ্জ সম্পর্কে বর্ণনা করা রয়েছে। অতপর ইসলামের আরেকটি ইবাদত জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ (جهاد فى سبيل الله) তথা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ২১০-২১৬ পৃষ্ঠায়। আর ইবাদতে বাদানী বা শারীরিক ইবাদতের পাশাপাশি ইবাদতে ক্বালবী বা আত্মিক ইবাদতের বিষয়টি স্থান পেয়েছে গ্রন্থের ২১৭ নং পৃষ্ঠায়। অতপর ২১৮-২৫১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইসলামের অন্যান্য কিছু বিষয় যেমন তাওয়াক্কুল, তাকওয়া, ইখলাছ, ছবর ও শুকুর ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পরিশেষে ২৫৫ নং পৃষ্ঠায় একটি খাতেমা বা পরিশিষ্টের মাধ্যমে উক্ত খণ্ডের ইতি টানা হয়েছে।

মোটকথা ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য mxivZbex mv.-এর ৫ম খণ্ডটি অতি চমকপ্রদ। এ খণ্ডটিতে ইসলামের মৌলিক ফরজ ইবাদাত সমূহের বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি এগুলোর হিকমত সমূহের বর্ণনাও পাওয়া যাবে। অর্থাৎ রাসূল সা.-এর মাধ্যমে এ ধরায় যে সকল ইবাদত সংক্রান্ত শিক্ষার বর্ণনা প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলোর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে mxivZbex mv.-এর এ অংশে। এ খণ্ডে নামাযের বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার যা লিখেন তার কিছু অংশ নমুনা হিসেবে নিম্নে পেশ করা হল:

> نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل ، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار، اس رحمان و رحیم کی یاد، اس کے بے انتہا احسانات کا شکریہ، حسن ازل کی حمد و ثنا اور اسکی یکتائی اور بڑائی کا اقرار ہے۔ یہ اپنے محبوب سے مہجور روح کا خطاب ہے، یہ اپنے آقا کے حضور میں جسم و جان کی بندگی ہے، یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرض نیاز ہے، یہ ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے۔[৩৬]

অনুবাদ: নামায কী? নামায হলো মাখলুক তার হৃদয়-মুখ এবং হাত-পা দ্বারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সামনে বন্দেগী ও দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ। সেই মহান দয়ালু ও করুণাময়ের স্মরণ, তাঁর অগনিত অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায়, তাঁর আদি গুণগ্রাহিতা ও প্রশংসা এবং তাঁর একত্ববাদ ও বড়ত্বের স্বীকার করা। এটি হলো স্বীয় মাহবুবের সামনে বিরহী আত্মার সম্ভাষণ, স্বীয় মনিবের সামনে শরীর ও আত্মার বন্দেগী। এটি আমাদের অভ্যন্তরীণ অনুভূতির বিনয়াবনত প্রার্থনা। এটি আমাদের হৃদয় যন্ত্রের স্বভাবজাত সঙ্গীত। এটি খালিক ও মাখলুক তথা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টের মাঝে সম্পর্কের গিঠ এবং সংযুক্তি রজু।

mxivZbex mv. (৬ষ্ঠ খণ্ড)

mxivZbex mv.-এর ৬ষ্ঠ খণ্ডটি নভেম্বর ১৯৩৮ সালে প্রথম প্রকাশ পায়। এতে মূলত স্থান পেয়েছে রাসূল সা.-এর আখলাক ও আদাব তথা সুন্দর চরিত্র ও উত্তম চাল-চলনের আলোকে ইসলামের আচরনগত শিক্ষা, ইসলামে সুন্দর চরিত্রের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য এবং ইসলামী আখলাকের দার্শনিক বর্ণনা। ইসলামী চাল-চলনের ফযীলত, মন্দ বা বদ চরিত্রের

ক্ষতি এবং ইসলামী আদাব ও আখলাক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি একজন আখলাকী মোয়াল্লেম বা সুন্দর চরিত্রের মহান শিক্ষক হিসেবে রাসূল সা. এর উচ্চ মর্যাদার কথা তুলে ধরা হয়েছে। আর এসব কারণে এ খণ্ডটি সুধীজনদের নজর কাঁড়ে। এ কারণেই মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী সাহেব এ খণ্ডটির উপর প্রশংসাপূর্ণ একটি বিশদ বর্ণনামূলক আলোচনা করেছেন, যা ১৯৪০ সালের gvÔAvwid-এর কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[৩৭]

৮৭২ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য এ খণ্ডটি সাজানো হয়েছে এভাবে যে, শুরুতে ১-৩৮ পৃষ্ঠায় একটি ভূমিকা রয়েছে, যাতে আখলাক তথা নৈতিকতার ধর্মীয় গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে। অতপর ৩৮-১১২ পৃষ্ঠায় ইসলামী আখলাকের দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামের আখলাকী তা'লীম তথা সুন্দর চরিত্রের শিক্ষা যা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে তা তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থের ১১৩-১৮৫ পৃষ্ঠায়। এতে কী কী সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করলে একজন ভাল চরিত্রবান মানুষ হওয়া যাবে, তার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। ১৮৬-২০৩ পৃষ্ঠায় সুন্দর চরিত্র শিক্ষার পদ্ধতি বা নিয়মাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকার হুকুম তথা দায়িত্ব ও কর্তব্য এক একজন মানুষের অপরজনের উপর কী কী হক বা অধিকার রয়েছে তা বর্ণনা করা হয়েছে গ্রন্থের ২০৪-৩৫০ পৃষ্ঠায়। আর ৩৫১-৫৮৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী এ বিশাল অংশে আখলাকের ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতপর ৫৮৮-৭৮৬ পৃষ্ঠায় যত মন্দ বা বদ চরিত্রগত বিষয়াদি রয়েছে তা বর্ণনা করা হয়েছে। মানব চরিত্রের সকল মন্দ দিকগুলোর বর্ণনা পাওয়া যাবে এ অংশে। পরিশেষে ৭৮৭ পৃষ্ঠা থেকে এ খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠা ৮৭২ পর্যন্ত ইসলামী আদাব বা ইসলামী চাল-চলনের বিধিবিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মোটকথা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী mxivZbex mv.-এর এ খণ্ডটিতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে রাসূল সা.-এর জীবন চরিত্রের সকল দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মানব চরিত্র সুন্দর করার পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন। চরিত্রের সুন্দর দিকগুলোর পাশাপাশি মন্দ কাজগুলোরও একটি তালিকা দিয়েছেন। আখলাকের ফযীলত ও মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য বর্ণনার পাশাপাশি ইসলামী চাল-চলনের সকল দিকগুলো নিয়ে অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নমুনা হিসেবে অত্র খণ্ডের আদাব অংশ থেকে কিছু তুলে ধরা হল:

> آداب در حقیقت اس اصول پر مبنی ہیں کہ ان روزانہ کے کاموں کے بجالانے میں ایسی خوبی ملحوظ رکھی جائے جس سے زیادہ سے زیادہ آدمی کو آرام مل سکے اور ایک کے کام کا طریقہ

دوسرے کی تکلیف کا ناگواری کا باعث نہ ہوجائے اور یا یہ کہ وہ کام خوبی، خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ انجام پائے۔ پیغمبر اسلام علیہ السّلام نے اپنی عملی و قولی ہدایات سے مسلمانوں کے لئے اس کا بہترین نمونہ قائم کر دیا ہے

۔[৩৮]

অনুবাদ: আদাব বা উত্তম আচরন মূলত এই মূলনীতির উপর নির্ভরশীল যে, দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদন করতে গিয়ে এই বৈশিষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখা, যার দ্বরা সর্বাধিক মানুষের শান্তি প্রাপ্তির ব্যবস্থা হয় এবং একজনের কর্মপদ্ধতি অপরের কষ্ট ও বিরক্তির কারণ না হয়ে যায়। বিষয়টি এভাবেও প্রকাশ করা যায় যে, কাজটি যেন শ্রেষ্ঠ, সুন্দর এবং উত্তম প্রকৃয়ায় সম্পদন করা হয়। ইসলামের নবী সা. স্বীয় কর্ম ও বানীগত দিকনির্দেশনার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য তার সর্বোত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

mxivZbex mv. (৭ম খণ্ড)

mxivZbex mv.-এর সপ্তম তথা শেষ খণ্ডটি সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৫৫ সালে এ খণ্ডটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মূলত এ খণ্ডটিকে তাঁর রেখে যাওয়া একটি অসম্পুর্ণ কাজ বলা যায়। তিনি ষষ্ঠ খণ্ডটি রচনা ও প্রকাশের পর ইসলামী রীতিনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কিত একটি আলাদা খণ্ড রচনা করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এভাবে:

چھٹی جلد کے بعد ساتویں جلد کا مرحلہ ہے اور سب کو معلوم ہے کہ اس جلد کا موضوع معاملات ہوگا۔ معاملات سے مقصود اسلام کے وہ مسائل ہیں جن کی حیثیت قانون کی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز خود سلطنت اور آداب سلطنت ہیں۔ پھر اسلام کے ہر قسم کے قوانین، معاشرتی، تمدنی، اجتماعی، اقتصادی تشریح کا کام ہے۔ یہ ہمارے مباحث کا نیا راستہ ہوگا۔[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

> অনুবাদ: ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশের পর সপ্তম খণ্ডের পালা সামনে চলে আসে। আর সকলের জানা আছে যে, এ খণ্ডের বিষয় হবে মুয়ামালাত বা ইসলামের লেনদেন সম্পর্কিত আলোচনা। মুয়ামালাত বলতে ইসলামের ঐসব মাসআলাকে বুঝায়, যেগুলো আইন-কানুনের পর্যায়ভুক্ত। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম বিষয় হলো রাজত্ব ও রাজত্বের রীতিনীতি। অতপর ইসলামের সব ধরণের আইন-কানুন, সভ্যতাগত, সংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির বিশ্লেষণের কাজ। এটি হবে আমাদের আলোচনার নতুন পথ।

কিন্তু সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী mxivZbex mv.-এর এরূপ একটি খণ্ড সমাপ্ত করার মনোবাসনা থাকলেও বিভিন্ন সমস্যা ও অসুস্থতার কারণে তা তিনি করতে পরেননি। তবে যে কয়েকটি অধ্যায় তিনি রচনা করেছেন, সেগুলো সংকলন করে পরবর্তীতে দারুল মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশ করা হয়। তিনি এ খণ্ডটির প্রথমে মুআমালাহ বা ইসলামের লেনদেন বিধান সম্পর্কিত একটি ভূমিকা লিখেছেন। অতপর ইসলামের লেনদেন বিধান সম্পর্কিত পাচঁটি অধ্যায় রচনা করেছেন। অধ্যায়গুলো হলো:

১. ইসলামে শাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব ও মর্যাদা (اسلام میں حکومت کی اہمیت اور حیثیت)

২. রাসূল সা.-এর যুগে শাসন নীতি (عہد نبویؐ میں نظام حکومت)

৩. রাজত্ব ও ধর্মের সম্পর্ক এবং মুসলিম উম্মতের আবির্ভাব (سلطنت اور دین کا تعلق اور امت مسلمہ کی بعثت)

৪. রাজত্ব ও রাজতন্ত্রের হাকীকত (سلطنت اور ملکیت کی حقیقت)

৫. প্রকৃত হাকিম বা শাসক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা (حاکم حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے)[৪০]

উপরোল্লেখিত কয়েকটি অধ্যায় থেকেই সায়্যিদ সুলায়মানের ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামে লেনদেন নিয়ম-নীতি বিষয়ক জ্ঞানের প্রখরতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। তিনি ইসলামে রাজনীতি বিষয়কে যে সুন্দর ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা বর্তমান যুগের মুসলিম রাজা-বাদশাহদের জন্য হিদায়াতের মশাল স্বরূপ। তিনি ইসলামী হুকুমতের হাকীকত ও প্রকৃতি সম্পর্কে লিখেন–

> اصل یہ ہے کہ سیاسی مفکرین کی نظریں حکومت کے ظاہری اشکال کے گورکھ دھندوں میں الجھ کر رہ گئی ہیں، اور اسلام کی

Dhaka University Institutional Repository

نظر اس کی حقیقت پر ہے۔ اس کے نزدیک حکومت کی ظاہری شکل یعنی انتخاب کا طریقہ، ارباب شوریٰ کی ترتیب و تعین ، ان کے فرائض و حقوق، ان کے انتخاب، اظہار رائے کے طریقے اور دیگر متعلقہ مسائل اہمیت کے قابل نہیں۔ اصل چیز حکومت کے امیر و رئیس اور اس کے ارکان و اعمال کا تقویٰ ہے۔[৪১]

অনুবাদ: মূল বিষয় হলো রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের দৃষ্টি হুকুমত তথা রাষ্ট্রের বাহ্যিক আকার-আকৃতির জটিলতায় ঘোরপাক খাচ্ছে। মূলত ইসলামের দৃষ্টি হল এর প্রকৃতির প্রতি। ইমলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের বাহ্যিক রূপ তথা নির্বাচন পদ্ধতি, উপদেষ্টা মণ্ডলির নির্ধারণ ও বিন্যাস, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, তাদের নির্বাচন পদ্ধতি, মতামত প্রকাশের পদ্ধতিসহ এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি গুরুত্বের দাবিদার নয়। বরং মূল বিষয় হল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রপতি এবং তার সভাসদ ও কর্মকর্তাদের তাকওয়া বা আল্লাহভীতি।

সারকথা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী mxivZbex mv. গ্রন্থটি এমন এক মহামানবের জীবন চরিত নিয়ে রচনা করেছেন, যিনি ছিলেন মানবতার অনুসরণীয় একমাত্র আদর্শ। গ্রন্থটি রাসূল সা.-এর পূর্ণাঙ্গ জীবন চরিত তথ্য-উপাত্তের সাথে জানার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক ও আকর গ্রন্থ। সুলায়মান নাদবীকে রাসূল সা.-এর পবিত্র জীবনের বিবরণ ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে হয়েছে পবিত্র কুরআন, পবিত্র হাদীস গ্রন্থসমূহ, সীরাত ও মাগাযী তথা যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ, প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থসমূহ, নবীজীর মু'জিযা সম্বলিত গ্রন্থসমূহ ও শামায়েল তথা রাসূল সা.-এর একান্ত ব্যক্তিগত জীবন বিষয়ক গ্রন্থসমূহ। এছাড়াও তিনি ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তথ্য ও উপাত্ত নিয়েছেন। এতসব তথ্যসূত্রমূলক গ্রন্থাবলী একসাথে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের জীবন চরিত রচনা করা সত্যিই এক দূরহ কাজ, যা সায়্যিদ সুলায়মান করে দেখিয়েছেন। তাঁর এ মহামূল্যবান গ্রন্থটি বিশ্ব দরবারে সকলের নিকট আজ সমাদৃত ও প্রশংসনীয়। নিঃসন্দেহে এমন গ্রন্থ অধ্যয়ন করা প্রতি নবী প্রেমী মুসলমানের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কেননা সমগ্র বিশ্ব আজ অশান্ত, বিশ্ববাসী ভীতসন্ত্রস্ত, মানবতা আজ বিদায়রত। মানব ইতিহাসের এমনি নাজুক পরিস্থিতিতে বিশ্বমানবের কল্যাণের তাগিদেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শের অনুসরণ একান্ত কর্তব্য। আর মানবতার এমনই নাজুক মূহুর্তে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী রচিত বিশ্বনবী সা.-এর জীবন চরিত mxivZbex mv. গ্রন্থটি সমগ্র মুসলমানের জন্য

অনুকরণ ও অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। এতে নিঃসন্দেহে তারা পাবে পথের পাথেয়, পাবে মুক্তির দিশা।

৪. Lvq¨vg (خيام)

প্রখ্যাত কবি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওমর খায়্যাম সম্পর্কে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর গবেষণাধর্মী জীবনীগ্রন্থ হলো Lvq¨vg (خيام)। এ গ্রন্থে তিনি ওমর খায়্যামের জীবনী রচনার পাশাপাশি তাঁর বিভিন্ন অবদান তুলে ধরেন। ওমর খায়্যাম সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগের সঠিক জবাব দেন। এটি মূলত সায়্যিদ সুলায়মানের একটি প্রবন্ধ ছিল। ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কন্‌ফারেন্স'-এর বার্ষিক সভায় 'ওমর খায়্যাম' (عمر خيام) শিরোনামে তিনি এ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি জ্ঞানী-গুণী ও সুধীমহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়। পরবর্তীতে এতে 'রুবায়ীয়্যাত' (رباعيات) (কবিতার একটি প্রকার) সম্পর্কে একটি আলোচনা সংযুক্ত করে আলাদা গ্রন্থ হিসেবে অক্টোবর ১৯৩৩ সালে দারুল মুসান্নিফীন থেকে প্রথম প্রকাশ করেন।[৪২]

ওমর খায়্যাম প্রাচ্য থেকে পাশ্চাতে বেশি সমাদৃত। পশ্চিমা লেখকগণ তাঁর রুবায়ীয়্যাতের বিভিন্ন ভাষায় তথা ইংরেজী, ফ্রান্সেসী, জার্মানী, রুশী ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ইউরোপের বড় বড় লেখকগণ তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু রচনা করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে ব্যক্তি ওমর খায়্যামের উপর কিছু অমূলক ঘটনা ও মিথ্যা তথ্য তাঁর সম্পর্কে প্রচার করে দিয়েছেন। যেমন– অন্য লেখকদের কিছু গ্রন্থ তাঁর বলে চালিয়ে দিয়েছেন এবং অন্য কবিদের কিছু রুবায়ীয়্যাত তাঁর রুবায়ীয়্যতের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। এভাবে তাঁকে একজন মদ্যপ কবি হিসেবে পরিচিত করানোর চেষ্টা করেছেন। এমনকি জার্মানী লেখক হাইমার তাঁকে মুক্তচিন্তার কবি ও ধর্মে পরিহাসকারী কবি বলে আখ্যা দিয়েছেন। লর্ড টেনিসন তাঁকে একজন বড় মাপের কাফের বলেছেন। টমাস কারলাইল তাঁকে একজন ইরানী কুচরিত্রের কবি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং এক ইংরেজ পাদরী তাঁকে ইবলিসের বড় দূত বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৩]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এসব অভিযোগকে সামনে রেখে এ গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। তিনি স্বীয় জ্ঞানগর্ভ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ গ্রন্থে ওমর খায়্যামের জীবনী রচনার পাশাপাশি তাঁর উপর আরোপিত এসব ভুল, মিথ্যা ও বানাওট অপবাদের কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেন। তুলে ধরেন তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য বিশ্লেষণ। ফুটিয়ে তুলেন এ গ্রন্থের প্রত্যেকটি বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে। তাঁর সম্পর্কে

অন্যান্য লেখকদের ভুল তথ্যের সঠিক জবাব দেন। যেসব রুবায়ী তাঁর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে তা ভুল প্রমাণিত করে তাঁর আসল রুবায়ী সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। স্বীয় অসাধারণ অনুসন্ধান দ্বারা এ গ্রন্থে প্রমাণ করেন যে– দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানে আবু আলী সীনার পরেই ওমর খায়্যামের স্থান।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী Lvq¨vg গ্রন্থের উৎসমূল গ্রন্থাবলীর নাম ও তৎসম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে এ গ্রন্থের সূচনা করেন। অতপর একটি জীবনীসাহিত্য মূলক গ্রন্থ হিসেবে এ গ্রন্থে ওমর খায়্যামের জন্ম, মৃত্যু, বয়স ও জন্মস্থান সম্পর্কিত একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা আনেন। এতে তিনি ওমর খায়্যামের বয়স ও জন্মস্থান সম্পর্কিত বিরুদ্ধবাদীদের ভুল তথ্যের প্রতিবাদ করে সঠিক তথ্য তুলে ধরেন। তিনি Lvq¨vg-এর তথ্যসূত্রভিত্তিক রচনাবলীর গভীর অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ওমর খায়্যাম ৪৪০ হিজরী মোতাবেক ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫২৬ হিজরী মোতাবেক ১১৩৪ খ্রিস্টাব্দে ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৪]

অতপর তিনি ওমর খায়্যামের শিক্ষাজীবন ও তাঁর শিক্ষকবৃন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে পাঠকমহলকে জানান দেন যে, তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞানের শিক্ষাগুরু ছিলেন উস্তাদ আবুল হাসান আম্বারী র.। এমনকি আবু আলী সীনাও তাঁর শিক্ষক ছিলেন। সায়্যিদ সুলায়মান এরপরেই ওমর খায়্যামের অবস্থান ও মর্যাদা এবং তাঁর সাহিত্যকর্ম, সমসাময়ীক বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গের সাথে তাঁর সম্পর্ক, রাজদরবারের লোকদের সাথে সম্পর্ক, তাঁর ছাত্রবৃন্দ ও তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর বিষয় আলোচনায় আনেন। খায়্যামের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দ্বারা লেখক প্রমাণ করেন যে খায়্যাম রচিত সর্বসাকুল্যে গ্রন্থ হল দশটি। গ্রন্থগুলো নিম্নরূপ:

১. wimvjvn gKÛwqevZ (رسالہ مکعبات)
২. Rei Iqv gKwejvn (جبر و مقابلہ)
৩. wh‡P gjKkvnx (زیچ ملک شاہی)
৪. wimvjvn gQv‡'iv‡Z AvKjx'vP (رسالہ مصادرات اقلیدس)
৫. wimvjvn Zwewqq¨vZ Iqv jvIqv‡hgj Avg‡Kbv (رسالہ طبیعیات و لوازم الامکنہ)
৬. wghvbj ûKwg Iqv wimvjvn gvÛwidvn †gK'viæh hvnve Iqvj wdÏvn
(میزان الحکم و رسالہ معرفہ مقدار الذہب والفضۃ)
৭. wimvjvn Kb Iqv ZvKjxd (رسالہ کون و تکلیف)

৮. wimvjvn gvDh‡q Bj‡g Kjøx (رسالہ موضوع علمِ کلی)
৯. wimvjvn wdj DR‘ (رسالہ فی الوجود)
১০. wimvjvn IqvQd Iqv gvIQd (رسالہ وصف و موصوف)।[৪৫]

এ দশটি গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য যেসকল গ্রন্থ খায়্যামের রচিত বলা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। এমনকি Aviv‡qhb bvdv‡qm (عرائض النفائس) এবং bi Iqv hgvbvn (نور و زمانہ) নামক দুটি গ্রন্থও খায়্যামের রচিত হিসেবে সায়্যিদ সুলায়মান স্বীকৃতি দেননি।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী এ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে ওমর খায়্যামের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে এত বেশী অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন যে, তাঁকে একজন ইলমে হাইয়াত (علم ہیئت) বা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে অতি সুপরিচিত ও অভিজ্ঞ বলে মনে হয়। আবার যখন কবি ওমর খায়্যাম হিসেবে তাঁর লিখনী চালনা করেন তখন তাঁকে কাব্য সাহিত্যের একজন বড় মাপের কলাবিদ ও সুসাহিত্যিক হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি এ গ্রন্থে ‘শায়ের খায়্যাম’ (شاعر خیاّم) বা কবি হিসেবে ওমর খায়্যাম শিরোনামক একটি অধ্যায় আনেন, যাতে তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য, রুবায়ী কাব্যের ইতিহাস ও ওমর খায়্যামের রুবায়ীয়্যাতের উপর একটি বিশদ পর্যালোচনা করেন। এ গ্রন্থের ‘শায়ের খায়্যাম’ অংশ থেকে নমুনা হিসেবে সামান্য অংশ এখানে তুলে ধরা হল:

> خیاّم کے ابتدائی سوانح نگار اس کا ذکر شاعر کی حیثیت سے مطلق نہیں کرتے ہیں ، کہیں کہیں اس کے چند اشعار اور فارسی کی ایک دو رباعیوں کا ذکر آگیا ہے۔ رباعی گو کی حیثیت سے مشرق میں اس نے کوئی بڑا درجہ نہیں پایا لیکن جب فٹنر جیرالڈ نے اس کی رباعیات کا ترجمہ انگریزی میں کیا تو وہ صرف شاعرہی کی حیثیت سے جانا گیا ۔[৪৬]

> অনুবাদ: ওমর খায়্যামের প্রাথমিক জীবনীকাররা তাঁকে একজন কবি হিসেবে মোটেই উল্লেখ করেন না। কোথাও কোথাও তাঁর কিছু কবিতা এবং ফারসীর দু-একটি রুবায়ী আলোচনা এসেছে মাত্র। একজন রুবায়ী কবি (বা চতুষ্পদি) হিসেবে প্রাচ্যে তিনি কোন মর্যাদা পাননি। কিন্তু যখন ফিটনার জিরাল্ড ওমর খায়্যামের রুবায়ীয়্যাতের ইংরেজীতে অনুবাদ করেন, তখন তিনি একজন কবি হিসেবে পরিচিত হন।

এভাবে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী গ্রন্থের শেষ দিকে ওমর খায়্যামের মাযহাব ও মাসলাক তথা ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে আলোচন করেন। তিনি যে একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী মরদে মুমিন ছিলেন, তা প্রমাণ করে দেখান। আলোচনায় বাদ পরেনি তাঁর মদপানের বিষয়টিও। গ্রন্থের একেবারে শেষ পর্বটি جعلی خیاّم (জা'য়লী খায়্যাম) বা নকল খায়্যাম শিরোনামে উপস্থাপন করে দেখান যে, ওমর খায়্যামকে মদ্যপ কবি, ধর্ম বিরোধী কবি, বড় কাফের বা এ ধরণের কটুবাক্য বলা নেহাতই মিথ্যা অপবাদ ও বানাওট। সুলায়মান নাদবী বলেন, এ ধরণের অপবাদসূচক বাক্য কেবল নকল খায়্যামের ক্ষেত্রেই সাজে; আসল ওমর খায়্যামের ব্যাপারে তা কখনো যুক্তিযুক্ত নয়। পরিশেষে ওমর খায়্যামের সাতাইশটি রুবায়ী উপস্থাপনের মাধ্যমে গ্রন্থের ইতি টানেন।

মোটকথা ওমর খায়্যাম সম্পর্কে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর এ গ্রন্থটি উর্দু জীবনীসাহিত্যে এক অসাধারণ গ্রন্থ। একটি জীবনীমূলক গ্রন্থ হিসেবে এ গ্রন্থে ওমর খায়্যামের জন্ম, মৃত্যু, শিক্ষা, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ, রাজদরবারের সাথে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর সম্মান ও পদমর্যাদা, সাহিত্যাঙ্গণে তাঁর অবদান, আচার-আচরণ ও অভ্যাস, জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর পারদর্শিতা ও রুবায়ী কাব্যে সফলতা ইত্যাদি বিষয়াদী এক নজরে চলে আসে। এতে প্রথমবারের মত ওমর খায়্যামকে শুধু একজন কবি ও মদ্যপ হিসেবে নয়; বরং একজন সম্মানিত জ্ঞানী, হেকিম, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর রুবায়ীয়্যাত সম্পর্কে একটি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাঁর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কিছু ঘটনা ও তাঁর বয়স সম্পর্কে একটি সঠিক তথ্যবহুল পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। উর্দু সাহিত্যে ওমর খায়্যাম সম্পর্কে এরূপ তথ্যবহুল আলোচিত গ্রন্থ এই-ই প্রথম। এসব দিক বিবেচনায় একটি জীবনীমূলক গ্রন্থ হিসেবে এ গ্রন্থটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাপক। গ্রন্থটি ভারতবর্ষের শিক্ষামহলে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং ইরান ও আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত গুরুত্ব ও সম্মানের সাথে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। যদি কখনো বিশ্বের উঁচু মানের তথ্যসম্বলিত ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থাবলীর তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাহলে তাতে উর্দু জীবনীসাহিত্যের এ গ্রন্থটি নিশ্চয়ই স্থান পাবে। গ্রন্থটির গুরুত্ব বর্ণনা করে সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান লিখেন:

> اسی تنقید نگارانہ تحقیق کے ذریعہ سے خیاّم کی جو سوانح عمری مرتب ہو گئی ہے، اس سے سوانح نگاری کے فن میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے ۔ خیاّم کی زندگی کے تمام پہلو سامنے آگئے ہیں ۔ سید صاحب نے اسکو جس طرح پیش کیا ہے، اس پر مسلمان اس کی ذات اور کارناموں پربجاطور سے فخر کر سکتے

ہیں اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس سے بڑے سے بڑا محقق شاید اختلاف نہ کر سکے گا ۔[৪৭]

অনুবাদ: এ সমালোচনাধর্মী বিশ্লেষণ দ্বারা ওমর খায়্যামের যে জীবনী সংকলিত হল, এতে জীবনীসাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক অস্বাভাবিক সমৃদ্ধি হয়েছে। ওমর খায়্যামের জীবনের সকল দিক সামনে চলে এসেছে। সায়্যিদ সুলায়মান তাঁকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, এতে মুসলিম বিশ্ব তাঁর ব্যক্তি এবং কর্মের উপর গর্ব করতে পারে। তিনি এ গ্রন্থে যা কিছু লিখে দিয়েছেন, সে বিষয়ে সবচেয়ে বড় গবেষকও সম্ভবত মতবিরোধ করতে পারবেন না।

এ গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রফেসর খালিক আহমদ নিযামী 'মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী কে ইলমী কারনামোঁ পর এক নজর' (مولانا سید سلیمان ندوی کے علمی کارناموں پر ایک نظر) শিরোনামক প্রবন্ধের নিম্নোক্ত বাক্যগুলো হৃদয় কাড়ে:

خیامؔ پر سید سلیمان ندوی کا کام ادبی ذوق اور شاعرانہ بصیرت اور محققانہ کمال کا آئینہ دار ہے ۔ انہوں نے خیامؔ کے فلسفہ کو نئے رنگ میں پیش کیا ہے اور مروجہ نظریات میں جو مستشرقین کی دین ہے ، ایک انقلاب برپا کر دیا ۔[৪৮]

অনুবাদ: ওমর খায়্যামের উপর সায়্যিদ সুলায়মানের কর্মটি তাঁর সাহিত্য রুচি, কাব্যজ্ঞান এবং গবেষণার ক্ষেত্রে পারঙ্গমতার প্রতিচ্ছবি। তিনি ওমর খায়্যামের দর্শনকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন এবং পশ্চিমা প্রাচ্যবিদদের প্রচলিত ধারণায় এক বিপ্লব ঘটিয়েছেন।

লেখক সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী নিজে এ রচনা সম্পর্কে এই বলে মন্তব্য করেন:

میں نے تو یہ کتاب محض اس اظہار کے لئے پیش کی ہے کہ اہل مغرب کو معلوم ہوجائے کہ ان کو جس ریسرچ پر ناز ہے ، مشرقی علماء اس میں ان سے کسی طرح پیچھے نہیں ۔ اللہ کا شکریہ یہ کام دیکھ کر اہل مغرب اسے مان بھی لیا ۔[৪৯]

অনুবাদ: এই রচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য পশ্চিমা পণ্ডিতদেরকে এ-কথা জানানো যে, যেই গবেষণা নিয়ে তাদের এত গর্ব, সেই বিষয়ে প্রাচ্যের জ্ঞানীজন তাদের থেকে কোন অংশে পিছিয়ে নন। আল্লাহর শুকরিয়া, এ রচনা দেখে পশ্চিমারা সেটা মেনেও নিয়েছেন।

গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রাচ্যের কবি ড. মুহাম্মদ ইকবাল সুলায়মান নাদবীকে পত্র মারফত লিখেন:

عمر خیاّم پر آپ نے جو کچھ لکھ دیا ہے ، اس پر اب کوئی مشرقی
بی عالم اضافہ نہ کر سکے گا ۔ الحمد للہ ، آپ ہی کے ہاتھ
سے اس موضوع کا خاتمہ ہو گیا ۔ [৫০]

অনুবাদ: ওমর খায়্যামের উপর আপনি যা কিছু লিখে দিয়েছেন, তাতে পূর্ব-পশ্চিমের আর কারও পক্ষেই এ বিষয়ে নতুন কিছু লিখা সম্ভব হবে না। আলহামদুলিল্লাহ, আপনার হাতেই এ বিষয়ে রচনার পরিসমাপ্তি ঘটে গেল।

৫. nvqv‡Z wke j x (حیات شبلی)

যেসকল খ্যাতিমান ব্যক্তি সাহিত্য চর্চায় ঐতিহাসিক হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, শামছুল ওলামা আল্লামা শিবলী নু'মানী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাহিত্য কর্মের অমর কীর্তির মাঝে অনেক গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি উর্দু ভাষা ও লিখনী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে প্রতিষ্ঠিত দারুল মুসান্নিফীন অন্যতম। এটি ছিল লেখক ও পাঠকদের আসরঘর। শিবলী নু'মানী ছিলেন বহু প্রতিভার অধিকারী। মুসলিম জাতি, সমাজ ও সভ্যতার মাঝে সত্যের বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর কর্মের সার্থকতা। মুসলমানদের জাগরণে বিজাতীয়দের ভিত্তিহীন অভিযোগ ও দাবি এবং ভ্রান্ত ধর্মান্ধতা পরিহারের আহবান ছিল তাঁর মতাদর্শে।

উর্দু সাহিত্যের এ মহান ব্যক্তি আল্লামা শিবলী নু'মানী ছিলেন, সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী একজন অন্যতম শিক্ষাগুরু। শিবলী নু'মানীর জীবদ্দশায় তাঁর জীবনীগ্রন্থ রচনার জন্য অনেকে ইচ্ছাপোষণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার অনুমতি দেননি। তবে এ কাজটি করার জন্য তাঁর উপযুক্ত স্থলাবর্তী প্রিয় ছাত্র সায়্যিদ সুলায়মানের উপর দৃষ্টি পড়ে। তিনি প্রিয় ছাত্রকে অসিয়ত করেছিলেন যে–

"যখন তুমি দুনিয়ার সকল কাজ থেকে অবসর হবে তখন তুমিই আমার জীবনী লিখে দিবে ।"

শিবলী নু'মানী ১৮ নভেম্বর ১৯১৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু সুলায়মান নাদবী বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার কারণে উস্তাদের জীবনী লেখার কাজ শুরু করতে পারেননি। তবে উস্তাদের কিছু স্মৃতি চিহ্ন-স্মারক গ্রন্থ অর্থাৎ gvKvZx‡e wkejx (مكاتيب شبلى), gvKvjv‡Z wkejx (مقالات شبلى) ও Kwjøqv‡Z wkejx (كليات شبلى) প্রকাশ করেন এবং mxivZbex mv. (سيرة النبىؐ) রচনা ও প্রকাশ করেন। এদিকে উস্তাদের অসিয়ত সর্বদা তাঁর চিন্তা-চেতনায় ছিল। অবশেষে কিছুটা বিলম্ব হলেও সুলায়মান নাদবী তাঁর প্রিয় শিক্ষকের জীবন, শিক্ষা, কর্ম ও সাহিত্যে তাঁর অবদান জনসমক্ষে তুলে ধরতে ১৯৪০ সালে nvqv‡Z wkejx حيات) (شبلى নামক গ্রন্থটি রচনা শুরু করেন। টানা তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর গ্রন্থটি রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। ৮৪৬ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য এ বিশাল গ্রন্থটি ১৯৪৩ সালে দারুল মুসান্নিফীন থেকে ৬৬ তম গ্রন্থ হিসেবে প্রথম প্রকাশ করেন।[৫১]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী nvqv‡Z wkejx নামক এ গ্রন্থটিতে শিবলী নু'মানীর জীবনী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রচনার পাশাপাশি এতে ফুটিয়ে তুলেন সমকালীন ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রায় পঞ্চাশ বছরের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার একটি ঐতিহাসিক চিত্র। সাথে সাথে তৎসময়ের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও এতে তুলে ধরেন, যাঁদের জীবন বিবরণী জানা ক্ষেত্র বিশেষে অতি জরুরী।

গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে এভাবে যে, গ্রন্থটির শুরুতে প্রায় ৫৭ পৃষ্ঠা জুড়ে একটি ভূমিকা লিখা হয়েছে। এ ভূমিকায় প্রাচ্যে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার-প্রসারের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। একটি জীবনীসাহিত্য মূলক গ্রন্থ হিসেবে শিবলী নু'মানীর জন্ম, বংশ, শিক্ষা ও কর্ম সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা এবং স্যার সৈয়্যদের সাথে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের কাজ করার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থের ৫৮-১৬৯ পৃষ্ঠায়। পাশাপাশি শিবলী নু'মানী যে আযমগড় শহরে দারুল মুসান্নিফীন-এর গোড়াপত্তন করেছিলেন সেই আযমগড় শহরের ইতিহাস ও তৎকালীন অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে এ অংশে। আর শিবলী নু'মানীর রচনাবলী সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যবহুল ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থের ১৭০-২৯৬ পৃষ্ঠায়। শিবলী নু'মানীর রচনাবলী নিম্নরূপ:

১. Avjgvgb (المامون)
২. AvjdviæK (الفاروق)
৩. mxivZb bÔgvb (سيرة النعمان)
৪. mdibvgv‡q i‚g Iqv wgmi kvg (سفرنامۓ روم و مصر شام)

৫. AvjMvhvjx (الغزالی)
৬. Bjgj Kvjvg (علم الکلام)
৭. AvjKvjvg (الکلام)
৮. mvIqv‡b‡n gvIjvbv i¨g (سوانح مولانا روم)
৮. gIqvhvbv‡q Avbxm I ‘exi (موازنہ انیس و دبیر)
১০. wkÔiæj ÔAvRg (شعرالعجم)
১১. mxivZbex mv. (سیرة النبیؐ)
১২. gvKvjv‡Z wkejx (مقالات شبلی)
১৩. gvKvZx‡e wkejx (مکاتیب شبلی)
১৪. LZ‡Z wkejx (خطوط شبلی)
১৫. Kwjøqv‡Z wkejx (کلیات شبلی)
১৬. ivmv‡q‡j wkejx (رسائل شبلی)
১৭. gmjgv‡bv Kx ¸hvkZvn ZvÔjxg (مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم) ।[৫২]

এমনিভাবে গ্রন্থের ২৯৭-৪১১ পৃষ্ঠায় দারুল উলুম নাদওয়াতুল ওলামার গোড়াপত্তনের ইতিহাস ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকক্রমে শিবলী নু'মানীর কাশ্মীর সফর ও কাবুল সফরের বিষয়টিও আনা হয়েছে। শিবলী নু'মানী নাদওয়াতুল ওলামার দায়িত্ব গ্রহনের পর সেখানে আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রম চালু করা, ইংরেজী শিক্ষা চালু করা, হিন্দী ও সংস্কৃত শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক আরবী শিক্ষা চালু করার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থের ৪১২-৪৪৭ পৃষ্ঠার মধ্যে। আর ৪৪৮-৫০৫ পৃষ্ঠায় দারুল উলুম নাদওয়াতুল ওলামার আর্থিক উন্নতি ও সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপারে শিবলী নু'মানীর অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি এ সময়ে আলীগড়, ঢাকা, মোযাফফরপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় তাঁর ভ্রমনবৃত্তান্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন শিবলী নু'মানীর সফরের এক কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে এভাবে–

> ۷ مئ ۱۸۹۲ء کو جہاز عدن پہچا، عدن میں مولانا کو مسافروں کی دلچسپی کی ایک بڑی چیز یہ نظر آئی کہ سمالی کی قوم کے بہت سے لڑکے ڈونگیوں پر سوار جہاز کے قریب آتے ہیں اور جہاز والوں سے انعام لینے کے لئے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں- کچھ ناچتے ہیں اور کچھ آپس میں مل کر چند بے معنیٰ الفاظ کہتے ہیں اور نعلیں بجاتے ہیں-[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

> অনুবাদ: ৭ মে ১৮৯২ সালে পানিজাহায এডেন শহর (যা আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম দেশ ইয়ামেনের একটি উপকূলীয় ক্ষুদ্ররাজ্য) পৌঁছে। এডেনে ভ্রমনকারীদের জন্য শিবলী নু'মানীর মনকাড়া একটি বড় বিষয় এই দৃষ্টিগোচর হল যে, সুমালী জাতির অনেকগুলো ছেলে ডোঙ্গার (ছিপি নৌকা) উপর আরোহণ করে জাহাযের নিকটে আসে এবং জাহাযে অবস্থানকারীদের নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণের জন্য বিভিন্ন ধরণের অঙ্গভঙ্গি করছে। কেউ নাচ্ছে, আবার কেউ একজোট হয়ে অর্থহীন শব্দধ্বনি তুলছে, আর জুতা বাজাচ্ছে।

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে শিবলী নু'মানীর অন্যান্য ধর্মীয় ও জাতীয় অবদানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থের ৫০৬-৫৮৬ পৃষ্ঠায়। যেমন– হায়দারাবাদে শিক্ষকতায় অংশগ্রহণ, আসামে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন, ধর্মীয় শিক্ষা কমিটিতে অংশগ্রহণ, আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে আন্দোলন, মদীনা ইউনিভার্সিটি ভ্রমণ, মুসলিম ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন কমিটিতে অংশগ্রহণ, নাগপুর ইউনিভার্সিটির মজলিসে শূরার সদস্যপদ গ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এ অংশে।

শিবলী নু'মানী ইসলামী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মনে প্রাণে ও চিন্তা-চেতনায় ছিল শুধু ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার। তাঁর এ রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং সমসাময়ীক রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গ্রন্থের ৫৮৭-৬৩৬ পৃষ্ঠায়। নাদওয়াতুল উলামায় দায়িত্ব পালন কালে বিভিন্ন জনের বিরোধীতা এবং তাঁর দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ৬৩৭-৬৬৭ পৃষ্ঠায়। গ্রন্থটির ৬৬৮-৬৯৬ পৃষ্ঠায় শিবলী স্কুল প্রতিষ্ঠা, মাদরাসাতুল ইসলাহ প্রতিষ্ঠা এবং দারুল মুসান্নিফীন নামক গ্রন্থ প্রকাশনা একাডেমী প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর জীবনের শেষ দিকে রাসূল সা.-এর জীবনীমূলক অমর গ্রন্থ mxivZbex mv. রচনা শুরু করা ও দুই খণ্ড সমাপ্তের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে ৬৯৭-৭১৮ পৃষ্ঠায়। আর ৭১৯-৭২৫ পৃষ্ঠায় তাঁর ইন্তিকাল, রেখে যাওয়া সন্তানাদি ও পরিবার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের প্রায় শেষভাগে ৭২৬-৮৩৬ পৃষ্ঠায় শিবলী নু'মানীর চাল-চলন, অভ্যাস ও চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর সমসাময়ীক বিভিন্ন সাহিত্যিক, তাঁর বন্ধুবর্গ এবং বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে তাঁর আকীদা ও মতামত তুলে ধরা হয়েছে। আর সবশেষে গ্রন্থের শেষ ১০ পৃষ্ঠায় তথা ৮৩৬-৮৪৬ পৃষ্ঠায় শিবলী নু'মানীর মৃত্যুতে বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকদের শোকগাথা ও কবিতা উল্লেখ করার মাধ্যমে গ্রন্থের ইতি টানা হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পর্কে মাওলানা ড. শামস তাবরীয খান অভিমত ব্যক্ত করে বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

> حیات شبلی سوانح نویسی و وقائع نگاری کا ایک جامع اور معیاری و مثالی نمونہ ہے۔ اس میں ایک فرد کے ساتھ کتنی ہی تحریکات اور ثقافتی حالات کا ایک جامع مرقع تیار کیا گیا ہے۔[৫৪]
>
> অর্থ: nvqv‡Z wkejx জীবনীসাহিত্য রচনা ও ঘটনা বিবরণী সাহিত্য রচনার একটি পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠি ও আদর্শিক নমুনা। এতে একজন ব্যক্তির (জীবনী রচনার) পাশাপাশি কত আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক অবস্থাদির একটি পূর্ণাঙ্গ লেখ্যচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

মূলত শিবলী নু'মানীর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে অনেকে অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে জীবনীসাহিত্যের পূর্নাঙ্গতার দিক থেকে এবং ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও গবেষণার দিক থেকে সুলায়মান নাদবীর nvqv‡Z wkejx একটি অনন্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে সুলায়মান নাদবী কোন পক্ষপাতিত্ব করেননি। বরং তিনি স্বীয় উস্তাদ শিবলী নু'মানীর সংস্পর্শে থেকেছেন দীর্ঘ দশ বৎসর (১৯০৫-১৯১৪)। এ সময় স্বীয় উস্তাদের জীবনের অনেক বিষয়ই নিজে অবলোকন করেছেন। পাশাপাশি বিভিন্নজনের কাছ থেকে অনেক তথ্য পেয়েছেন। আর সেগুলোই তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তথ্যবহুল আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তাঁর nvqv‡Z wkejx নামক জীবনীসাহিত্যের এ অমর গ্রন্থে। এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে মনে হবে যেন এটি শিবলী নু'মানী কর্তৃক স্বয়ং লিখিত তাঁর আত্মজীবনী। তাই বলা যায়, এ গ্রন্থটি শিবলী নু'মানীকে জানার জন্য একটি বাস্তব আয়না স্বরূপ। গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবীর একটি বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হল:

> حیات شبلی دیکھنے میں ایک نامور عالم کی شخصی سوانح ہے، مگر حقیقتا مسلمانوں کی ایک صدی کی دینی، علمی، تہذیبی اور فکری ارتقاء کی تاریخ ہے۔ جس کے بغیر مسلمانوں کے قومی مزاج اور موجودہ دور کو سمجھنا مشکل ہے، اس میں تقریبا تمام معاصر تحریکات اور اداروں کی سر گزشت بھی آگئی ہے، تنہا اس کتاب میں سیدصاحب نے ہزاروں صفحات کا نچوڑ اور بیسوں کتاب کا مواد جمع کر دیا ہے۔[৫৫]
>
> অনুবাদ: nvqv‡Z wkejx দেখতে একজন বিখ্যাত আলিমের ব্যক্তিগত জীবনী বলে মনে হলেও বাস্তবিক এটি মুসলমানদের এক শতাব্দীকালের

ধর্মীয়, শিক্ষা, সভ্যতা ও চিন্তাগত উন্নতির ইতিহাস। এটি ব্যতীত তৎকালীন মুসলমানদের জাতীয় স্বভাবধারা ও বর্তমান যুগ সন্ধিক্ষণের বাস্তব অবস্থা বোঝা বড় কঠিন। এর মধ্যে আনুমানিক সব সমসাময়ীক আন্দোলন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিগত সময়ের ইতিবৃত্তি কাহিনি ও ঘটনাপ্রবাহ চলে এসেছে। শুধু এ গ্রন্থেই সায়্যিদ সুলায়মান হাজারো পৃষ্ঠার নির্যাস এবং বিশটি গ্রন্থের তথ্য-উপাত্ত একত্রিত করে দিয়েছেন।

গ্রন্ধটি সম্পর্কে সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমানের একটি মন্তব্য নিম্নরূপ:

یہ ایک جلیل القدر، عالی مرتبت اور شفیق استاد کی خدمت میں ایک فاضل شاگرد کی دلی محبت اور شگفتگی کا نذرانہ ہے۔ اس میں مولانا شبلیؒ کے علمی کمالات و اجتہادات اور ان کے زمانہ کے تمام تعلیمی، اصلاحی، ملیّ اور قومی تحریکوں میں ان کی دلچسپیوں کے ساتھ مسلمانان ہند کے پچاس برس کے علمی، ادبی، سیاسی، تعلیمی، مذہبی واقعات کی تاریخ بھی قلم بند ہوگئی ہے۔[৫৬]

অনুবাদ: গ্রন্থটি একজন সুখ্যাতিসম্পন্ন, মহান মর্যাদাশালী ও মহানুভব উস্তাদের (শিবলী নু'মানী) সমীপে একজন জ্ঞানী ছাত্রের (সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী) আন্তরিক মুহাব্বত ও প্রসন্নতাপূর্ণ উপহার। এতে শিবলী নু'মানীর জ্ঞানগত সফলতা ও সব উদ্ভাবন এবং তৎসময়ের সর্ব প্রকার শিক্ষা, সংস্কার, ধর্মীয় ও জাতীয় আন্দোলনে তাঁর সংশ্লিষ্ঠতার বিবরণের সাথে সাথে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের পঞ্চাশ বছরের জ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক ঘটনাপ্রবাহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৬. Bqv‡' id‡ZMv (یاد رفتگاں)

চির বিদায়ীদের স্মরণে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অমর অসাধারন কীর্তি হলো Bqv‡' id‡ZMv। এ গ্রন্থটি মূলত ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছরের দীর্ঘ সময়ের শোকগাঁথা-ইতিহাস। এতে স্থান পেয়েছে এ সময়কার মৃত্যু বরণকারী ১৩৫ জন বিশিষ্ট্য ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের জীবনী, তাদের খণ্ড কাহিনী, অবদান, সুলায়মান নাদবীর সাথে তাদের সম্পর্ক, সাহিত্য জগতে রেখে যাওয়া অবদান ও কর্ম স্মারক ইত্যাদি ।

মূলত ১৮ নভেম্বর ১৯১৪ সালে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর প্রাণপ্রিয় সম্মানিত উস্তাদ আল্লামা শিবলী নু'মানী যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাঁর জীবনে নেমে আসে শোকের ছায়া। এতে তিনি দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্বীয় শিক্ষাগুরুর উপর 'আল্লামা শিবলী নু'মানী' (علامہ شبلی نعمانی) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। এ প্রবন্ধটি শিবলী নু'মানীর মৃত্যুর উপর লেখা প্রথম প্রবন্ধ, যা লাহোর থেকে প্রকাশিত hgxb'vi (زمیندار) পত্রিকায় ১৯১৪ সালের শেষদিকের এবং ১৯১৫ সালের প্রথম দিকের কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে যখন স্বীয় উস্তাদের মনোবাসনা পুরনার্থে স্মৃতি-স্মারক প্রতিষ্ঠান শিবলী একাডেমী তথা দারুল মুসান্নিফীন ১৯১৬ সালে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আগস্ট ১৯১৬ সালে এ প্রবন্ধটি দারুল মুছান্নিফীন থেকে প্রকাশিত gvÔAwid পত্রিকায় পুনরায় ছাপা হয়। এরপর থেকে সায়্যিদ সুলায়মানের জীবনের শেষ অব্দি ভারতবর্ষে যতজন বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের জীবনী ও মৃত্যুশোকগাঁথা নিয়ে তিনি আলাদা-আলাদা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রথমদিকে তাঁর এসব জীবনীমূলক প্রবন্ধ gvÔAwid পত্রিকার 'শাযারাত' (شذرات) অংশে লিখা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি এসব জীবনী-স্মারক ও মৃত্যুশোক প্রবন্ধ 'ওয়াফিয়াত' (وفیات) অংশে লিখেন। এভাবে আস্তে আস্তে তিনি নিজের জীবনের শেষ অব্দি তথা ১৯৫২ সালের ৩১ ডিসেম্বর মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ সাহেবের মৃত্যু পর্যন্ত মোট ১৩৫ জন বিশিষ্ট্য ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুতে শোকগাঁথা ও জীবনীমূলক বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী রচনা করে আমাদেরকে এক অসাধারণ কীর্তি উপহার দেন। তাঁর এসব প্রবন্ধাবলী একত্র করে Bqv‡' id‡Zm (বিদায়ীদের স্মরণে) নামকরণের মাধ্যমে ১৯৫৪ সালে করাচি, পাকিস্তান থেকে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ করা হয়।[৫৭]

নাদওয়াতুল উলামার সর্বোত্তম ফসল প্রখ্যাত জীবনীকার আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি জীবনীসাহিত্য মূলক অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে Bqv‡' id‡Zm নামক এ গ্রন্থটি অনন্য ও অতুলনীয়। ৫১৯ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট তাঁর এ বিশাল গ্রন্থটির শুরুতে রয়েছে জনাব সায়্যিদ আবু আছিম এডভোকেট কর্তৃক লিখিত একটি ভূমিকা। অতপর স্বীয় উস্তাদ আল্লামা শিবলী নু'মানীর মৃত্যুর উপর লিখা শোকগাঁথা ও জীবনীমূলক প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে মূল গ্রন্থটির সূচনা করা হয়েছে। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী প্রবন্ধটিতে স্বীয় উস্তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন এভাবে–

مولانا شبلّی مرحوم اس بزم میں سب سے پیچھے آئے، لیکن سب سے پیچھے نہیں بیٹھے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ قدیم علوم سے بہرہ ور تھے اور جدید سے اپنے ہمعصروں کی طرح آشنا ۔ اور اس لئے تماشاگاہِ عالم میں کمال کا جو جوہر انہوں نے دکھایا، یقین ہے کہ دنیا زمانہ تک اس کی مثال پیش نہ کر سکےگی۔[৫৮]

অনুবাদ: মরহুম মাওলানা শিবলী নু'মানী এ আসরে (অঙ্গনে) সবশেষে এসেছেন; কিন্তু সবার পিছনে বসেননি। তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডার থেকেও জ্ঞান আহরণ করেছিলেন এবং সমসাময়িকদের মত আধুনিক জ্ঞানের সাথেও পরিচিত ছিলেন। আর এজন্যই তিনি বিশ্ব জগতে প্রদর্শনি স্থলে আপন বৈশিষ্ট্যের যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, নিঃসন্দেহে এ বিশ্ব বহুকাল যাবৎ এর উপমা উপস্থাপন করতে পারবে না।

শিবলী নু'মানীর মৃত্যুর পর ১৯১৭ সালের ২৭ জানুয়ারী সুলায়মান নাদবীর বন্ধু নওয়াব ওয়াকারুল মুল্ক মৃত্যুবরণ করলে তাঁর মনে আরো শোকের দাগ কাটে। তিনি মরহুমের মৃত্যুর শোক প্রকাশ করেন এভাবে–

نواب محسن الملک کی وفات پر ہم نے تدبّر و سیاست کا ماتم کیا، مولانا نذیر احمد کے مرنے پر سحر نگاری اور بزم آرائی کا مرثیہ پڑھا، مولانا شبلی کی موت پر ہم نے علم کے فقدان پر نوحہ کیا، لیکن نواب وقارالملک کی رحلت پر ہم قوم کا ماتم کرتے ہیں اور اولوالعزمانہ اخلاق کی گم شدگی پر فریاد۔[৫৯]

অনুবাদ: নওয়াব মুহসিনুল মুল্কের মৃত্যুতে আমরা বুদ্ধিবৃত্তি ও রাজনীতির মৃত্যুশোক করেছি। মাওলানা নযীর আহমদের মৃত্যুতে যাদুকরি লিখনী ও সভার প্রধান আকর্ষণের শোকগাঁথা পড়েছি। মাওলানা শিবলী নু'মানীর মৃত্যুতে জ্ঞান ভাণ্ডার হারানোর জন্য কান্নকাটি করেছি। কিন্তু নওয়াব ওয়াকারুল মুল্ক-এর মৃত্যুতে আমরা যেন জাতিকে হারানোর মৃত্যুশোক করছি এবং অবিচল চরিত্রমাধুরী ও আদর্শ হারানোর কারণে অনবরত আর্তনাদ করছি।

এ গ্রন্থে যাঁদের শোকগাঁথা, জীবন ইতিহাস ও সাহিত্য অবদান সম্পর্কে প্রবন্ধাবলী রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– মৌলভী মুহাম্মদ ইসমাঈল মিরাঠী (মৃ. ১৯১৭), মৌলভী আঃ গনী সাহেব ওয়ারেছী (মৃ. ১৯১৮), মুফতী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ (মৃ.১৯২০), আকবর এলাহাবাদী (মৃ. ১৯২১), মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব আনসারী (মৃ. ১৯২২), মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আব্দুল হাই সাহেব নাদবী (মৃ. ১৯২৩), মৌলভী আবুল হাসানাত নাদবী (মৃ. ১৯২৪), শায়খ আহমদ আলী সাহেব শৌক (মৃ. ১৯২৫), মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গী (মৃ. ১৯২৬), জনাব শাদ আযীমাবাদী (মৃ. ১৯২৭), সায়্যিদ আমীর আলী (মৃ. ১৯২৮), মাওলানা হাবীবুর রহমান উসমানী (মৃ. ১৯২৯), মাওলানা আফতাব আহমদ খান (মৃ. ১৯৩০), সায়্যিদ জালব দেহলবী (মৃ. ১৯৩১), মাওলানা আব্দুল মাজীদ বাদায়ূনী (মৃ. ১৯৩২), মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (মৃ. ১৯৩৩), মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ (মৃ. ১৯৩৪), শাহ সুলায়মান সাহেব ফুলওয়ারী (মৃ. ১৯৩৫), মুন্সী প্রেমচান্দ (মৃ. ১৯৩৬), স্যার রাস মাসউদ (মৃ. ১৯৩৭), ড. মুহাম্মদ ইকবাল (মৃ. ১৯৩৮), মাওলানা শওকত আলী (মৃ. ১৯৩৯), মাওলানা সাজ্জাদ হোসাইন (মৃ. ১৯৪০), মাওলানা ইনায়াত উল্লাহ ফিরিঙ্গী (মৃ. ১৯৪১), নওয়াব মুহাম্মদ ইয়ার জঙ্গ (মৃ. ১৯৪২), সায়্যিদ সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারাম (মৃ. ১৯৪৩), মাওলানা ইলিয়াছ সাহেব কান্ধলভী (মৃ. ১৯৪৪), হাফেজ ফজলুর রহমান সাহেব নাদবী (মৃ. ১৯৪৫), নওয়াব ফাসাহাত জঙ্গ জলীল (মৃ. ১৯৪৬), হাকীম হাবীবুর রহমান সাহেব, ঢাকা (মৃ. ১৯৪৭), কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ (মৃ. ১৯৪৮), মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (মৃ. ১৯৪৯), মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শোরয়ানী (মৃ. ১৯৫০), হাসরত মুহানী (মৃ. ১৯৫১) ও মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ (মৃ. ১৯৫২) প্রমূখ।[৬০]

এ ধরণের বড় বড় বিশিষ্ট্য লোকদের জীবনী সমৃদ্ধ এ গ্রন্থটি উর্দু সাহিত্যের একটি দুর্লভ গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে সুলায়মান নাদবী নিজের উস্তাদ, বন্ধুবর্গ, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, সমসাময়ীক বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ ও দ্বীনদার লোকদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের পাশাপাশি তাঁদের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। জন্ম-মৃত্যু সন উল্লেখ পূর্বক তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তুলেছেন। ১৩৫ জন বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গকে একত্রে পাওয়া, সবার সাথে জ্ঞানগত সম্পর্ক গড়ে তোলা একটি কঠিন কাজ, যা সুলায়মান নাদবী সম্ভব করে দেখিয়েছেন। এসব ব্যক্তিদের মধ্যে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদী, ভারতীয়, ইংরেজ, মিশরীয়, তুর্কি, ব্যরিস্টার, আলিম, পীর, ফকীর, শিক্ষক, কবি, সাহিত্যিক, খতীব, রাজনীতিবিদ প্রমূখ রয়েছেন। এত সব লোকের জীবনী একত্র করা সত্যিই একটি বড় কাজ। ভারত উপমহাদেশের অন্য যেকোনো সাহিত্যিকের পক্ষেই এটি একটি দুরহ কাজ, যা সায়্যিদ

সুলায়মান নাদবী করে দেখিয়েছেন। এতে অনেক লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সুন্দর সমাধান রয়েছে।

সুলায়মান নাদবী এ গ্রন্থটি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ করে যেতে পারেননি। তবে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখা ও গ্রন্থটি প্রকাশ করার একান্ত অনুরোধ করে গেছেন করাচির প্রখ্যাত সাহিত্যিক কলামিষ্ট জনাব সায়্যিদ আবু আছিম এডভোকেটকে। জনাব সায়্যিদ আবু আছিম এডভোকেট তাঁর ভূমিকায় গ্রন্থটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করে লিখেন:

> یہ کتاب حقیقت میں تقریباً نصف صدی کی داستان غم ہے۔ یہ صرف ان مضامین کا مجموعہ نہیں ہے جو علاّمہ سید سلیمان ندوی نے جانے والوں کے غم میں سپرد قلم کیا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ان کے دل کے ٹکڑے ہیں جو صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں، یہ چالیس سال کے آنسو ہیں جو قطرہ قطرہ گر کر سمندر کی شکل میں جمع ہو کر عبرت کا ایک مرقع بن گیا ہے۔ ۱۹۱۴ء سے لیکر اپنی وفات سے کچھ پہلے ۱۹۵۳ء تک کی یہ ایک درد بھری کہانی ہے۔[৬১]

> অনুবাদ: এ গ্রন্থটি মূলত প্রায় অর্ধ শতাব্দীর দুঃখের কাহিনী। এ শুধু ঐসব প্রবন্ধের সংকলন নয়, যা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী মৃত্যুবরণকারীদের স্মরণে লিখেছেন; বরং বাস্তবতা হল এই যে, এগুলো তাঁর হৃদয়ের বিখণ্ডিত টুকরো কথা, যা গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এগুলো দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অশ্রুজল, যা ফোটা ফোটা করে সমুদ্ররূপে একত্রিত হয়ে শিক্ষাপূর্ণ ঘটনাবলীর এক বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ গ্রন্থটি ১৯১৪ সাল থেকে নিয়ে ১৯৫৩ সালে আপন মৃত্যুর কিছু পূর্ব পর্যন্ত সময়ের এক দুঃখভরা উপাখ্যান।

সুলায়মান নাদবী নিজেই গ্রন্থটির গুরুত্ব বর্ণনা করে লিখেন–

> اسلامی تاریخ کا ایک اہم کارنامہ وفیات یعنی ہزاروں، لاکھوں بزرگوں، فاضلوں، ادیبوں اور ممتاز لوگوں کی وفات کی تاریخ کا تعین ہے۔ تاریخ کی اس صنف پر بہت سی کتابیں مدوّن ہوئیں۔ کیا عجیب ہے کہ شذرات کا یہ حصّہ ایک دن اس عہد کے اوراق بن جائیں۔[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ: ইসলামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হল 'ওয়াফায়াত' তথা হাজারো, লাখো বুযুর্গ, জ্ঞানী, সাহিত্যিক ও শ্রেষ্ঠ লোকদের মৃত্যুর তারিখ নিশ্চিত বিবরণ। ইতিহাসের এই শাখাটি নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কি আশ্চর্যের বিষয় যে, 'শাযারাতের' এ অংশ একদিন এ সময়কার (ইতিহাসের) পাতায় পরিণত হবে।

এ গ্রন্থের ভূমিকায় সায়্যিদ আবু আসিম এডভোকেটের বাক্যগুলো হৃদয় কাড়ে। তিনি লিখেন–

بلا شبہ یاد رفتگاں کے یہ مضامین اردو ادب میں ایک نیا باب ہے اور اس کے اکثر مضامین زندہ جاوید ہیں۔ مولانا محمد علی، علامہ اقبال اور حکیم اجل کا مرتبہ اردو ادب میں بہت بلند ہے۔ یہ مضامین نہ صرف اردو ادب بلکہ دنیائے ادب کے انمول جواہر پاروں میں شمار کئے جانے کے قابل ہیں۔[৬৩]

অনুবাদ: নিঃসন্দেহে Bqv‡' idZMv গ্রন্থের এ প্রবন্ধাবলী উর্দু সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায় এবং এর অধিকাংশ প্রবন্ধাবলী চিরন্তন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী, আল্লামা ড. ইকবাল ও হাকীম আজল-এর স্থান উর্দু সাহিত্যে অনেক উর্ধ্বে। এ প্রবন্ধাবলী শুধু উর্দু সাহিত্যের নয়; বরং বিশ্ব সাহিত্যের মহা মূল্যবান মুক্তাখণ্ডের লিপিকায় অন্তর্ভুক্ত করার যথোপযুক্তও বটে।

মোটকথা আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর সাহিত্য চর্চার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অনন্য দিক হলো জীবনীসাহিত্য রচনা। তাঁর এসব জীবনীমূলক রচনাবলীর প্রতি কিঞ্চিত দৃষ্টিপাত করলে এ বাস্তবতা উন্মোচিত হয় যে, তাঁর সাহিত্যিক রুচি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, নতুন-পুরাতন জ্ঞানে অভিজ্ঞতা, অধ্যয়নের ব্যাপকতা, জ্ঞানের গভীরতা, সমালোচক ও ঐতিহাসিকের জ্ঞানগত বাস্তবতা, লেখক-সাহিত্যিক হিসেবে বাকপটুতা, চিন্তা ও দূরদর্শিতা ইত্যাদি ছিল বহুমুখী এবং সুদুর প্রসারিত। তাঁর জীবনীমূলক রচনাবলী ও গ্রন্থসমূহের মধ্যে একদিকে যেমন বিশ্বনবী সা.-এর জীবনীমূলক গ্রন্থ mxivZbex mv.-এর মত বিশাল ৭ খণ্ডের ভলিয়ূম এবং নবীপত্নী হযরত আয়েশা রা.-এর জীবনীমূলক গ্রন্থ mxiv‡Z Awqkv-এর মত নির্যাস গ্রন্থ দেখা যায়, অপরপক্ষে প্রসিদ্ধ চার ইমামের একজন ইমাম মালিক র.-

এর জীবন ও অবদান নিয়ে রচিত nvqv‡Z gwjK এবং প্রখ্যাত কবি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওমর খায়্যামের ওপর তাঁর সমালোচনামূলক জীবনীগ্রন্থ Lvq¨vgও নজর কাড়ে।

এমনিভাবে একদিকে তিনি স্বীয় উস্তাদ বিখ্যাত আলিমে দ্বীন প্রখ্যাত সাহিত্যিক আল্লামা শিবলী নু'মানী-এর জীবন ও অবদান মূলক গ্রন্থ nvqv‡Z wkejx রচনা করে যেমন খ্যাতি কুঁড়িয়েছেন, অপরদিকে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছরের দীর্ঘ সময়ে ভারতবর্ষের ১৩৫ জন প্রয়াত বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গের জীবনী ও সাহিত্য জগতে রেখে যাওয়া অবদান নিয়ে রচিত অমর ও অসাধারণ কীর্তি Bqv‡' ivd‡ZMvঁ রচনা করে একটি কঠিন কাজকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর লিখিত এসব গ্রন্থ একজন গবেষকের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান পুঁজি এবং সাধারণ মানুষের জন্য জীবনের পাথেয়।

তথ্যসূত্র

১. ড. সায়্যিদ শাহ আলী, 'সাওয়ানেহ নেগারী কা দরজা উর্দু আদব মেঁ', D' †g mvIqv‡bn †bMvix, (করাচী : গোল্ড পাবলিশিং হাউজ, ১ম প্রকাশ, ১৯৬১), পৃ. ৮
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
৫. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gvIjvbv mwq¨' mjvqgvb bv'ex Kx ZvQvbxd (১ম খণ্ড), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ২০১১), পৃ. ৩৭
৬. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, nvqv‡Z Bgvg gwjK, (করাচী : মাকতাবাতুশ শারক, তৃতীয় প্রকাশ ১৯৪৫), পৃ. ২
৭. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
৮. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬
১১. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

১৩. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxiv‡Z Av‡qkv iv., (করাচী : উর্দু একাডেমী, সিন্দ, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৫৫), পৃ. ১

১৪. আল্লামা শিবলী নু‘মানী, gvKvZx‡e wkejx (২য় খণ্ড), সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সংকলিত, মাকতুব নং ৭০, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ১৯৭১), পৃ. ৬৫

১৫. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, mwwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex Kx Bjgx Iqv Øxbx wL‘gvZ ci GK bRi, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ২০১৪), পৃ. ৩০

১৬. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

১৮. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

১৯. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxiv‡Z Av‡qkv iv., পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

২১. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, nvqv‡Z mjvqgvb, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ২০১১), পৃ. ৩৫

২২. আল্লামা শিবলী নু‘মানী, gvKvZx‡e wkejx, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

২৩. পূর্বোক্ত, মাকতুব নং ৪৯, পৃ. ৪১

২৪. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, nvqv‡Z wkejx, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, চতুর্থ প্রকাশ,১৯৮৩), পৃ. ৭২২

২৫. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত, gvÔAwid, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, সংখ্যা জুলাই, ১৯১৮), পৃ. ৪

২৬. আল্লামা শিবলী নু‘মানী, mxivZbex mv. ১ম খণ্ড, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৩৬ হি.), পৃ. ৮

২৭. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩

২৮. আল্লামা শিবলী নু‘মানী, mxivZbex mv. (২য় খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে মা‘আরিফ, ৪র্থ প্রকাশ ১৯৬৭), পৃ. ২৯২

২৯. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩

৩০. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxivZbex mv. (৩য় খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে মা‘আরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৩৬১ হিজরী), পৃ. ৫১২

৩১. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, mwwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex Kx Bjgx Iqv Øxbx wL‘gvZ ci GK bhi, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৩২. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxivZbex mv. (৩য় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৩৩. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gvIjvbv mwwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex Kx ZvQvbxd (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৩৪. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxivZbex mv. (৪র্থ খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে মা'আরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৩৬৬ হিজরী), পৃ. ৪১৬

৩৫. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯

৩৬. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxivZbex mv. (৫ম খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে মা'আরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৩৬৯ হিজরী), পৃ. ৩৭

৩৭. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮০

৩৮. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxivZbex mv. (৬ষ্ঠ খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে মা'আরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৩৬৯ হিজরী), পৃ. ৭৮৭

৩৯. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১

৪০. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, mwwq¨' mjvqgvb bv'ex Kx Bjgx Iqv Øxbx wL'gvZ ci GK bhi, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৪১. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gvIjvbv mwwq¨' mjvqgvb bv'ex Kx ZvQvbxd (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৪২. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, nvqv‡Z mjvqgvb, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৯

৪৩. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gvIjvbv mwwq¨' mjvqgvb bv'ex Kx ZvQvbxd (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪

৪৪. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Lvq¨vg, (আযমগড় : মাতবুআয়ে দারুল মুসান্নিফীন, ১৯৩৩), পৃ. ৭০

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১

৪৭. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gvIjvbv mwwq¨' mjvqgvb bv'ex Kx ZvQvbxd (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬

৪৮. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, mwwq¨' mjvqgvb bv'ex Kx Bjgx Iqv Øxbx wL'gvZ ci GK bhi, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

৫০. শায়খ আতা উল্লাহ, BKevj bvgv (১ম খণ্ড), (লাহোর : তাজের কুতুব ইসলামিয়া, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮), পৃ. ৭৭

৫১. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, nvqv‡Z mjvqgvb পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০২

৫২. ড. মুফতী মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান, (ঢাকা : বাংলাবাজার, মাকতাবাতুত তাকওয়া, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪), পৃ. ৫৭-৬১

৫৩. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, nvqv‡Z wkejx, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২

৫৪. মাওলানা ড. শামস্ তাবরীয খান, Zvix‡L bv'IqvZj Djvgv (২য় খণ্ড), (লক্ষ্মৌ :

মজলিসে ছাহাফাত ওয়া নাশরিয়াত, প্রথম প্রকাশ ২০১৫), পৃ. ৪৮৫

৫৫. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, civ‡b †PivM (১ম খণ্ড), (লক্ষ্ণৌ : মাকতাবাতুশ শাবাব আল-ইলমিয়্যাহ, নাদওয়া রোড, সপ্তম প্রকাশ ১৯১৪) পৃ. ৫০

৫৬. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gvIjvbv mvwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex Kx ZvQvbxd,

পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৫৭. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Bqv‡‘ id‡ZMv, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ৩য় প্রকাশ ২০১১), পৃ.৪

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১-৩

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর পত্র ও প্রবন্ধ সাহিত্য

পত্র সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী

উর্দু সাহিত্যের একটি আকর্ষণীয় ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল পত্রসাহিত্য। পত্রের মাধ্যমে লেখকের মেযাজ, প্রকৃতি, আচরণ ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়। পত্র দ্বারা লেখকের সময়কার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এ সম্পর্কে লেখকের মতামত জানা যায়। আর এজন্যই উর্দু সাহিত্যে পত্র সংকলন যথেষ্ট উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আন্তরিকতার সাথে পড়া হয়ে থাকে।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী উর্দু পত্র সাহিত্যেও যথেষ্ট অবদান রাখেন। তিনি বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্নজনের নিকট পত্রালাপের মাধ্যমে উর্দু পত্রসাহিত্যে নিজের স্থান দখল করে নেন। তাঁর পত্রাবলীর সংখ্যা অনেক। তিনি দেশের বড় বড় প্রখ্যাত আলিম ও বিশিষ্ট্য জনের সাথে গভীর সম্পর্ক রেখেছেন। তাদের অধিকাংশের সাথে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করেছেন। তিনি যাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে পত্র লিখতেন তাদের মধ্যে রয়েছেন– তাঁর সম্মানিত বন্ধুবর্গ, রয়েছেন ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গ। চিঠির প্রাপক হিসেবে তাঁর অগনিত সম্মানিত বন্ধুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী, মাওলানা আব্দুল বারী নাদবী, সায়্যিদ আব্দুল হাকীম দিসনবী, শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবী, মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদবী, মাওলানা মাসউদ আলী সাহেব, মাওলানা যিয়াউল হাসান উলুবী প্রমুখ। ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম হলেন– অলিকুল শিরোমনি হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র., মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল প্রমুখ। তাঁর এসব পত্র পাঠে মনে হয় এসব পত্র তিনি জাতিকে উদ্দেশ্য করে মনের ভাব প্রকাশ করেছেন।[১]

উপরোল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের সাথে সায়্যিদ সুলায়মানের জীবনের পুরো অংশ জুড়ে পত্রালাপ হতো। তাঁরাও তাঁর নিকট পত্র লিখতেন এবং তাঁর বিভিন্ন পত্রের উত্তর দিতেন। এছাড়াও যে সকল বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ সায়্যিদ সুলায়মানের নিকট পত্র লিখেছেন, তাঁদের পত্রগুলো একত্র করে মাওলানা যিয়াউদ্দীন ইছলাহীর তত্ত্বাবধানে gvkwni †K LZZ ebv‡g gvl jvbv mwq¨' mjvqgvb bv'ex (مشاہیر کے خطوط بنامِ مولانا سید سلیمان ندوی) নামক একটি পত্রসংকলন ১৯৯২ সালে দারুল মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯০ পৃষ্ঠা সম্বলিত অত্র সংকলনটিতে ৮ জন বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গের মোট ১৯০টি পত্র স্থান পেয়েছে। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর পত্রালাপ সম্পর্কে মাওলানা যিয়াউদ্দীন ইসলাহী লিখেন:

> ''مولانا سید سلیمان ندوی کی شہرت عالمگیر تھی، اور ہندوستان کا تو ہر گوشہ ان کے آوازۂ شہرت سے گونج رہا تھا۔ اکثربڑے اور اہم دینی، علمی، تعلیمی اور ادبی اداروں اور انجمنوں اور مختلف قومی و ملی تحریکوں اور تنظیموں سے ان کا ربط و تعلق تھا۔ اور ملک کے اکابر و مشاہیر فضلاء سے ان کے گہرے تعلقات تھے، جن سے اکثر خط و کتابت بھی رہتی تھی، ان خطوط میں اس دور کے اہم واقعات و حوادث اور ملک و ملّت کے متعدد امور و مسائل زیر بحث آتے تھے۔''[২]
>
> অনুবাদ: মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর সুখ্যাতি রয়েছে জগৎজোড়া। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে তাঁর প্রসিদ্ধির আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অধিকাংশ বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, জ্ঞান, শিক্ষা এবং সাহিত্যমূলক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের সাথে এবং বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় আন্দোলন ও সংস্থারসমূহের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক ছিল। দেশের বড় বড় প্রখ্যাত আলিম ও প্রসিদ্ধ বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। যার সুবাদে তাঁদের সাথে প্রায়ই চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হতো। তাঁর এসকল পত্রাবলীতে তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের ঘটনাবলী এবং দেশ ও জাতির বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলাপচারিতা হত।

একটি পত্রের যে যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর পত্রে সেসব বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি পুরোপুরি বিদ্যমান রয়েছে। তিনি সম্বোধনের ক্ষেত্রে পুরাতন নিয়ম পরিহার করে মহান ব্যক্তিদেরকে ও বন্ধুদেরকে সংক্ষিপ্ত সম্বোধনে চিঠি লেখার শুরু

করেন। প্রাপকের নাম উল্লেখ না করে صدیق مکرم (সম্মানিত বন্ধু), اخی المکرم (আমার সম্মানিত ভাই), مکرمی و محترمی (আমার সম্মানিত), برادرم (আমার ভাই), پیارےمولانا (প্রিয় মাওলানা), جناب مولانا (জনাব মাওলানা) ইত্যাদি গুণবাচক শব্দাবলীর মাধ্যমে সম্বোধন করেন। অনেক সময় সম্বোধনের ক্ষেত্রে আরবী বাক্য ব্যবহার করেন। যেমন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী র.-কে লিখিত একটি পত্রে তিনি حضرة العلامہ المفضال متع الله المسلمين بطول بقائكم এবং আরেকটি পত্রে حضرة هادئ طريقت متع الله المسلمين بطول بقائكم বলে সম্বোধন করেন।[৩]

সম্বোধনের পরপরই প্রাপকের জন্য দোয়াসূচক বাক্য ব্যবহার করেন এবং সালাম প্রদান করেন। সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক সময় التسليم লিখেন, অনেক সময় سلام আবার অনেক সময় পুরো সালাম السلام عليكم ورحمۂ الله وبركاتہ লিখে দেন। অনেক সময় প্রথমে সালাম আনেননি বরং সালামের মাধ্যমে চিঠি শেষ করেন। তিনি যেখান থেকে প্রত্র লিখেন সে স্থানের নাম, তারিখ ও সন পত্রের ডানপাশে উল্লেখ করে দেন, যা পত্র লেখার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় পত্রের মাঝেই তারিখ উল্লেখ করে দেন। যেমন সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবীকে লিখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেন:

> "آج ۱۵ جون ہے، ۱۷ جون کو یہاں سے روانہ ہونا ہے، لکھنؤ اور اناؤ کی راہ سے بھوپال قبل رمضان تک پہنچنے کا خیال ہے۔ امید ہے کہ بعض الجھنیں وہاں پہنچ کر دور ہوں گی، اگر آپ بھوپال کے پتہ سے مجھے مشوروں سے مستفید کر سکتے ہوں تو شکریہ۔"[৪]

> অনুবাদ: আজ ১৫ জুন। ১৭ জুন এখান থেকে রওয়ানা দিচ্ছি। লক্ষ্ণৌ ও আনাও এর পথ ধরে রমযানের পূর্বে ভূপাল পৌঁছানোর ইচ্ছা রয়েছে। সেখানে পৌঁছার পর কিছু দুশ্চিন্তা দূর হবে বলে আশা করছি। আমার ভূপালের ঠিকানায় পত্র দিয়ে আমাকে আপনার পরামর্শ দিয়ে উপকার করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

তিনি মূল বক্তব্য বর্ণনা করেন অত্যন্ত সুস্পষ্ট আকারে। পত্রশেষে সকলের কল্যাণ কামনা করে এবং নিজের জন্য দোয়া চেয়ে সালামান্তে পত্রের ইতি টানেন এবং নিজের নাম

سلیمان অথবা سید سلیمان লিখে দেন। যেমন তিনি হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.কে লিখা একটি চিঠির পরিসমাপ্তি টানেন এভাবে:

دعا کا طالب و ہمت کا خواستگار ہوں۔ والسلام

سید سلیمان ۔[৫]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর পত্রের মাধ্যমে জীবনের খণ্ড কাহিনী জানা যায়, তার এমন কয়েকটি চিত্র নমুনা হিসেবে এখানে তুলে ধরা হল:

১৯৩৯ সালের শুরুর দিকে আবুল হাসান আলী নাদবী তাঁর mxiv‡Z mvwq¨‘ Avng‘ knx‘ (سیرت سید احمد شہید) গ্রন্থের ভূমিকা লিখার আবেদন জানিয়ে, একটি সৌজন্য কপি সায়্যিদ সুলায়মানের নিকট পাঠিয়ে দেন। সায়্যিদ সুলায়মান গ্রন্থ প্রাপ্তির পর নিম্নলিখিত পত্র লিখে পাঠান। এটাই ছিল আবুল হাসান আলী নাদবীকে লিখা তাঁর প্রথম পত্র। পত্রখানার অনুবাদ নিম্নরূপ:

দারুল মুসান্নিফীন, আযমগড়
১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

আমার প্রিয় আলী মিয়া (আল্লাহ আপনাকে উপকারী জ্ঞান দান করুন),
গ্রন্থ পেয়েছি। আদ্যপান্ত পাঠ করেছি। কিছু কিছু অংশ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। পড়ার পর চোখে পানি এসে গেছে। আপনার বর্ণনাভঙ্গি ও রচনাশৈলী অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়স্পর্শী। আল্লাহ আপনাকে আরো সুন্দর ও অধিক অধিক লেখার তৌফিক দান করুন। আপনি লেখার জন্য কিছু অবশিষ্ট রেখেছেন কি যা আমি লিখব? আশা করি গ্রন্থের সারবত্তা কয়েকটি লাইনে সাজিয়ে লিখব। কয়েক পৃষ্ঠা লেখাও হয়ে গেছে। আরো কিছু বাকি আছে। লেখা পরিপূর্ণ হলে প্রেরণ করব।

ডাক্তার সাহেবের খিদমতে আমার সালাম বলবেন। আলীগড়ের সফলতার জন্য মুবারকবাদ।

ইতি
সায়্যিদ সুলায়মান
১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ ইং।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে তাঁর পত্রে আরেকটি বিষয় উল্লেখ রয়েছে, তা হলো নাদওয়াতুল উলামার বিষয়। তিনি যেখানেই থাকতেন দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার কথা ভাবতেন। তিনি দারুল উলুমের সাথে নিবিড় সম্পর্ক অটুট রেখেছেন। সদা পত্র দ্বারা নাদওয়ার সহকর্মীদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করেছেন এবং শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশনা অব্যাহত রেখেছেন। ১৮ এপ্রিল ১৯৪৮ সালে ভূপাল থেকে লেখা এক চিঠিতে তিনি তাঁর জীবনের কতিপয় তিক্ত বাস্তবতা ও অনাকাঙ্খিত অভিজ্ঞতা ইঙ্গিতস্বরূপ আনেন এবং নাদওয়ার শিক্ষা সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা ও পরিচালনা যথাযথ ভাবে করার ব্যাপারে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবীকে প্রিয় বন্ধু সম্বোধন করে চিঠির এক পর্যায়ে যা লিখেন, নিম্নে তার অনুবাদ উল্লেখ করছি:

> "দারুল উলুমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সর্বদা স্বীকৃত। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে এ ধারণা জন্মেছে যে, মুসলমানদের মাঝ থেকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার যোগ্যতাকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আন্দোলন-সংগ্রাম, বিপ্লব-বিদ্রোহ মুসলমানদের জন্য ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে দিন দিন অপরিহার্য করে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুসলমানদের অলসতা উদাসীনতা সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাকে কখনো এমন দেখতে না হয় যে, এ বিশ্ব উম্মতগ্রাসী হবে। মাওলানা হালীর কথায় মুসলমানদেরকে গিলে ফেলবে। নাদওয়ার ব্যাপারে আপনার আবেগ-অনুরাগ যেমন, আমারও ঠিক তেমনি। আমার সিদ্ধান্ত হলো, বর্তমানে বিশাল দায়িত্ব আপনি স্বীয় স্কন্ধে উঠিয়ে নিন। আমি সর্বদা আপনাকে সহযোগিতা করব।
>
> আপনি হিজাযের জ্ঞানী-গুণী মহলে আমার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হায়, বাস্তবে যদি আমি এমন হতে পারতাম!
>
> সালামান্তে
>
> সায়্যিদ সুলায়মান
>
> ১৮এপ্রিল, ১৯৪৮খ্রিস্টাব্দ।[৭]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর পত্রের এরেকটি দিক হল ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা। তিনি চিঠির মাধ্যমে ইতিহাস রচনা করেছেন। ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে

গেছেন পত্রের প্রায় প্রতিটি পাতায় পাতায়। তিনি যখন দীর্ঘদিনের সফল কর্মস্থল আযমগড় ত্যাগ করে ভূপাল চলে যান, তখন তিনি তাঁর স্মৃতিতে থাকা আযমগড়ের ইতিহাস নিয়ে ভেবেছেন। আযমগড় ছেড়ে যাওয়ায় তাঁর ব্যথিত মনের কষ্ট ও আর্তনাদ সম্পর্কে তাঁর পত্রে প্রকাশ করেছেন, সাহিত্য বিচারে যা অতুলনীয়।

সায়্যিদ সুলায়মানের পত্রাবলীতে বিভন্ন ভ্রমনকাহিনী চলে আসে। যেমন– তিনি **১৯১২** সালের জুলাই মাসে মোম্বাই অবস্থানকালে বেঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত মাদরাস মোহামেডান কনফারেন্সে অংশগ্রহণের বিষয়টি মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হালীম সাহেবকে পত্রের মাধ্যমে জানান এভাবে:

عم محترم!

میں نے پہلے خط میں آپ کو اطلاع دی تھی کہ مدراس محمڈن کانفرنس کی شرکت کے لئے مدراس جا رہا ہوں۔ ۲۵ جولائی کو یہا ں سے روانہ ہوا اور ۸ اگست کو واپس آیا۔ یہ سفر میرے تمام سفروں میں سب سے زیادہ مفید و پراز معلومات رہا۔[৮]

অনুবাদ:

সম্মানিত চাচা!

সালাম নিবেন। আমি পূর্বের পত্রেই আপনাকে অবহিত করেছিলাম যে, মাদরাস মোহামেডান কনফারেন্সে অংশগ্রহনের জন্য আমি মাদরাস যাচ্ছি। ২৫ জুলাই এখান থেকে রওয়ানা হয়েছি এবং ৮ আগস্ট এখানে ফিরে এসেছি। এ সফরটি আমার সকল সফরের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি উপকারী ও তথ্য সমৃদ্ধ হয়েছে।

তাঁর পত্রের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত ধারণা প্রদান। তাঁর প্রত্রাবলীতে তৎসময়কার বিভিন্ন বিষয়ের উপর অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত ধারণা পাওয়া যায়। তিনি **১১** জানুয়ারী **১৯১৪** সালে মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হালীম সাহেবকে লেখা অন্য একটি চিঠিতে পুনা শহরের তৎকালীন অবস্থা তুলে ধরেন এভাবে:

پونہ بمبئی کے پاس پریسیڈنسی کا دوسرا شہر ہے۔ موسم گرما میں بمبئی گورنمنٹ کا دفتر یہیں ہوتا ہے۔ وہ زمانہ یہاں کے سیزن کا ہے۔ موسم بہار ہوتا ہے۔ یہ شہر برہمنوں اور مرہٹوں کا صدر مقام ہے۔ مسلمانوں کے سوا یہاں کی اور قومیں برہمن، مرہٹہ، پارسی، یہودی سب ترقی یافتہ اور ذی ثروت ہیں۔ تمام پونہ میں ایک بھی

مسلمان گریجویٹ، وکیل یا بیرسٹر نہیں۔ کوئی یہاں مذہبی آدمی نہیں، مولوی تک بھی نہیں۔[৯]

অনুবাদ: মোম্বাই শহরের পাশে দ্বিতীয় সরকারি শহর হলো পুনা শহর। গরমকালে এ শহরটি মোম্বাই সরকারের প্রধান দফতর হয়ে থাকে। এসময়টি এখানকার মোক্ষম সময় থাকে। বসন্তকাল। এ শহরটি মারাঠীদের রাজধানী। মুসলমানদের ব্যতীত এখানকার অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন মারাঠী, ফরাসী, ইহুদী সকলেই উন্নত এবং সম্পদশালী। অথচ সমগ্র পুনা শহর খুঁজেও একজন মুসলিম গ্রাজুয়েট, উকীল বা বেরিস্টার নেই। এখানে ধর্মীয় কোন লোক নেই, মৌলভী পর্যন্ত নেই।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর পত্রাবলীতে রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইত্যাদি বিষয়ও স্থান পায় তাঁর পত্রে। তিনি **১৯২১** সালে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার নির্বাচিত হন। তাঁর রাজনীতিতে পদার্পনের এ বিষয়টি মাওলানা আব্দুল বারী নাদবীকে লিখা একটি পত্রে তুলে ধরেন এভাবে:

کانگریس ورکینگ کمیٹی کے دس ممبروں میں ایک میرا نام انتخاب ہوا۔ مگر بجا اعتراف ہے کہ اس سے مجھ کو ایک ذرہ برابر خوشی نہیں ہوئی۔ صرف محمد علی صاحب کی وصیت اور حکیم اجمل خاں اور ڈاکٹر انصاری کا امتثال امر ہے۔ آپ سن کر خوش ہوں گے کہ گاندھی جی نے میرے متعلق بڑی اچھی رائے لوگوں سے ظاہر کی ہے۔ وہ بے چارہ مولویوں سے بہت ڈر گیا ہے۔ گورکھ پور کے حادثہ کا ان پر بڑا اثر پڑا ہے۔[১০]

অনুবাদ: কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির দশ সদস্যের মধ্যে এক নাম আমার নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু আমার বাস্তব অভিব্যক্তি হল, এর দ্বারা আমার একটুও আনন্দ অনুভূতি হয়নি। শুধু মুহাম্মদ আলী সাহেবের উপদেশ পালন এবং হাকীম আজমল খান ও ডা. আনছারীর আদেশ পালন করা মাত্র। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, জনাব গান্ধীজী আমার সম্পর্কে মানুষের নিকট অত্যন্ত ভাল ধারণা প্রকাশ করেছেন। সে বেচারা মৌলভীদেরকে অনেক ভয় পেয়ে গেছেন। তাঁর উপর গোরখপুরের ঘটনাটির অনেক প্রভাব পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী জীবনের প্রায় ৩২ বছর কাল দারুল মুসান্নিফীন আযমগড়ে অবস্থান করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে দারুল মুসান্নিফীন পরিচালনা করেন। দারুল মুসান্নিফীনকে তিনি একজন সন্তানের মত দেখেন। এজন্য তিনি এর স্মৃতিকে কখনো মন থেকে পৃথক করতে পারেননি। তিনি ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চার বছর বিভিন্ন কারণে ভূপাল অবস্থান করেন। সেখান থেকে মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী, আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী ও শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবীসহ অনেকের কাছেই পত্রালাপের মাধ্যমে তাঁর মনের দুঃখ প্রকাশ করেন। শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবীকে লিখা তাঁর একটি পত্রের মাধ্যমে দারুল মুসান্নিফীন ছেড়ে দুরে চলে যাওয়ায় তাঁর বিরহ বেদনা, ব্যথিত মনের কষ্ট ও আর্তনাদ সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যায়। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ:

۲۴جولائی، ۱۹۴۶
بھوپال

برادرم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ

اللہ خیریت ہے۔ یہاں سرکاری مہمان خانے میں ہوں۔ بہترین موسم، بہترین منظر اور بڑا خوش آئندہ مستقبل ہے۔ مگر خدا جانتا ہے ان سب سے بہتر شبلی منزل میری نگاہ میں ہے۔ اے کاش کہ وہاں مجھ کو سکون میسر آتا اور خلاف مزاج حالات سے بچا رہ سکتا۔ وہاں کا فقر یہاں کی شاہی سے بہتر ہے۔میرے لئے شہر میں ایک بڑا مکان صاف ہو رہا ہے، خوش منظر ہے؛ مگر دل اپنے ویرانے کو چاہتا ہے۔

والسلام
سید سلیمان۔[১১]

২৪জুলাই,১৯৪৬
ভূপাল

অনুবাদ:

Dhaka University Institutional Repository

ভাই আমার, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্
আল্লাহর শুকরিয়া ভাল আছি। আমি এখানে সরকারি অতিথিশালায় আছি। আবহাওয়া মনমুগ্ধকর, সুন্দর প্রকৃতি ও আনন্দপূর্ণ ভবিষ্যত। কিন্তু মহান আল্লাহ ভাল জানেন যে, এসবকিছু থেকে আমার দৃষ্টিতে শিবলী একাডেমীই উত্তম। হায় আফসোস! যদি ঐখানে (আযমগড়) আমার থাকাটা সহজ হতো এবং প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিরাপদ থাকত! ঐখানের দারিদ্র এখানের বাদশাহি থেকেও উত্তম। আমার জন্য এখানে শহরে একটি বড় বাড়ি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হচ্ছে, দেখতেও মনমুগ্ধকর, কিন্তু আমার মন সেই পুরনো স্থানেই ফিরে যেতে চাইছে।

সালামান্তে
সায়্যিদ সুলায়মান

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী জীবনের শেষ তিন বছর (১৯৫০-১৯৫৩) পাকিস্তানে স্থায়ী বসবাস করেন। এসময় সেখানে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনা ও অবস্থা পত্রের মাধ্যমে স্বদেশের বন্ধুদের অবগত করেন। যেমন– নভেম্বর ১৯৫০ 'আঞ্জুমানে তারাক্কিয়ে উর্দু পাকিস্তান' কর্তৃক তাঁর সম্মানার্থে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, জানুয়ারী ১৯৫১ 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব, ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের উলামায়ে কিরামের কনফারেন্সে তাঁর অংশগ্রহণ, মার্চ ১৯৫২ অল পাকিস্তান হিস্ট্রিকাল সোসাইটির অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব, বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা ইউনিভার্সিটির সিনেটের মেম্বার হিসেবে নিয়োগ এবং ইসলামী বোর্ডের সভাপতি নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলি তিনি পত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেন। সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান সাহেবকে আগস্ট ১৯৫২ সালে লিখা একটি পত্রের অংশ তুলে ধরা হল:

عہدۂ صدار ت ادارۂ تعلیمات اسلام دو برس پہلے میرے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ مگر میں نے بعض شرائط رکھے تھے۔ وہ جب پورے ہوئے تو میں نے ۲ اگست کو قبول کر لیا۔ تاکہ پورے مسوّدۂ آئین پر رائے دی جا سکے۔[১২]

অনুবাদ: ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্বের পদ দু বছর পূর্বে আমার সামনে উত্থাপন করা হয়। কিন্তু আমি কিছু শর্তাবলী রাখি। সেই শর্তাবলী যখন পূরণ হয়েছে, তখন আমি ২ আগস্ট তা গ্রহণ করি। যাতে আইনের খসড়ার বিষয়ে মতামত দেয়া সম্ভব হয়।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর চিঠিতে বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক বিষয়টিও স্থান পেয়েছে। তাঁর হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.-এর দরবারে গমন ও তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ, ঈমান-আকাইদ, রিসালত-ইমামত, আইন ও শরীয়ত ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর চিঠিতে। তিনি জগৎবিখ্যাত আল্লাহর ওলী, হযরত থানবী র.-এর নিকট লিখিত দ্বিতীয় পত্রে তাঁর আত্মার পরিশুদ্ধির ব্যাপারে লিখেন:

> میرے لئے کوئی ایسا نسخہ تجویز فرمائیں کہ مجھ میں استقامت و تثبّت اور رغبت الی الطاعت پیدا ہو، فرائض کا پابند ہوں، بدعات سے نفور ہوں، کبھی کبھی ذوق سجود کی لذت بھی پاتا ہوں۔ میں امام ربانی مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہما اور ان کے سلسلہ سے عقیدت تامہ رکھتا ہوں۔ خرافات و طامات صوفیہ کا دل سے منکر ہوں۔ صالح نہیں لیکن صلاح حال کا دل سے خواستگار ہوں۔ اب آپ سے دعا کا طالب، ہمت کا خواستگار اور حصول اخلاص اصلاح قلب کے لئے کسی نسخہ کا سائل ہوں۔[১৩]

> অনুবাদ: আমার জন্য এমন একটি ব্যবস্থাপত্র নির্বাচন করে দিন, যার দ্বারা আমার মাঝে স্থিরতা ও দৃঢ়তা এবং ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আমি যেন সকল ফরজ বিষয়ের অনুগত হই, বেদ'আতকে ঘৃণা করি। কখনও কখনও সেজদার মজাও পাই। আমি ইমামে রাব্বানি মুজাদ্দিদে আলফে সানী র., শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী র. ও তাঁদের সিলসিলার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখি। সূফীবাদের সব কূপ্রথা ও মন্দ দিককে আন্তরিকভাবে ঘৃনা করি। আমি পরিশুদ্ধ নই, তবে হাল ও অবস্থার পরিশুদ্ধের জন্য আন্তরিকভাবেই প্রার্থনাকারী। এখন আপনার নিকট দোয়াপ্রার্থী, মনোবলের আশাবাদী। আর ইখলাস অর্জন ও আত্মশুদ্ধির জন্য আপনার নিকট কোন একটি ব্যবস্থাপত্রের জন্য আবেদনকারী।

পত্র সংকলনগ্রন্থ evix‡' wdwi½ (برید فرنگ)

এ গ্রন্থটি সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর কোন সতন্ত্র সাহিত্য গ্রন্থ নয়। বরং এটি তাঁর রাজনৈতিক পত্রাবলীর সংকলন। তিনি ১৯২০ সালে খিলাফত প্রতিনিধি দলের সাথে লন্ডন থাকাকালে যেসকল পত্রের মাধ্যমে সেখানকার সব খবর জানিয়েছেন, সেসব পত্রের

সংকলন হল evix‡' wdwi½ (برید فرنگ)। এটি ১৯৩৬ সালে দারুল মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি লন্ডন থাকাকালে খিলাফত প্রতিনিধি দলের প্রতিদিনকার কার্যবিবরণী নোট করে রাখেন এবং প্রতি সপ্তাহে এসব কার্য বিবরণী মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গী মহল্লী, দারুল মুসান্নিফীনের মুহতামিম মাওলানা মাসউদ আলী নাদবী, মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী, সায়্যিদ আবুল কামাল আব্দুল হাকীম দিসনবী ও মাওলানা আবু যুফার নাদবীকে পত্র মারফত জানান। আর এসব পত্রের সংকলনই হল evix‡' wdwi½।[১৪]

খিলাফত প্রতিনিধি দল কখন কিভাবে ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছেন, কিভাবে তাঁরা সেখানে পৌঁছেছেন এবং ইউরোপে পৌঁছে তাঁরা কি কি কার্য সম্পাদন করেছেন, এসব কিছুর দিন তারিখ উল্লেখ পূর্বক বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে তাঁর এ পত্র সংকলনে। সুলায়মান নাদবীর পত্র মারফতই জানা যায় যে, প্রতিনিধি দল ২৯ জানুয়ারী ১৯২০ সালে লন্ডনের উদ্দেশ্যে মোম্বাই স্টেশন ছাড়েন। ২৬ ফেব্রুয়ারী রাত ৯টায় লন্ডন পৌঁছে সরাসরি হাউস অব কমন্সের দিকে রওয়ানা করেন। ২৭ ফেব্রুয়ারী লন্ডনে সায়্যিদ সুলায়মানের ইমামতিতে জুম্আর নামায আদায় করেন। ১০মার্চ মি. ইস্কুইথের সাথে সাক্ষাত করেন। ১৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী মি. রায়েড জর্জ এর সাথে বৈঠক করেন। ২২ মার্চ আরেক্স হলে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। ২৪ এপ্রিল ফ্রান্সের রাজধানী পেরিসে ভ্রমন করেন। ২৮ জুলাই ইটালির রাজধানী রোমে গিয়ে সেখানকার পোপের সাথে সাক্ষাত করেন এবং ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন। পরিশেষে ১০ সেপ্টেম্বর প্রতিনিধি দল লন্ডন ছেড়ে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন।[১৫]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর এসব পত্র সম্পর্কে সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান লিখেন:

> سید صاحب لندن میں اپنی تمام مشغولیتوں کے باوجود جو خطوط لکھتے رہے وہ بہت ہی قیمتی دستاویز ہیں۔ تعجب ہے کہ یہ سب لکھنے کی انہیں فرصت کیسے ملتی تھی![১৬]
>
> অনুবাদ : লন্ডনে সায়্যিদ সুলায়মান সাহেব নিজের সকল ব্যস্ততা সত্ত্বেও যে চিঠিপত্র লিখেন, এগুলো অনেক মূল্যবান প্রমাণপত্র। আশ্চর্য লাগে যে, তিনি এসকল পত্র লিখার সময় পেলেন কোথায়!

Dhaka University Institutional Repository

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী লন্ডনে অবস্থানকালে সমগ্র ইউরোপের বিশেষ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রাজনীতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি সেখানকার রাজনৈতিক যাদুকরদের চালাকী ও ধূর্ততা সম্পর্কেও অবগত হন। এগুলি তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চিন্তাচেতনায় উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। ইউরোপের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পর্কে মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গী মহল্লীর কাছে প্রেরিত তাঁর এক পত্রের অংশ বিশেষ নমুনা স্বরূপ নিম্নে তুলে ধরা হল। তিনি লিখেন:

> ہندوستان میں بیٹھ کر یورپ کی جمہوریت اور آزادی و حریت کے بڑے قصے سنے جاتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ عملاً یہاں بھی ارباب حکومت اسی درجہ مستبد ہیں جس قدر مشرق میں۔ یہاں عوام کو صرف اس قدر اختیار ہے کہ ممبر منتخب کریں، ممبروں کو اختیار ہے کہ وزرا کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد نہ عملاً عوام کوممبروں پر اور نہ ممبروں کو وزرا پر کوئی اختیار ہے۔[১৭]

> অনুবাদ: হিন্দুস্তানে বসে ইউরোপের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক বড় বড় কাহিনী শোনা যায়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, মূলত এখানেও শাসকগণ সেইরূপ সৈরাচার যেরূপ প্রাচ্যে। এখানেও জনসাধারণের শুধু এটুকু স্বাধীনতা রয়েছে যে, তারা শুধু মেম্বার নির্বাচন করবে। আর মেম্বারগণের স্বাধীনতা হল এই যে, তারা মন্ত্রীসভা নির্বাচন করে। এর পর মেম্বারদের উপর জনসাধারণের এবং মন্ত্রীসভার উপর মেম্বারদের কোন অধিকার থাকে না।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর এ পত্র সংকলন স্পষ্টত একটি রাজনৈতিক সফরনামা। তাঁর এ পত্রাবলী ঐ সময়কার লেখা, যখন হিন্দুস্তানের মুসলমানদের রাজনৈতিক আবেগ-অনুভূতি উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। এসব পত্রের মাধ্যমে খিলাফত আন্দোলন ছাড়াও দেশীয় রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে তাঁর গভীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এ সম্পর্কে সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমানের বক্তব্যটি হৃদয় কাড়ে। তিনি লিখেন:

> اس سے نہ صرف وفد کی سرگرمیوں کی تفصیل معلوم ہوتی ہے بلکہ سید صاحب کی زندگی کے بعض سیاسی اور ذاتی پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ مجموعی حیثیت سے یہ سید صاحب کا ایک سیاسی سفرنامہ بھی ہے اور ان کے سیاسی خیالات و رجحانات کا آئینہ دار بھی ہے۔[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

> অনুবাদ: এ পত্রাবলী থেকে শুধু খিলাফত প্রতিনিধি দলের বিস্তারিত কার্যাবলীই জানা যায়না বরং এ থেকে সায়্যিদ সাহেবের জীবনের কতেক রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে এসব পত্র সায়্যিদ সাহেবের একটি রাজনৈতিক সফরনামাও বটে এবং তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও ভাবধারার প্রতিচ্ছবিও বটে।

মোটকথা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী পত্র লিখেন মন খুলে। তাঁর চিঠির ভাষা অত্যন্ত চমৎকার, সহজসরল, হৃদয়গ্রাহী, প্রাঞ্জল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। ভাষা এতটাই সুস্পষ্ট যে তাঁর মনের অভিব্যক্তি অতি সহজেই বোধগম্য হয়ে যায়। সাধারনত তাঁর পত্রগুলো অনেক বড় আকারের ও অতি বিস্তৃত। তিনি পত্রের পাতায় পাতায় জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। প্রারম্ভিক জীবন, লেখাপড়া, কর্মজীবন, বিয়ে প্রসঙ্গ, পত্রিকায় লেখালেখি, দেশ-বিদেশে ভ্রমন, হজ্জ্বব্রত পালন, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভাষণ, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব, দেশ ও জাতি নিয়ে ভবিষ্যৎ ভাবনা, দারুল মুসান্নিফীনের ভবিষ্যৎ, রাজনৈতিক ময়দান ও বিভিন্ন কর্মসূচীতে যোগদান ইত্যাদি বিষয়াবলী অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন তাঁর পত্রাবলীতে। শিক্ষা-দীক্ষা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার ময়দান নির্বাচন করতে গিয়ে তিনি যেসকল বিষয়ের মুখোমুখী হন, তা তিনি কলমের ছোঁয়ায় উপস্থাপন করেন তাঁর অসংখ্য পত্রাবলীতে। তাঁর একান্ত আবেগ-অনুরাগ ও চিন্তা-চেতনার দর্পন ফুটে উঠেছে এ পত্রাবলীতে। এগুলোতে তাঁর জীবনের কতিপয় তিক্ত বাস্তবতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞতার বর্ণনাও পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ব্যথিত মনের কষ্ট ও আর্তনাদ সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যায়। এ পত্রগুলো যেন সায়্যিদ সুলায়মানের জীবনের কথা বলে। এ যেন তাঁর আত্মজীবনী। সুলায়মান নদবীর জীবনের সাক্ষী যেন এসব পত্র। এ থেকে তাঁর জীবন চরিত রচনা করতেও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। যেমনটা দেখা যায় তাঁর জীবনী রচয়িতা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী রচিত nvqv‡Z mjvqgvb (حیات سلیمان) নামক গ্রন্থে। এখানে গ্রন্থকার সুলায়মান নাদবীর জীবনী রচনা করতে গিয়ে তথ্যসূত্র আকারে তাঁর অনেক পত্রের অবতারনা ঘটান এবং পত্রের সাহায্যে তাঁর জীবনের অনেক ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। লেখক নিজেই গ্রন্থটির ভূমিকায় উল্লেখ করেন–

> راقم الحروف کو ۱۹۲۴ء سے ۱۹۴۶ء یعنی سید صاحب کے بھوپال جانے تک ان کی ملازمت کا شرف حاصل رہا۔ ۱۹۴۶ء سے ۱۹۵۰ء تک بھوپال کے قیام کے زمانہ میں برابر خط و کتابت

رہتی تھی۔ پاکستان جانے کے بعد بھی مستقل خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس لئے اس زمانہ کے حالات کچھ ان خطوط سے ماخوذ ہیں۔ [১৯]

অনুবাদ: ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সাহেব ভূপাল যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর অধীনে চাকুরী করার আমার সৌভাগ্য হয়। এরপর ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ভূপালে অবস্থানকালে তাঁর সাথে নিয়মিত পত্র যোগাযোগ হতো। তিনি পাকিস্তান যাওয়ার পরও তাঁর সাথে চিঠি-পত্রের আদান প্রদান চালু থাকে। এজন্য সে সময়কার অবস্থাদির বিবরণ তাঁর চিঠি-পত্র থেকে নেওয়া হয়েছে।

সামগ্রিক বিচারে সায়্যিদ সালায়মান নাদবীর পত্রাবলী খুবই সমৃদ্ধ ও মূল্যবান। তাঁর এসব পত্র উর্দু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এসব পত্র পাঠে মনে হয় তিনি পত্রকে কথোপকথন বানিয়ে দিয়েছেন। মনে হয় তিনি কাহারো সামনে বা টেলিফোনের মাধ্যমে অথবা রেডিওর মাধ্যমে আলাপচারিতা করছেন। এভাবে তিনি তাঁর মনের কথাগুলো অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর পত্রের বিষয়বস্তু অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যতা, গাম্ভীর্যতা, গ্রহণযোগ্যতা ও বাকপটুতার সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর এটিই তাঁর পত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পৃথক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত তাঁর এ নতুন স্টাইলে পত্র লিখা, উর্দু পত্রসাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পর্কে প্রাচ্যের কবিখ্যাত আল্লামা ড. ইকবালের একটি মন্তব্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৩ নভেম্বর ১৯১৭ সালের এক চিঠিতে সায়্যিদ সুলায়মানকে লিখেন:

میں مدت کے مطالعہ اور غور و فکر کے بعد انہیں نتائج پر پہنچا ہوں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔[২০]

অনুবাদ: আমি অনেক দিন যাবৎ অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনা করে এ ফলাফলে উপনীত হয়েছি যে, যেসব কাজ আপনি সম্পাদন করে চলেছেন তা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহর রাহে জিহাদ) হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সা. আপনাকে এ কাজের উত্তম প্রতিদান দিবেন।

প্রবন্ধ সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী উর্দু সাহিত্যের এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, উঁচু মানের শিক্ষাবিদ, গবেষক, অনুবাদক ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এক খ্যাতিমান পুরুষ। সর্বোপরি তিনি ছিলেন উর্দু সাহিত্যের এক খ্যাতনামা লেখক, সুসাহিত্যিক ও বিশ্ব বরেণ্য এক খ্যাতিমান প্রবন্ধকার। তিনি মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, শিক্ষার উন্নয়ণ, ধর্মের উন্নতি, রাজনৈতিক সচেতনতা দর্শন এবং উর্দু ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর এসব প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। তাঁর এসব প্রবন্ধ নিয়ে পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় bK‡k mjvqgvb (نقوش سلیمان), gvhvgx‡b mjvqgvb (مضامین سلیمان), gvKvjv‡Z mjvqgvb (مقالات سلیمان), Bqv‡' id‡ZMv (یاد رفتگاں) নামে বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থ। তৎসময়ে যেসব পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়, সেসব পত্রিকার একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা হল:

১. gvnbvgvn gvLhvb (ماہنامہ مخزن), লাহোর
২. AvjxMo gvšjx (علی گڑھ منتھلی), আলীগড়
৩. gvnbvgvn Avb-bv' Iqv (ماہنامہ الندوہ), লক্ষ্ণৌ
৪. gvnbvgvn Avb-bv' Iqv (নতুন সংস্করণ)(ماہنامہ الندوہ نیا ایڈیشن), লক্ষ্ণৌ
৫. †mn ‡ivhvn DwKj (سہ روزہ وکیل), অম্রিতসর
৬. gvnbvgvn ZvgvÏb (ماہنامہ تمدن), দিল্লী
৭. nvdZvnIqvi Avj-‡njvj (ہفتہ وار الہلال), কলকাতা
৮. nvdZvnIqvi Avj-evjvM (ہفتہ وار البلاغ), কলকাতা
৯. gvnbvgvn gvÔAwid (ماہنامہ معارف), আযমগড়
১০. gvnbvgvn wbhvgj gvkv‡qL (ماہنامہ نظام المشائخ), দিল্লী
১১. gvnbvgvn Qe‡n Dgx' (ماہنامہ صبح امید), লক্ষ্ণৌ
১২. gvnbvgvn AvjxMo †gMwhb (ماہنامہ علی گڑھ میگزین), আলীগড়
১৩. gvnbvgvn Avj-Rwgqv g½xi (ماہنامہ الجامعہ مونگیر), বিহার
১৪. gvnbvgvn Lvqv¯Ívb (ماہنامہ خیاستان), লাহোর
১৫. gvnbvgvn wbMvi (ماہنامہ نگار), লক্ষ্ণৌ
১৬. †ivhbvgvn nvg'i' (روزنامہ ہمدرد), দিল্লী
১৭. gvnbvgvn bw'g (ماہنامہ ندیم), গোয়া

১৮. gvnbvgvn gmZvK‡e j (ماہنامہ مستقبل), করাচী।[২১]

এসব পত্রিকায় সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর বিভিন্ন সময়ে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ ছাপা হয়। এসব পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধাবলী সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা তুলে ধরা হল।

১. gvnbvgv gvLhvb (ماہنامہ مخزن)

gvLhvb (مخزن) হলো শাইখ আব্দুল কাদির কতৃক সম্পাদিত, লাহোর থেকে প্রকাশিত, সুধীমহলে সমাদৃত, বিখ্যাত সাহিত্য ও গবেষণাপত্র। আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর প্রথম দিকের লেখাগুলো 'ওয়াক্ত' (وقت) শিরোনামে এ gvLhvb পত্রিকায় ছাপা হয়। তিনি ছাত্র যমানা থেকেই লেখালেখির প্রতি আসক্ত ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ 'আখের ওয়াক্ত' (آخر وقت) শিরোনামে এ পত্রিকার ডিসেম্বর ১৯০২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে এ পত্রিকাটিতেই মার্চ ১৯০৫ সংখ্যায় 'মা'শুকায়ে আরব' (معشوقۂ عرب) শিরোনামে তাঁর আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[২২]

২. Avj xMo gvšj x (علی گڑھ منتهلی)

সায়্যিদ সুলায়মানের জন্মভূমি দিসনায় "আঞ্জুমানে ইসলাহ" নামে একটি সংস্থা ছিল। তিনি ওই সংস্থার বার্ষিক সেমিনারে 'ইলম ওয়া ইসলাম' (علم و اسلام) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধটি সুধীমহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এটি ছিল তাঁর লেখা সর্বপ্রথম প্রবন্ধ। এতে জ্ঞান কী, ইসলামের সাথে জ্ঞানের কী সম্পর্ক রয়েছে এবং ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী? এ বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। প্রবন্ধটি Avj xMo gvšj x (علی گڑھ منتهلی) পত্রিকায় নভেম্বর ১৯০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[২৩]

এ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধগুলো হল:

১. 'মাযহাব' (مذہب)। ইসলাম ধর্মে চারটি প্রসিদ্ধ মাযহাব রয়েছে। কিন্তু আমাদের সামনে কুরআন ও হাদীস থাকা সত্ত্বেও, আমরা মাযহাব কেন মানব বা মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা কী? এ প্রশ্নের অত্যন্ত সুন্দর ও বিস্তারিত উত্তর রয়েছে এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি সংখ্যা-১১, নভেম্বর ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়।

২. 'আহলে উনদুলুস কে আখলাক আওর আহদেঁ' (اہل اندلس کے اخلاق اور عہدیں)। উনদুলুস বাসীদের আচার-ব্যবহার ও বিভিন্ন যুগে তাদের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে এ প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটি খণ্ড-৩, সংখ্যা-১১, ডিসেম্বর ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ‘তবীআত’ (طبیعت)। মানুষের মেযাজ ও অভ্যাস নিয়ে রচনা করা হয় এ প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি AvjxMo gvšjx পত্রিকায় খণ্ড-৭, সংখ্যা ১০, অক্টোবর ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়।[২৪]

৩. gvnbvgv Avb-bv' Iqv (ماہنامہ الندوہ)

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছাত্র যমানা থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা ও লেখালেখির জগতে সুখ্যাতি অর্জন করেন। জ্ঞানচর্চা ও লেখালেখির জগতে তাঁর যোগ্যতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তিনি ছাত্র জীবনেই ১৯০৭ সালে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার মুখপাত্র Avb-bv' Iqv পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন; যার প্রধান সম্পাদক ছিলেন আল্লামা শিবলী নু‘মানী। ১৯১২ সাল পর্যন্ত তিনি এ গুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।[২৫]

Avb-bv' Iqv একটি শিক্ষা ও তাত্বিক জ্ঞান সমৃদ্ধ উর্দু মাসিক পত্রিকা, যা আদর্শ ইসলামী সাংবাদিকতার একটি দৃষ্টান্তও বটে। আল্লামা শিবলী নু'মানী ও মাওলানা হাবীবুর রহমান শেরওয়ানীর হাতে আগস্ট ১৯০৪ মোতাবেক জমাদিউল উলা ১৩২২ হিজরীতে এর যাত্রা শুরু হয়। এতে ইসলামী শিক্ষার সংস্কার, শিক্ষার নতুন-পুরাতন ধারার বিশ্লেষণ ও ভারসাম্যের নির্ধারণ এবং আরবী পাঠ্যসূচী সংস্কারের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বিশেষ করে নবীন তরুণ আলিম ও শিক্ষার্থীদেরকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে। পত্রিকাটি আলিম সমাজের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি করে এবং তাদের চিন্তা-চেতনার জগতে বিপ্লব ঘটায়। এ পত্রিকায় লেখা প্রকাশের মাধ্যমে কলামিষ্টগণ তাঁদের লিখন পদ্ধতি ও বর্ণনাশৈলীতে অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। এতে মুসলমানদের জন্য তাঁরা গবেষণালমূলক অনেক বিষয় উপস্থাপন করেন, যা শিক্ষিত শ্রেণির নিকট অত্যন্ত সমাদৃত। এমনি একটি পত্রিকার সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী।[২৬]

সে যুগে নাদওয়াতুল উলামার যেসকল ছাত্র লেখালেখি ও সাংবাদিকতার জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁদের লেখার সূচনা বিশেষ করে Avb-bv' Iqv পত্রিকা দিয়েই শুরু হয়। আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি লেখালেখি ও সাংবাদিকতার ময়দানে পা রেখেই কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন। ছাত্র অবস্থায় ‘ইলমে হাদীস’

(علم حدیث) শিরোনামে তাঁর একটি প্রবন্ধ Avb-bv‘ Iqv পত্রিকায় মে ১৯০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হলে মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী তা পড়ে মুগ্ধ হন। লেখাটির ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি শিবলী নু'মানীকে একটি চিঠি লিখেন। চিঠিটি gvKvZx‡e nvjx চিঠিনম্বর-৪ এবং Avb-bv‘ Iqv পত্রিকার রবিউল আখের ১৩২৩ হিজরী সংখ্যায় ছাপা হয়।[২৭]

সায়্যিদ সুলায়মান AvAv-bv‘ Iqvয় প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে নিজের অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন। ডিসেম্বর ১৯০৮ সংখ্যায় 'ঈমান বিল গাইব' (ایمان بالغیب) তথা অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস এবং জানুয়ারী ১৯০৯ সংখ্যায় 'মুকার্‌রারাতুল কুরআন' (مقررۃ القرآن) শিরোনামে তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ দুটি পড়ে আল্লামা শিবলী নু'মানী তাঁর লিখনীর গতি দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন। এমনিভাবে তিনি এ পত্রিকায় কমিউনিজম ও ইসলাম, ইসলাম ও সংস্কৃতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মুসলমান, ইসলামী বন্টননীতি, মাসআলা ইরতেকা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি এত বেশি প্রবন্ধ রচনা করেন যে, Avb-bv‘ Iqv পত্রিকার প্রায় সকল সংখ্যায় তাঁর প্রবন্ধ ছাপা হয়।

তিনি এ পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে তাঁর যেসব প্রবন্ধ এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তা নিম্নরূপ:

১. 'আরবী যবান কী মুখতাছার তারীখ' (عربی زبان کی مختصر تاریخ)। আরবী ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-২, সংখ্যা-৬, মে ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়।

২. 'ইলমে হাদীস' (علم حدیث)। ইলমে হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-২, সংখ্যা-১০, ফেব্রুয়ারী ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. 'ইমাম বোখারী' (امام بخاری)। সিহাহ সিত্তার প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ Qnxn †evLvix-এর রচয়িতা ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বোখারী র.-এর জীবনী তুলে ধরা হয়েছে এ প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটি খণ্ড-২, সংখ্যা-১১, জুন ১৯০৫ সালে ছাপা হয়।

৪. 'ফরমা রাওয়াইয়ানে ইসলাম' (فرماں روایان اسلام)। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ইসলাম সম্পর্কিত বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধটি খণ্ড-৩, সংখ্যা-১২, মে ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. 'ইলমী খবরেঁ' (علمی خبریں)। বিভিন্ন জ্ঞান সম্পর্কে তথ্যনির্ভর আলোচনা সম্বলিত ১২ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৩, সংখ্যা-১২, জুন ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৬. 'কাযা ওয়া কদর আওর কুরআন মাজীদ' (قضا و قدر اور قرآن مجید)। তাকদীর বিষয়ক এ প্রবন্ধটি Avb-bv' Iqvর খণ্ড-৩, সংখ্যা-১২, জুলাই ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. 'আল্ কুরআন ওয়াল ফালসাফায়ে জাদীদাহ' (القرآن والفلسفئ جديدة)। পবিত্র কুরআন মাজীদ ও আধুনিক দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে সায়্যিদ সুলায়মান রচনা করেন এ প্রবন্ধটি। এটি Avb-bv' Iqvর তৃতীয় খণ্ডে, সেপ্টেম্বর ১৯০৬ সালে প্রকাশ করা হয়।

৮. 'জামেয় আল আযহার' (جامع الاظہار)। মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি খণ্ড-৩, সংখ্যা-১২, অক্টোবর ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৯. 'ইমাম মালিক র.' (امام مالکؒ)। চার মাযহাবের অন্যতম এক মাযহাব মালিকী মাযহাবের প্রবর্তক হযরত ইমাম মালিক র.-এর জীবন, কর্ম ও তাঁর মুআত্তা সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তারিত ও বৃহদাকারের প্রবন্ধ এটি। প্রবন্ধটি খণ্ড-৩, সংখ্যা-১২, নভেম্বর ১৯০৬ সালে ছাপা হয়।[২৮]

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ১৯০৭ সালে Avb-bv' Iqv পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯১২ সাল পর্যন্ত তিনি এ গুরু দায়িত্ব পালন করেন। মূলত এই সময়টা ছিল Avb-bv' Iqvর স্বর্ণযুগ। এই সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত সুলায়মান নাদবীর গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়। এসব প্রবন্ধ আজও গবেষকদের গবেষণার উৎস হিসেবে কাজ করে। তিনি এ পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর যেসব প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়, তা নিম্নরূপ:

১. 'ইলমে হাইআত আওর মুসলমান' (علم ہیئت اور مسلمان)। জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি মে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

২. 'মাওলানা বাহরুল উলুম আওর উনকী এক ছদী কে ইয়াদগার' (مولانا بحرالعلوم اور انکی ایک صدی کے یادگار)। প্রবন্ধটি মে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. 'মাওলানা বাহরুল উলুম মাদারেস মেঁ' (مولانا بحر العلوم مدارس میں)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৪, জুন ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. 'আরবী যবান কী ওয়াসআত আওর উসকী খুছুছিয়্যাত' (عربی زبان کی وسعت اور اسکی خصوصیات)। আরবী ভাষার বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণ সম্বলিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৪, জুলাই ১৯০৭ সালে ছাপা হয়।

৫. 'আরব কে ইউরোপিয়ান সায়্যাহ' (عرب کے یورپین سیاح)। এতে আরবের ইউরোপিয়ান পর্যটকদের প্রসঙ্গে একটি বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধটি খণ্ড-৪, সেপ্টেম্বর ১৯০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৬. 'দারুল ফুনুন তেহরান' (دارالفنون طہران)। ইরানের রাজধানী তেহরানের বিজ্ঞানাগার নিয়ে রচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৪, ডিসেম্বর ১৯০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৭. 'মুসলমান আওরাতোঁ কী বাহাদুরী' (مسلمان عورتوں کی بہادری)। এতে মুসলিম রমনীদের বিরত্বগাথা বর্ণনা করে সায়্যিদ সুলায়মান ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অবদান তুলে ধরেন তাঁর কলমের ছোঁয়ায়। প্রবন্ধটি খণ্ড-৫, সংখ্যা-১, ফেব্রুয়ারী ১৯০৮ সালে ছাপা হয়।

৮. 'হযরত আয়েশা রা.' (حضرت عائشہ ؓ)। নবীপত্নি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর পুরো জীবনী জানা যাবে এ প্রবন্ধটির মাধ্যমে। প্রবন্ধটি অনেক বড় আকারের, যা পরবর্তীতে একটি সতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে ১৯২০ সালে প্রকাশ করা হয়। প্রবন্ধটি খণ্ড-৫, সংখ্যা-১, এপ্রিল ১৯০৮ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয়।

৯. 'আনধোঁ কী তা'লীম কা তরীকা পহলে মুসলমানোঁ নে ইজাদ কিয়া' (اندھوں کی تعلیم کا طریقہ پہلے مسلمانوں نے ایجاد کیا)। অন্ধদের শিক্ষা পদ্ধতি আবিষ্কারে মুসলমানদের সর্বপ্রথম অবদান রয়েছে। মুসলমানরাই যে এর উদ্ভাবক, এ বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত তথ্য নির্ভর আলোচনা করা হয়েছে এ প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটি খণ্ড-৮, জুলাই ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. 'মাযহাবে ইসলাম আওর ইলম ওয়া আকল' (مذہب اسلام اور علم و عقل)। মানবতা ও শান্তির ধর্ম ইসলাম। এ ধর্মের প্রত্যেকটি বিষয় জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর। আর এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি খণ্ড-৮, জুলাই ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়।

১১.'মুসলমান আওর বে-তাআ'স্সুবী' (مسلمان اور بے تعصبی)। মুসলমান এবং অসাস্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে আলোচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৪, সেপ্টেম্বর ১৯০৭ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১২. 'তাবাকাতুল আরদ আওর মুসলমান' (طبقات الارض اور مسلمان)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৪, অক্টোবর ১৯০৭ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৩. 'মাসআলায়ে ইরতেকা আওর কুরআন মাজীদ' (مسئلۂ ارتقاء اور قرآن مجید)। এ প্রবন্ধটিতে বিবর্তন মতবাদ ও পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি খণ্ড-৪, নভেম্বর ১৯০৭ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৪. 'উলামায়ে সলফ মে ইসতেগ্না' (علمائے سلف میں استغنا)। আত্মনির্ভরশীলতা ও পূর্বসূরী আলিম সমাজ সম্পর্কে আলোচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৪, ডিসেম্বর ১৯০৭ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৫. 'তামাদ্দুনে ইসলাম পর জর্জ যাইদান কী তানকীদ' (تمدن اسلام پر جرج زیدان کی تنقید)। ইসলামের সংস্কৃতির বিষয়ে জর্জ যাইদানের সমালোচনার প্রতিউত্তরে রচিত প্রবন্ধটি খণ্ড-৫, অক্টোবর ১৯০৮ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৬. 'ইবনে খাল্লিকান আওর তারীখে ইবনে খাল্লিকান' (ابن خلقان اور تاریخ ابن خلقان)। ইবনে খাল্লিকান ও ইবনে খাল্লিকানের ইতিহাস সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৫, নভেম্ববর ১৯০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৭. 'ঈমান বিল গাইব' (ایمان بالغیب)। অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৫, সংখ্যা-১, ডিসেম্বর ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়।

১৮. 'মুকার্‌রারাতুল কুরআন' (مقررۃ القرآن)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৬, জানুয়ারী ১৯০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৯. 'খাতুনানে ইসলাম কী শাজাআত' (خاتونان اسلام کی شجاعت)। মুসলিম বীরাঙ্গনাদের বীরত্ব নিয়ে লেখা এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৬, জানুয়ারী ১৯০৯ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২০. 'ইসলাম আওর তামাদ্দুন' (اسلام اور تمدّن)। ইসলাম ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয় এ প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটি খণ্ড-৬, ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২১. 'ইসলামী রসদখানে' (اسلامی رسدخانے)। ইসলামের রসদ ভাণ্ডার নিয়ে আলোচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৬, মার্চ ও জুন ১৯০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২২. 'নিহায়াতুল আরব ফি ফুনূনিল আরব' (نہایۃ العرب فی فنون العرب)। খণ্ড-৬, মার্চ ১৯০৯ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২৩. 'সুদ আওর ছুহুফে আম্বিয়া' (سود اور صحف انبیاء)। পূর্ববর্তী নবীগণের কিতাবসমূহে সুদ বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৬, জুলাই ১৯০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২৪. 'মুসলমান আওর সার্জারী যহরাবী (مسلمان اور سرجری زہراوی)। খণ্ড-৬, আগস্ট ১৯০৯ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২৫. 'ছাহাবাহ কী তে'দাদ ওয়া তবাকাতে রেওয়ায়াত' (صحابہ کی تعداد و طبقات روایت)। ছাহাবাদের প্রকৃত সংখ্যা ও হাদীস বর্ণনায় তাঁদের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি সেপ্টেম্বর ১৯০৯ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২৬. 'কিয়ামত' (قیامت)। কিয়ামত সম্পর্কিত প্রবন্ধটি খণ্ড-৬, অক্টোবর ১৯০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২৭. 'জঙ্গে উহুদ' (جنگِ احد)। উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৬, অক্টোবর ১৯০৯ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২৮. 'তাহরীমে শরাব' (تحریم شراب)। ইসলামে মদ নিষিদ্ধ বা হারাম করা বিষয়ে লিখিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৬, নভেম্বর ১৯০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২৯. 'মাকাতীবে শিবলী' (مکاتیب شبلی)। আল্লামা শিবলী নু'মানীর প্রত্রাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এ প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটি খণ্ড-৬, নভেম্বর ১৯০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩০. 'ওলামায়ে সলফ মেঁ কুতুববীনী কা শাওক' (علمائے سلف میں کتب بینی کا شوق)। পূর্ববর্তী আলিমদের মাঝে বই অধ্যয়নের আগ্রহ উদ্দীপনা সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধটি খণ্ড-৭, জানুয়ারী ১৯১০ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩১. 'মাদ্দিয়্যাত আওর খোদা কা অজুদ' (مادیت اور خدا کا وجود)। জড়বাদা ও আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৭, মার্চ ১৯১০ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩২. 'নাদওয়া কে লিয়ে এক আযিমুশ্‌শান কুতুবখানা' (ندوہ کے لئے ایک عظیم الشان کتب خانہ)। নাদওয়াতুল উলামার জন্য একটি বড় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধটি খণ্ড-৭, মে ১৯১০ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩৩. 'কুতুবখানায়ে ইসকান্দারিয়াহ' (کتب خانۂ اسکندریہ)। ইসকান্দারিয়াহ শহরের গ্রন্থাগার ধ্বংসের অপবাদ মোচন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয় এ প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটি খণ্ড-৭, আগস্ট ১৯১০ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩৪. 'ইশতারাকিয়াত আওর ইসলাম' (اشترکیت اور اسلام)। সমাজতন্ত্র ও ইসলাম নিয়ে আলোচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৮, মে ১৯১১ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩৫. দুনিয়া কা বুযুর্গতরীন ইনসান' (دنیا کا بزرگ ترین انسان)। পৃথিবীর সেরা মানুষ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয় এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি খণ্ড-৮, জুন ১৯১১ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩৬. 'মুসতাশরিকীনে ইউরোপ' (مستشرقین یورپ)। ইউরোপের প্রাচ্যবিদদের সম্পর্কে রচিত এ প্রবন্ধটি এত বড় যে, তা পাঁচ পর্বে প্রকাশিত হয়। খণ্ড-৮, জুলাই, আগস্ট, নভেম্বর ১৯১১ ও ফেব্রুয়ারী, মে ১৯১২।

৩৭. 'আসমাউল কুরআন' (اسماء القرآن)। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন নাম-এর বিবরণ সম্বলিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৮, আগস্ট ১৯১১ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৩৮. 'মিসর কে জাদীদ মাদারেস' (مصر کے جدید مدارس)। মিসরের আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে রচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৮, আগস্ট ১৯১১ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩৯. আল ইহতেসাব ফিল ইসলাম' (الاحتساب فی الاسلام)। ইসলামে হিসাব-নিকাশ সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৮, সেপ্টেম্বর ১৯১১ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪০. 'ইসলাম' (اسلام)। ইসলাম ধর্ম বিষয়ক এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৮, ডিসেম্বর **১৯১১** সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৪১. 'সাইন্স ফানায়ে মাদ্দাহ কা কায়েল হো গিয়া' (سائنس فنائے مادہ کا قائل ہو گیا)। "জড়বস্তু ধ্বংসশীল" বিষয়টি বিজ্ঞান মেনে নিয়েছে। এ বিষয়ে সায়্যিদ সুলায়মানের রচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৯, জানুয়ারী **১৯১২** সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪২. 'দারুল উলুম বৈরুত' (دار العلوم بیروت)। বৈরুত বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৯, ফেব্রুয়ারী **১৯১২** সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৪৩. 'তাবাকাতে ইবনে সা'আদ' (طبقات ابن سعد)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৯, ফেব্রুয়ারী **১৯১২** সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪৪. 'আযাব' (عذاب)। পরকালের শাস্তি সম্পর্কিত প্রবন্ধটি খণ্ড-৯, ফেব্রুয়ারী **১৯১২** সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪৫. 'সায়্যিদ রশীদ রিযা' (سید رشید رضیٰ)। এটি সায়্যিদ রশীদ রিযা সম্পর্কে একটি জীবনীমূলক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি খণ্ড-৯, মার্চ **১৯১২** সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৪৬. 'ফেরকায়ে হানাফিয়া আকায়েদ মেঁ কিস কা মুকাল্লিদ হায় (فرقۂ حنفیہ عقائد میں کس کا مقلد ہے)। হানাফি সম্প্রদায় আকীদার দিক থেকে কার অনুসারী? এর উত্তর সম্পর্কিত প্রবন্ধটি খণ্ড৯, মার্চ **১৯১২** সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪৭. 'রুশী মুসলমানোঁ কে কুছ মুতাফার্রেক হালাত' (روسی مسلمانوں کے کچھ متفرق حالات)। রাশিয়ার মুসলমানদের নানা অবস্থার বিবরণ সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৯, মে **১৯১২** সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।[২৯]

Avb-bv'Iqv পত্রিকায় প্রকাশিত সায়্যিদ সুলায়মানের উপরোল্লেখিত এসব প্রবন্ধ দ্বারা প্রতিয়মাণ হয় যে, তিনি তৎসময়কার বিভিন্ন বিষয়ের উপর জীবনের প্রারম্ভকাল থেকেই চিন্তা-গবেষণা শুরু করেন। এসব প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁর জ্ঞান ও সাহিত্য জগতের অবস্থান প্রতীয়মাণ হয় এবং ভারতবর্ষের সমগ্র শিক্ষামহলে একজন উঁচু মানের প্রবন্ধকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। উপরোল্লেখিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে কিছু প্রবন্ধ এমন রয়েছে, যা অনেক বড় আকারের। এ বড় প্রবন্ধগুলো Avb-bv'Iqv পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় এবং পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করা হয়। যেমন mxiv‡Z Av‡qkv iv., nvqv‡Z Bgvg gwjK, LvIqwZ‡b Bmjvg Kx evnv'ix ইত্যাদি।

মোটকথা সায়্যিদ সুলায়মানের ছোট-বড় অনেক প্রবন্ধ এ পত্রিকায় ছাপা হয়। এ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখার ভূয়সী প্রসংশা করে ডেপুটি নযীর আহমদ তাঁকে একটি পত্র

লিখেন। উক্ত পত্রে তাঁর প্রসংশায় কয়েকটি আরবী কবিতাও তিনি লিখে দেন; যার সারমর্ম হচ্ছে–

"মানুষ বলে থাকে যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব পূর্বসূরীদের জন্য; কিন্তু আমি Avb-bv‘ Iqvর পৃষ্ঠায় নজর বুলিয়ে দেখলাম, যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব উত্তরসূরীদের জন্য।"[৩০]

৪. gvnbvgv Avb-bv‘ Iqv (নতুন সংস্করণ) **(ماہنامہ الندوہ نیا ایڈیشن)**

আগস্ট ১৯০৪ সালে যাত্রা শুরু করা Avb-bv‘ Iqv পত্রিকাটি ১২ বছর একাধারে প্রকাশিত হওয়ার পর, বিভিন্ন কারণবশত ১৯১৬ সালে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে দীর্ঘ ২২ বছর পর ১৯৪০ সালে পুনরায় আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর তত্ত্বাবধানে মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদবী ও মাওলানা আব্দুস সালাম নাদবীর সম্পাদনায় পত্রিকাটি চালু হয়। অবশ্য দুই বছর পর ১৯৪২ সালে পত্রিকাটি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, দ্বিতীয় পর্বের Avb-bv‘ Iqvর নতুন সংস্করণেও সুলায়মান নাদবীর ৮টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলো হল:–

১. 'নাদওয়াতুল উলামা কী তারীখ কা পেহলা ছফহা' (ندوۃ العلماء کی تاریخ کا پہلا صفحہ)। মাওলানা শিবলী নু'মানীর অমরকীর্তি প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠা, এর উদ্দেশ্য ও প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে সায়্যিদ সুলায়মান এ প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটি খণ্ড-১, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ সংখ্যায় দুই পর্বে ছাপা হয়।

২. 'গায়রে মাযহাবী কে আরবী তা'লীম' (غیر مذہبی کے عربی تعلیم)। বিধর্মীদের আরবী শিক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি রচনা করা হয়। প্রবন্ধটি খণ্ড-১, মার্চ ১৯৪০ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৩. 'খুতবায়ে ইসনাদ' (خطبۂ اسناد)। হাদীসের সনদ বর্ণনা সম্পর্কিত সায়্যিদ সুলায়মানের এটি একটি বয়ান, যা প্রবন্ধাকারে খণ্ড-১, এপ্রিল ১৯৪০ সালে এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. 'সীরাত কা মুখতাছার পয়াম' (سیرت کا مختصر پیام)। সীরাতের সংক্ষিপ্ত বার্তা নিয়ে রচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-১, মে ১৯৪০ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৫. 'মেরি মুহছেন কিতাবেঁ' (میری محسن کتابیں)। উপকারী ও প্রয়োজনীয় কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে সায়্যিদ সুলায়মান এ প্রবন্ধটি লিখেন। প্রবন্ধটি খণ্ড-১, নভেম্বর ১৯৪০ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৬. 'শের আয হিন্দ ইউরোপ' (شیر از ہند یورپ)। প্রবন্ধটি অনেক বড়, যা চার পর্বে ছাপা হয়। খণ্ড-২, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ও মে ১৯৪১ সংখ্যায় প্রবন্ধটি ছাপা হয়।

৭. 'আ'ইয়ান ওয়া আরকানে নাদওয়া' (اعیان و ارکان ندوہ)। নাদওয়াতুল উলামার পরিচালনা পরিষদ সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৩, এপ্রিল ১৯৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৮. 'আরবী মাদারেস কা নয়া নিযাম' (عربی مدارس کا نیا نظام)। আরবী প্রতিষ্ঠান সমূহের নতুন নিয়ম ও নীতিমালা সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৩, মে ১৯৪২ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।[৩১]

৫. †mn‡ivhvn DwKj (سہ روزہ وکیل)

এ পত্রিকাটি প্রতি তিন দিন পর পর অমৃতসর থেকে প্রকাশিত হয়। এতে সায়্যিদ সুলায়মানের ৫টি প্রবন্ধ ছাপা হয়। প্রবন্ধগুলো নিম্নরূপ:

১. 'মাওলানা শিবলী নু'মানী' (مولانا شبلی نعمانی)। এটি শিবলী নু'মানীর জীবনীমূলক একটি প্রবন্ধ, যা খণ্ড-১৩, ৩ মে ১৯০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২. 'মাকাতীবে শিবলী' (مکاتیب شبلی)। এটি শিবলী নু'মানীর পত্রাবলীর উপর পর্যালোচনামূলক একটি প্রবন্ধ, যা খণ্ড-১৫, ৪ ডিসেম্বর ১৯০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩. 'ইংরেজী নেছাবে তা'লীম আওর তারীখে ইসলাম' (انگریزی نصاب تعلیم اور تاریخ اسلام)। ইংরেজী পাঠ্যসূচী ও ইসলামের ইতিহাস বিষয় সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-১৬, ৩ আগস্ট ১৯১০ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪. 'কুতুবখানায়ে ইসকান্দারিয়াহ' (کتب خانۂ اسکندریہ)। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের অভিযোগ হলো– ওমর ইবনুল খাত্তাবের নির্দেশে আমর ইবনুল আস মিশরের ইস্কানদারিয়া লাইব্রেরী জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সুলায়মান নাদবী ব্যাপক গবেষণা করে এ প্রবন্ধটি রচনা করেন। এর মাধ্যমে তিনি ইংরেজদের অভিযোগের খণ্ডন করেন। প্রবন্ধটি খণ্ড-১৭, ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. 'তাছহীহে আগলাতে তারীখী' (تصحیح اغلاط تاریخی)। বিভিন্ন লেখক কর্তৃক ইতিহাসের কিছু তথ্য ভুলভাবে উপস্থাপন করা হলে সায়্যিদ সুলায়মান তার সংশোধনেরর জন্য এ প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটি খণ্ড-১৮, ১১ মে ১৯১২ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৬. gvnbvgv Zvgv‡Ïb (ماہنامہ تمدن)

দিল্লী থেকে প্রকাশিত এ পত্রিকাটিতে সুলায়মান নাদবীর ৩টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলো হলো:–

১. 'সালতানাত কা আখেরী মানযার' (سلطنت کا آخری منظر)। সুলতানি শাসনামলের শেষ দৃশ্য সম্পর্কিত ইতিহাসমূলক এ প্রবন্ধটি খণ্ড-২, নভেম্বর ১৯১১ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২. 'ইলমুল আলসিনাহ' (علم الالسنہ)। ভাষাজ্ঞান সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৪, অক্টোবর ১৯১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩. 'আখের ওয়াক্ত' (آخر وقت)। শেষ সময় বা শেষ যুগ-এর অবস্থার বিবরণ সম্বলিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৭, এপ্রিল ১৯১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৩২]

৭. nvdZvnIqvi Avj-†njvj (فتح واور الہلال)

কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাওলানা আবুল কালাম আযাদের প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা Avj-‡njvj (الہلال) ভারতবর্ষের পত্রিকাজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, ইসলামী জাহানের এক অনন্য নাম। জুলাই ১৯১২ সালে যাত্রা শুরু করা এ পত্রিকাটি তৎকালীন সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা, যা মূলত তৎকালে স্বাধীনতার সেনানী ও প্রহরীর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কলকাতার এ প্রসিদ্ধ পত্রিকায় কাজ করার জন্য মাওলানা আবুল কালাম আযাদ অনেকদিন যাবত সায়্যিদ সুলায়মানকে আহবান জানান। কিন্তু সায়্যিদ সুলায়মান বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে সময় দিতে পারেননি। অবশেষে মে ১৯১৩ সালে সায়্যিদ সুলায়মান কলকাতায় আসেন এবং Avj-‡njv‡j পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু তিনি সেখানে বেশি দিন থাকেননি। ডিসেম্বর ১৯১৩ সাল পর্যন্ত মাত্র সাত মাস দায়িত্ব পালন করে ইস্তফা দেন।[৩৩]

তিনি এ সময়ে Avj-‡njvj পত্রিকায় নিজের রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলেন। বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করে মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করেন ও ইংরেজদের ভীত কাঁপিয়ে দেন। যেমন– আগস্ট ১৯১৩ সংখ্যায় তাঁর 'মাশহাদে আকবর' (مشہد اکبر) (শ্রেষ্ঠ শাহাদাতস্তম্ভ) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। কলামটির লেলিহান শিখা এত উত্তপ্ত ছিল যে, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলিম ভারতের ক্ষোভ দাবানলের রূপ পরিগ্রহ হয়। প্রবন্ধটি পড়ে মুসলিম ভারত বিক্ষোভে ফেটে পড়লে ব্রিটিশ সরকার Avj-†njv‡jর উক্ত সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করে দেয়।[৩৪] নমুনা স্বরূপ লেখাটির অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হল:

> زمین پیاسی ہے، اس کو خوں چاہئےـلیکن کس کا؟ مسلمانوں کا؟ طرابلس کی سر زمین کس کے خون سے سیراب ہے؟ مسلمانوں کے۔ مغرب اقصیٰ کس کے خون سے رنگین ہے؟ مسلمانوں کے۔ خاک ایران پر کس کی لاشیں تڑپتی ہیں؟ مسلمانوں کی۔ سر زمین بلقان میں کس کا خون بہتا ہے؟ مسلمانوں کا۔ ہندوستان کی سر

زمین بھی پیاسی ہے۔ خون چاہتی ہے کس کا؟ مسلمانوں کا۔ آخرکار سر زمین کانپور خون برسا اور ہندوستان کی خاک سیراب ہوئی۔[৩৫]

অনুবাদ:

যমীন তৃষ্ণার্ত, তার পিপাসা নিবারনের জন্য প্রয়োজন রক্ত। কিন্তু কার রক্ত? মুসলমানদের রক্ত? ত্রিপোলী অঞ্চল কাদের রক্তে প্লাবিত? মুসলমানদের। পশ্চিমের সীমান্ত অঞ্চল কাদের রক্তে রঞ্জিত? মুসলমানদের। ইরানের ভূমিতে কাদের লাশ ছটফট করছে? মুসলমানদের। বলকানের যমীনে কার রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে? মুসলমানদের। হিন্দুস্থানের ভূমিও তৃষ্ণার্ত, তার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য রক্তের প্রয়োজন। কিন্তু কার রক্ত? মুসলমানদের। শেষপর্যন্ত কানপুরের ভূমি মুসলমানদের রক্তে প্লাবিত হল এবং হিন্দুস্তানের যমীন পরিতৃপ্ত হল।

সুলায়মান নাদবী মাত্র ৭ মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ে Avj-‡njvj পত্রিকায় সহ-সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে বহুসংখ্যক অতি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। বিশেষ করে তাঁর ইসলামী ও ধর্মীয় প্রন্ধগুলো Avj-‡njv‡jর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এ পত্রিকায় তাঁর যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তা নিম্নরূপ:

১. 'আল হুররিয়্যাতু ফিল ইসলাম' (الحرية فى الاسلام)। ইসলাম মূলত একটি স্বাধীন ধর্ম, এখানে দাসত্বের কোনো ঠাই নেই। ইসলামে স্বাধীনতা সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি এত বড় যে, এটি মোট ৬ পর্বে ছাপা হয়। ১ম পর্ব ২ জুলাই, ২য় পর্ব ৯ জুলাই, ৩য় পর্ব ১৬ জুলাই, ৪র্থ পর্ব ১ অক্টোবর, ৫ম পর্ব ৮ অক্টোবর ও ৬ষ্ঠ পর্ব ১৫ অক্টোবর ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

২. 'তাযকারে নুযুলে কুরআন' (تذكار نزول قرآن)। মহা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের অবতীর্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি ১ আগস্ট ও ৮ আগস্ট ১৯১৩ সালে মোট দুই পর্বে প্রকাশিত হয়।

৩. 'মাশহাদে আকবর' (مشهد اكبر)। এটি মুসলিম জাতিকে উজ্জীবিতকারী ও ইংরেজদের ভীত কাঁপানো একটি অগ্নিঝরা প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি ১৩ আগস্ট ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. 'আরবী যবান আওর ইলমী ইসতেলাহাত' (عربى زبان اور علمى اصطلاحات)। আরবী ভাষা ও শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন পরিভাষা নিয়ে রচিত এ প্রবন্ধটি ২০ আগস্ট ও ২৭ আগস্ট ১৯১৩ সালে মোট ২ পর্বে ছাপা হয়।

৫. ‘তারীখে ইসলাম কা এক গায়রে মা‘রুফ ছফহা’ (تاریخ اسلام کا ایک غیر معروف صفحہ)। ইসলামের ইতিহাসের এক অপ্রসিদ্ধ অধ্যায় সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি ৩ সেপ্টেম্বর, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৭ সেপ্টেম্বর ও ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ সালে মোট ৪ পর্বে প্রকাশিত হয়।
৬. ‘কাছাছে বনী ইসরাইল’ (قصص بنی اسرائیل)। বনী ইসরাইলের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে রচিত এ প্রবন্ধটি মোট তিন পর্বে ৭, ১৫ ও ২২ অক্টোবর ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়।[৩৬]

সায়্যিদ সুলায়মান Avj-‡njvj পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর পত্রিকাটির সুনাম সুখ্যাতি বহুগুণে বেড়ে যায়। সুধী সমাজে বিশেষ করে তাঁর লেখাগুলো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী ‘সায়্যিদ সুলায়মান এডিটর কী হাইছিয়্যাত চে’ (سید سلیمان ایڈیٹر کی حیثیت سے) শীর্ষক স্বীয় প্রবন্ধে লিখেন:

> سید صاحب جب الہلال میں پہونچے تو نام کا تو اب بھی ہلال ہی رہا۔ لیکن اہل بصیر دیکھ رہے تھے کہ ہلال بدر کامل بن گیا ہے۔ خود عربی کے قدیم وجدید ماخذوں کی مدد سے مسلمانوں کے لئے دینی تمدنی اور سیاسی و تاریخی ہر عنوان سے متعلق بہترین معلومات پیش کرنا یہ کام تو سید صاحب کا تھا ہی۔ باقی خود ہندوستان کی سیاستِ حاضرہ پر مقالہ لکھنے میں سید صاحب اپنے چیف اڈیٹر سے پیچھے نہ رہے۔[۳۷]

> অনুবাদঃ সায়্যিদ সাহেব যখন Avj-‡njvj পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত হলেন তখনও এর নাম হেলালই থেকে যায়। কিন্তু সুধী সমাজ দেখতে পেল যে, নতুন চাঁদ হেলাল পূর্ণচাদ বদর-এ রূপ নিয়েছে। আরবীর প্রাচীন ও আধুনিক তথ্য-উপাত্তের সাহায্যে মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার এবং রাজনীতি ও ইতিহাস তথা সর্ব বিষয়ে চমৎকার তথ্য উপস্থাপন করা এটাতো সায়্যিদ সাহেবেরই কাজ। এরই সাথে খোদ হিন্দুস্তানের বর্তমান রাজনীতির হাল-চাল নিয়ে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে সায়্যিদ সাহেব প্রধান সম্পাদক (মাওলানা আবুল কালাম আযাদ) থেকে কোনক্রমেই পিছিয়ে রইলেন না।

৮. nvdZvnIqvi Avj-evjvM (ہفتہ وار البلاغ)

পত্রিকাটি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সম্পদনায় কলকাতা থেকে ১৯১৫ সালে যাত্রা শুরু করে। এ পত্রিকাটিতেও সায়্যিদ সুলায়মানের কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। যথা:

১. 'আছারে ইসলামিয়াহ ইমারাতে বিজাপুর' (آثار اسلامیہ عمارات بیجاپور)। ভারতের বিজাপুরে ইসলামী নিদর্শন সম্পর্কিত এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি ১২ নভেম্বর ১৯১৫ ও ২৬ নভেম্বর ১৯১৫ সংখ্যায় দুই পর্বে প্রকাশিত হয়।
২. 'ইসলাম আওর সোশালিযম' (اسلام اور سوشلزم)। ইসলাম ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি দুই পর্বে ছাপা হয়। ১ম পর্ব ১ ফেব্রুয়ারী ১৯১৬ ও ২য় পর্ব ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯১৬।
৩. 'ইছলাহে মু'আশারাত আওর ইসলাম' (اصلاح معاشرت اور اسلام)। সমাজ সংস্কার ও ইসলাম শীর্ষক এ প্রবন্ধটি ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
৪. 'জামিআ আল-আযহার' (جامعہ الازہر)। মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর লেখা এ প্রবন্ধটি ১০ মার্চ ১৯১৬ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।[৩৮]

৯. gvnbvgv gvÛAwid (ماہنامہ معارف)

সায়্যিদ সুরায়মান নাদবীর সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো মাসিক gvÛAwid (معارف)। আল্লামা শিবলী নু'মানী প্রতিষ্ঠিত দারুল মুসান্নিফীন পরিচালনার দায়িত্ব যখন ১৯১৫ সালে সায়্যিদ সুলায়মানের হাতে আসে, তখন তিনি সেখান থেকে জুলাই ১৯১৬ ইং মোতাবেক রমযান ১৩৩৫ হি. সনে gvÛAwid পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি জুলাই ১৯১৬ থেকে জুন ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৩৯] gvÛAwid পত্রিকাটি তৎকালীন সময়ে শিক্ষিত শ্রেণী ও পণ্ডিত সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগায়। সকলে এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখত ও পড়ত। সায়্যিদ সুলায়মান এ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তৎসময়ের নামী-দামী প্রসিদ্ধ লেখক ও পণ্ডিতগণ দ্বারা যেমনি লেখা লেখিয়ে নিতেন, তেমনি তিনি নিজেও লিখতেন প্রচুর। স্বীয় ক্ষুরধার লিখনী দ্বারা তিনি পত্রিকাটিকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, ইতিহাস, দর্শন, সমাজ-সংস্কৃতি, ইসলামিক রীতিনীতি, জীবনীসাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ gvÛAwi‡d ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এছাড়াও এ পত্রিকার একটি বড় অংশ হল Bqv‡' id‡ZMv। এতে মোট ১৩৫ টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে, যা তিনি তৎসময়কার বিভিন্ন মহান ব্যক্তির মৃত্যুতে স্মারক হিসেবে তাঁদের জীবনীসহ জীবনের অনেক খণ্ড চিত্র তুলে ধরেছেন। যেমন– gvÛAwid, জানুয়ারী ১৯৩২

সংখ্যায় মাওলানা আব্দুল মাজিদ বাদায়ূনীর জীবনী প্রকাশ করেন। gv‘Awid-এর উক্ত প্রবন্ধের কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হল। তিনি লিখেন:

> مولانا عبدالماجد بدایونی کون تھے؟ لکھنے والے ان کے محامد و اوصاف صفحوں میں لکھیں گے اور بیان کرنے والے گھنٹوں بیان کرینگے۔ لیکن اس سارے دفتر کو صرف ایک لفظ میں اگر ادا کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہستی جو سرتا پا محبت تھی۔ خدا سے محبت، رسولؐ سے محبت، آل رسولؐ سے محبت، بزرگان دین سے محبت، اکابر سے محبت، دوستوں سے محبت، عزیزوں سے محبت۔ [৪০]

> অনুবাদ: মাওলানা আব্দুল মাজিদ বাদায়ূনী কে ছিলেন? লেখকগণ তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখবেন এবং বক্তাগণও তাঁর সম্পর্কে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করবেন। কিন্তু তাঁর সকল বিষয়কে যদি কেউ শুধু এক বাক্যে প্রকাশ করতে চায় তাহলে বলা যায় যে, তিনি হলেন সে ব্যক্তি যিনি ভালবাসায় পূর্ণ। এ ভালবাসা হলো আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, রাসূল সা.-এর প্রতি ভালবাসা, আলে রাসূল সা. (তথা রাসূল পরিবার)-এর প্রতি ভালবাসা, বুযুর্গানেদ্বীনের প্রতি ভালবাসা, উত্তরসূরীদের প্রতি ভালবাসা, বন্ধুদের প্রতি ভালবাসা ও স্নেহাস্পদদের প্রতি ভালবাসা।

সায়্যিদ সুলায়মানের ১৩৫ টি জীবনীমূলক প্রবন্ধ ছাড়াও অন্যান্য অসংখ্য প্রবন্ধ gv‘Awi‡d প্রকাশিত হয়েছে। সেসব প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হল:

১. ‘রোযাহ’ (روزہ)। ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম একটি হলো সাওম বা রোযাহ। রোযাহ সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি gv‘Awi‡dর প্রথম সংখ্যা জুলাই ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। এতে রোযার তাৎপর্য ও ফযীলত বর্ণনার পাশাপাশি কোন্ কোন্ আমলের মাধ্যমে রোযার পরিপূর্ণ হক আদায় হবে তা বিবৃত হয়েছে।

২. ‘হিন্দুউ কী ইলমী ওয়া তা‘লীমী তারাক্কী মুসলমানোঁ কে আহাদ মে’ (ہندوؤں کی علمی و تعلیمی ترقی مسلمانوں کے عہد میں)। মুসলিম শাসনামলে হিন্দুদের জ্ঞান ও শিক্ষাগত উন্নতি

সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি জানুয়ারী, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ১৯১৮ সংখ্যায় মোট ৯ পর্বে প্রকাশিত হয়।

৩. 'মুহাব্বতে এলাহী আওর মাযহাবে ইসলাম' (محبت الہی اورمذہب اسلام)। জুলাই ১৯২২ সংখ্যায় প্রকাশিত ২৩ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য এ প্রবন্ধটি সায়্যিদ সুলায়মান আল্লাহর প্রেম-ভালবাসা এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে রচনা করেন। এতে অন্যান্য ঐশী ধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের তুলনা করে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করেন। 'আল্লাহ' (الله) শব্দের বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত আল্লাহর অন্যান্য নামসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিভিন্ন ছহীহ হাদীসের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালবাসার বিষয়টিও তুলে ধরেন। আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা ও রহমত সম্পর্কে সায়্যিদ সুলায়মান লিখেন:

> محبت کا جو جذبہ بڑے کو چھوٹے کےساتھ احسان، نیکی، درگذر اور عفو و بخشش پر آمادہ کرتا ہے، اسکا نام رحم اور رحمت ہے۔ اسلام کا خدا تمام تر رحم ہے۔ اس کی رحمت کے فیض سے عرصہ کائنات کا ذرَّہ ذرَّہ سیراب ہے۔ اسکا نام رحمان و رحیم ہے۔ جو کچھ یہاں ہے سب اسکی رحمت کا ظہور ہے۔ وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اسی لئے اسکی رحمت سے نا امیدی جرم اور مایوسی گناہ ہے۔ [৪১]

৪. 'আরদে হরম' (ارض حرم)। পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে আরদে হরম বা সম্মানিত ভূমি তথা পবিত্র কা'বার অবস্থান ভূমি মক্কা মুআয্যমা সম্পর্কে এক ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। ১৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য এ প্রবন্ধটি নভেম্বর ১৯২২ সালে gv©Awi‡d প্রকাশিত হয়।

৫. 'হিন্দুস্তান মে ইসলাম কী ইশাআত কেউঁ কর হুয়ী' (ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کیوں کر ہوئی)। প্রবন্ধটি তিন পর্বে জানুয়ারী, মে, আগস্ট ১৯২৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে ভারতবর্ষে ইসলামের আবির্ভাবের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে হিজরী ৯৩ সনে খলিফা ওলীদ ইবনে আব্দুল মালিকের সময়কালে মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন সিন্দু বিজয় করেন, তখন ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার প্রসার শুরু হয়। প্রবন্ধটিতে হিন্দি ভাষায় কুরআন মাজীদের প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

৬. 'বদ নসীব কাশমীর আওর আদলে শাহজাহানী' (بد نصیب کشمیر اور عدل شاہجہانی)। কাশমীরের ভাগ্যে আসে অনেক রাজার রাজত্ত্ব। তবে ইতিহাসের পাতায় তৈমুরীয় শাসনামলের কৃতিত্ব লিপিবদ্ধ রয়েছে। মোঘল শাসকদের কৃতিত্ব ও অবদান

বর্ণনা করা হয়নি। সায়্যিদ সুলায়মান এ প্রবন্ধের মাঝে কাশমীরে মোঘল সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের কর্ম ও কীর্তিসমূহ তুলে ধরেন। প্রবন্ধটি অক্টোবর ১৯২৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সায়্যিদ সুলায়মান প্রবন্ধটিতে কাশমীরবাসীর করুণ হালচিত্র তুলে ধরে লিখেন:

> آج کل اخبارات میں مسلمانان کشمیر کی مظلومی کی داستانیں پڑھ کر دل ہل جاتا ہے کہ یہ ملک کے اُن باشندوں کا حال ہے، جو وہاں کی ۹۵ فی صدی آبادی پر قابض ہیں۔ اور یہ مسلمان باشندے عموماً باہر سے آئے ہوئے نہیں، بلکہ زیادہ تر خود اصل ملک کے باشندے ہیں اور اُنہوں نے صرف یہ جرم کیا ہے کہ اپنے مذہب کو بدل ڈالا ہے، اور باطل سے نکل کر حق کو قبول کیا ہے۔[৪২]

৭. 'সুলতানে নাজদ আওর উনকা মাযহাব' (سلطان نجد اور انکا مذہب)। এতে আরবের নাজদ শহরের সুলতানী শাসকদের পরিচিতি ও তাদের ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁরা মানুষদেরকে যে যে বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন, সে সম্পর্কেও বলা হয়েছে। অর্থাৎ নাজদের শাসক মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নাজদী (১৭০৩-১৭৯১) থেকে শুরু করে আব্দুল আযীয বিন আব্দুর রহমান বিন ফয়সাল (১৮৮২-১৯৬১) পর্যন্ত মোট ২০ জন বাদশাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাঁরা নাজদে রাজত্ব করেছেন। প্রবন্ধটি নভেম্বর ১৯২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আব্দুল ওহাব নাজদীর পরিচিতি তুলে ধওে সায়্যিদ সুলায়মান লিখেন:

> محمد بن عبدالوہاب نجدی کا نام مذہبی وجوہ سے زیادہ سیاسی اسباب سے کم اسلامی قوموں میں بدنام رہا۔ یہ شخص حنبلی مذہب کا ایک عالم نجد کا رہنے والا اور مدینہ منوّرہ کا ایک طالب علم تھا۔ ۱۷۰۳ء میں پیدا ہوا اور ۱۷۹۱ء میں وفات پائی۔ [৪৩]

৮. 'উর্দু কিউঁ কর পয়দা হুয়ী' (اردو کیوں کر پیدا ہوئی)। এ প্রবন্ধটি উর্দু ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে রচনা করা হয়েছে। এতে উর্দু ভাষার আগমনে হিন্দি ভাষার কিছু শব্দের মাঝে যে পরিবর্তন হয়, তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হয় । যেমন– হিন্দিতে براہمنٹر উর্দুতে برہمن হিন্দিতে پونچا উর্দুতে پہنچا ইত্যাদি। প্রবন্ধটি জুলাই ১৯৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৯. 'মুসলমানোঁ কী আয়েন্দাহ তা'লীম' (مسلمانوں کی آئندہ تعلیم)। মুসলমানদের ভবিষ্যত শিক্ষা সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি মূলত এপ্রিল ১৯৩৩ সালে জামিয়া মিল্লিয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভায় পাঠ করা হয়। প্রবন্ধটি পরবর্তীতে gv'Awid পত্রিকার নভেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯৩৩ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১০. 'তাজমহল আওর লাল কেল'আ কে মি'মার' (تاج محل اور لال قلعہ کے معمار)। প্রন্ধটি সায়্যিদ সুলায়মান লাহোরে অনুষ্ঠিত দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়ার বার্ষিক সভায় আল্লামা ইকবালের সভাপতিত্বে পাঠ করেন। প্রবন্ধটি gv'Awi‡d ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী–এপ্রিল সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি তাজমহল ও লালকিল্লার প্রকৃত প্রকৌশলী উস্তাদ আহমদ লাহোরীর জীবনী, বংশীয় ইতিহাস ও কর্মজীবন সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যানুসন্ধানমূলক একটি আলোচনা পেশ করেন। পাশাপাশি ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন একজন প্রকৌশলীর তথ্য গোপন করার বিষয়টির সমালোচনা করেন। তিনি লিখেন:

> لاہور کے جس مہندس خاندان کا حال آج ہم کو سنانا ہے، افسوس ہے کہ تاریخوں میں بام کے سوا اس کے کسی رکن کا حال بھی مجھے معلوم نہیں ہوا۔ حالانکہ ان کی بنائی ہوئی عمارتیں تاج محل آگرہ، لال قلعہ اور جامع مسجد دہلی ہمیشہ سے مشہور روزگار ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن باکمالوں نے فن کی ندرت کا یہ کمال دکھایا ہے، کاغذ کے پرانے اوراق میں بھی ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔[88]

১১. 'কুতুবখানায়ে হামিদিয়া ভূপাল' (کتب خانۂ حمیدیہ بھوپال)। এক সময় ভূপাল প্রাচ্যের জ্ঞান ভাণ্ডারের রত্নাগার ছিল। হাজারো আলিম উলামা ও জ্ঞানীদের মিলনকেন্দ্র ছিল। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর গ্রন্থাগার ছিল। অথচ ভূপালের এখন আর এ অবস্থা নেই। সেই ভূপালের হামিদিয়া পাঠাগার সম্পর্কে সায়্যিদ সুলায়মান ৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী এ প্রবন্ধটি রচনা করেন। এতে হামিদিয়া পাঠাগারের উৎপত্তি, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পাঠাগার তৈরি এবং পাঠাগারে রক্ষিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরেন। প্রবন্ধটি ডিসেম্বর ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির শুরুতে তিনি লিখেন–

> ایک زمانہ تھا کہ بھوپال مشرقی علوم و فنون کا مرکز تھا۔ سیکڑوں علماء اور فضلاء تھے۔ طلبہ کا ہجوم تھا۔ نوادر کتب کا ذخیرہ تھا۔ دنیاے اسلام سے ہر روز نادر اور قلمی کتابوں کے تحفے بھوپال میں پہنچتے تھے۔ اگر اُسوقت کوئی ریاست کا پبلک کتابخانہ ہوتا، تو اسوقت وہ رامپور اور حیدرآباد کی برابری کرتا۔ مگر افسوس ہے کہ اُسوقت کے کتبخانے، امراء کی ذاتی ملکیت

> اور نشانِ امارت کے طور پر تقسیم ہو کر فنا ہو گئے، اور اب ان کا ایک نسخہ بھی بھوپال میں موجود نہیں۔[৪৫]

১২. 'খলিলুল্লাহ কি বাশারিয়্যাত' (خلیل اللہ کی بشریت)। মুসলিম জাতির পিতা হিসেবে খ্যাত হযরত ইবরাহিম আ. এর উপাধী হলো খলিলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু। তাহলে কি অন্যান্য নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বন্ধু নন? বা খলিলুল্লাহ এর মানে কি? বিভিন্ন নবী-রাসূলগণের প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ গুনাবলী কি? এসব প্রশ্নের অত্যন্ত সুন্দর উত্তর মিলবে এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি এপ্রিল ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৩. 'লাহোর কা এক ফালাকী আলাত সাজ খান্দান' (لاہور کا ایک فلکی آلات ساز خاندان)। সায়্যিদ সুলায়মান হিন্দুস্তানের একজন প্রসিদ্ধ প্রকৌশলবিদ যিয়াউদ্দীন মুহাম্মদ সম্পর্কে এবং তার ৯টি স্থাপনা সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যবহুল বিস্তারিত আলোচনা করেন এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি মার্চ, এপ্রিল ও মে ১৯৩৭ মোট তিন পর্বে ছাপা হয়। সায়্যিদ সুলায়মান এ প্রবন্ধে যিয়াউদ্দীন ও তাঁর বংশধরের পরিচয় তুলে ধরেন এভাবে:

> ضیاءالدین اور اس کے خاندان کا کوئی پتہ ہم کو ابتک تاریخوں اور تذکروں سے نہیں چلا ہے، لیکن ضیاءالدین اور اس کے باپ قائم محمد کے بنے ہوئے کرون اور اسطرلابوں پر اس کے نام و نسب کا جو سلسلہ لکھا ملتا ہے اس سے یقین ہوتا ہے کہ ضیاءالدین کا پردادا الہدادہمایوں کے عہد کا صناع تھا، اور جو ہمایونی طریق کے کرے اور اصطرلاب تیار کرتا تھا۔[৪৬]

১৪. 'হামারী যবান বিসভী ছদী মেঁ' (ہماری زبان بیسویں صدی میں)। ভারতবর্ষে ভাষার ইতিহাসমূলক ৪০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট্য দর্ঘ এ প্রবন্ধটি দুই পর্বে নভেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিশ শতকে উর্দু ভাষার উন্নতি ও ক্রমবিকাশের একটি হালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ প্রবন্ধটিতে। চিহ্নিত করা হয়েছে আমাদের ভাষার উন্নতির ক্ষেত্রসমূহ। বলা হয়েছে উনিশ শতকের শেষের দিকে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে স্যার সৈয়্যদ আহমদের শিক্ষামূলক আন্দোলন, ধর্মীয় আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, উর্দু-হিন্দি ভাষার বিরোধ, জামিআ উসমানিয়া প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় ভাষার চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি কারণে আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এ প্রবন্ধের অংশবিশেষ নিম্নে তুলে ধরা হল:

> اس میں شک نہیں کہ اس صدی کے آغاز سے لیکر آجتک ہماری زبان نے جو ترقی کی ہے وہ کئی پچھلی صدیوں کی ترقیوں سے زیادہ ہے۔ کسی زندہ زبان کے جو اجزاء اور عناصر آج سمجھے جاتے ہیں یعنی اخبار، رسالے، چھاپہ خانے، کتابیں، کتبخانے ان میں سے ہرایک چیز کی حیثیت سے اس زبان نے اس حد تک ترقی کی ہے، جو مایوسی سے بالاتر اور تسلیّ کے قریب قریب ہے۔[৪৭]

উপরোল্লেখিত প্রবন্ধাবলী ছাড়াও সায়্যিদ সুলায়মানের আরো অনেক প্রবন্ধ gvÛAwid-এ ছাপা হয়েছে। তাঁর এসব প্রবন্ধ প্রফেসর আব্দুল কাওয়ী দিসনবী সাহেব 'মাকালাতে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী' (مقالات علامہ سید سلیمان ندوی) শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম ও প্রকাশকাল নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. 'কালামে আকবর' (کلام اکبر)। প্রবন্ধটি দুই পর্বে জুলাই ও আগস্ট ১৯১৬ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

২. 'মাসআলায়ে ইনতিকালে জায়েদাদ বনামে আশখাছে গাইরে মাওলূদ' (مسئلۂ انتقال جائداد بنام اشخاص غیر مولود)। প্রবন্ধটি তিন পর্বে আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ১৯১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩. 'বাগদাদ কে দারুল হিকমাহ কা তাখাইয়ুল' (بغداد کے دار الحکمۃ کا تخیل)। সেপ্টেম্বর ১৯১৬ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪. 'হাকায়েকে ইসলাম' (حقائق اسلام)। প্রবন্ধটি সেপ্টেম্বর ১৯১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৫. 'মোহামেডানিযম' (محمڈنزم)। প্রবন্ধটি সেপ্টেম্বর ১৯১৬ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৬. 'মাসআলা যাওজায়ে গাইরে মোত্তাফেক আলাইহা' (مسئلہ زوجۂ غیر متفق علیہا)। প্রবন্ধটি অক্টোবর ও নভেম্বর ১৯১৬ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৭. 'উর্দু ইনসাইক্লোপিডিয়া' (اردو انسائیکلو پیڈیا)। প্রবন্ধটি ডিসেম্বর ১৯১৬ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৮. 'সিয়ারুস্ সাহাবাহ কী তাদবীন ওয়া তালীফ (سیرالصحابہ کی تدوین و تالیف)। ডিসেম্বর ১৯১৬ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৯. 'ইসলামী হিন্দুস্তান কা আহদে আখের আওর উলুমে জাদীদাহ' (اسلامی ہندوستان کا عہد آخر اور علوم جدیدہ)। মুসলিম ভারতের শেষ যুগ এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক এ প্রবন্ধটি ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

১০. 'দারুল ইকামায়ে নাদওয়া আওর ছোবায়ে আওয়াধ' (دارالاقامہ ندوہ اور صوبۂ اودھ)। এটি দারুল উলুমা নাদওয়াতুল উলামা সম্পর্কে লিখিত একটি প্রবন্ধ যা, মে ১৯১৭ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১১. 'আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' (اہل السنۃ والجماعۃ)। সঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয় সম্পর্কে রচিত এ প্রবন্ধটি মোট ৪ পর্বে জুন, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১২. 'যবানে উর্দু কী তারাক্কী কা মাসআলা' (زبان اردو کی ترقی کا مسئلہ)। উর্দু ভাষার উন্নতি কিভাবে হবে, তা বর্ণনা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

১৩. 'হাসান বিন মানছুর হাল্লাজ' (حسن بن منصور حلاج)। প্রবন্ধটি অক্টোবর ১৯১৭ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

১৪. 'মুসলমানানে হিন্দ কী মাযহাবী তানযীম' (مسلمانان ہند کی مذہبی تنظیم)। হিন্দুস্তানী মুসলমানদের ধর্মীয় সংগঠন বিষয়ে রচিত এ প্রবন্ধটি নভেম্বর ১৯১৭ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৬. 'সুলতান টিপু কী চান্দ বাতেঁ' (سلطان ٹیپو کی چند باتیں)। টিপু সুলতানের কতিপয় বানী নিয়ে রচিত এ প্রবন্ধটি ফেব্রুয়ারী ১৯১৮ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

১৭. 'তোহফায়ে সাইন্স' (تحفۂ سائنس)। বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কিত প্রবন্ধটি জুন ১৯১৮ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৮. 'নযরবান্দানে ইসলাম' (نظر بندان اسلام)। প্রবন্ধটি জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ১৯১৯ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৯. 'আরব এক মুসতাশরিক কী নিগাহ মে' (عرب ایک مستشرق کی نگاہ میں)। প্রবন্ধটি মার্চ ১৯১৯ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২০. 'ইফফাতুল মুসলিমাত' (عفت المسلمات)। প্রবন্ধটি জুন ১৯১৯ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

২১. 'ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী মেঁ উর্দু কা খাযানা' (انڈیاآفس لائبریری میں اردو کا خزانہ)। ইন্ডিয়ার বিভিন্ন অফিস গ্রন্থাগারে উর্দু গ্রন্থভান্ডার সম্পর্কে রচিত এ প্রবন্ধটি জুন ১৯২০ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

২২. 'ইসলামী তাহযীব ওয়া তামাদ্দুন' (اسلامی تہذیب و تمدن)। প্রবন্ধটি আগস্ট ১৯২০ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২৩. 'ইসলাম আওর যবানে হিন্দ' (اسلام اور زبان ہند)। প্রবন্ধটি সেপ্টেম্বর ১৯২০ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

২৪. 'দুনিয়ায়ে ইসলাম মেঁ যেহনী ইনকিলাব' (دنیاے اسلام میں ذہنی انقلاب)। ইসলামী বিশ্বেও স্নায়ুবিক বিপ্লব সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি নভেম্বর ১৯২২ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২৫. 'শেয়রুল আজম আওর খায়্যাম' (شعرالعجم اور خیام)। প্রবন্ধটি ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২৬. 'জাযীরায়ে আরব কী তা'লীমী হালাত' (جزیرۂ عرب کی تعلیمی حالت)। প্রবন্ধটি মে ১৯২৫ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২৭. 'আলমে ইসলামী কী তানযিম কা মাসআলা' (عالم اسلامی کی تنظیم کا مسئلہ)। ইসলামী বিশ্বের সংগঠন প্রস্তাবনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে রচিত এ প্রবন্ধটি আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ১৯২৫ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

২৮. 'ইসলামী খিলাফত কা কারনামা' (اسلامی خلافت کا کارنامہ)। ইসলামী খিলাফতের অবদান বিষয়ক এ প্রবন্ধটি অক্টোবর ১৯২৫ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২৯. 'আহকামুল কুরআন' (احکام القرآن)। প্রবন্ধটি এপ্রিল ১৯২৬ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৩০. 'হিজায কে কুতুবখানে' (حجاز کے کتب خانے)। পবিত্র হিজাযের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্পর্কে রচিত এ প্রবন্ধটি অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯২৬ সংখ্যায় মোট তিন পর্বে প্রকাশিত হয়।

৩১. 'মুসলমান হুকামা আওর ইউনানী মাযাহেব কা ফালসাফা' (مسلمان حکماء اور یونانی مذاہب کا فلسفہ)। মুসলিম শাসকবর্গ ও গ্রীকদের ধর্মীয় দর্শন সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি ফেব্রুয়ারী ১৯২৭ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৩২. 'মুসলমান আওরাতোঁ কে হুকুক কা মাসআলা' (مسلمان عورتوں کے حقوق کا مسئلہ)। মুসলিম নারীদের অধিকার সম্পর্কিত প্রবন্ধটি এপ্রিল, মে, জুন, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ১৯২৭ সংখ্যায় মোট ৫ পর্বে ছাপা হয়।

৩৩. 'আল ইফাযাতুল কুদসিয়া ফিল মাবাহেছিল হুকমিয়া' (الافاضۃ القدسیہ فی المباحث الحکمیہ)। প্রবন্ধটি জুন ১৯২৮ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৩৪. 'হিন্দুস্তান মেঁ ইলমে হাদীস' (ہندوستان میں علم حدیث)। ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের ইতিহাস সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯২৮ সংখ্যায় মোট তিন পর্বে প্রকাশ করা হয়।

৩৫. 'আয়নায়ে হাকীকত' (آئینۂ حقیقت)। বাস্তবতার দর্পন নিয়ে রচিত এ প্রবন্ধটি ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৩৬. 'হিন্দুকাশ আলমগীর কে আহাদ কী দু আজীব কিতাবে' (ہندوکش عالمگیر کے عہد کی دو عجیب کتابیں)। সম্রাট আলমগীরের শাসনামলের দুটি বিস্ময়কর গ্রন্থ সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি জুন ১৯২৯ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৩৭. 'মাযহাব কা কানুনী হিস্‌সা' (مذہب کا قانونی حصّہ)। ধর্মের আইন বিষয়ক অংশ সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৩৮. 'মুসলমানানে হিন্দ কা নিযামে শরয়ী' (مسلمانان ہند کا نظام شرعی)। এটি ডিসেম্বর ১৯২৯ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩৯. 'হাবশা মেঁ মুসলমানোঁ কী বাগাওয়াত' (حبشہ میں مسلمانوں کی بغاوت)। হাবশায় মুসলমানদের বিদ্রোহ সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি মে ১৯৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৪০. 'মারহাট্টু কা ফউজী নিযাম' (مرہٹوں کا فوجی نظام)। প্রবন্ধটি জুলাই ১৯৩০ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৪১. 'মানসাবে নবুওয়াত' (منصب نبوت)। প্রবন্ধটি আগস্ট ১৯৩০ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৪২. 'আসমাউর রিজাল কা কাদীম যখীরাহ (اسماء الرجال کا قدیم ذخیرہ)। এটি এপ্রিল ১৯৩১ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪৩. 'আইয়ামে সিয়াম পর নযরে সানি' (ایام صیام پر نظر ثانی)। প্রবন্ধটি জানুয়ারী ১৯৩২ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪৪. 'হিন্দু কা এক আজীব ফেরকা' (ہندو کا ایک عجیب فرقہ)। হিন্দুদের একটি বিরল ও বিস্ময়কর জাতি সম্পর্কে রচিত এ প্রবন্ধটি জুলাই ১৯৩২ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪৫. 'তরজুমানুল কুরআন' (ترجمان القرآن)। প্রবন্ধটি অক্টোবর ১৯৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৪৬. 'তাফসীলুল বয়ান ফী মাকাছিদিল কুরআন' (تفصیل البیان فی مقاصد القرآن)। কুরআনের মর্মবাণীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত এ প্রবন্ধটি নভেম্বর ১৯৩২ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৪৭. 'তারীখে মুবারকশাহী' (تاریخ مبارک شاہی)। ভারতবর্ষের সুলতানী শাসক ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের শাসনামলের ইতিহাস সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি এপ্রিল ১৯৩৩ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৪৮. মুসলমানোঁ কী এবতেদায়ী তা'লীম (مسلمانوں کی ابتدائی تعلیم)। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ১৯৩৩ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪৯. 'আরবোঁ কী বাহরী তাছনীফাত' (عربوں کی بحری تصنیفات)। সমুদ্র বিষয়ে আরবদেও লেখা গ্রন্থেও বিবরণ সম্বলিত এ প্রবন্ধটি মার্চ ১৯৩৫ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৫০. 'কুরবানী কা একতেছাদী পহলূ' (قربانی کا اقتصادی پہلو)। কুরবানীর অর্থনৈতিক দিক নিয়ে লিখা এ প্রবন্ধটি মার্চ ১৯৩৭ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।
৫১. 'খুতবায়ে ছদারাতে জামিআ দারুস্ সালাম উমরাবাদ' (خطبۂ صدارت جامعہ دارالسلام عمرآباد)। সায়্যিদ সুলায়মান জামিআ দারুস্ সালাম উমরাবাদে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভায় ইসলামের হাকীকত সম্পর্কে এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি পরবর্তীতে প্রবন্ধাকারে জানুয়ারী ১৯৩৮ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।[৪৮]

gvÛAwi‡d প্রকাশিত সায়্যিদ সুলায়মানের উপরোল্লেখিত যে প্রবন্ধগুলো আলোচনা করা হল, সেগুলো শিক্ষার উন্নয়ন, সমাজ-সংস্কার, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্মের উন্নতি, রাজনৈতিক সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে রচিত। এদিকে আগস্ট ১৯৩৮ সালে তিনি আত্মশুদ্ধির রাস্তা বেছে নেন এবং হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা, ধ্যান-ধারণার পরিচ্ছন্নতা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে হযরত থানবী র. ২২ অক্টোবর ১৯৪২ তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন।[৪৯] মাওলানা থানবী র.-এর সাথে সম্পর্কের পর থেকে তাঁর মাঝে আমুল পরিবর্তন ঘটে। আত্মশুদ্ধির হাওয়া তাঁর মাঝে অনেক প্রভাব ফেলে। দ্বীনদারী ও পরহেযগারীর মাত্রা আরো বেড়ে যায়। ইবাদত, রিয়াজাত, খোদাভীতি ও সংযমের মাত্রায় উন্নতি তরান্বিত হতে থাকে। তাঁর এ রূহানী পরিবর্তনের সাথে সাথে চিন্তাজগতেও আমুল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বক্তৃতা, প্রবন্ধরচনা ও লেখালেখির বিষয়ে ভিন্নতা দেখা যায়। সর্বক্ষেত্রেই ওয়াজ-নসীহত, তাকওয়া ও ইমানদারী বিষয়টি প্রাধান্য পায়। মাওলানা থানবী র.-এর সাথে সম্পর্কের পর সায়্যিদ সুলায়মানের লিখিত আত্মশুদ্ধিমূলক, ওয়াজ-নসীহত ও ভাবধারামূলক অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ gvÛAwid পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলো নিম্নরূপ:

১. 'ইন্ডিয়া কুতুবখানে কী আরবী কলমী কিতাবোঁ কী ফিহরিসত' (انڈیا کتب خانے کی عربی قلمی کتابوں کی فہرست)। ইন্ডিয়ার গ্রন্থাগারে আরবীতে লেখা গ্রন্থসমূহের তালিকা বিষয়ক এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৪২,সংখ্যা-৩, সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।
২. 'আরদে মুকাদ্দাস কী দাসতান' (ارض مقدس کی داستان)। বাইতুল মুকাদ্দাসের ভূমি যেরুজালেমের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি খণ্ড-৪৫, সংখ্যা-২, অক্টোবর ১৯৩৮ সংখ্যায় ছাপা হয়।
৩. 'কুরআনে পাক কা তারীখী এ'জায' (قرآن پاک کا تاریخی اعجاز)। পবিত্র কুরআনের ঐতিহাসিক মুজিযা বর্ণনা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি খণ্ড-৪২, সংখ্যা-৬, ডিসেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৪. 'আরব ওয়া আমরিকা' (عرب و امریکہ)। আরব ও আমরিকার সম্পর্ক এবং অবস্থান বিষয়ক এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৪৩, সংখ্যা-৩, মার্চ ১৯৩৯ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৫. 'জাওয়াহেরুল আসরার মেঁ কবীর কী বাতচিত' (جواہرالاسرار میں کبیر کی بات چیت)। এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৪৩, সংখ্যা-৩, মার্চ ১৯৩৯ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৬. 'সবর কা কুরআনী মাফহুম' (صبر کا قرآنی مفہوم)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৪৩,সংখ্যা-৪, মে ১৯৩৯ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৭. 'বাআয পুরানি লফযোঁ কী নয়ী তাহকীক' (بعض پرانی لفظوں کی نئی تحقیق)। প্রাচীন কতিপয় শব্দাবলীর নতুন তাহকীক বা বিশ্লেষণ সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৪৩,সংখ্যা-৫, মে ১৯৩৯ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৮. 'নামায়ে খছরু আওর তরীকায়ে ইখতেলাফে নামায' (نامۂ خسروی اور طریقۂ اختلاف نماز)। নামায আদায়ে পদ্ধতিগত বিবরণ সম্বলিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৪৩,সংখ্যা-৮, আগস্ট ১৯৩৯ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৯. 'তাফসীরে হুসনে বয়ান' (تفسیر حسن بیان)। এটি খণ্ড-৪৪, সংখ্যা-৩, সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১০. 'ফহারিসে লিসানুল আরব' (فہارس لسان العرب)। আরবী অভিধান Ôwjmvbj AvieÕ এর সূচী সংক্রান্ত বিষয়ে রচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৪৪, সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১২. 'মুসলমানোঁ কা মুছলেহানা রোযাহ' (مسلمانوں کا مصلحانہ روزہ)। মুসলমানদের রোযার তাৎপর্য বিষয়ে লিখিত এ প্রবন্ধটির প্রকাশ খণ্ড-৪৫, ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ সালে।

১৩. 'আল্ মুনতাযিম লি ইবনি জাউযী' (المنتظم لابن جوزی)। প্রকাশ খণ্ড-৪৬, সংখ্যা-১, জুলাই ১৯৪০ সাল।

১৫. 'ওহী আয্ রুয়ে কুরআন আওর মুদ্দায়ী কা তাযাদে বয়ান' (وحی ازروئے قرآن اور مدعی کا تضاد بیان)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৪৬, সংখ্যা-৫, নভেম্বর ১৯৪০ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

১৬. 'ওহী কে আক্সাম' (وحی کے اقسام)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৪৬, সংখ্যা-৫, নভেম্বর ১৯৪০ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৭. 'আবুল বারাকাত বাগদাদী আওর উস কী কিতাব আল-মু'তাবার' (ابوالبرکات بغدادی اور اسکی کتاب المعتبر)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৪৭, সংখ্যা-১, জানুয়ারী ১৯৪১ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

১৮. 'ইসলাম : দুনোঁ জাহান কী বাদশাহী' (اسلام : دونوں جہان کی بادشاہی)। দু-জাহানের কামিয়াবির ক্ষেত্রে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। ইসলাম সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৪৭, সেপ্টেম্বর ১৯৪১ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৯. 'শরীঅতে ইসলাম আওর উলামায়ে দ্বীন কী রায়' (شریعت اسلام اور علمائے دین کی رائے)। ইসলামী শরীয়ত ও উলামাদের মতামত সম্পর্কে রচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৪৮, সংখ্যা-৪, অক্টোবর ১৯৪১ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

২০. 'আখবারে ইলমিয়াহ' (اخبار علمیہ)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৪৯, সংখ্যা-৪, এপ্রিল ১৯৪২ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২১. 'রুজূ' ওয়া এয়তেরাফ' (رجوع و اعتراف)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৫১, জানুয়ারী ১৯৪৩ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২২. 'মি'রাজ মানামী ইয়া জিসমানী' (معراج منامی یا جسمانی)। রাসূলে কারীমের মি'রাজ কি স্বপ্নযোগে হয়েছিল না কি স্বশরীরে? এ বিষয়েই লেখা হয় অত্র প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি খণ্ড-৫২, জুলাই ১৯৪৩ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২৩. 'মাওতুল আলিমে মাওতুল আলামি' (موت العالم موت العالم)। একজন আলিমের মৃত্যু যেন সমগ্র জাহানের মৃত্যু। আলিমের মৃত্যু প্রসঙ্গে এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৫২, সংখ্যা-২, আগস্ট ১৯৪৩ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

২৪. 'সুবহে ছাদেক' (صبح صادق)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৫২, সংখ্যা-৪, অক্টোবর ১৯৪৩ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

২৬. 'রিওয়ায়াতে মি'রাজ' (روایاتِ معراج)। মিরাজ বিষয়ক হাদীস শরীফের সংকলন ও ব্যাখ্যা সম্বলিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৫৩, জানুয়ারী ১৯৪৪ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

২৭. 'হাকীমুল উম্মত কে আছারে ইলমিয়া' (حکیم الامۃ کے آثار علمیہ)। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী র.-এর জ্ঞানের নিদর্শনের বর্ণনা সম্বলিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৫৩, সংখ্যা-২, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২৮. 'ক্বানুজ কা তায়ারুফ' (قانوج کا تعارف)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৫৩, সংখ্যা-৩, মার্চ ১৯৪৪ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২৯. 'ফন্নে তাছাওফ আওর মুহাদ্দিসীন ওয়া সুফিয়া মে তাতবীক কি রাহ' (فن تصوف اور محدثین و صوفیہ میں تطبیق کی راہ)। তাছাউফ সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৫৩, সংখ্যা-৪, এপ্রিল ১৯৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩০. 'আহদে ইসলামী মে তা'লীমে নিসওয়া কী দরসগাহেঁ' (عہد اسلامی میں تعلیم نسواں کی درسگاہیں)। ইসলামী শাসনামলে নারী শিক্ষা সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৫৩, সংখ্যা-৪, এপ্রিল ১৯৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩১. 'ওফাতে ঈসা' (وفات عیسیٰ)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৫৩, এপ্রিল ১৯৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩২. 'লফযে 'আল্লাহ' কে মা'না আওর ইসমে আ'যম কা তাখায়্যুল' (لفظ اللہ کے معنی اور اسم اعظم کا تخیل)। 'আল্লাহ' শব্দের অর্থ ও ইসমে আ'যম ভাবনা সম্বলিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৫৩, মে ১৯৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩৩. 'আঁ হযরত সা. আওর ইলমে গাইব' (آنحضرت ﷺ اور علم غیب)। নবী আকরাম সা. ও তাঁর ইলমে গাইব সম্পর্কে রচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৫৪, সংখ্যা-২, আগস্ট ১৯৪৪ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৩৪. 'ফিরাকে মাজ্যূব' (فراق مجذوب)। "মাজযূবের বিরহ" শীর্ষক এ প্রবন্ধটি খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব র. এর মৃত্যুর পর তাঁর উপর লিখা হয়। প্রবন্ধটি খণ্ড-৫৪, সংখ্যা-৪, অক্টোবর ১৯৪৪ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩৫. 'হিন্দুস্তান মেঁ মুসলমানোঁ কা নিযামে তা'লীম ওয়া তরবিয়াত' (ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت)। হিন্দুস্তানে মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৫৪, ডিসেম্বর ১৯৪৪ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩৬. 'ইসলাম আওর হুরমতে রেবা' (اسلام اور حرمتِ ربوا)। ইসলামে সুদ হারাম করণের তাৎপর্য বিষয়ে রচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৫৬, জুলাই ১৯৪৫ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩৭. 'জবর ওয়া কদর' (جبر و قدر)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৫৬, সংখ্যা-৩, সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩৮. 'উম্মতে মুসলিমা কী বি'য়ছাত' (امۃ مسلمہ کی بعثت)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৫৭, এপ্রিল ১৯৪৬ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩৯. 'আদলে জাহাঙ্গীরী কা ওয়াকেআহ' (عدل جہانگیری کا واقعہ)। প্রবন্ধটির প্রকাশ খণ্ড-৫৭, এপ্রিল ১৯৪৬।

৪০. 'তাখলীকে আলম কা মাকছাদ' (تخلیق عالم کا مقصد)। জগত সৃষ্টির লক্ষ্য সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় খণ্ড-৫৮, অক্টোবর ১৯৪৬ সালে।

৪১. 'তুফানে মহব্বত' (طوفانِ محبت)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৫৯, সংখ্যা-৩, মার্চ ১৯৪৭ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৪২. 'হাকীম হাবীবুর রহমান, ঢাকা' (حکیم حبیب الرحمان ڈھاکہ)। ঢাকার প্রখ্যাত সাংবাদিক ও চিকিৎসক হাকীম হাবীবুর রহমানের জীবনীমূলক এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৫৯, সংখ্যা-৪, এপ্রিল ১৯৪৭ সালে প্রকাশ করা হয়।

৪৩. 'সিয়াসিয়্যাতে ইসলাম কে নযরিয়ে' (سیاسیات اسلام کے نظریے)। ইসলামী রাজনীতির ভাবধারা সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৬০, সংখ্যা-৪, অক্টোবর ১৯৪৭ সালে প্রকাশ করা হয়।

৪৪. 'ইসলামী ইয়া মুসলমানোঁ কি হুকুমত' (اسلامی یا مسلمانوں کی حکومت)। এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৬০, সংখ্যা-৫, নভেম্বর ১৯৪৭ সালে প্রকাশ করা হয়।

৪৫.'বারমাক আওর পরমুখ' (برمک اور پرمکھ)। প্রবন্ধটি খণ্ড-৬১, সংখ্যা-৪, এপ্রিল ১৯৪৮ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪৬. 'কওমিয়াত' (قومیت)। জাতীয়বাদ সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৬২, আগস্ট ১৯৪৮ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪৭. 'হিন্দুস্তান কী আছলিয়্যাত আওর উসকে কুছ উসূল' (ہندوستان کی اصلیت اور اسکے کچھ اصول)। হিন্দুস্তানের ভিত্তি ও এর কিছু মূলনীতি সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৬২, সংখ্যা-৩, সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে প্রকাশ করা হয়।

৪৮. 'ইসলাম মে হুকুমাত কী হাইসিয়াত ওয়া আহাম্মিয়্যাত' (اسلام میں حکومت کی حیثیت و اہمیت)। ইসলামী রাষ্ট্রে শাসনের অবস্থান ও গুরুত্ব সম্পর্কিত প্রবন্ধটি খণ্ড-৬৩, সংখ্যা-৫, অক্টোবর ১৯৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৪৯. 'সালতানাত আওর দ্বীন কা তা'য়াল্লুক' (سلطنت اور دین کا تعلق)। ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ক এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৬৪, সংখ্যা-৪, জুলাই ১৯৫০ সালে প্রকাশ করা হয়।

৫০. 'ইসলামী রিয়াসাত কী আউওয়ালীঁ বুনিয়াদ' (اسلامی ریاست کی اولیں بنیاد)। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম বুনিয়াদ সম্পর্কে রচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৬৫, সংখ্যা-৬, জুন ১৯৫১ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৫১. 'নযরিয়ায়ে খিলাফত' (نظریۂ خلافت)। ইসলামী খিলাফতের আদর্শ ও স্বরূপ সম্বলিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৬৯, সংখ্যা-৩, মার্চ ১৯৫৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৫০]

১০. gvnbvgvn wbhvgj gvkv‡qL (ما نام ظلم المشائخ)

এ পত্রিকাটি দিল্লি থেকে হাসান নিযামী দেহলবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে বিভিন্ন সময়ে সায়্যিদ সুলায়মানের ৭টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলো নিম্নরূপ:

১. 'দুনিয়া কা বুযুর্গ তরীন ইনসান' (دنیا کا بزرگ ترین انسان)। পৃথিবীর বুযুর্গ তথা আল্লাহভীরু লোকের আদর্শ ও আচার-আচররণ সম্পর্কে রচিত এ মূল্যবান প্রবন্ধটি নভেম্বর ১৯১৮ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

২. 'ইসলামী কওমিয়াত' (اسلامی قومیت)। ইসলামী জাতীয়বাদ সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধটি অক্টোবর ১৯৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩. 'মুসলমানোঁ কী তারাক্কী কা রায' (مسلمانوں کی ترقی کا راز)। মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির মূল রহস্য উদ্ঘাটন করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি মে ১৯৩৩ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৪. 'আমলে ছালেহ' (عمل صالح)। নেক আমল তথা সৎকর্মের সুফল ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এ প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধটি অক্টোবর ১৯৩৩ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৫. 'তাবলীগে নববী' (تبلیغ نبوی)। নবী আকরাম সা. এর তাবলীগ তথা ধর্ম প্রচারের বিষয়টি আনা হয় এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি আগস্ট ১৯৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৬. 'ইসলাম আওর সোশালিযম' (اسلام اور سوشلزم)। ইসলাম বনাম সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গ নিয়ে রচনা করা হয় এ প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি অক্টোবর ১৯৩৪ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৭. 'হজ্জ কো চলো' (حج کو چلو)। ইসলামের পঞ্চ রুকনের অন্যতম রুকন পবিত্র হজ্জ্ব পালনের প্রতি উৎসাহিত করে রচনা করা হয় এ প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি জানুয়ারী ১৯৩৫ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।[৫১]

১১ gvnbvgv me‡n Dgx' (ماہنامہ صبح امید)

পণ্ডিত ব্রজ নারায়ণ চাকবস্ত এর সম্পাদনায় লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা me‡n Dgx' । এ পত্রিকায় সায়্যিদ সুলায়মানের দুটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। যথা:–

১. 'সালতানাতে আওয়াধ মেঁ হিন্দূউঁ কা হিস্সা' (سلطنت اودھ میں ہندوؤں کا حصہ)। অযোদ্ধা রাজ্যে হিন্দুদের অংশিদারিত্ব নিয়ে রচনা করা এ প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি এপ্রিল ১৯১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২. 'কাদীম তরযে হুকুমত' (قدیم طرز حکومت)। প্রাচীন শাসন ব্যবস্থা কেমন ছিল, সে সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা হয় এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি নভেম্বর ১৯১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১২. gvnbvgvn Avj xMo †gMvhxb (ماہنامہ علی گڑھ میگزین)

Avj xMo †gMvhxb পত্রিকাটি প্রতি মাসে আলীগড় থেকে প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকায় সায়্যিদ সুলায়মানের দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। যথা:

১. 'উর্দু কী তারীখ আওর ইবতিদা পর মাবসুত তাকরীর' (اردو کی تاریخ اور ابتدا پر مبسوط تقریر)। এ প্রবন্ধটি উর্দু ভাষার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত একটি সুবিস্তৃত প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি অক্টোবর ১৯২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২. 'হামারী যবান কা নাম' (ہماری زبان کا نام)। উর্দু মাতৃভাষার নাম ও ইতিহাস সম্পর্কে রচনা করা হয় এ প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি জুলাই ১৯৩৭ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

১৩ gvnbvgvn Avj-RvwgAv g½xi (ماہنامہ الجامعہ مونگیر)

Avj RvwgAv g½xi (ماہنامہ الجامعہ مونگیر) পত্রিকাটি বিহার থেকে প্রকাশিত হয়। এপত্রিকায় সয়্যিদ সুলায়মানের দুটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। যথা:

১. 'মিলাদী রিওয়ায়েতেঁ' (میلادی روایتیں)। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত মিলাদ-কিয়ামের অস্তিত্ব কি আদৌ কুরআন হাদীসে বর্ণিত আছে, নাকি তা মানুষের মনগড়া বানানো একটি পদ্ধতি? এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি জুলাই ১৯২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২. 'ওহী আওর মালাকায়ে নবুওয়াত' (وحی اور ملکۂ نبوت)। আল্লাহর ওহী ও রাসূল আকরাম সা.-এর নবুওয়াতের যোগ্যতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি জুন ১৯৩১ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

১৪. gvnbvgvn Lvqv¯Ívb (ماہنامہ خیاستان)

Lvqv¯Ívb (خیاستان) পত্রিকাটি প্রতি মাসে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। এতে 'এক আরব শায়ের আপনে মাহবুবা কে তাছাওয়ুর মেঁ' (ایک عرب شاعر اپنے محبوبہ کے تصور میں) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। স্বীয় প্রিয়ার দৃষ্টিতে একজন আরব কবি সম্পর্কিত সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর এ প্রবন্ধটি মে ১৯৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৫. gvnbvgvn wbMvi (ماہنامہ نگار)

এ পত্রিকায় রাসূল সা.-এর সুন্নাত সম্পর্কিত একটি বড় প্রবন্ধ 'ফির বহছে সুন্নাত' (پھر بحث سنت) শিরোনামে জুলাই ও আগস্ট ১৯৩০ সংখ্যায় দুই পর্বে প্রকাশিত হয়।[৫২]

১৬. †ivhbvgvn nvg'i' (روزنامہ ہمدرد)

দৈনিক nvg'i' (ہمدرد) পত্রিকাটি মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহারের সম্পাদনায় দিল্লী থেকে ১৯২২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ৪টি প্রবন্ধ এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলো নিম্নরূপ:

১. 'নাজদ ওয়া হিজায' (نجد و حجاز)। আরবের দুটি প্রসিদ্ধ নগর নাজদ ও হিজায। আর এ দু নগর ও নগনবাসী সম্পর্কে রচনা করা হয় এ প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি ২০ নভেম্বর ১৯২৪ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

২. 'দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা কী তা'মীর' (دارالعلوم ندوة العلماء کی تعمیر)। দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠা ও নির্মান ইতিহাস প্রসঙ্গে রচিত এ প্রবন্ধটি ২৫ জুন ১৯২৫ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৩. 'শুগলে তাকফীর' (شغل تکفیر)। প্রবন্ধটি ২৯ জুলাই ১৯২৫ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৪. 'ইসলাম আওর জমহুরিয়্যাত' (اسلام اور جمہوریت)। ইসলাম ও গণতন্ত্রের মাঝে কি সম্পর্ক রয়েছে, সে সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যবহুল আলোচিত এ প্রবন্ধটি ১৩ নভেম্বর ১৯২৬ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৭. gvnbvgvn bvw`g (ماہنامہ ندیم)

bvw`g (ندیم) পত্রিকাটি প্রতি মাসে গোয়া থেকে প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাটিতে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ৬টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলো হলো:

১. 'বিহার মে উর্দু' (بہار میں اردو)। এ প্রবন্ধটি জুলাই ১৯৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২. 'নও জুয়ানানে বিহার আওর খিদমতে উর্দু' (نوجوانان بہار اور خدمت اردو)। বিহার রাজ্যে উর্দু সাহিত্যের উন্নতিতে যুবকদের অবদান প্রসঙ্গে রচিত এ প্রবন্ধটি অক্টোবর ১৯৩৫ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৩. 'দু হাফতে মাইসুর আওর মাদরাস মে' (دوہفتے میسور اور مدراس میں)। এটি মূলত সায়্যিদ সুলায়মানের মাইসুর ও মাদরাসে ভ্রমনকাহিনী বর্ণনামূলক একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪. 'বা'আয লফযোঁ কি নয়ী তাহকীক' (بعض لفظوں کی نیئ تحقیق)। এ প্রবন্ধে কিছু প্রাচীন শব্দাবলীর নতুন ও আধুনিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি আগস্ট ১৯৩৮ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৫. 'কিয়া ইসলাম মেঁ জাদীদ কী যরুরত হায়' (کیا اسلام میں جدید کی ضرورت ہے)। এতে ইসলামে আধুনিকতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৬. 'মাওলানা শিবলী উর্দু শায়েরী কে লেবাছ মেঁ' (مولانا شبلی اردو شاعری کے لباس میں)। একজন উর্দু কবি হিসেবে শিবলী নু'মানীর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৫৩]

১৮. gvnbvgvn gmZvK‡ej (ماہنامہ مستقبل)

এ পত্রিকাটি একটি গবেষণামূলক পত্রিকা। করাচী থেকে এটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে সায়্যিদ সুলায়মানের শেষ জীবনের অনেকগুলো প্রবন্ধ ছাপা হয়। এ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলো হলো:

১. 'আসাসে মিল্লাত' (اساس ملت)। প্রবন্ধটি খণ্ড-১, সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

২. 'হাকিমে হাকীকী ছেরেফ আল্লাহ তা'আলা হায়' (حاکم حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے)। সবকিছুর প্রকৃত মালিক ও কর্তা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলা। এ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধটি খণ্ড-৩, নভেম্বর ১৯৪৯ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩. 'ইসলাম মেঁ আকায়িদ কী হাকীকত আওর আহম্মিয়্যাত' (اسلام میں عقائد کی حقیقت اور اہمیت)। ইসলামে আকায়িদের মাহাত্ম ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি তিন পর্বে তথা ১ম পর্ব খণ্ড-৫, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯, ২য় পর্ব খণ্ড-৯, মে ১৯৫০ ও ৩য় পর্ব খণ্ড-১০, জুন ১৯৫০ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৪. 'হাকীকতে তাসাউয়ূফ কা মুকতাশেফে আয়যম' (حقیقت تصوف کا مکتشف اعظم)। প্রকৃত তাসাওফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি খণ্ড-১০, জুলাই ১৯৫০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৫. 'তাজদীদে দ্বীন আওর হাকিমুল উম্মত' (تجدید دین اور حکیم الامۃ)। ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবনে হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.-এর ভূমিকা ও অবদান তুলে ধরা হয়েছে এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি খণ্ড-১০, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৬. 'ইসলাম কা তাবলীগী নিযাম' (اسلام کا تبلیغی نظام)। ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসারের নিয়মনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি খণ্ড-১০, ডিসেম্বর ১৯৫০ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৭. 'খুতবায়ে ছদারাত –উলামায়ে ইসলাম কী খিদমত' (خطبۂ صدارت۔ علمائے اسلام کی خدمت)। বিভিন্ন উন্নতির ক্ষেত্রে আলিমদের অবদান সম্পর্কিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-২, সংখ্যা-৫, ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ সালে ছাপা হয়।

৮. 'ইসলাম আওর সূদ' (اسلام اور سود)। ইসলামে সুদ হারাম করা হয়েছে। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের দলীল সহকারে এ প্রবন্ধটি রচনা করা হয়। প্রবন্ধটি খণ্ড-২, সংখ্যা-৭, এপ্রিল ১৯৫১ সালে ছাপা হয়।

৯. 'ইসলাম কা জমহুরী নিযাম' (اسلام کا جمہوری نظام)। ইসলাম সমর্থিত গণতন্ত্রের স্বরূপ কী? তা এ প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে। প্রবন্ধটি খণ্ড-২, সংখ্যা-৯, ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

১০. 'ইউরোপ কা তাছাওয়ূরে হুররিয়্যাত ওয়া জমহুরিয়্যাত আওর ইসলাম' (یورپ کا تصور حریت و جمہوریت اور اسلام)। ইউরোপের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং এ বিষয়ে ইসলাম ধর্মের অবস্থান কি, তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি খণ্ড-২, সংখ্যা-১০, অক্টোবর ও নভেম্বর ১৯৫১ সালে প্রকাশ করা হয়।

১১. 'ইসলামী হুকুমত কে আমেলীন' (اسلامی حکومت کے عاملین)। ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিষয় সম্পর্কে এ প্রবন্ধটি রচনা করা হয়। প্রবন্ধটি খণ্ড-৩, সংখ্যা-১, জানুয়ারী ১৯৫২ সালে প্রকাশ করা হয়।

১২. 'ইসলাম মে মুসাওয়াতে হুকুক ওয়া মাল' (اسلام میں مساوات حقوق و مال)। ইসলামে অধিকার এবং সম্পদের সম বন্টন প্রসঙ্গে আলোচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৩, সংখ্যা-২, ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালে প্রকাশ করা হয়।

১৩. 'হুররিয়্যাত আওর হায়াতে ইসলামী' (حریت اور حیات اسلامی)। স্বাধীনতা ও ইসলামী জীবন-যাপন বিষয়ে আলোচিত এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৩, সংখ্যা-৩, মার্চ ১৯৫২ সালে প্রকাশ করা হয়।

১৪. 'মুহাব্বতে বাতিল' (محبت باطل)। বাতিলের ভালবাসা বিষয়ক এ প্রবন্ধটি খণ্ড-৩, সংখ্যা-৪, এপ্রিল ১৯৫২ সালে প্রকাশ করা হয়।

১৫. 'রাসূলে ওয়াহদাত' (رسول وحدت)। রাসূল সা. ঐক্যের নবী তথা নবীজী কর্তৃক ঐক্যেও শিক্ষা বিষয়ক অত্র প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। প্রবন্ধটি তিন পর্ব খণ্ড-৩, সংখ্যা-৫,৬,৭, মে, জুন, আগস্ট ১৯৫২ সালে ছাপা হয়।

১৬. 'ইসলাম কা নযরিয়ায়ে তা'লীম' (اسلام کا نظریۂ تعلیم)। এ প্রবন্ধে ইসলামের শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। প্রবন্ধটি তিন পর্ব, খণ্ড-৩, সংখ্যা-৭, ৮, অক্টোবর, ডিসেম্বর ১৯৫২ ও খণ্ড-৪, সংখ্যা-১, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।[৫৪]

মোটকথা আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী জীবনের শুরুলগ্ন (১৯০২) থেকে প্রবন্ধ লেখা শুরু করে, জীবনের শেষ মুহূর্ত (১৯৫৩) পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রেখেছেন। দীর্ঘ ৫০

বছরে রচিত প্রবন্ধসমুহের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তৎকালীন নামী-দামী পত্রিকাগুলোতে প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে স্বীয় লেখালেখির জগতকে উজ্জল করে রেখেছেন। তাঁর প্রবন্ধাবলীতে ইসলাম প্রচার, আওকাফে ইসলামী, আত্মশুদ্ধির পথ, তাকওয়া ও ঈমানদারী ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয় যেমন স্থান পেয়েছে, সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক, শিক্ষার উন্নয়ন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজ-সংস্কার, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক বিষয়ের প্রবন্ধও স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ এমন কোনো বিষয় বাকি নেই, যে বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেননি। তাঁর প্রবন্ধগুলো সহজ ও সাবলীল ভাষায় লেখা। বহু প্রবন্ধ অনেক বড় অবয়বে লেখা, যা কয়েক পর্বে ছাপা হয়। আবার অনেক প্রবন্ধ পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি প্রবন্ধের মাঝে যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন, ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কুরআন-হাদীসের প্রমাণসহ অত্যন্ত তথ্যনির্ভর করে তাঁর প্রবন্ধগুলো সাজিয়েছেন। প্রবন্ধগুলোতে তাঁর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে। সত্যি সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর লেখায় এক আকর্ষণশক্তি রয়েছে, যা পাঠককে প্রবন্ধের শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায়। পাঠকের বিবেকে পৌছে যায় তাঁর সময়োপযোগী বার্তা। তিনি এত বেশি প্রবন্ধ রচনা করেছেন যে, তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকর্ম বাদ দিলেও শুধু প্রবন্ধগুলোর জন্যই তিনি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শুধু gv´Awi‡d প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলো সম্পর্কে সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান লিখেন–

> معارف میں انہوں نے شذرات کے ۱۱۹۲ صفحات اور مضامین کے ۱۹۰۰ صفحات لکھے - ان میں قرآن مجید اور حدیث، تاریخ، کلام، فقہ، ادب اور شعر و شاعری سب پر مضامین ہیں۔[৫৫]

> অনুবাদঃ gv´Awid-এ তিনি (সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী) শাযারাতের (তথা সংক্ষিপ্ত ও পর্যালোচনামূলক লেখা) ১১৯২ পৃষ্ঠা এবং প্রবন্ধাবলীর ১৯০০ পৃষ্ঠা লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ইলমে কালাম (তথা ইসলামী আকায়েদ-বিশ্বাস) ও ফিকহ্ এবং সাহিত্য ও কাব্য সব ধরণের প্রবন্ধ রয়েছে।

তথ্যসূত্র

Dhaka University Institutional Repository

১. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, nvqv‡Z mjvqgvb, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ২০১১), পৃ. ৫২১

২. যিয়াউদ্দীন ইসলাহী, gvkwni †K LZZ ebv‡g mwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, ২০১৪), পৃ. ৫

৩. মুহাম্মদ যায়েদ মাযাহেরী নাদবী, gKvZvev‡Z mjvqgvb, (লক্ষ্ণৌ : ইদারা ইফাদাতে আশরাফিয়া, দোবাগা, হারদুলী রোড, প্রকাশ ২০০৮), পৃ. ১৮৮, ১৯২

৪. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, civ‡b †PivM (১ম খণ্ড), (লক্ষ্ণৌ : নাদওয়া রোড, মাকতাবাতুশ শাবাব আল ইলমিয়্যাহ, ২০১৪)পৃ. ৩৮

৫. মুহাম্মদ যায়েদ মাযাহেরী নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯

৬. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, civ‡b †PivM (১ম খণ্ড), মাওলানা মোঃ আব্দুল করিম অনূদিত, (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮ বাংলাবাজার, ২০১১), পৃ. ২১

৭. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, civ‡b †PivM (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

৮. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫

১১. মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী, gvKZev‡Z mjvqgvb (২য় খণ্ড), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ১৭৯

১২. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী সংকলিত, মাসিক gv‡Awid, সুলায়মান নম্বর, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, মে ১৯৫৫), পৃ. ৪৫

১৩. মুহাম্মদ যায়েদ মাযাহেরী নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

১৪. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gvIjvbv mwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex Kx ZvQvbxd (১ম খণ্ড), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ২০১১), পৃ. ১৭২

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭

১৭. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, evix‡‘ wdwi½, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ১৯৩৬), পৃ. ৮৯

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩

১৯. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, nvqv‡Z mjvqgvb, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

২০. শায়খ আতাউল্লাহ, BKevj bvgv (১ম খণ্ড), (লাহোর : তাজেরে কুতুব ইসলামিয়া, ১৯৬৬), পৃ. ৭৮

২১. প্রফেসর আব্দুল কাওয়ী সাহেব দিসনবী, ‘মাকালাতে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী’, মাসিক gv‡Awid, সংখ্যা-৫, খণ্ড-৯৭, মে ১৯৬৬, আযমগড় : দারুল

মুসান্নিফীন, পৃ. ৩৭৮

২২. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxiv‡Z Av‡qkv iv., মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম অনুদিত, (ঢাকা : রাহনুমা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৫), পৃ. ১৫

২৩. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, mwwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex Kx Bjgx Iqv Øxbx wL‘gvZ ci GK bRi, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ২০১৪), পৃ. ৫৮

২৪. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gvIjvbv mwwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex Kx ZvQvbxd পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

২৫. ড. মুহাম্মদ নাঈম সিদ্দিকী, ÔAvjøvgv mwwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex kLwQqvZ Iqv Av‘ex wL‘gvZ, (করাচী : মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম, ১৯৭৯), পৃ. ৩২৫

২৬. মৌলভী মুহাম্মদ ইসহাক জালীস নাদবী, Zvix‡L bv‘ IqvZj Djvgv (১ম খণ্ড), (লক্ষ্ণৌ : মজলিসে ছাহাফাত ওয়া নশরিয়াত, নাদওয়াতুল উলামা, ২০১৪), পৃ. ৩০৯

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০

২৮. প্রফেসর আব্দুল কাওয়ী সাহেব দিসনবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৮

২৯. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, nvqv‡Z mjvqgvb, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৩০. মুহাম্মদ শাহেদ আখতার নাদবী, Zvnix‡K bv‘ IqvZj Djvgv Qvnvdv‡Z wK gq‘vb †g, Zvgx‡i bvI, লক্ষ্ণৌ, প্রধান সম্পাদক, তারিক সফিক নাদবী (বিশেষ সংখ্যা ২০০৮-২০০৯), পৃ. ৩৩

৩১. মাসউদুর রহমান খান নাদবী, †gvZvjv‡q mjvqgvb, (ভূপাল : বামে সুলায়মানী, ১৯৮৬), পৃ. ৩২৬

৩২. প্রফেসর আব্দুল কাওয়ী সাহেব দিসনবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১

৩৩. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxiv‡Z Av‡qkv iv., পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৩৪. গোলাম মুহাম্মদ, ZvhwKiv‡q mjvqgvb, (করাচী : মাকতাবাতু নাশেরে উলুম, ১৯৭৫), পৃ. ১০৭

৩৫. মাওলানা সালমান নাসীম নাদবী, Avj-‡njvj Kx B‘vivZ AvIi bv‘ex dhvjv, Zvgx‡i bvI, লক্ষ্ণৌ, প্রধান সম্পাদক, তারিক সফিক নাদবী (বিশেষ সংখ্যা ২০০৮-২০০৯), পৃ. ২৫

৩৬. প্রফেসর আব্দুল কাওয়ী সাহেব দিসনবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১

৩৭. ড. মুহাম্মদ নাঈম সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯

৩৮. প্রফেসর আব্দুল কাওয়ী সাহেব দিসনবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২

৩৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, gmwjg RvMi‡b K‡qKRb Kwe mwnwZ¨K, (ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮০), পৃ. ৩৩৭

৪০. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত, gvÔAwid, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ভলিয়ম-২৯, সংখ্যা-১, জানুয়ারী ১৯৩২), পৃ. ২

৪১. প্রফেসর আব্দুল কাওয়ী সাহেব দিসনবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২

৪২. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত, gvÔAwid, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ভলিয়ম-১২, সংখ্যা-১, জুলাই ১৯২২), পৃ. ২২

৪৩. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত, gvÔAwid, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ভলিয়ম-১৪, সংখ্যা-৪, অক্টোবর ১৯২৪), পৃ. ২৫০

৪৪. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত, gvÔAwid, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০

৪৫. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত, gwmK gvÔAwid, (আযমগড়; দারুল মুসান্নিফীন, ভলিয়ম-৩৭, সংখ্যা-৬, ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬), পৃ. ৮৫

৪৬. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত, gvÔAwid, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ভলিয়ম-৩৮, সংখ্যা-২, ডিসেম্বর ১৯৩৬), পৃ. ৪৫০

৪৭. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত, gvÔAwid, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ভলিয়ম-৩৯, সংখ্যা-২, মার্চ ১৯৩৭), পৃ. ৭১

৪৮. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত, gvÔAwid, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ভলিয়ম-৪০, সংখ্যা-৫, ডিসেম্বর ১৯৩৭), পৃ. ৩২৫

৪৯. মাওলানা ড. শামস তাবরীয খান, Zvix‡L bv‘ IqvZj Djvgv (২য় খণ্ড), (মজলিসে ছাহাফাত ওয়া নশরিয়াত, নাদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ২০১৫), পৃ. ৪৮০

৫০. মুহাম্মদ যায়েদ মাজাহেরী নাদবী, gKv‡Zev‡Z mjvqgvb, (লক্ষ্ণৌ : ইদারা ইফাদাতে আশরাফিয়া, দোবাগা, হারদুলী রোড, প্রকাশ ২০০৮), পৃ. ১১৮

৫১. প্রফেসর আব্দুল কাওয়ী সাহেব দিসনবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৪

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৪

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৫

৫৪. মুহাম্মদ যায়েদ মাজাহেরী নাদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

৫৫. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gvIjvbv mwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex Kx ZvQvbxd পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন গোটা ভারতবর্ষের আলিম সমাজের মধ্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এ নক্ষত্রের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে বহু ধারায় । তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনে বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ সাধনে তিনি বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে পদচারণা করেছেন। সমসাময়িক বিশ্বে তিনি ছিলেন অধিকতর খ্যাতিমান ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন প্রকৃত আলিম। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যেই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যেই এক বিরাট নেয়ামত।

অত্র গবেষণার বিস্তৃতি ছিল ইসলামের এ বিরল ব্যক্তিত্ব আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর বর্ণাঢ্য জীবন কথা, তাঁর সমৃদ্ধিপূর্ণ উর্দু সাহিত্যকর্ম, ইতিহাস সাহিত্য, জীবনীসাহিত্য, পত্র ও প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর অবদান এবং ইসলাম বিস্তারে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তার পূর্ণ বিবরণ। এ দীর্ঘ গবেষণা প্রবন্ধে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলামের এ মহান জ্ঞান সাধক আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী মুসলিম মিল্লাতের জন্য অতন্দ্র প্রহরীরূপে কাজ করেছেন, মুসলিম জাতি ও সমাজকে ভ্রান্তি, ধর্মান্ধতা ও পথ ভ্রষ্টতা থেকে শতর্ক করেছেন। দ্বীনের নিমিত্তে তিনি নিজের জীবনের সবকিছু সঁপে দিয়েছেন। পার্থিব জীবনে সম্পদ-সম্পত্তি ও ঐশ্বর্যের মোহ ও আহ্লাদ পরিহার করে তিনি নিজের জীবন ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেছেন।

তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ, উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কলম সৈনিক, দক্ষ রাজনীতিক, বিজ্ঞ কুটনীতিক, অসাধারণ বাগ্মী, বড় মাপের সাংবাদিক, প্রখ্যাত প্রবন্ধকার, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অগ্রদূত, সুদক্ষ সংগঠক, বিজ্ঞ সমাজ সংস্কারক, মহান সমাজ সেবক, আসলাফ ও আকাবির তথা সুধী গুণী পূর্বসূরীদের একজন স্বার্থক উত্তরসূরী এবং একজন একনিষ্ঠ উর্দু সাহিত্য সাধক। সর্বোপরি তিনি ছিলেন সাহিত্য জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধার এক অনিঃশেষিত রত্নাগার; উর্দু সাহিত্যের এক অন্যতম দিকপাল, সুপণ্ডিত ও মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর রয়েছে উর্দু ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ, বক্তব্য, চিঠিপত্র ও অনুবাদ কর্ম। তিনি এসবের মাধ্যমে পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতার পথে আহবান করেছেন। স্বীয় ক্ষুরধার লিখনীর মাধ্যমে ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তুলেছেন। ইসলামের জন্যই তিনি লিখেছেন হাজার হাজার পাতা, রচনা করেছেন অসংখ্য গ্রন্থ। দিয়েছেন আবেগমথিত ভাষায় হৃদয় ছুয়ে যাওয়া এবং জীবন বদলে দেওয়ার মত অসংখ্য ভাষণ ও বক্তৃতা। ইসলামই ছিল তাঁর কর্ম দিবসের ব্যস্ততা

এবং ঘুম রজনীর স্বপ্ন। তিনি তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি, হৃদয়-মন, সকাল-সন্ধ্যা ও দিবস-রজনীকে ইসলামের জন্যই ব্যয় করেছেন। তাঁর জীবন এবং বহুমুখী প্রতিভা ও বৈচিত্রময় যোগ্যতার মধ্যে উপরোল্লেখিত গুণাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ গবেষণায় তাঁর প্রতিভার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ও অনন্য দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তা হল আলিম সমাজকে জাগ্রত করার প্রয়াস। তাঁদের মধ্যে নিষ্ঠা ও পূর্ণাঙ্গতা এবং জ্ঞান-গরিমা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের রচনার ক্ষেত্রে বৈচিত্র সৃষ্টি করা। তিনি যে সময়ের বিদ্যার্থী ছিলেন, সে সময় নতুন ও পুরাতনদের মধ্যে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা চলছিল। তখন একজন ব্যক্তির জন্য একই সময়ে উভয় পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ছিল কঠিন বিষয়। নতুন-পুরাতন নেতা ও পরিচালকদের এক স্থানে একত্র হওয়া ছিল দুষ্কর। দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার আঙ্গনে এবং দেশের ভাষা ও সাহিত্যের ময়দানেও দুটি গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছিল। সে যুগে সাহিত্য ও কাব্যকে নির্ভরযোগ্যতার পরিপন্থী মনে করা হত। আবার এমন লোকও ছিল যারা উর্দু ভাষায় গ্রন্থ রচনা করাকে স্বীয় আলিমসুলভ রুচির পরিপন্থী মনে করত। ভূগোল ও ইতিহাস না জানাকে আলিমদের বৈশিষ্ট্য ও প্রতীক মনে করা হত। প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে সচরাচর অসন্তোষ, বিরোধ ও ভেদাভেদ ছিল। যে ব্যক্তি ফকীহ ও হাদীসবিদ হতেন তিনি সাহিতিয্কি হতেন না। আবার যিনি সাহিত্যিক হতেন দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁর কোন দক্ষতা বা সংযোগ ছিল না। শিক্ষককে রচনা ও গ্রন্থনার জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করা হত; কিন্তু লেখক ও বক্তাকে পাঠ দানের উপযুক্ত বলে মনে করা হত না।

উক্ত বিভক্তি ও ভেদাভেদ দূর করা দুঃসাহসিক কাজ ছিল। সর্বপ্রথম আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী নাদওয়াতুল উলামার বিভিন্ন সভার মধ্যে উক্ত বিষয়গুলো আলোচনায় আনার জন্য চেষ্টা করেছেন। তিনি অর্ধ শতাব্দী কালাধিক আলিমগণের উক্ত প্রাচীন অপূর্ণাঙ্গতাকে পূর্ণাঙ্গতা, পরিপূর্ণতা ও সমন্বয়তা দান করে জীবন্ত, শীর্ষস্থানীয় ও উল্লেখযোগ্য করে তুলেছেন। তিনি দ্বীন, শিক্ষা ও সাহিত্যাঙ্গনে একই সময়ে কেবল দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন না; বরং প্রধান নীতি-নির্ধারক, দিক-নির্দেশক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে যে দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করেছেন, তা স্বয়ং তাঁর পূর্ণাঙ্গতা ও পারদর্শিতার উজ্জ্বল নিদর্শন ও প্রমাণ। এমন অপূর্ব মিলন ও বহুমুখী প্রতিভার সমাহার সাধারণত খুব কমই দেখা যায়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তাঁর রচনাবলীর প্রতি কিঞ্চিত দৃষ্টিপাত করলে এ বাস্তবতা উন্মোচিত হয় যে, তাঁর রুচি, অধ্যয়ন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ছিল বহুমুখী ও বিস্তৃত। তিনি পচুর পরিমানে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি কুরআন, হাদীস, তথা ইসলামী

জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থই নয়; বরং ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, বিভিন্ন ভাষার পত্র-পত্রিকা তথা সব বিষয়ের বই-পুস্তক পড়েছেন। যেখানেই গিয়েছেন সেখানকার লাইব্রেরী থেকে গ্রন্থ সংগ্রহ করেছেন। বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন বিষয়াবলীর উপর নতুন-পুরাতন জ্ঞান আহরণ করেছেন। আর তাই তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সীরাত, জীবনী, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য সহ সাহিত্যের প্রায় সকল ধারায় গ্রন্থ রচনা করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। গ্রন্থাদির বাইরেও বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য মননশীল ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে তিনি জগতবিখ্যাত হয়ে আছেন।

তাঁর মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান সংক্রান্ত কাজ করার যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল। তিনি প্রতিটি রচনা, বই, প্রবন্ধ ইত্যাদি এমনভাবে গভীর মনোযোগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাথে পরিপূর্ণ করেছেন, যেন মনে হয় এটাই তাঁর জীবনের আসল ও সর্বশেষ রচনা। তাঁর রচনাবলীর তথ্য, উৎস, মন্তব্য, উদ্ধৃতি ইত্যাদি দেখে এ কথা বিশ্বাস করতে আর দ্বিধা থাকে না যে, তিনি রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে শত সহস্র পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে রচনাটি সাজিয়েছেন। তাঁর সর্বগুণের এ দিকটি প্রায় তাঁর সকল রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি শিক্ষা ও সাহিত্যের সম্পর্কে কোথাও ফাটল ধরতে দেননি। তাই বিষয়বস্তু যতই শুষ্ক হোক না কেন বা বিষয়বস্তু যতই কঠিন শিক্ষামূলক হোক না কেন, তিনি তাঁর দক্ষ কলম ও স্বভাবজাত সাহিত্যিক সুরুচি দ্বারা তা মিষ্টি মধুর, উপভোগ্য, প্রস্ফুটিত ও সজীব করে তুলেছেন। এক কথায় তিনি সদাসর্বদা স্বীয় জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, সম্পাদনা ও গ্রন্থনার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। তিনি গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর এমন এক বিশাল ভাণ্ডার রেখে গেছেন যে, একটি বিশাল সমাজকে লেখক হিসেবে তৈরি করার জন্য তা যথেষ্ট। আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁর রচনাবলী উচ্চতর সাহিত্য মানের দাবী রাখে। তাঁর রচনার সর্বত্রই সাহিত্যিক রুচির খোরাক পাওয়া যায় এবং তা পাঠে পাঠক উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রসঙ্গত এখানে আরো উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে লোকেরা সায়্যিদ সুলায়মানকে একজন ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক হিসেবে জানেন। বিশেষ করে প্রাচীন আলিম সম্প্রদায়ের নিকট তাঁর পরিচিতি অনুরূপ। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে গবেষণার মাধ্যমে উপলব্ধি করা হয় যে, তাঁর সাহিত্য কর্মের একান্ত বিষয় ছিল কুরআন মাজীদ ও ইলমে কালাম (আকীদাশাস্ত্র)। আমি তাঁকে কুরআন, উলূমে কুরআন ও আকীদাশাস্ত্রে অধিক বিস্তৃত ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হিসেবে পেয়েছি। এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল গভীর ও ব্যাপক। তিনি এ বিষয়ে প্রাচীন আলিম ও লেখকগণের নিয়ম-নীতি এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আধুনিক

মন, মেধা ও রুচি মুতাবিক পেশ করার বিশেষ যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। এটা মূলত তাঁর গভীর চিন্তা-চেতনা, অগাধ সাধনা, নিরলস অধ্যয়ন ও গবেষণারই ফসল ছিল।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অজানা আরো এক বিরল মর্যাদার বিষয় অত্র গবেষণায় বেরিয়ে আসে। আর তা হল তিনি চিন্তার বিস্তৃতি ও মনের উদারতার ফলে ভারতের এক বিখ্যাত শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব হয়েও এবং নিজের বিশেষ শিক্ষা ও সংস্কারমূলক চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অলিকুল শিরোমনি শায়খ হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র.-এর সাথে সম্পর্ক ও সান্নিধ্য দ্বারা আত্মশুদ্ধিতে পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন। আধ্যাত্মিক সাধনা পূর্ণ করার পর তিনি থানভী র.-এর একজন মুজায ও খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি পান। তিনি একজন বড় মাপের আলিম হওয়া সত্ত্বেও একজন কামেল পীরের নিকট প্রত্যাবর্তন করে আত্মশুদ্ধি লাভের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অন্তরায় ও দ্বিধা অনুভব করেননি। দৃষ্টির বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার এমন অনুপম দৃষ্টান্ত আলিম সমাজের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়।

মোটকথা আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পর্কে গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে আমি মনে করি তাঁর আসল দক্ষতা, যোগ্যতা ও নৈপুণ্য ছিল চিন্তা-চেতনা, অনুধাবন, অনুসন্ধান, বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, তদন্ত, গবেষণা, সম্পাদনা, গ্রন্থনা, প্রকাশন, সংকলন, মুদ্রণ ইত্যাদি। এ বিষয়ে তিনি পরিপূর্ণরূপে সফল, বিজয়ী, শীর্ষস্থানীয় ও অগ্রগামী হয়েছেন। তিনি এতসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সমাহার রেখে গেছেন, যা অনেক ক্ষেত্রে কোন একটি পরিষদও সম্মিলিত হয়ে জীবনের সকল সুখ-শান্তি ও সুযোগ-সুবিধা ব্যয় করে সম্পন্ন করা কঠিন হবে। অথচ তিনি একাকী তা সম্পন্ন করে গেছেন। তাঁর এসব বৈচিত্রময় কাজকর্ম, কৃতিত্ব, ভূমিকা ও অবদান তাঁর উদার মন-মানসিকতা, জ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতির গতিময়তা এবং বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার সর্বোত্তম প্রমাণ। তিনি তাঁর কর্মের মূল্যবান কীর্তির জন্য সর্বস্তরের গণমানুষের হৃদয়ে চির অমর হয়ে থাকবেন।

আমি আমার অত্র গবেষণায় আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর জীবনচরিত ও তাঁর সাহিত্যকর্মের কয়েকটি দিক সম্পর্কে সামান্য গবেষণামূলক আলোচনা ব্যক্ত ও লিপিবদ্ধ করেছি মাত্র। তবে তাঁর সাহিত্যকর্মের অন্যান্য শাখা, তাঁর বিভিন্ন কৃতিত্ব ও অবদান সম্পর্কে জানার জন্য আরোও ব্যাপক গবেষণার ক্ষেত্র রয়েছে। আমি আমার গবেষণার মাধ্যমে তাঁকে এবং তাঁর উর্দু সাহিত্য সাধনা ও ইসলামের মহত্ব বিস্তারে তাঁর অবদানকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক ও সুধী সমাজে উপস্থাপন করেছি। আমি মনে করি এর দ্বারা

পাঠক, সুধী সমাজ ও উর্দু সাহিত্য প্রেমিক প্রতিটি মানুষই উপকৃত হবেন এবং বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজ আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্য নির্ভরতার সাথে জানতে পারবেন। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনী ও সাহিত্যকর্ম থেকে আমাদের সঠিক দিকনির্দেশনা লাভ করার তৌফীক দান করুন। আমীন।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধসমূহ

১. Ram Babu Saksena, *A History of Urdu Literature*, (Alahabad: Ram Narain Lal, 2nd edition, 1940)

২. আবু সালমান শাহজাহানপুরী , gvKwZ‡e Avej Kvjvg Avhv‘, (করাচী : উর্দু একাডেমী সিন্দ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬)

৩. আল্লামা শিবলী নু‘মানী, gvKvZx‡e wkejx (১ম খণ্ড), সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সংকলিত, (লক্ষ্ণৌ : মাতবুআয়ে শাহী, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৬৮)

৪. আল্লামা শিবলী নু‘মানী, gvKvZx‡e wkejx (২য় খণ্ড), সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সংকলিত, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭১)

৫. আল্লামা শিবলী নু‘মানী, Kwjøqv‡Z wkejx, সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সংকলিত, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১২)

৬. আল্লামা শিবলী নু‘মানী, mxivZbex mv. (১ম খণ্ড), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, চতুর্থ প্রকাশ, ১৯৬৭)

৭. আল্লামা শিবলী নু‘মানী, mxivZbex mv. (২য় খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে মা‘আরিফ, ১৩৬১ হি.)

৮. গোলাম মুহাম্মদ হায়দারাবাদী, ZvhwKiv‡q mjvqgvb, (করাচী : মাকতাবাতে নাশেরে উলুম, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০)

৯. জিয়াউদ্দীন ইসলাহী, gvkwni †K LZZ ebv‡g mwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex, (আযমগড়ঃ দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, ২০১৪)

১০. ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন, Zvix‡L Av‘weq¨v‡Z D‘ (১ম খণ্ড), (লাহোর : মাগরিবী পাকিস্তান উর্দু একাডেমী, ১৯৯৭)

১১. ড. জামশেদ আহমদ নাদবী, Bkwiqv gvÔAwid, (পাটনা : খোদা বখশ অরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি, ১৯৭৮)

১২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, gmwjg RvMi‡b K‡qKRb Kwe mvwnwZ¨K, (ঢাকা : ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৮০)

১৩. ড. মুহাম্মদ ইকবাল, gvKZev‡Z BKevj, প্রফেসর আব্দুল কাওয়ী সাহেব দিসনবী সংকলিত, (করাচী : উর্দু একাডেমী সিন্দ, ১৯৬৮)

১৪. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আল আ‘যামী, Avjøvgv mwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex e-nvBwmqv‡Z gqviwiL, (আযমগড় : আদবী দায়েরাহ, জুন, ২০১৪)

১৫. ড. মুফতী মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান, (ঢাকা : বাংলাবাজার, মাকতাবাতুত তাকওয়া, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪)
১৬. ড. মুহাম্মদ নাঈম সিদ্দিকী, Avjøvgv mwq¨` mjvqgvb bv`ex kLwQqvZ Iqv Av`ex wL`gvZ, (করাচী : মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম, ১৯৭৯)
১৭. ড. সায়্যিদ ইজায হোসাইন, gLZvQvi ZvixL Av`v‡e D`©~, (করাচী : উর্দু একাডেমী সিন্দ, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৭১)
১৮. ড. সায়্যিদ শাহ আলী, 'সাওয়ানেহ নেগারী কা দরজা উর্দু আদাব মেঁ', D`©~ †g mvIqv‡bn †bMvix, (করাচী : গোল্ড পাবলিশিং হাউজ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১
১৯. প্রফেসর আব্দুল কাওয়ী সাহেব দিসনবী, 'মাকালাতে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী', মাসিক gvÔAwid, সংখ্যা-৫, খণ্ড-৯৭, মে ১৯৬৬, আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন
২০. gvKZev‡Z mjvqgvb (২য় খণ্ড) (মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী সংকলিত), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, ১৯৮৮)
২১. মাসিক gvÔAwid, সুলায়মান নম্বর, শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী (সংকলিত), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, মে ১৯৫৫)
২২. মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব র., 'viæj Djg †`Ie›` Kx cPvm wgmvjx kLwQqvZ, (দেওবন্দ : এদারায়ে মারকাযে আদব, ১৯৯৮)
২৩. মাওলানা ড. শামস্ তাবরীয খান, Zvix‡L bv`IqvZj Djvgv (২য় খণ্ড), (লক্ষ্ণৌ : মজলিসে ছাহাফাত ওয়া নাশরিয়াত, ২০১৫)
২৪. মাওলানা মাসউদুর রহমান খান নাদবী, †gvZvjv‡q mjvqgvb, (ভূপাল : মাকতাবায়ে ইসলামিয়াহ, ১৯৮৬)
২৫. মাওলানা মোঃ আব্দুল করিম (অনূদিত), civ‡b ‡PivM (১ম খণ্ড), (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮ বাংলাবাজার, ২০১১)
২৬. মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (অনূদিত), mxiv‡Z Av‡qkv iv., (ঢাকা : রাহনুমা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, জুন ২০১৫)
২৭. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক জালীস নাদবী, Zvix‡L bv`IqvZj Djvgv (১ম খণ্ড), (লক্ষ্ণৌ : মজলিসে ছাহাফাত ওয়া নশরিয়াত, নাদওয়াতুল উলামা, ২০১৪)
২৮. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, bK‡k BKevj, (করাচী : উর্দু একাডেমী সিন্দ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭৮)
২৯. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, civ‡b †PivM (১ম খণ্ড), (লক্ষ্ণৌ :

মাকতাবাতুশ শাবাব আল-ইলমিয়্যাহ, নাদওয়া রোড, সপ্তম প্রকাশ ১৯১৪)

৩০. মাওলানা সালমান নাসীম নাদবী, ÔAvj †njvj Kx B‘viviZ AvIi bv‘ex dhvjvÕ, Zvgx‡i bvI, (লক্ষ্ণৌ : প্রধান সম্পাদক, তারিক সফিক নাদবী, বিশেষ সংখ্যা ২০০৮-২০০৯)

৩১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাঙলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৬)

৩২. মুহাম্মদ আশরাফ আলী, gdwZ gnv¤§‘ kdx i. : wdKvn kv‡¯Zªi Ae‘vb, (এম. ফিল. থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, মে ২০০৮)

৩৩. মুহাম্মদ যায়েদ মাজাহেরী নাদবী, gKv‡Zev‡Z mjvqgvb, (লক্ষ্ণৌ : ইদারা ইফাদাতে আশরাফিয়া, দোবাগা, হারদুলী রোড, প্রকাশ ২০০৮)

৩৪. মুহাম্মদ শাহেদ আখতার নাদবী, Zvnix‡K bv‘IqvZj DjvgvQvnvdvZ Kx gq‘vb †g, Zvgx‡i bvI, (লক্ষ্ণৌ : প্রধান সম্পাদক, তারিক সফিক নাদবী, বিশেষ সংখ্যা ২০০৮-২০০৯)

৩৫. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, nvqv‡Z mjvqgvb, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, নতুন সংস্করণ, ২০১১)

৩৬. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, kvhvi‡Z mjvqgvbx, (আযমগড় : মাতবুআয়ে দারুল মুসান্নিফীন, ১৯৬২)

৩৭. শায়খ আতা উল্লাহ, BKevj bvgv (১ম খণ্ড), (লাহোর : তাজেরে কুতুব ইসলামিয়া, প্রকাশ ১৯৬৬)

৩৮. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gvIjvbv mwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex Kx ZvQvbxd (১ম খণ্ড), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ২০১১)

৩৯. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান (সংকলিত), gvKvjv‡Z mjvqgvb (প্রথম খণ্ড), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬)

৪০. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, mwq¨‘ mjvqgvb bv‘ex Kx Bjgx Iqv Øxbx wL‘gvZ ci GK bRi, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, ২০১৪)

৪১. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, nvqv‡Z wkejx, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮৩)

৪২. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, wimvjvn Avn‡j mbvZ Iqvj RvgvAvZ, (আযমগড় : মাতবুআায়ে মুসলিম প্রিন্টিং প্রেস, প্রকাশ সন উল্লেখ নেই)

৪৩. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, wimvjvn ekiv, (আলীগড় : মাতবুআয়ে মুহাম্মদী, প্রকাশ সন উল্লেখ নেই)

৪৪. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Zvix‡L Avi‘j KiAvb, প্রথম খণ্ড, (আযমগড় : দারুল

মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, প্রকাশ ২০১১)

৪৫. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Avie Iqv wn›‘ †K Zvqvj øKvZ, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, প্রকাশ ১৯৭৭)

৪৬. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Avi‡ev Kx Rvnvhivbx, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, অক্টোবর ২০১৪)

৪৭. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, nvqv‡Z Bgvg gwjK, (করাচী : মাকতাবাতুশ্ শারক, ১৯৪৫)

৪৮. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxiv‡Z Awqkv iv., (করাচী : উর্দু একাডেমী, সিন্দ, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৫৫)

৪৯. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxivZbex mv. (৩য় খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে মা‘আরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৩৬১ হিজরী)

৫০. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxivZbex mv. (৪র্থ খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে মা‘আরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৩৬৬ হিজরী)

৫১. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxivZbex mv. (৫ম খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে মা‘আরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৩৬৯ হিজরী)

৫২. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxivZbex mv. (৬ষ্ঠ খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে মা‘আরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৩৬৯ হিজরী)

৫৩. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Lvq¨vg, (আযমগড় : মাতবুআয়ে দারুল মুসান্নিফীন, প্রকাশ ১৯৭৯)

৫৪. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Bqv‡‘ id‡ZMv, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ৩য় প্রকাশ ২০১১)

৫৫. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, evix‡‘ wdwi½, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ১৯৮২)

উর্দু পত্র-পত্রিকা:

১. মাসিক Avb-bv‘ Iqv, আল্লামা শিবলী নু‘মানী সম্পাদিত, (লক্ষ্ণৌ: নাদওয়াতুল উলামা)

২. মাসিক gv◊Awid, সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত, (আযমগড়:দারুল মুসান্নিফীন)

৩. Avj-†njvj, সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত, (কলকাতা, আগস্ট, ১৯১৩)

৩. Zvgx‡i bvI, তারিক সফিক নাদবী সম্পাদিত, (লক্ষ্ণৌ, সংখ্যা ২০০৮ ও ২০০৯)

৪. wiqvh, (করাচী, সংখ্যা ১৯৩৩)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ (ABSTRACT)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

শিরোনাম

উর্দু সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান

শিরোনামের ইংরেজি অনুবাদ

Contribution of Syed Suliman Nadvi on Urdu Literature

গবেষক: মোঃ বাহারুল ইসলাম
রেজিস্ট্রেশন নং: ২১
সেশন: ২০১২–২০১৩

তত্ত্বাবধায়ক: ড. রশিদ আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণার বিভাগ: উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

উপস্থাপনের তারিখ: তারিখ: ৩১ মে ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সেরা দার্শনিক ও উর্দু সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন সমসাময়ীক বিশ্বে একজন খ্যাতিমান ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন। তিনি ছিলেন আল্লামা শিবলী নু'মানীর আদর্শ ও চিন্তা চেতনার বলিষ্ঠ উত্তরাধিকারী। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আত্ম-উপলব্ধি উজ্জীবিতকরণে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি অজস্র আদর্শিক ও বিপ্লবী লেখনীর মাধ্যমে মুসলমানদের উত্তরণের জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। স্বীয় ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে এ দেশের মুসলমানদেরকে কুসংস্কারের বেড়াজাল ও চিন্তা চেতনার অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করে হিদায়াতের আলোকোজ্জ্বল পথে টেনে আনা এবং তাদের মাঝে আদর্শিক চেতনার নতুন প্রাণ সঞ্চার করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরূদ্ধে এবং অধঃপতনের অতল গর্ভে পড়ে যাওয়া ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার নিশ্চিতকরণে তাঁর প্রয়াস ছিল অতুলনীয়।

উর্দু সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের সেবায় আত্মোৎসর্গকারী মহান পুরুষ আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা জেলার আযিমাবাদের প্রসিদ্ধ গ্রাম দিসনার সম্ভ্রান্ত সায়্যিদ পরিবারে ২২ নভেম্বর ১৮৮৪ খ্রি. মোতাবেক ২৬ সফর ১৩০২ হিজরী রোজ শুক্রবার জন্মগ্রহন করেন। তিনি শিক্ষাজীবন সমাপান্তে আত্মনিয়োগ করেন বর্নাঢ্য কর্মজীবন ও লেখালেখির কাজে। দ্বীন, শিক্ষা ও সাহিত্যাঙ্গনে একই সময়ে তিনি কেবল দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন না বরং প্রধান নীতি নির্ধারক, দিক নির্দেশক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ১৯০৭ সালে Avb-bv' Iqv পত্রিকার সহ-সম্পাদক এর দায়িত্ব গ্রহন করেন এবং ১৯০৮ সালে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার আধুনিক আরবী ও তুলনামুলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। ১৯১৩ সালে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বিখ্যাত উর্দু সাপ্তাহিক Avj-wnjvj-এর মত যুগান্তকারী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। 'মাশহাদে আকবর'-এর মত অবিস্মরণীয় প্রবন্ধসহ শত শত প্রবন্ধ রচনা করে একজন প্রখ্যাত প্রবন্ধকার হিসেবে বিশ্বের নজর কাড়েন। পাশাপাশি ১৯১৪ সাল থেকে মোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত পুনা শহরে অবস্থিত বিখ্যাত দাক্কান কলেজের প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি একাধারে ৩২ বৎসর যাবৎ শিবলী নু'মানীর হাতে গড়া নবগঠিত দারুল মুসান্নিফীনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুনিপুন পরিচালনায় দারুল মুসান্নিফীন একটি বিখ্যাত ইসলামী প্রকাশনার কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। একই সাথে তিনি ১৯১৬ সাল থেকে দারুল মুসান্নিফীনের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা gvÔAvwid-এর মত উচ্চাঙ্গের মননশীল পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে মনোনীত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। এসময়ে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করে তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই উর্দু সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন তৈরি করে নেন।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত বিদ্যাপিঠ দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মনোনীত হন। তিনি একাধিকবার খিলাফত ও জমিয়াতুল উলামার বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন। এমনিভাবে ১৯১৫ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে তারাক্কীয়ে উর্দু'-এর

Dhaka University Institutional Repository

বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গালা'-এর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি ছিলেন The Indian national Congress বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং The All Indian Khilafat Committee বা সমগ্র ভারতীয় খিলাফত কমিটির অন্যতম সদস্য এবং উক্ত আন্দোলনের প্রধান লেখক ভাষ্যকার। তিনি খিলাফত প্রতিনিধি দলের দলনেতা হিসেবে বিলেত, ফ্রান্স, ইটালি, তুরস্ক, হিজায-সৌদি আরব, আফগানিস্তান সহ প্রাচ্য ও প্রাতীচ্যের প্রায় সকল জনপদে আমন্ত্রিত হয়ে সেসব দেশ ভ্রমন করেন। এভাবে তিনি দেশে বিদেশে ভ্রমনের ধারা অব্যাহত রেখে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী শিক্ষা সংস্থার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য আজীবন কাজ করে যান।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। বিগত বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম অর্ধ শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখে গেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত ও মুসলিম মনীষীদের জীবনমালা। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামী মুল্যবোধের প্রয়োগ ও বিকাশের লক্ষ্যে তিনি একাধিক গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ রচনা করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। শিক্ষা ও জ্ঞান বিষয়ক তাঁর বিভিন্ন রচনাবলী উচ্চতর সাহিত্যমানের দাবী রাখে। তিনি স্বীয় ক্ষুরধার আদর্শিক ও বিপ্লবী লেখনীর মাধ্যমে ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য আজীবন চেষ্টা করে যান। সীরাত ও জীবনী, ইতিহাস ও দর্শন, ভূগোল ও সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর সাহিত্য চর্চার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অনন্য দিক হলো জীবনীসাহিত্য রচনা। তাঁর জীবনীমূলক রচনাবলী ও গ্রন্থসমুহের মধ্যে একদিকে যেমন বিশ্বনবী সা. এর জীবনীমূলক গ্রন্থ mxivZbex mv.-এর মত বিশাল ৭ খণ্ডের ভলিয়ুম এবং নবীপত্নী হযরত আয়েশা রা.-এর জীবনীমূলক গ্রন্থ mxiv‡Z Awqkv-এর মত নির্যাস গ্রন্থ দেখা যায়, অপরপক্ষে প্রসিদ্ধ চার ইমামের একজন ইমাম মালেক র.-এর জীবন ও অবদান নিয়ে রচিত nvqv‡Z gv‡jK এবং প্রখ্যাত কবি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওমর খৈয়্যামের ওপর তাঁর সমালোচনামূলক জীবনীগ্রন্থ ৈLq¨vg দেখা যায়। এমনিভাবে একদিকে তিনি স্বীয় উস্তাদ বিখ্যাত আলিমে দ্বীন প্রখ্যাত সাহিত্যিক আল্লামা শিবলী নু'মানী-এর জীবন ও অবদান মূলক গ্রন্থ nvqv‡Z wkejx রচনা করে যেমন খ্যাতি কুঁড়িয়েছেন, অপরদিকে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছরের দীর্ঘ সময়ে ভারতবর্ষের ১৩৫ জন বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ যাঁরা ইন্তিকাল করেছেন, তাঁদের জীবনী ও সাহিত্য জগতে রেখে যাওয়া অবদান নিয়ে রচিত অমর অসাধারণ কীর্তি Bqv‡' ivd‡ZMv রচনা করে একটি কঠিন কাজ সম্ভব করে দেখিয়েছেন।

তাঁর এসব জীবনীমূলক রচনাবলীর প্রতি কিঞ্চিত দৃষ্টিপাত করলে এ বাস্তবতা উন্মোচিত হয় যে, তাঁর সাহিত্যিক রুচি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, নতুন-পুরাতন জ্ঞানে অভিজ্ঞতা, অধ্যয়নের ব্যাপকতা, জ্ঞানের গভীরতা, সমালোচক ও ঐতিহাসিকের বাস্তবতা, লেখক-সাহিত্যিক হিসেবে বাকপটুতা, চিন্তা ও দূরদর্শিতা ইত্যাদি বহুমুখী ও বিস্তৃত ছিল।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন অনেক উঁচু মাপের একজন গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ। ইতিহাস বিষয়ে তাঁর অবদান সমসাময়ীক ইতিহাসবিদদের থেকে অনেক বেশি। সমসাময়ীকদের মধ্যে

তিনিই একমাত্র জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ ব্যক্তি, যিনি সমগ্র জ্ঞানের জগতকে নিজের ঐতিহাসিক কর্ম দ্বারা প্রভাবিত করেন। তিনি ইতিহাস বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ পূর্বক এর মৌলিক নীতিমালার বিষয়ে দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করেন। তিনি ইতিহাস বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে দুখণ্ডে রচিত তাঁর সুবিখ্যাত মুল্যবান গ্রন্থ Zvix‡L Avi‘j KiAvb একটি অন্যতম গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে তিনি কুরআনের ঐতিহাসিক ঘটনাসমৃদ্ধ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা, আরবের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইসলাম পূর্বে আরবের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কথা তুলে ধরেন। এমনিভাবে পাঁচ অধ্যায়ে রচিত ইতিহাস বিষয়ক তাঁর আরেকটি গ্রন্থ Avie Iqv wn›‘ Kx ZvÛAvjøKvZ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ। তিনি এতে আরব ও হিন্দুস্তানের প্রারম্ভিক সম্পর্কের ইতিহাস, আরব ও হিন্দুস্তানের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, হিন্দুস্তানের সাথে আরবের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যবহুল আলোচনা করেন। তাঁর আরেকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ হলো Avi‡ev Kx Rvnvhivbx। তিনি এ গ্রন্থটিতে আরবদের জাহায পরিচালনার সূচনালগ্ন থেকে হিজরী দশম শতাব্দী পর্যন্ত তাঁদের জাহায পরিচালনার পুরো ইতিহাস, যুগযুগ ধরে এর উন্নতি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিশুদ্ধ প্রমাণসহ তুলে ধরেন। আর মহানবী সা. এর অমর জীবন চরিতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আটটি উচ্চ গবেষণামূলক লিখিত ভাষণ সমৃদ্ধগ্রন্থ Lrev‡Z gv‘ ivm তারঁ একটি অন্যতম্য গ্রন্থ।

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ছিলেন উর্দু সাহিত্যের এক খ্যাতনামা লেখক, সুসাহিত্যিক ও বিশ্ব বরেণ্য প্রবন্ধকার। তিনি জীবনের শুরুলগ্ন (১৯০২) থেকে প্রবন্ধ লেখা শুরু করে, জীবনের শেষ মুহূর্ত (১৯৫৩) পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রেখেছেন। দীর্ঘ ৫০ বছরে রচিত প্রবন্ধসমুহের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তিনি মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, ইসলামী রীতি-নীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষার উন্নয়ণ, ধর্মের উন্নতি, রাজনৈতিক সচেতনতা দর্শন এবং উর্দু ভাষা ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন। অর্থাৎ এমন কোনো বিষয় বাকি নেই, যে বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেননি। তাঁর প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত তাত্ত্বিক, জ্ঞানমূলক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ। তাঁর এসব প্রবন্ধ মাসিক gvÛAwid, Avb-bv‘Iqv, Avj-†njvj, Avj-evjvM, gvLhvb, wbMvi, DwKj, ZvgvÏb I gmZvK‡ej-সহ তৎকালীন নামী-দামী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। আর তাঁর এসব প্রবন্ধ নিয়ে পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় bK‡k mjvqgvb, gvhvgx‡b mjvqgvb, gvKvjv‡Z mjvqgvb, Bqv‡‘ id‡ZMv নামে বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থ।

এভাবে তিনি জীবনভর সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে লেখালেখির জগৎকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন এবং উর্দু সাহিত্য জগতে একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক হিসেবে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যই এক বিরাট নেয়ামত স্বরূপ।

ইসলামের এ বিরল ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ জ্ঞানী, খ্যাতনামা সাহিত্যিক আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর বর্ণাঢ্য জীবন কথা, তাঁর সমৃদ্ধপূর্ণ উর্দু সাহিত্যকর্ম, ইতিহাস সাহিত্য, জীবনীসাহিত্য, পত্র ও প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর অবদান এবং ইসলাম বিস্তারে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তার পূর্ণ বিবরণ তুলে

ধরা ছিল আমার গবেষণার মূল বিষয়। তাই এ বিষয়কে সামনে রেখে আমি এ মহান কর্মবীর সম্পর্কে দেশ ও জাতিকে অবগত করানো এবং নিজেও তাঁর সম্পর্কে ভাল ও পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করার জন্য তাঁকে নিয়ে "উর্দু সাহিত্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান" শীর্ষক পিএইচডি গবেষণার কাজ শুরু করি।

এ গবেষণা থিসিসের আলোচ্য বিষয়বস্তুকে মোট চার অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

১ম অধ্যায়: আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী র.-এর জীবনকথা

২য় অধ্যায়: ইতিহাস চর্চায় আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী

৩য় অধ্যায়: জীবনী সাহিত্যে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর অবদান

৪র্থ অধ্যায়: আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর পত্র ও প্রবন্ধ সাহিত্য

এছাড়াও এতে রয়েছে ভূমিকা, উপসংহার এবং সবশেষে রয়েছে গ্রন্থপঞ্জি।

আমি তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করি। প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে তাঁর জীবন, কর্ম, শিক্ষা, উর্দু সাহিত্যে ও ইসলামী সাহিত্যে অবদানের প্রায় সব দিকই তুলে ধরার চেষ্টা করি। আমার এ দীর্ঘ গবেষণামূলক আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলামের এ মহান জ্ঞান সাধক আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী নবী হারা উম্মতের অতন্দ্র প্রহরীরূপে কাজ করেছেন, মুসলিম জাতি ও সমাজকে ভ্রান্ত, ধর্মান্ধ, পথ ভ্রষ্টতা থেকে সোচ্চার করেছেন, দ্বীনের নিমিত্তে নিজের জীবনের সবটুকু সঁপে দিয়েছেন এবং পার্থিব জীবনের মোহ, আহ্লাদ, সম্পদ-সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য পরিহার করে তিনি নিজের জীবন ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেছেন।

আমি আমার গবেষণায় তাঁকে বিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ, উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কলম সৈনিক, দক্ষ রাজনীতিক, বিজ্ঞ কুটনীতিক, অসাধারণ বাগ্মী, বড় মাপের সাংবাদিক, প্রখ্যাত প্রবন্ধকার, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অগ্রদূত, সুদক্ষ সংগঠক, সমাজ সংস্কারক, মহান সমাজ সেবক, আসলাফ ও আকাবিরের একজন স্বার্থক উত্তরসূরী এবং একজন একনিষ্ঠ উর্দু সাহিত্য সাধক হিসেবে খুঁজে পাই। সর্বোপরি তিনি ছিলেন সাহিত্য, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধার এক অনিঃশেষিত রত্নাগার; উর্দু সাহিত্যের এক মূর্ত প্রতিক, সুপণ্ডিত ও মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর রয়েছে উর্দু ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ, বক্তব্য, চিঠিপত্র ও অনুবাদ কর্ম। তিনি এসবের মাধ্যমে পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতার পথে আহবান করেছেন। স্বীয় ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তুলেছেন। ইসলামের জন্যই তিনি লিখেছেন হাজার হাজার পাতা, অসংখ্য কিতাব, দিয়েছেন আবেগমথিত ভাষায় হৃদয় ছুয়ে যাওয়া এবং জীবন বদলে দেওয়ার মত অসংখ্য ভাষণ ও বক্তৃতা। ইসলামই ছিল তাঁর কর্ম দিবসের ব্যস্ততা এবং ঘুম রজনীর স্বপ্ন। তিনি তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি, হৃদয়-মন, সকাল-সন্ধ্যা ও দিবস-রজনীকে ইসলামের জন্যই ব্যয় করেছেন।

তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ও অনন্য দিক হলো– আলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা, পরিপূর্ণতা এবং জ্ঞান-গরিমা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধে বৈচিত্র ও ব্যাপকতা সৃষ্টি করা। তিনি দ্বীন, শিক্ষা ও সাহিত্যাঙ্গনে একই সময়ে কেবল দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন না; বরং প্রধান নীতি-নির্ধারক, দিক-নির্দেশক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে যে দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করেছেন, তা স্বয়ং তাঁর পূর্ণাঙ্গতা ও পারদর্শিতার উজ্জ্বল নিদর্শন ও প্রমাণ। এমন অপূর্ব মিলন ও বহুমুখী প্রতিভার সমাহার সাধারণত খুব কমই দেখা যায়।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পর্কে গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে আমি মনে করি তাঁর আসল দক্ষতা, যোগ্যতা ও নৈপুণ্য ছিল চিন্তা-চেতনা, অনুধাবন, অনুসন্ধান, বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, তদন্ত, গবেষণা, সম্পাদনা, গ্রন্থনা প্রণয়ন, প্রকাশন, সংকলন, মুদ্রণ ইত্যাদি। এ বিষয়ে তিনি পরিপূর্ণরূপে সফল, বিজয়ী, শীর্ষস্থানীয় ও অগ্রগামী হয়েছেন। তিনি এতসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সমাহার রেখে গেছেন, যা কিছু কিছু লোক সম্মিলিত হয়ে জীবনের সকল সুখ-শান্তি ও সুযোগ-সুবিধা ব্যয় করেও কখনো এমন জ্ঞানগর্ভ রচনা ও প্রকাশনামূলক কাজ করা কঠিন, যা তিনি একাকী সম্পন্ন করে গেছেন। আমি মনে করি তাঁর এসব বৈচিত্রময় কাজকর্ম, কৃতিত্ব, ভূমিকা, অবদান ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর উদার মন-মানসিকতা, জ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতির গতিময়তা, বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার সর্বোত্তম প্রমাণ। তিনি তাঁর কর্মের মূল্যবান কীর্তির জন্য সর্বস্তরের গণমানুষের হৃদয়ে চির অমর হয়ে থাকবেন।

আমি আশা করি আমার গবেষণার মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজ এ মহান মনীষীর পরিচিতি, সাহিত্য সেবা ও ইসলাম বিস্তারে তাঁর অবদান সম্পর্কে আরো ব্যাপক ভাবে জানতে পারবে। আমার বিশ্বাস এর দ্বারা সাধারণ পাঠক, সুধীজন ও উর্দু সাহিত্য প্রেমিক প্রতিটি মানুষই উপকৃত হবে এবং বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজ আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

এ পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধসমূহ:

১. Ram Babu Saksena, *A History of Urdu Literature*, (Alahabad: Ram Narain Lal, 2nd edition, 1940)
২. আবু সালমান শাহজাহানপুরী , gvKwZ‡e Avej Kvjvg Avhv‘, (করাচী : উর্দু একাডেমী সিন্দ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬)
৩. আল্লামা শিবলী নু‘মানী, gvKvZx‡e wkejx (১ম খণ্ড), সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সংকলিত, (লক্ষ্ণৌ : মাতবুআয়ে শাহী, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৬৮)
৪. আল্লামা শিবলী নু‘মানী, gvKvZx‡e wkejx (২য় খণ্ড), সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সংকলিত, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭১)
৫. আল্লামা শিবলী নু‘মানী, Kwjøqv‡Z wkejx, সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সংকলিত, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১২)
৬. আল্লামা শিবলী নু‘মানী, mxivZbex mv. (১ম খণ্ড), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন,

চতুর্থ প্রকাশ, ১৯৬৭)

৭. আল্লামা শিবলী নু'মানী, mxivZbex mv. (২য় খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে মা'আরিফ, ১৩৬১ হি.)

৮. গোলাম মুহাম্মদ হায়দারাবাদী, ZvhwKiv‡q mjvqgvb, (করাচী : মাকতাবাতে নাশেরে উলুম, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০)

৯. জিয়াউদ্দীন ইসলাহী, gvkwni †K LZZ ebv‡g mvwq¨' mjvqgvb bv'ex, (আযমগড়: দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, ২০১৪)

১০. ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন, Zvix‡L Av'vweq¨v‡Z D' (১ম খণ্ড), (লাহোর : মাগরিবী পাকিস্তান উর্দু একাডেমী, ১৯৯৭)

১১. ড. জামশেদ আহমদ নাদবী, Bkwiqv gvÔAwid, (পাটনা : খোদা বখশ অরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি, ১৯৭৮)

১২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, gmwjg RvMi‡b K‡qKRb Kwe mvwnwZ¨K, (ঢাকা : ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৮০)

১৩. ড. মুহাম্মদ ইকবাল, gvKZev‡Z BKevj, প্রফেসর আব্দুল কাওয়ী সাহেব দিসনবী সংকলিত, (করাচী : উর্দু একাডেমী সিন্দ, ১৯৬৮)

১৪. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আল আ'যামী, Avjøvgv mvwq¨' mjvqgvb bv'ex e-nvBwmqv‡Z gqviwiL, (আযমগড় : আদবী দায়েরাহ, জুন, ২০১৪)

১৫. ড. মুফতী মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান, (ঢাকা : বাংলাবাজার, মাকতাবাতুত তাকওয়া, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪)

১৬. ড. মুহাম্মদ নাঈম সিদ্দিকী, Avjøvgv mvwq¨' mjvqgvb bv'ex kLwQqvZ Iqv Av'ex wL'gvZ, (করাচী : মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম, ১৯৭৯)

১৭. ড. সায়্যিদ ইজায হোসাইন, gLZvQvi Zvix‡L Av'v‡e D", (করাচী : উর্দু একাডেমী সিন্দ, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৭১)

১৮. ড. সায়্যিদ শাহ আলী, 'সাওয়ানেহ নেগারী কা দরজা উর্দু আদাব মেঁ', D' †g mvIqv‡bn †bMvix, (করাচী : গোল্ড পাবলিশিং হাউজ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১

১৯. প্রফেসর আব্দুল কাওয়ী সাহেব দিসনবী, 'মাকালাতে আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী', মাসিক gvÔAwid, সংখ্যা-৫, খণ্ড-৯৭, মে ১৯৬৬, আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন

২০. gvKZev‡Z mjvqgvb (২য় খণ্ড) (মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী সংকলিত), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, ১৯৮৮)

২১. মাসিক gvÔAwid, সুলায়মান নম্বর, শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী (সংকলিত), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, মে ১৯৫৫)

২২. মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব র., 'viæj Djg †'Ie›' Kx cPvm wgmvjx kLwQqvZ, (দেওবন্দ : এদারায়ে মারকাযে আদব, ১৯৯৮)

২৩. মাওলানা ড. শামস্ তাবরীয খান, Zvix‡L bv'IqvZj Djvgv (২য় খণ্ড), (লক্ষ্মৌ : মজলিসে ছাহাফাত ওয়া নাশরিয়াত, ২০১৫)

২৪. মাওলানা মাসউদুর রহমান খান নাদবী, †gvZv j v‡q mj vqgvb, (ভূপাল : মাকতাবায়ে ইসলামিয়াহ, ১৯৮৬)

২৫. মাওলানা মোঃ আব্দুল করিম (অনূদিত), ci v‡b ‡Pi vM (১ম খণ্ড), (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮ বাংলাবাজার, ২০১১)

২৬. মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (অনূদিত), mxiv‡Z Av‡qkv iv., (ঢাকা : রাহনুমা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, জুন ২০১৫)

২৭. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক জালীস নাদবী, Zvix‡L bv' IqvZj Djvgv (১ম খণ্ড), (লক্ষ্ণৌ : মজলিসে ছাহাফাত ওয়া নশরিয়াত, নাদওয়াতুল উলামা, ২০১৪)

২৮. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, bK‡k BKevj, (করাচী : উর্দু একাডেমী সিন্দ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭৮)

২৯. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, ci v‡b †Pi vM (১ম খণ্ড), (লক্ষ্ণৌ : মাকতাবাতুশ শাবাব আল-ইলমিয়্যাহ, নাদওয়া রোড, সপ্তম প্রকাশ ১৯১৪)

৩০. মাওলানা সালমান নাসীম নাদবী, ÔAvj †nj vj Kx B' vivZ Av I i bv' ex dhvjvÕ, Zvgx‡i bvI, (লক্ষ্ণৌ : প্রধান সম্পাদক, তারিক সফিক নাদবী, বিশেষ সংখ্যা ২০০৮-২০০৯)

৩১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাঙলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৬)

৩২. মুহাম্মদ আশরাফ আলী, gdwZ gnvn¤§` kdx i. : wdKvn kv¯¿ Zvi Ae`vb, (এম. ফিল. থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, মে ২০০৮)

৩৩. মুহাম্মদ যায়েদ মাজাহেরী নাদবী, gKv‡Zev‡Z mj vqgvb, (লক্ষ্ণৌ : ইদারা ইফাদাতে আশরাফিয়া, দোবাগা, হারদুলী রোড, প্রকাশ ২০০৮)

৩৪. মুহাম্মদ শাহেদ আখতার নাদবী, Zvnix‡K bv' IqvZj Djvgv Qvnvdv Z Kx gq' vb †g, Zvgx‡i bvI, (লক্ষ্ণৌ : প্রধান সম্পাদক, তারিক সফিক নাদবী, বিশেষ সংখ্যা ২০০৮-২০০৯)

৩৫. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, nvqv‡Z mj vqgvb, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, নতুন সংস্করণ, ২০১১)

৩৬. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, kvhvi v‡Z mj vqgvbx, (আযমগড় : মাতবুআয়ে দারুল মুসান্নিফীন, ১৯৬২)

৩৭. শায়খ আতা উল্লাহ, BKevj bvgv (১ম খণ্ড), (লাহোর : তাজেরে কুতুব ইসলামিয়া, প্রকাশ ১৯৬৬)

৩৮. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, gv I j vbv mwq¨` mj vqgvb bv' ex Kx ZvQvbxd (১ম খণ্ড), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ২০১১)

৩৯. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান (সংকলিত), gvKv j v‡Z mj vqgvb (প্রথম খণ্ড), (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬)

৪০. সায়্যিদ ছবাহ উদ্দীন আব্দুর রহমান, mwq¨` mj vqgvb bv' ex Kx Bj gx Iqv Øxbx wL' gvZ ci GK bRi, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, ২০১৪)

৪১. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, nvqv‡Z wke j x, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮৩)

৪২. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, wimvjvn Avn‡j mbvZ Iqvj RvgvAvZ, (আযমগড় : মাতবুআায়ে মুসলিম প্রিন্টিং প্রেস, প্রকাশ সন উল্লেখ নেই)

৪৩. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, wimvjvn ekiv, (আলীগড় : মাতবুআয়ে মুহাম্মদী, প্রকাশ সন উল্লেখ নেই)

৪৪. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Zvix‡L Avi‘j KiAvb, প্রথম খণ্ড, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, প্রকাশ ২০১১)

৪৫. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Avie Iqv wn›‘ †K ZvqvjøKvZ, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, প্রকাশ ১৯৭৭)

৪৬. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Avi‡ev Kx Rvnvhivbx, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমী, অক্টোবর ২০১৪)

৪৭. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, nvqv‡Z Bgvg gwjK, (করাচী : মাকতাবাতুশ্ শারক, ১৯৪৫)

৪৮. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxiv‡Z Awqkv iv., (করাচী : উর্দু একাডেমী, সিন্দ, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৫৫)

৪৯. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxivZbex mv. (৩য় খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে মা‘আরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৩৬১ হিজরী)

৫০. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxivZbex mv. (৪র্থ খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে মা‘আরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৩৬৬ হিজরী)

৫১. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxivZbex mv. (৫ম খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে মা‘আরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৩৬৯ হিজরী)

৫২. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, mxivZbex mv. (৬ষ্ঠ খণ্ড), (আযমগড় : মাতবুআয়ে মা‘আরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৩৬৯ হিজরী)

৫৩. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Lvq¨vg, (আযমগড় : মাতবুআয়ে দারুল মুসান্নিফীন, প্রকাশ ১৯৭৯)

৫৪. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, Bqv‡‘ id‡ZMv, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ৩য় প্রকাশ ২০১১)

৫৫. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, evix‡‘ wdwi½, (আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ১৯৮২)

উর্দু পত্র-পত্রিকা:

১. মাসিক Avb-bv‘ Iqv, আল্লামা শিবলী নু‘মানী সম্পাদিত, (লক্ষ্ণৌ: নাদওয়াতুল উলামা)

২. মাসিক gvÛAwid, সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত, (আযমগড়:দারুল মুসান্নিফীন)

৩. Avj-†njvj, সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত, (কলকাতা, আগস্ট,১৯১৩)

৩. Zvgx‡i bvI, তারিক সফিক নাদবী সম্পাদিত, (লক্ষ্ণৌ, সংখ্যা ২০০৮ ও ২০০৯)

৪. wiqvh, (করাচি, সংখ্যা ১৯৩৩)

Dhaka University Institutional Repository

mvwq¨‘ mjvqgvb bv‘exi ¯§wZ weRwoZ K‡qKwU cvgvY¨ wPÎ

আফগানিস্তানের কাবুলে ভ্রমণকালে আল্লামা ড. ইকবাল, আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী ও স্যার রাস মাসউদ

ভারতের আজমগড়ে দারুল মুসান্নিফীনে যে কক্ষে তিনি থাকতেন

ভারতের লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা যেখানে সুলায়মান নাদবী পড়েছেন, পড়িয়েছেন এবং আন-নাদওয়া পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন।

ভারতের লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা মসজিদ

ভারতের আজমগড়ে দারুল মুসান্নিফীন

দারুল মুসান্নিফীন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত সুলায়মান নাদবী সম্পাদিত মাসিক মা'আরিফের কপি

দারুল মুসান্নিফীন ছাপাখানা

সুলায়মান নাদবীর ব্যবহৃত ব্যাজ ও বিভিন্ন জিনিসপত্র

আজমগড়ে দারুল মুসান্নিফীনের স্মৃতি যাদুঘরে মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী কর্ণার

সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী কর্ণারে সংরক্ষিত তার লিখিত কিছু পাণ্ডুলিপি ও জীবনের শেষ ছবি